জা-আল হাক্ব ৫

মূল : কেফায়াতুল্লাহ সানাবিলী
অনুবাদ : আহমাদুল্লাহ সৈয়দপুরী

মুখতাছার : ব্রাদার রাহুল হুসাইন (রুহুল আমিন)

সলাতে হাত বাঁধার স্থান

বিভ্রান্তি নিরসন

দারুল কারার

www.boimate.com

বই	**সলাতে হাত বাঁধার স্থান : বিভ্রান্তি নিরসন**
মূল	মাওলানা কেফায়াতুল্লাহ সানাবিলী
অনুবাদ	আহমাদুল্লাহ সৈয়দপুরী
মুখতাছার	ব্রাদার রাহুল হুসাইন (রুহুল আমিন)
প্রকাশনায়	দারুল কারার পাবলিকেশন্স

www.boimate.com

কেফায়াতুল্লাহ সানাবিলীর

انوار البدر في وضع اليدين علي الصدر

সংক্ষিপ্ত সংস্করণ

সলাতে হাত বাঁধার স্থান

বিভ্রান্তি নিরসন

অনুবাদ : আহমাদুল্লাহ সৈয়দপুরী

মুখতাছার : ব্রাদার রাহুল হুসাইন (রুহুল আমিন)

মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

দারুল কারার

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

www.boimate.com

সলাতে হাত বাঁধার স্থান

বিভ্রান্তি নিরসন

মূল : কেফায়াতুল্লাহ সানাবিলী
অনুবাদ : আহমাদুল্লাহ সৈয়দপুরী
মুখতাছার : ব্রাদার রাহুল হুসাইন (রুহুল আমিন)

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০২২
প্রচ্ছদ : গ্রাফিকসেন্স

প্রকাশনায় :
দারুল কারার পাবলিকেশন্স
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট,
২য় তলা, দোকান-৫৯, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
01575-1111-70, 01720-935542
darulqarar19@gmail.com

মূল্য ৩৪০.০০ টাকা মাত্র

অনলাইন পরিবেশনা :
tawheedpublicationsbd.com
ikhlasstore.com
boibazar.com
islamicboighor.com
Anaaba Books
rokomari.com
alokitoboibitan.com
ruhamashop.com
kitabghor.com
Darus Sunnah Shop
wafilife.com
niyamahshop.com
boighor.com
Sunnah Bookshop
Salafi online bookshop

SALATE HATH BADHAR STHAN : BIBVRANTI NIROSON
Published by Darul Qarar Publications, Shop-59, Madrasa Market, 1st floor, Banglabazar, Dhaka-1100, darulqarar19@gmail.com, FB : DarulQararBD
Mobile : 01720 935542, 01575 111170, Fixed Price : 340/00 taka only

www.boimate.com

অনুবাদের ভূমিকা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন তা গ্রহণ করতেই হবে। এর কোন বিকল্প নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দেয়া উপহারকে তথা সুন্নাতকে ছোট-খাটো বলে উপহাস করা এবং তুচ্ছ করা কুফরী। বর্তমানে সলাতের বেশ কিছু মাসলা নিয়ে তিন ধরনের মতবাদধারী গোষ্ঠী দেখা যায়। প্রথম দল বলেন, 'এসব বিতর্কিত বিষয়ে সহীহ হাদীসই একমাত্র সমাধান'। দ্বিতীয় দল বলেন, 'মাযহাবে যা আছে তাই মানতে হবে'। তৃতীয় দল বলেন, 'যার যেটা মন চায় মানুক। এসব নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা করা ফেতনা'।

এ তিনটি দলের মাঝে একমাত্র প্রথম দলটিই হচ্ছেন হকের অনুসারী। সলাতের যে কয়টি বিষয় নিয়ে বেশী আলোচনা-পর্যালোচনা হয়ে থাকে তার অন্যতম হল সলাতে হাত বাঁধা। সলাতে হাত কোথায় অবস্থান করবে তা নিয়ে আমাদের দেশে দুটি মতবাদ খুব বেশি প্রসিদ্ধ।

১. বুকে হাত বাঁধতে হবে।

২. নাভীর নিচে বাঁধতে হবে।

উভয় পক্ষই তাদের মতের পক্ষে ও প্রতিপক্ষের বিপক্ষে অনেক লেখনী রচনা করেছেন। কেউ বুকে হাত বাঁধার পক্ষে। কেউ বা আবার নাভীর নিচে হাত বাঁধার পক্ষে। আলোচ্য গ্রন্থে বুকে হাত বাঁধার হাদীসগুলিকে সহীহ ও নাভীর নিচে হাত বাঁধার হাদীসগুলিকে অগ্রহণযোগ্য প্রমাণ করা হয়েছে।

www.boimate.com

আধুনিক বিশ্বে যারা এ বিষয়ে অসাধারণ খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন তাদের একজন হলেন শায়েখ কেফায়াতুল্লাহ সানাবেলী হাফিযাহুল্লাহ। তিনি একজন তরুণ আহলে হাদীস আলেম। বিদআত ও বিদাআতীদের খণ্ডনে তিনি খুবই দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। নম্র ভাষা, ক্ষুরধার যুক্তি ও বেশুমার দলীল-দালায়েল দিয়ে গুরু-গম্ভীর তাহকীকী বিষয়কে সহজভাবে তুলে ধরার এক অসাধারণ যোগ্যতা আল্লাহ তাকে দান করেছেন। হাদীস তাহকীকের মত কঠিন বিষয়কে তিনি অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপন করেন। তার বুকে হাত বাঁধা বিষয়ক গ্রন্থটির মূল নাম انوار البدر في وضع اليدين علي الصدر এই গ্রন্থটিতে প্রচুর পরিমাণে তাহকীক ও উসূল রয়েছে, যা আলেমদের বিশেষ করে মুহাদ্দিসদের জন্য উপকারী। বাংলায় এর অনুবাদ এই প্রথমবারের মতো হল। আল-হামদুলিল্লাহ।

আবূ মুবাশশির আহমাদুল্লাহ সৈয়দপুরী

www.boimate.com

মুখতাছারের ভূমিকা

বইটির লেখক আবুল ফাওযান কেফায়াতুল্লাহ বিন মুহিব্বুল্লাহ সানাবিলী। তিনি ১৯৮৩ সনের জানুয়ারী মাসে উত্তর প্রদেশের সিদ্ধার্থনগরের সাদুল্লাপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি দিল্লীর জামেআ ইসলামিয়া সানাবিল হতে পড়াশোনা করেছেন। তিনি এ যাবত ৬০টির মত গ্রন্থ রচনা করেছেন। বর্তমানে তিনি জমঈয়তে আহলে হাদীস মুম্বাই-এর গবেষক হিসেবে নিয়োজিত। এছাড়াও কেরালার কুল্লিয়া উম্মে সালামা আল-আসারিইয়া-এর মুহাদ্দিস। পাশাপাশি তিনি মুম্বাই হতে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা আহলে সুন্নাহ-এর পরিচালক। তিনি জামেআ সালাফিইয়া বানারস-এর ফতওয়া ও তাহকীক বিষয়ক উচ্চ পরিষদের রুকন হিসেবেও জড়িত। আমরা লেখকের কিছু বই অনুবাদ এবং মুখতাছার করছি আলহামদুলিল্লাহ।

উর্দূতে লেখক গ্রন্থটির শিরোনাম দিয়েছেন, انوار البدر في وضع اليدين علي الصدر বাংলা অনুবাদে মূল শিরোনামে পরিবর্তন এনে নাম দেওয়া হল, "সলাতে হাত বাঁধার স্থান : বিভ্রান্তি নিরসন"।

এ গ্রন্থটির চতুর্থ সংস্করণ ২০১৬ সালে মুদ্রিত। 'মাকতাবা বায়তুস সালাম' হতে প্রকাশিত ৭৫৫ পৃষ্ঠার বৃহৎ কলেবর বিশিষ্ট এ গ্রন্থটির মুখতাছার করা হয়েছে। এ গ্রন্থটিতে যা পাবেন তার কয়েকটি বিষয় তুলে ধরা হল :

(১) মুহতারাম লেখক প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে বুকের উপর হাত বাঁধার পক্ষে মোট ৬ জন সাহাবী থেকে মারফূ হাদীস পেশ করেছেন। আল-হামদুলিল্লাহ। অতঃপর তিনি ৪ জন সাহাবী থেকে আসার পেশ করেছেন

www.boimate.com

এবং আলী (রাযি.)-এর আমল তুলে ধরেছেন। সবগুলো হাদীসেরই অত্যন্ত দীর্ঘ ও তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন।

(২) দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে হানাফীদের দলীলসমূহ নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেছেন। প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে একজন সাহাবী থেকে মারফূ হাদীস নিয়ে এনেছেন এবং সেটিকে জাল প্রমাণ করেছেন। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ৪ জন সাহাবী থেকে নাভীর নিচে হাত বাঁধার হাদীস উল্লেখ করেছেন এবং সেগুলোকে বাতিল প্রমাণ করেছেন।

(৩) তৃতীয় অধ্যায়ে তাবেঈ, ইমাম চতুষ্টয় প্রমূখের মতামত উল্লেখ করেছেন।

(৪) চতুর্থ অধ্যায়ে বুদ্ধিবৃত্তিক দলীলসমূহ উপস্থাপন করেছেন।

মোট চারটি অধ্যায় সন্নিবেশিত এ গ্রন্থে তিনি তাহকীকী আলোচনা দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, বুকে হাত বাঁধাই হল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম রাযিআল্লাহু আনহুমদের আমল। নাভীর নিচে হাত বাঁধার কোন গ্রহণযোগ্য হাদীস নেই। সুতরাং এ আমল বর্জনযোগ্য।

ব্রাদার রাহুল হুসাইন (রুহুল আমিন)

www.boimate.com

সূচি

অধ্যায় : ১	১৭
বুকে হাত বাঁধার প্রমাণে বর্ণিত হাদীসসমূহ	১৭
হাদীস-১ : সাহ্‌ল বিন সাদ রাযিআল্লাহু আনহুর হাদীস	১৭
হাদীস-২ : ওয়ায়েল বিন হুজর রাযিয়াল্লাহু আনহু	২০
রাবী-১ : কুলাইব বিন শিহাব আল-জুরমীর পরিচয়	২১
রাবী-২ : আসেম বিন কুলাইবের পরিচয়	২২
রাবী-৩ : যায়েদাহ বিন কুদামা সাকাফীর পরিচয়	২৩
রাবী-৪ : আব্দুল্লাহ বিন মুবারক হানযালীর পরিচয়	২৪
রাবী-৫ : সুওয়াইদ বিন নাসর আল-মারওয়াযীর পরিচয়	২৫
হাদীস-৩	২৬
তাউস রহিমাহুল্লাহ্‌র হাদীস	২৬
নামাযে বুকের উপর হাত বাঁধার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ রয়েছে	২৬
বর্ণনাটি মুরসাল হওয়া	২৭
রাবী-৬ : তাউস বিন কায়সান ইয়ামেনীর পরিচয়	২৮
রাবী-৭ : সুলায়মান বিন মূসা আল-কুরাশীর পরিচয়	২৮
কয়েকটি জারাহ-এর পর্যালোচনা	৩১
ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ-এর জারাহ	৩১
ইমাম নাসাঈ রহিমাহুল্লাহর এর জারাহ	৩৩
ইমাম আবূ আহমাদ আল-হাকেম (রাহি.) এর জারাহ	৩৫
বানোয়াট জারাহসমূহ	৩৮

www.boimate.com

ইমাম আবূ যুরআহ 'যুআফা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন	৩৯
যুআফা গ্রন্থ দ্বারা দলীল গ্রহণ	৪১
তাদলীসের দোষারোপ	৪২
সাওর বিন ইয়াযীদ আল-কালাঈ	৪২
সাওর বিন ইয়াযীদের কাদরিয়া হওয়ার অপবাদ	৪৩
সাওর বিন ইয়াযীদের মুদাল্লিস হওয়া	৪৫
হায়সাম বিন হুমাইদ আল-গস্সানী	৪৭
আবূ তাওবা রবী বিন নাফে হালাবী-এ পরিচয়	৪৮
বিশেষ দ্রষ্টব্য :আবূ দাউদের দেওবন্দী দরসী নুসখা	৪৯
তৃতীয়ত : আবী দাউদের দরসী নুসখায় এই বর্ণনাটি নেই	৫০
'ইমাম আবূ দাউদের চুপ থাকা	৫১
হাদীস-৪	**৫২**
হুলব আত-তাঈ (রা)-এর হাদীস	৫২
আরও কিছু উদ্ধৃতি	৫২
সনদের তাহকীক	৫৩
রাবী-১ : কবীসাহ বিন হুলব আত-তাঈ	৫৩
কবীসাহ বিন হুলব আত-তাঈ মাজহূল রাবী'?	৫৪
রাবী-২ : সিমাক বিন হারব	৫৫
রাবী-৩ : সুফিয়ান বিন সাঈদ আস-সাওরী	৫৬
রাবী-৪ : ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান	৫৭
সাঈদের উস্তাদ সুফিয়ান সাওরী রয়েছেন	৫৭
মতনের উপর প্রথম অভিযোগ	৫৮
প্রথম করীনা (আলামত) : বর্ণনা সংক্ষিপ্ত হওয়া	৫৮
সুফিয়ান সাওরী ব্যতীত সিমাক বিন হারবের অন্যান্য ছাত্রের বর্ণনা সমূহ	৬০
শুবাহ বিরোধীতা তখন সুফিয়ান সাওরীই নির্ভরযোগ্য হবেন'	৬০
(১) শুবাহ ইবনুল হাজ্জাজ আল-ইতকীর বর্ণনা	৬০
(২) আবুল আহওয়াস সালাম বিন সালীম হানাফীর বর্ণনা	৬২
(৩) যায়েদা বিন কুদামা আস-সাকাফীর বর্ণনা :	৬৩
(৪) হাফস বিন জুমাই আল-ইজলী (যঈফ)-এর বর্ণনা :	৬৩
(৫) যাকারিয়া বিন আবী যায়েদা আল-ওয়াদাঈর বর্ণনা :	৬৪
(৬) ইসরাঈল বিন ইউনুস আস-সাবীঈর বর্ণনা :	৬৫

www.boimate.com

(৭) আসবাত বিন নাসর আল-হামাদানীর বর্ণনা	৬৫
(৮) শারীক বিন আব্দুল্লাহ আল-কাযীর বর্ণনা	৬৬
(৯) যুহায়ের বিন হারব আল-হিরশীর বর্ণনা	৬৬
(১০) কায়েস বিন রবী আল-আসাদী আবূ মুহাম্মাদ আল-কূফীর বর্ণনা	৬৮
সুফিয়ান সাওরীর অন্য ছাত্রদের বর্ণনা	৬৯
(১) ওয়াকী ইবনুল জার্রাহ আর-রওয়াসীর বর্ণনা	৬৯
(২) আব্দুর রহমান বিন মাহদীর বর্ণনা	৭১
(৩) আব্দুর রাযযাক বিন হুমামের বর্ণনা	৭২
(৪) হুসাইন বিন হাফস আল-হামাদানীর বর্ণনা	৭২
(৫) আব্দুস সামাদ বিন হিসান ও মুহাম্মাদ বিন কাসীর আল-আবদীর বর্ণনা	৭৩
সবগুলি বর্ণনার বাক্যসমূহের সারকথা	৭৫
আহফায (তুলনামূলক বড় হাফেযের)-এর বর্ণনা	৭৬
সিকাহ রাবীর যিয়াদত গ্রহণযোগ্য	৭৭
অতিরিক্ত বর্ণনা অন্যান্য বর্ণনার বিরোধী হবে না	৭৯
অতিরিক্ত বর্ণনা সম্বলিত শব্দের পুণরাবৃত্তি	৮০
মতনের অন্য বাক্যগুলির নির্দেশনা	৮১
শাওয়াহেদ	৮২
উলামাদের জন্য লক্ষণীয়	৮৩
এই হাদীসে নামাযের উল্লেখ নেই	৮৪
উলামাদের জন্য লক্ষণীয়	৮৪
বুকে হাত বাঁধার উল্লেখ সালাম ফেরানোর পর করা হয়েছে'	৮৫
নুসখার উপর অভিযোগ 'বুকের উপর' বাক্যটি কপিকারকের ভুল	৯০
সুফিয়ান সাওরী নাভীর নিচে হাত বাঁধতেন	৯৪
সিমাক বিন হারব-এর তাওসীক	৯৫
সমালোচনা সূচক উক্তি সমূহ	৯৬
নিম্নোক্ত উক্তিগুলি দ্বারা তাযঈফ প্রমাণিত হয় না	৯৮
ইখতিলাতের জারাহ-বিষয়ক আলোচনা	১০৭
৪সিমাক বিন হারবের তাওসীক ৩৫ জন মুহাদ্দিস	১০৮
হাদীস-৫	১১৫
ওয়ায়েল বিন হুজর (রা)-এর হাদীস	১১৫
উলামাদের জন্য লক্ষণীয়	১১৫

ইমাম ইবনু খুযায়মাহ সহীহ শর্ত দিয়েছেন	১১৬
দশজন মুহাদ্দিস এর দৃষ্টিতে হাদীসটি সহীহ	১১৮
উলামাদের জন্য লক্ষণীয়	১১৯
উল্লিখিত হাদীসের রাবীদের পরিচিতি	১২২
সুফিয়ান সাওরী তাদলীস করতেন	১২২
ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদের সুফিয়াস সাওরীর সামা বিশিষ্ট হাদীসই শুধু লিখতেন	১২৩
মুআম্মাল বিন ইসমাঈল	১২৩
আবূ মূসা মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না আল-আনাযী	১২৪
কুলাইবের উপর তাফার্রুদের অভিযোগ	১২৪
(১) উম্মে ইয়াহ্ইয়ার বর্ণনা	১২৫
(২) আব্দুর রহমান বিন ইয়াহসুবীর বর্ণনা	১২৬
(৩) হুজর ইবনুল আম্বাস আবুল আম্বাস হাযরামীর বর্ণনা	১২৭
(৪) আলকামা বিন ওয়ায়েল আল-হাযরামীর বর্ণনা	১২৮
সুফিয়ান সাওরীর তাফার্ররুদের উপর অভিযোগ	১২৯
মুআম্মাল বিন ইসমাঈলের তাফার্রুদের উপর অভিযোগ ও তার জবাব	১৩০
১. ইসহাক বিন রাহাওয়াই'র বর্ণনা	১৩২
২. আব্দুর রাযযাক বিন হুমামের বর্ণনা	১৩২
৩. ওয়াকী ইবনুল জার্রাহ-এর বর্ণনা	১৩৩
৪. ইয়াহ্ইয়া বিন আদম ও আবূ নুআঈমের বর্ণনা	১৩৩
৫. হুসাইন বিন হাফসের বর্ণনা	১৩৩
৬. আলী বিন কাদিমের বর্ণনা	১৩৪
৭. মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ আল-ফিরইয়াবীর বর্ণনা	১৩৪
৮. আব্দুল্লাহ ইবনুল ওয়ালীদের বর্ণনা	১৩৫
আবূ মূসার উপর তাফার্রুদের অপবাদ	১৩৬
ইযতিরাবের দাবী 'বুকের উপর-বুকের কাছে'	১৩৭
সুফিয়ান সাওরী নাভীর নিচে হাত বাঁধতেন	১৩৯
রাবী যদি স্বীয় বর্ণনাকৃত হাদীসের বিরোধী আমল করে	১৪০
ইসবাতুত দালীল আলা তাওসীকি মুআম্মাল বিন ইসমাঈল	১৪২
নিচের উক্তিগুলি দ্বারা তাযঈফ প্রমাণিত হয় না	১৪২
নিম্নোক্ত উক্তিগুলি প্রমাণিত নয়	১৫০
ইমাম বুখারীর আয-যুআফা নামে একটি বড় গ্রন্থও ছিল	১৫৪

www.boimate.com

ইবনু মাঈন কি সাওরী হতে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে মুআম্মালকে যঈফ বলেছেন?	১৫৭
প্রথমত : সিকাহ আখ্যাদানকারীর ২৫ জন বিদ্বানের উক্তি	১৫৯
যারা মুআম্মালকে অধিক ভুলকারী বলেছেন	১৬৪
জমহূরের দৃষ্টিকোণ থেকে	১৬৭
আহনাফের সাক্ষ্য	১৬৮
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তাফসীর	১৬৯
(১) আসেম বিন সুলায়মান আল-আহওয়াল	১৭০
(২) হাম্মাদ বিন যায়েদ বিন দিরহাম	১৭১
(৩) শায়বান বিন ফার্রূখ	১৭১
(৪) আহমাদ বিন ঈসা বিন মাখলাদ আল-কিলাবী আবুল হুরাইশ	১৭২
'ওয়ানহার'-এর অর্থ সংশয় নিরসন	১৭৩
ওয়ানহার-এর তাফসীরে কুরবানী তাহকীক	১৭৪
সাহাবীদের আসারসমূহ	**১৭৫**
আসার-১	**১৭৫**
ইবনু আব্বাস (রা)-এর হাদীস	১৭৫
রাবী-১ : আবুল জাওযা আওস বিন আব্দুল্লাহ আর-রিবঈ	১৭৬
একটি সংশয় নিরসন	১৭৬
রওহ বিন মুসাইয়েব আল-বসরী	১৭৭
আব্দুল্লাহ বিন আবুল আসওয়াদ আল-বসরী	১৭৯
আসার-২	**১৮০**
আলী (রা)-এর তাফসীর 'فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ'	১৮০
হানাফীদের মধ্য হতে দলীল	১৮১
'আলী রাযি বুকের উপর হাত বাঁধতেন'	১৮২
সনদের তাহকীক	১৮৩
রাবী-১ : উকবাহ বিন যবিয়ান	১৮৩
রাবী-২ : আব্দুল্লাহ বিন রুবাহ আল-আজ্জাজ আল-বসরী	১৮৩
আসেম আল-জাহদারী আল-বসরী	১৮৫
হাম্মাদ বিন সালামা বিন দীনার আল-বসরীর পরিচিতি	১৮৫
মূসা বিন ইসমাঈল আল-বসরী	১৮৬
মতনের মধ্যে ইযতিরাবের দাবী ও তার পর্যালোচনা	১৮৭

www.boimate.com

প্রথম সনদ (হাম্মাদ বিন সালামা বিন দীনার বসরী)	১৮৭
১-মূসা বিন ইসমাঈলের বর্ণনা	১৮৭
২-হাজ্জাজ বিন মিনহাল আল-আনমাতীর বর্ণনা	১৮৮
৩-আবূ সালেহ খুরাসানীর বর্ণনা	১৮৮
৪-শায়বান বিন ফার্রূখ-এর বর্ণনা	১৮৯
৫-মিহরান বিন আবূ ওমর আত্তার-এর বর্ণনা	১৯০
৬-আবূ ওমর হাফস বিন ওমর আয-যরীর রহিমাহুল্লাহ্‌র বর্ণনা	১৯০
৭-আবুল ওয়ালীদ আত-তায়ালিসীর বর্ণনা	১৯১
'আত-তামহীদ এর পাণ্ডুলিপি	১৯২
(১) মুআম্মাল বিন ইসমাঈলের বর্ণনা	১৯৩
(২) আব্দুর রহমান বিন মাহদীর বর্ণনা	১৯৩
দ্বিতীয় সনদ	১৯৪
ইয়াযীদ বিন যিয়াদ বিন আবুল জাদ-এর সনদ	১৯৪
দ্বিতীয় কারণ	১৯৫
সনদে ইযতিরাবের দাবী ও তার পর্যালোচনা	১৯৬
প্রথমত :দ্বিতীয়ত :প্রথম সনদ (হাম্মাদ বিন সালামা বিন দীনার বসরী)	১৯৬
মতানৈক্যের অবস্থাসমূহ ও তারজীহ	১৯৭
সনদের প্রথম ধরন	১৯৭
সনদের দ্বিতীয় ধরন	১৯৭
সনদের তৃতীয় ধরন	১৯৮
সনদের চতুর্থ ধরন	১৯৯
সনদের পঞ্চম ধরন	১৯৯
দ্বিতীয় সনদ : ইয়াযীদ বিন আবুল জাদ	২০০
فَوْقَ السُّرَّةِ - দ্বারা 'বুকের উপর' বুঝানো হয়ে থাকে	২০১
জারীর আয-যব্বী	২০৩
গযওয়ান বিন জারীর	২০৩
(৩) আবূ তালূত আব্দুস সালাম বিন শাদ্দাম	২০৪
(৪) আবূ বদর শুজা ইবনুল ওয়ালীদ বিন কায়েস	২০৫
(৫) মুহাম্মাদ বিন কুদামা বিন আয়ুন আল-মিস্‌সীসী	২০৬
একটি সংশয়ের নিরসন	২০৭
(৪) আব্দুল্লাহ বিন জাবের (রা)-এর হাদীস	২০৮

www.boimate.com

আহনাফের দলীলসমূহ	২১০
অনুচ্ছেদ-১ : মারফূ বর্ণনা	২১০
হাদীস-১ : আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা)-এর প্রতি সম্বন্ধিত একটি সরীহ মারফূ বর্ণনা	২১০
সাহাবীদের আসার	২১২
আব্দুর রহমান বিন ইসহাক্ব আল-ওয়াসিত্বী আল-কূফী- আসমাউর রিজালের আলেমদের দৃষ্টিতে	২১৫
এ হাদীসটির অত্যন্ত যঈফ হবার কারণ সমূহ	২১৮
আব্দুর রহমান বিন ইসহাক সম্পর্কে তাওসীকের পর্যালোচনা	২১৯
হাদীস-২ : আনাস রাযিআল্লাহু আনহুর হাদীস	২২১
হাদীস-৩ : আলী (রা)-এর হাদীস (মুসনাদে যায়েদ)	২২৫
হাদীস-৪ : আলী (রা)-এর হাদীসে বর্ণিত {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} আয়াতের তাফসীরে বিকৃত বর্ণনা	২২৯
প্রথম দলীল : মুহাক্কিকের স্বীকারোক্তি	২৩১
দ্বিতীয় দলীল : আবুল ওয়ালীদ এবং তার ছাত্র আসরামের সূত্রেই খতীব বাগদাদীর বর্ণনা	২৩৫
তৃতীয় দলীল : হাম্মাদের ছাত্র মূসা বিন ইসমাঈলের বর্ণনা	২৩৬
চতুর্থ দলীল : হাম্মাদের ছাত্র মূসা বিন ইসমাঈলের বর্ণনা এবং একটি সনদ	২৩৭
পঞ্চম দলীল : হাম্মাদের ছাত্র হাজ্জাজ বিন মিনহাল আল-আনমাতীর বর্ণনা	২৩৮
ষষ্ঠ দলীল : হাম্মাদের ছাত্র হাজ্জাজ বিন মিনাহল আল-আনমাতীর বর্ণনাটির আরেকটি সনদ	২৩৯
সপ্তম দলীল : হাম্মাদের ছাত্র শায়বান বিন ফার্রূখ-এর বর্ণনা	২৩৯
অষ্টম দলীল : হাম্মাদের ছাত্র আবূ আমর আয-যারীরের বর্ণনা	২৪০
নবম দলীল : হাম্মাদের ছাত্র আবূ সালেহ আল-খুরাসানীর বর্ণনা	২৪১
দশম দলীল : হাম্মাদের ছাত্র মিহরান বিন আবী ওমর আত্তার-এর বর্ণনা	২৪১
হাদীস-৫ : মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ গ্রন্থে বিকৃত বর্ণনা	২৪২
মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ গ্রন্থে বিকৃতি সাধনের ইতিহাস	২৬৪
বিকৃতসাধনের প্রথম চেষ্টা	২৬৫
বিকৃতসাধনের দ্বিতীয় অপচেষ্টা	২৬৬
বিকৃতি সাধনের তৃতীয় প্রচেষ্টা	২৬৮
বিকৃতসাধনের চতুর্থ প্রচেষ্টা	২৬৮

www.boimate.com

কাওসারী সম্প্রদায়ের পরিচিতি	২৬৯
বিকৃতির প্রথম সাহায্য	২৭৩
বিকৃতির দ্বিতীয় সহায়	২৭৭
একটি ভুল ধারণার অপনোদন	২৮৪
তাবেঈনদের উক্তিসমূহ	২৯০
(১) তাবেঈ আবু মিজলায রহিমাহুল্লাহ-এর উক্তি	২৯১
(২) তাবেঈ ইবরাহীম নাখাঈ রহিমাহুল্লাহর উক্তি	২৯২
(৩) তাবেঈ সাঈদ বিন জুবায়ের রহিমাহুল্লাহর-উক্তি	২৯৮
ইমাম চতুষ্টয়ের উক্তি	২৯৯
ইবনুল কাইয়েম (রাহি.) নাভীর নিচে হাত বাঁধার হাদীসকে সহীহ বলেছেন?	৩০২
ইমাম আহমাদ (রাহি.) নামাযে বুকে হাত বাঁধাকে মাকরূহ মনে করতেন	৩০৪
বুকের উপর হাত বাঁধার কোন আলেম হতে প্রমাণিত নেই।	৩০৭
'নামাযে উভয় হাতকে বুকের উপর রাখা সুন্নাত-এর অনুচ্ছেদ'	
চতুর্থত :'আলী (রাযি.) বুকের উপর হাত বাঁধতেন'	৩০৯
রাবী-১ : উকবাহ বিন যবিয়ান	৩০৯
রাবী-২: আব্দুল্লাহ বিন রুবাহ আল-আজ্জাজ আল-বসরী আল্লামা মুহাম্মাদ রঈস নদবী	৩০৯
রাবী-৩: আসেম আল-জাহদারী আল-বসরী, (১)	৩১০
রাবী-৪: হাম্মাদ বিন সালামা বিন দীনার আল-বসরীর	৩১০
রাবী-৫ মুসা বিন ইসমাইল আল-বসরী	৩১০
ইমাম তিরমিযী (র)-যুগ পর্যন্ত বুকের উপরে হাত বাধার আমল ছিল না	৩১০
তিরমিযীর মধ্যে বুকের উপর হাত বাঁধা বিদ্যমান	৩১৩
নারীদের বুকে হাত বাঁধার দলীল	৩১৪
বুদ্ধিবৃত্তিক দলীল	৩১৬
নাভীর নিচে হাত বাঁধার ব্যাপারে হানাফীদের যুক্তি	৩১৬

www.boimate.com

অধ্যায় : ১

বুকে হাত বাঁধার প্রমাণে বর্ণিত হাদীসসমূহ

হাদীস-১

সাহ্‌ল বিন সাদ রাযিআল্লাহু আনহুর হাদীস

ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৫৬ হি.) বলেছেন,

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ : كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلاَةِ- قَالَ أَبُو حَازِمٍ لاَ أَعْلَمُهُ إِلَّا يَنْمِي ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِسْمَاعِيلُ : يُنْمَى ذَلِكَ- وَلَمْ يَقُلْ يَنْمِي-

'আমাদেরকে আব্দুল্লাহ বিন মাসলামা হাদীস বর্ণনা করেছেন মালেক হতে, তিনি আবূ হাযেম হতে, তিনি সাহ্‌ল বিন সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (সাহল বিন সাদ) বলেছেন, লোকদেরকে আদেশ করা হত যে, নামাযে প্রত্যেক ব্যক্তি যেন ডান হাত তার বাম হাতের যিরার (কনুই থেকে নিম্ন আঙ্গুল পর্যন্ত অংশ) উপর রাখে। আবূ হাযেম বিন দীনার বর্ণনা করেছেন, আমি ভালভাবে মনে রেখেছি যে, তিনি একে (হাদীসটিকে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত সম্বন্ধ করেছেন। ইসমাঈল (বিন উয়াঈস) বলেছেন, এ কথা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত পৌছানো হত। এটা বলেন নি যে, তিনি পৌছাতেন'।[১]

তাহকীক : এ হাদীসটির সহীহ হওয়ার জন্য সহীহ বুখারীতে থাকাই যথেষ্ট। কেননা সহীহ বুখারীর হাদীসগুলি সকল হাদীসের মধ্যে উচ্চ স্তরের শুদ্ধতা রাখে। ওলামায়ে উম্মত এ ফায়সালাই দিয়েছেন।[২]

---

১. সহীহুল বুখারী ১/১০২ দরসী নুসখা; সহীহুল বুখারী, ফাতহুল বারীসহ কিতাবুল আযান, বাবু ওয়াযইল য়ুমনা আলা যিরায়িহিল য়ুসরা ফিস-সালাতি হা/৭৪০। ইমাম মালেক একে বর্ণনা করেছেন মুওয়াত্তা গ্রন্থে আবূ হাযেম হতে (হা/৩৭৬)।

২. শরহে নুখবাতুল ফিকার পৃ. ২২৪; সুয়ূতী, তাদরীবুর রাবী পৃ. ২৫ ইত্যাদি।

Salate hath badha-2

www.boimate.com

উপরন্তু এ হাদীসকে ইমাম ইবনু হাযম রহিমাহুল্লাহ 'আল-মুহাল্লাহ' গ্রন্থে (৪/১১৪) এবং হাফেয ইবনু কাইয়েম রহিমাহুল্লাহ 'ইলামুল মুওয়াককিঈন' গ্রন্থে (২/৬ হিন্দুস্তানী ছাপা) সহীহ বলেছেন।

এ হাদীসটি মারফূ। যেমনটা রাবী আবূ হাযেম স্পষ্টভাবে বলেছেন। সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুমদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যতীত আর কে হুকুম দিতে পারেন? এজন্যই হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ ফাতহুল বারীতে (২/১২৪) এবং আল্লামা আইনী রহিমাহুল্লাহ উমদাতুল কারীতে (৫/২৬৮) এই হাদীসকে মারফূ প্রমাণ করেছেন।[৩]

ব্যাখ্যা : এ হাদীসে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ডান হাতকে বাম হাতের 'যিরা'-এর উপর রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। যিরা দ্বারা মধ্যমা আঙ্গুল পর্যন্ত অংশকে বলা হয়। যেমন-

* হারবী রচিত গরীবুল হাদীস গ্রন্থে (১/২৭৭) আছে, الذِّرَاعُ : مِنْ طَرَفِ الْمِرْفَقِ إِلَى طَرَفِ الْإِصْبَعِ الْوُسْطَى 'কনুই হতে শুরু করে মধ্যমা আঙ্গুলের শেষ পর্যন্ত অংশকে যিরা বলা হয়'।

* এছাড়াও অভিধানের গ্রন্থগুলিতেও যিরা-এর এই অর্থটিই লিখিত আছে। যেমন দেখুন লিসানুল আরব (৮/৯৩), তাজুল আরূস (১/৫২১৭), কিতাবুল আইন (২/৯৬), আল-মুজামুল ওয়াসীত (১/৩১১), তাহযীবুল লুগাহ (২/১৮৯), কিতাবুল কুল্লিয়াত (১/৭৩০) ইত্যাদি।

* দারুল উলূম দেওবন্দের সাবেক আদবের (আরবী সাহিত্য) উস্তাদ মাওলানা ওয়াহীদুয যামান কাসেমী কিরানবী রহিমাহুল্লাহ 'যিরা'-এর এই অর্থ লিখেছেন যে, 'কনুই থেকে মধ্যমা আঙ্গুল পর্যন্ত'।[৪]

অভিধানের উপরোল্লিখিত গ্রন্থগুলি দ্বারা প্রতীয়মান হল যে, কনুই থেকে মধ্যমা আঙ্গুলের শেষ পর্যন্ত অংশকে যিরা বলা হয়। আর বুখারীর উল্লিখিত হাদীসে বাম হাতের 'যিরা' অর্থাৎ কনুই হতে শুরু করে মধ্যমা আঙ্গুল পর্যন্ত পুরো অংশের উপর ডান হাত রাখার হুকুম রয়েছে। এখন যদি এই হাদীসের উপর আমল করতে গিয়ে ডান হাতকে বাম হাতের 'যিরা' (কনুই থেকে মধ্যমা আঙ্গুল পর্যন্ত)-এর উপর রাখেন তাহলে উভয় হাত স্বয়ংক্রিয়ভাবেই বুকের উপর এসে যাবে।

৩. দেখুন : আল্লামা বদীউদ্দীন শাহ রাশিদী রচিত নামায মেঁ খুশূ আওর আজিযী পৃ. ৭-৮।
৪. দেখুন : তার রচিত গ্রন্থ আল-কামূসুল জাদীদ (আরবী-উর্দূ) পৃ. ৩০৮, কুতুব খানায়ে হুসাইনিয়াহ দেওবন্দ, ইউপি।

www.boimate.com

বাস্তবে অনুশীলন করে দেখুন। সুতরাং বুখারীর এই হাদীসটি বুকের উপর হাত বাঁধার দলীল।

আল্লামা আলবানী রহিমাহুল্লাহ লিখেছেন, 'বুকের উপর হাত বাঁধা প্রসঙ্গে সাইয়েদুনা সাহল বিন সাদ এবং ওয়ায়েল বিন হুজর রাযিয়াল্লাহু আনহুমার উপরোক্ত দুটি হাদীস পেশ করাও সঠিক। সাইয়েদুনা ওয়ায়েল বিন হুজর রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসটির বাক্য এই যে {তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ডান হাতকে বাম হাতের তালু হাতের পাতা এবং বাহুর উপর রেখেছিলেন}। সাহল বিন সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসটির ইবারত হল, লোকদেরকে হুকুম দেয়া হত যে, (তারা যেন) ডান হাত বাম হাতের যিরার উপর (কনুই থেকে মধ্যম আঙ্গুল পর্যন্ত অংশ) রাখে।

যদি কেউ বলেন যে, এ দুটি হাদীসের মধ্যে হাত রাখার স্থানের উল্লেখ নেই। তাহলে আরয রইল যে, অর্থের দৃষ্টিকোণ থেকে এর উল্লেখ আছে। কেননা যখন আপনি আপনার ডান হাত বাম হাতের কব্জি, পাতা ও বাহুর উপর রাখবেন তখন আপনার দুটি হাত আবশ্যিকভাবে বুকের উপর অথবা এর নিকটবর্তী স্থানে এসে যাবে। আমাদের কথায় অনুশীলন করে দেখুন। আপনি সত্যটি বুঝতে পারবেন। সুতরাং এই হাদীসগুলি দ্বারা প্রমাণিত হল যে, নামাযে উভয় হাত বুকের উপর রাখাই সুন্নত'।[৫]

জ্ঞাতব্য : কিছু আলেম অভিযোগ করেন যে, যিরা-এর উপর রাখার দ্বারা এটা কোথা থেকে আবশ্যিক হল যে, পুরো যিরা-এর উপরই রাখতে হবে? যদি যিরা-এর একটি অংশ অর্থাৎ কব্জির উপর রাখা হয় তাহলেও তো যিরা-এর উপর রাখার আমল হচ্ছে!

জবাবে নিবেদন থাকছে যে, বুখারীর এই হাদীসে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওযূর পদ্ধতিও বর্ণনা করা হয়েছে। আর বাহু ধৌত করার জন্য এই বাক্যটি বর্ণিত হয়েছে وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ- 'তিনি তার চেহারা ও উভয় বাহু ধৌত করলেন'। (সহীহুল বুখারী হা/২৭৪) তাহলে এখানেও কি যিরা দ্বারা কিছু অংশ বুঝানো হয়েছে? অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যিরাকে পূর্ণাঙ্গভাবে ধৌত করেননি? বরং কেবল কিছু অংশ ধুয়েছিলেন?

'এর জবাবে তোমরা যা বলবে আমাদের জবাবও সেটাই'।

৫. আলবানী, আসলু সিফাতি সালাতিন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ১/২১৮।

www.boimate.com

হাদীস-২

ওয়ায়েল বিন হুজর রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস

ইমাম নাসাঈ রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩০৩ হি.) বলেছেন,

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ : أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ زَائِدَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ أَخْبَرَهُ قَالَ : قُلْتُ لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يُصَلِّي، فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَقَامَ فَكَبَّرَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا بِأُذُنَيْهِ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ-

'আমাদেরকে সুয়াঈদ বিন নাসর খবর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আমাদেরকে আব্দুল্লাহ বিন মুবারক হাদীস বর্ণনা করেছেন যায়েদা হতে। তিনি বলেছেন, আমাদের থেকে আসেম বিন কুলাইব বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, ওয়ায়েল বিন হুজর তাকে বলেছেন...'অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় ডান হাত বাম হাতের তালুর পিঠ বা পাতা, কব্জি ও বাহুর উপর রেখেছেন'।[৬]

ব্যাখ্যা : এই হাদীসে এসেছে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নিজের ডান হাত বাম হাতের তালু, কব্জি ও বাহুর উপর ভাগে রাখতেন। উপর্যুক্ত হাদীস মোতাবেক যদি ডান হাতকে বাম হাতের পুরো অংশের উপর রাখা হয়, তাহলে উভয় হাত স্বতন্ত্রভাবেই বুকের উপর এসে যাবে। সুতরাং এ হাদীসটিও নামাযে বুকের উপর হাত বাঁধার দলীল।

আল্লামা আলবানী রহিমাহুল্লাহ লিখেছেন,

وهذه الكيفية تستلزم ان يكون الوضع علي الصدر اذا انت تأملت ذالك وعملت بها-فجرب إن شئت-

'এ হাদীসে উল্লিখিত পদ্ধতির আবশ্যিক ফলাফল এই যে, হাত বুকের উপর রাখতে হবে। যদি আপনি এর উপর গভীরভাবে চিন্তা করেন এবং এর উপর আমল করেন তাহলে (বাস্তবে) অনুশীলন করে দেখতে পারেন'।[৭]

৬. সুনানে নাসাঈ হা/৮৮৯; আবু দাউদ হা/৭২৭; ইবনু হিব্বান হা/১৮৬০।
৭. হেদায়াতুর রুওয়াত ১/৩৬৭।

www.boimate.com

উপরন্তু তিনি একজন মুকাল্লিদের জবাব প্রদান করতে গিয়ে লিখেছেন,

'যদি এই ব্যক্তি কোন দিন এই সহীহ হাদীসটির উপর আমল করে দেখেন: কোনরূপ ভনিতা ব্যতীতই ডান হাতকে বাম হাতের তালু (উপরিভাগ) কব্জি ও বাহুর উপর রাখেন; তাহলে তিনি নিজেই স্বীয় হস্তদ্বয় বুকের উপর দেখতে পাবেন। আর এর দ্বারা তিনি অবগত হবেন যে, তিনি এবং তার ন্যায় হানাফীরা যখন নিজেদের হাতকে নাভীর নিচে ও লজ্জাস্থানের কাছে রাখছেন তখন তারা এই হাদীসের বিপরীত করছেন'।(মুকাদ্দামা সিফাতু সালাতিন নাবী পৃ. ১৬)

তাহকীক : এ হাদীসটি সহীহ। আল্লামা নীমাবী রহিমাহুল্লাহ এ সম্পর্কে 'এর সনদ সহীহ' বলেছেন। (আসারুস সুনান (করাচী ছাপা) পৃ. ১০৪)

এর সকল রাবী সিকাহ। নিম্নে বিস্তারিত দেখুন-

রাবী-১ : কুলাইব বিন শিহাব আল-জুরমীর পরিচয় (১) ইমাম আবূ যুরআহ আর-রাযী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৬৪ হি.) বলেছেন, 'তিনি সিকাহ'। (ইবনু আবী হাতিম, আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল ৭/১৬৭) **(২)** ইমাম ইজলী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৬১ হি.) বলেছেন, 'তিনি তাবেঈ সিকাহ'। (ইজলী, তারীখুস সিকাত পৃ. ৩৯৮) **(৩)** ইমাম ইবনু সাদ রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৩০ হি.) বলেছেন,

كان ثقة كثير الحديث رأيتهم يستحسنون حديثه ويحتجون به-

'তিনি অত্যধিক হাদীস বর্ণনাকারী...আমি মুহাদ্দিসদেরকে দেখেছি যে, তারা তার হাদীসকে ভাল বলতেন এবং তার থেকে দলীল গ্রহণ করতেন'। (আত-তাবাকাতুল কুবরা ৬/১২৩)

(৪) হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৮৫২ হি.) বলেছেন 'তিনি সত্যবাদী রাবী'।[৮]

জ্ঞাতব্য : হানাফী আলেমগণ অসংখ্য স্থানে এ রাবীর হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন। যেমন দেখুন : (হাদীস আওর আহলে হাদীস পৃ. ৪৫৪ হা/১) এর সনদে এই রাবীই বিদ্যমান। (তিরমিযী হা/২৯২)

—৮—

৮. ইবনু হাজার, তাকরীবুত তাহযীব রাবী নং ৩০৭৫।

www.boimate.com

রাবী-২ : আসেম বিন কুলাইবের পরিচয় তিনি বুখারীর মুআল্লাক বর্ণনা, মুসলিম ও সুনানে আরবাআর রাবী। তিনি ঐকমতানুসারে সিকাহ। (১) ইমাম ইবনু সাদ রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৩০ হি.) বলেছেন,'তিনি সিকাহ ছিলেন। তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যাবে'।[৯]

(২) ইমাম ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৩৩ হি.) বলেছেন,'আসেম বিন কুলাইব হলেন সিকাহ ও মামূন রাবী'।[১০]

(৩) **ইমাম আহমাদ** বিন হাম্বল রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৪১ হি.) বলেছেন,'তিনি সিকাহ রাবী'।[১১] (৪) **ইমাম ইজলী** রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৬১ হি.) বলেছেন, 'তিনি সিকাহ রাবী'। (ইজলী, তারীখুস সিকাত পৃ. ২৪২) (৫) ইমাম ইয়াকূব বিন সুফিয়ান আল-ফাসাবী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৭৭ হি.) বলেছেন, 'তিনি সিকাহ রাবী'। (আল-মারিফাতু ওয়াত-তারীখ ৩/৯০)

বিশেষ দ্রষ্টব্য : ইবনুল জাওযী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৫৯৭ হি.) বলেছেন,

قال ابن المديني لا يحتج به اذا انفرد

'ইবনুল মাদীনী বলেছেন, যখন তিনি এককভাবে বর্ণনা করেন তখন তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যাবে না'। (আয-যুআফা ওয়াল-মাতরূকূন ২/৭০) ইবনুল জাওযীর এই কথাকে ইমাম যাহাবী এবং ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ্ও বর্ণনা করেছেন।[১২]

জবাব : আরয রইল, ইবনুল জাওযী কোন উদ্ধৃতি প্রদান করেননি। আর না কোথাও এ কথাটির কোন সনদ বিদ্যমান আছে। বরং ইবনুল জাওযীর পূর্বে কেউই ইবনুল মাদীনী হতে এ কথাটি বর্ণনা করেননি। অবশ্য ইয়াকূব বিন শায়বাহ আস-সাদূসী (মৃ. ২৬২ হি.) বলেছেন,

قال علي بن المديني وعاصم بن كليب صالح ممن يسقط ولا ممن يحتج به وهو وسط-

৯. আত-তাবাকাতুল কুবরা ৬/৩৪১।
১০. মিন কালামি ইয়াহইয়া বিন মাঈন ফির-রিজাল পৃ. ৪৬।
১১. আল-ইলাল ওয়া মারফিাতুর রিজাল (মারওয়াযী, সালেহ ও মায়মূনী বর্ণিত) পৃ. ১৬৪।
১২. যাহাবী, মীযানুল ই'তিদাল ২/৩৫৬; ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ১/৪৫৭।

www.boimate.com

'আলী বিন মাদীনী বলেছেন, আসেম বিন কুলাইব সালেহ রাবী। ইনি না তো সাকেত রাবীদের মধ্যে গণ্য আর তো দলীলযোগ্য রাবীদের মধ্যে। বরং তিনি মধ্যম স্তরের রাবীদের মধ্যে গণ্য'।[১৩]

জবাব : ইমাম আলী ইবনুল মাদীনীর এই প্রমাণিত বক্তব্য দ্বারা স্পষ্ট হয়েছে যে, তিনি আসেমকে শর্তহীনভাবে দলীলঅযোগ্য মানতেন না। কেননা তিনি তাকে সাকেত রাবীদের মধ্যেও গণ্য করতেন না। বরং তিনি তাকে মধ্যস্তরের রাবী মনে করতেন। অর্থাৎ উক্ত রাবী ইমাম ইবনুল মাদীনীর কাছে হাসানুল হাদীস স্তরের।

প্রতীয়মান হল, ইমাম ইবনুল জাওযী রহিমাহুল্লাহ ইমাম ইবনুল মাদীনী রহিমাহুল্লাহর উপরোক্ত বক্তব্যটিই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু বর্ণনা করতে গিয়ে পরিবর্তন ও সংক্ষিপ্ততার কারণে আসল বিষয়টি কিছুটা ভিন্ন হয়ে গিয়েছে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

উপরন্তু অন্য ইমামদের স্পষ্ট তাওসীকের মোকাবেলায় এমন জারাহ-এর কোনই মূল্য নেই। এছাড়াও ইমাম ইবনুল মাদীনীর পূর্বে মৃত্যুবরণকারী ইমাম ইবনু সাদ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, يحتج به 'তার দ্বারা দলীল নেয়া যাবে'। যেমনটা আলোচিত হয়েছে'।

জ্ঞাতব্য : হানাফী আলেমগণ অসংখ্য স্থানে এই রাবীর হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন। যেমন দেখুন 'হাদীস আওর আহলে হাদীস'।[১৪] এর সনদে এই রাবীই বিদ্যমান আছেন।[১৫]

রাবী-৩ : যায়েদাহ বিন কুদামা সাকাফীর পরিচয়, তিনি বুখারী ও মুসলিম সহ কুতুবে সিত্তার রাবী এবং খুবই বড় মাপের ইমাম, হাফেয ও ঐকমতানুসারে সিকাহ রাবী। অসংখ্য মুহাদ্দিস তাকে তাওসীক করেছেন। যেমন-(১) ইমাম আবূ হাতেম আর-রাযী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৭৭ হি.) বলেছেন, زائدة بن

---

১৩. ইয়াকুব বিন শায়বাহ, মুসনাদ ওমর বিন খাত্তাব পৃ. ৯৪।
১৪. পৃ. ৪৫৪ হা/১।
১৫. সুনানে তিরমিযী হা/২৯২।

www.boimate.com

قدامة ثقة صاحب سنة- 'যায়েদা বিন কুদামা হলেন সিকাহ রাবী, সুন্নতের অনুসারী'।[১৬]

(২) ইমাম ইবনু সাদ রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৩০ হি.) বলেছেন,'যায়েদাহ সিকাহ, মামূন, সুন্নত ও (আহলে সুন্নাত ওয়াল) জামাতের অনুসারী ছিলেন'। (আত-তাবাকাতুল কুবরা ৬/৩৭৮) (৩) ইমাম ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৩৩ হি.) বলেছেন, 'তিনি সাবত রাবী'। (তারীখে ইবনু মাঈন (দারেমীর বর্ণনা) পৃ. ৫১) (৪) হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ তার সম্পর্কে মুহাদ্দিসদের উক্তি সমূহের সারাংশ উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন, 'তিনি সিকাহ, সাবত, সুন্নতের অনুসারী'। (তাকরীবুত তাহযীব রাবী নং ১৯৮২)

জ্ঞাতব্য : হানাফী আলেমগণ অসংখ্য স্থানেই এই রাবীর হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন। যেমন দেখুন 'হাদীস আওর আহলে হাদীস' (পৃ. ৫০৯ হা/৩)। এর সনদে এই রাবী বিদ্যমান আছেন। (সুনানে তিরমিযী হা/৭১৯)

রাবী-৪ : **আব্দুল্লাহ বিন মুবারক হানযালীর পরিচয়,** তিনি বুখারী ও মুসলিম সহ কুতুবে সিত্তার রাবী। এবং খুবই উচ্চমাপের সিকাহ ইমাম। বরং আমীরুল মুমিনীন ফিল-হাদীস। তার পরিচয় প্রদানের দরকার নেই। উম্মতে মুসলিমার জলীলুল কদর ব্যক্তিত্বরা তার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন ও সিকাহ আখ্যায়িত করেছেন। যেমন-

(১) ইমাম ইবনু সাদ রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৩০ হি.) বলেছেন,

كان ثقة مأمونا إماما حجة كثير الحديث-

'তিনি সিকাহ, মামূন, ইমাম, হুজ্জত, অত্যধিক হাদীস বর্ণনাকারী ছিলেন'।[১৭]

(২) ইমাম ইবনু হিব্বান রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৫৪ হি.) বলেছেন, 'ইবনুল মুবারকের মধ্যে এমন সব গুণাবলীর সমাহার ছিল যে, জমিনের বুকে অন্য কোন আলেমের মধ্যে সেই সব গুণাবলী একত্র হয় নি'। (ইবনু হিব্বান, আস-সিকাত ৭/৮) (৩) ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৪৮ হি.) বলেছেন, 'তার

১৬. ইবনু আবী হাতিম, আল-জারহু ওয়াত-তাদীল ৩/৬১৩।
১৭. আত-তাবাকাতুল কুবরা ৭/৩৭২।

www.boimate.com

হাদীস ইজমানুপাতে হুজ্জত'। (সিয়ারু আলামিন নুবালা ৮/৩৮০) (৪) হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৮৫২ হি.) বলেছেন,

ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد جمعت فيه خصال الخير-

'তিনি সিকাহ, সাবত, ফকীহ, আলেম, দানশীল, মুজাহিদ। তার মাঝে কল্যাণসূচক গুণাবলী একত্র হয়েছিল'। (তাকরীবুত তাহযীব, রাবী নং ৩৫৭০)

জ্ঞাতব্য : হানাফী আলেমগণ অসংখ্য ক্ষেত্রেই তার হাদীস দ্বারা দলীল দেন। যেমন দেখুন 'হাদীস আওর আহলে হাদীস' (পৃ. ৭০২ হা/৪)। এর সনদে ইমাম ইবনুল মুবারক বিদ্যমান। (নাসাঈ হা/১৩৩০)

রাবী-৫ : সুওয়াইদ বিন নাসর আল-মারওয়াযীর পরিচয়, তিনি তিরমিযী ও নাসাঈর অন্যতম রাবী। আর তিনি ঐকমতানুসারে সিকাহ। **(১) ইমাম নাসাঈ** রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩০৩ হি.) বলেছেন, 'তিনি সিকাহ'। (তাসমিয়াতু শুয়ূখিন নাসাঈ পৃ. ৭২) **(২) ইমাম ইবনু হিব্বান** রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৫৪ হি.) বলেছেন, 'তিনি মুতকিন রাবী ছিলেন'। (ইবনু হিব্বান, আস-সিকাত ৮/২৯৫) **(৩) ইমাম হাকেম** রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪০৫ হি.) বলেছেন, 'তিনি সিকাহ মামূন'। (আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাইন ১/১৫৮) **(৪) ইমাম যাহাবী** রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৪৮ হি.) বলেছেন, 'তিনি সিকাহ'। (আল-কাশিফ ১/৪৭৩) **(৫) হাফেয ইবনু হাজার** রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৮৫২ হি.) বলেছেন, 'তিনি সিকাহ'। (তাকরীবুত তাহযীব, রাবী নং ২৬৯৯)

জ্ঞাতব্য : হানাফী আলেমগণ অসংখ্য স্থানে তার হাদীস থেকে দলীল দিয়েছেন। যেমন দেখুন 'হাদীস আওর আহলে হাদীস' (পৃ. ৭০২ হা/৪)। এ সনদেও ইমাম ইবনুল মুবারক বিদ্যমান। (নাসাঈ হা/১৩৩০)

www.boimate.com

হাদীস-৩

তাউস রহিমাহুল্লাহর হাদীস

ইমাম আবূ দাউদ রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৭৫ হি.) বলেছেন,

حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ يَعْنِي ابْنَ حُمَيْدٍ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ يَشُدُّ بَيْنَهُمَا عَلَى صَدْرِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ-

'তাউস বিন কায়সান হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযে স্বীয় ডান হাত বাম হাতের উপর রাখতেন। আর তিনি একে নিজের বুকের উপর বাঁধতেন'।[১৮]

আরও উদ্ধৃতি (১) আবূ দাউদ, কিতাবুস সলাত হা/৭৫৯। (২) আবূ দাউদ (১/৩৬৩) হা/৭৫৯ (অনুবাদ : মাজলিসু ইলমী দারিদ দাওয়াহ)। (৩) সুনানে আবী দাউদ (১/৫৭০) হা/৭৫৯ (দারুস সালাম হতে মুদ্রিত)। (৪) আবূ দাউদ, আওনুল মাবূদ সহ (হা/৭৭৫, ১/২/৩২৭)। (৫) আবূ দাউদ, আল-মারাসীল (পৃ. ৮৯) হা/৩৩ (তাহকীক : শুআঈব আল-আরনাউত)।

নামাযে বুকের উপর হাত বাঁধার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ রয়েছে

সম্ভবত এ হাদীসটি এবং এর ন্যায় হাদীসগুলির ভিত্তিতে ইমাম সুয়ূতী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৯১১ হি.) বলেছেন,

كَانَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، ثُمَّ يَشُدُّ هُمَا عَلَى صَدْرِهِ-

'তিনি (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বীয় ডান হাত বাম হাতের উপর রাখতেন। অতঃপর তিনি হস্তদ্বয়কে বুকের উপর রাখতেন'।[১৯]

---

১৮. আবূ দাউদ হা/৭৫৯।

১৯. আমালুল ইয়াউম ওয়াল-লাইলা পৃ. ১১; ফাতহুল গফুর পৃ. ৫৯।

www.boimate.com

বর্ণনাটি মুরসাল হওয়া

তাহকীক : এ বর্ণনাটি মুরসাল হিসেবে একেবারেই সহীহ। এর রাবীদের উপর পূর্ণাঙ্গ বিস্তারিত আলোচনা আসছে। রইল বর্ণনাটির মুরসাল হওয়া। তো আরয রইল যে, আহনাফের মতে মুরসাল রেওয়ায়াত হুজ্জত হয়ে থাকে। তাদের অসংখ্য গ্রন্থে এটি বিদ্যমান।

আল্লামা বদীউদ্দীন রাশিদী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, হানাফী মাযহাবের ইমাম সারাখসী কিতাবুল উসূল গ্রন্থে (১/৩৬০) লিখেছেন,

فاما مراسيل القرن الثاني والثالث حجة في قول علمائنا-

'দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীর (তাবেঈনদের) মুরসাল বর্ণনা আমাদের (হানাফীদের) আলেমদের মতে হুজ্জত ও দলীল'। অনুরূপ কথা 'নূরুল আনওয়ার' গ্রন্থে (পৃ. ১৫০) লেখা আছে।

মাখদূম মুহাম্মাদ হাশিম ঠাঠবী 'কাশফুর রাইন' পুস্তিকায় (পৃ. ১৭) লিখেছেন,

والمرسل مقبول عند الحنفية-

'মুরসাল বর্ণনা আহনাফের কাছে দলীল ও গ্রহণযোগ্য'।

অনুরূপভাবে আল্লামা ইবনুল হুমামও 'ফাতহুল কাদীর শারহুল হিদায়াহ' গ্রন্থে (১/২৩৯) লিখেছেন, 'মুহাদ্দিসদের কাছেও মুরসাল বর্ণনা অন্যান্য হাদীসের বিদ্যমান থাকাবস্থায় গ্রহণযোগ্য। যেহেতু এখানে অন্যান্য মুত্তাসিল হাদীস বর্ণিত আছে সেহেতু এই বর্ণনাটিও দলীল হতে পারে। আর এর সনদের সকল রাবী নির্ভরযোগ্য ও সিকাহ। যেমন ইমাম বায়হাকী মারিফাতুস সুনান ওয়াল আসার গ্রন্থে, আল্লামা মুহাম্মাদ হায়াত সিন্ধী ফাতহুল গফূর গ্রন্থে, সাহেবে খেলাফাত দারজুদ দুরার গ্রন্থে এবং আল্লামা মুবারকপুরী তুহফাতুল আহওয়াযী গ্রন্থে (১/২১৬) লিখেছেন'।[২০]

যেহেতু এই মুরসাল বর্ণনাটির অসংখ্য শাহেদ বিদ্যমান [যেমনটা এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়েই উল্লেখিত আছে] সেহেতু এ হাদীসটি একেবারেই সহীহ। কেননা মুরসাল হিসেবে এর সনদ সহীহ। এর রাবীদের বিস্তারিত আলোচনা লক্ষ্য করুন-

২০. নামায মেঁ খুশু আওর আজিযী পৃ. ১১-১২।

www.boimate.com

রাবী-৬ : তাউস বিন কায়সান ইয়ামেনীর পরিচয়, তিনি বুখারী ও মুসলিম সহ কুতুবে সিত্তার রাবী। অসংখ্য মুহাদ্দিস তাকে তাওসীক করেছেন। বরং তিনি ঐকমতানুসারে সিকাহ। **ইমাম ইবনু মাঈন** রহিমাহুল্লাহ (মৃ.২৩৩ হি.) বলেছেন, 'তিনি সিকাহ'।[২১] **ইমাম আবূ যুরআহ** রাযী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৬৪ হি.) বলেছেন, 'তিনি সিকাহ'। (ইবনু আবী হাতিম, আল-জারহু ওয়াত-তাদীল ৪/৫০০, সনদ সহীহ।)

ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৬৭৬ হি.) বলেছেন,'তার জালালত ও ফযীলত, পরিপূর্ণ ইলম, দীনদারী ও হিফয-যবতের উপর সবার ঐকমত রয়েছে'। (তাহযীবুল আসমা ওয়াল-লুগাত ১/২৫১) হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৮৫২ হি.) বলেছেন, 'তিনি সিকাহ, ফকীহ, ফাযেল'। (তাকরীবুত তাহযীব, রাবী নং ৩০০৯)

বিশেষ দ্রষ্টব্য : হানাফী আলেমগণ অসংখ্য স্থানে তার হাদীস দ্বারা দলীল নিয়েছেন। যেমন দেখুন 'হাদীস আওর আহলে হাদীস' (পৃ. ২৫৪ হা/৬)। এর সনদে এই রাবীই বিদ্যমান আছেন। (শারহু মাআনিল আসার হা/৯৮৮)

রাবী-৭ : সুলায়মান বিন মূসা আল-কুরাশীর পরিচয়

তিনি মুসলিম ও সুনানে আরবাআর রাবীদের অন্যতম একজন। তিনি সিকাহ ছিলেন।

ইমাম ইবনু সাদ রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৩০ হি.) বলেছেন, 'তিনি সিকাহ ছিলেন'।[২২] ইমাম ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৩৩ হি.) বলেছেন, 'তিনি সিকাহ'।[২৩] ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন আকসাম আল-কাযী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৪২ হি.) বলেছেন, ثقة وحديثه صحيح عندنا- 'তিনি সিকাহ। তার হাদীস আমাদের কাছে সহীহ'। (মুগলতাঈ, ইকমালু তাহযীবিল কামাল ৬/৯৯)

২১. ইবনু আবী হাতিম, আল-জারহু ওয়াত-তাদীল ৪/৫০০, সনদ সহীহ।
২২. আত-তাবাকাতুল কুবরা ৭/৪৫৭।
২৩. তারীখু ইবনু মাঈন (দারেমীর বর্ণনা) পৃ. ৪৬।

www.boimate.com

নোট : ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন আকসামকে 'অসংখ্য গ্রন্থের প্রণেতা' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও তিনি তার কিছু গ্রন্থের নামও তুলে ধরেছেন।[২৪]

* ইমাম আব্দুর রহমান বিন ইবরাহীম দুহাইম রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৪৫ হি.) বলেছেন,

اوثق اصحاب مكحول : سليمان بن موسي-

'মাকহূলের ছাত্রদের মধ্যে সর্বাধিক সিকাহ হলেন সুলায়মান বিন মূসা'।[২৫]

বরং ইমাম মিয্যী বলেছেন,

وَقَال عُثْمَان بْن سَعِيد الدارمي، عَنْ دحيم : وسُلَيْمان بْن موسى ثقة-

'ওসমান বিন সাঈদ আদ-দারেমী দুহাইম হতে বর্ণনা করে বলেছেন যে, সুলায়মান বিন মূসা একজন সিকাহ রাবী'। (তাহযীবুল কামাল ১২/৯৫)

এর দ্বারা প্রতীয়মান হল, ইমাম দুহাইম সুলায়মান বিন মূসাকে শর্তহীনভাবেই সিকাহ বলেছেন। **ইমাম আবূ দাঊদ** রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৭৫ হি.) বলেছেন لا بأس به ثقة- তাকে নিয়ে কোন অসুবিধা নেই। তিনি সিকাহ'।[২৬] **ইমাম আবূ হাতেম আর-রাযী** রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৭৭ হি.) বলেছেন, محله الصدق وفي حديثه بعض الاضطراب- 'তিনি সত্যবাদী। আর তার হাদীসগুলিতে কিছুটা ইযতিরাব রয়েছে'।[২৭] আরয রইল, **ইমাম আবূ হাতেম** {তার স্রেফ কিছু হাদীসে ইযতিরাব আছে} বলেছেন। অর্থাৎ তার অধিকাংশ হাদীস সহীহ ও সালেম। আর উসূলে হাদীসের বুনিয়াদী নিয়ম আছে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রের অবস্থাকেই গণ্য করতে হবে। এজন্য অধিকাংশ অবস্থার দৃষ্টিকোণ থেকে তার হাদীসগুলি সহীহ ও সালেম।

ইমাম ইবনু হিব্বান রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪৫৪ হি.) তাকে সিকাত গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন, كان فقيها ورعا- তিনি ফকীহ ও পরহেযগার ছিলেন'। (ইবনু হিব্বান, আস-সিকাত ৬/৩৮০) **ইমাম ইবনু আদী** রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৬৫

২৪. সিয়ারু আলামিন নুবালা ১২/৬।
২৫. ইবনু আবী হাতিম, আল-জারহু ওয়াত-তাদীল ৪/১৪১, সনদ সহীহ।
২৬. সুওয়ালাতুল আজুর্রী ৫/১৮।
২৭. আল-জারহু ওয়াত-তাদীল ৪/১৪১।

www.boimate.com

হি.) বলেছেন, 'তিনি সাবত সদূক'।(ইবনু আদী, আল-কামিল ফী যুআফাইর রিজাল ৪/২৬২) **ইমাম দারাকুতনী** রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৮৫ হি.) বলেছেন, من الثقات الحفاظ- তিনি সিকাহ হাফেয'। (ইলালুদ দারাকুতনী ১৫/১৪)

ইমাম ইবনু আব্দুল বার্র রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪৬৩ হি.) বলেছেন,

قَدْ نَقَلَهُ عَنْهُ ثِقَاتٌ مِنْهُمْ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى وَهُوَ فَقِيهٌ ثِقَةٌ إِمَامٌ-

'এ হাদীসকে সিকাহ রাবীগণ বর্ণনা করেছেন। এতে সুলায়মান বিন মূসা রয়েছেন। তিনি ফকীহ, সিকাহ ও ইমাম'।[২৮]

ইবনুল জাওযী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৫৯৭ হি.) বলেছেন 'আর এটা বলা সম্ভবপর যে, সুলায়মান সিকাহ রাবী'। (ইবনুল জাওযী, আত-তাহকীক ১/১৪৪) **ইমাম ইবনু খালফূন** রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৬৩৬ হি.) তাকে সিকাহ বলেছেন। হাফেয মুগলতাঈ বলেছেন, 'ইবনু খালফূন তাকে সিকাত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন'। (মুগালতাঈ, ইকমালু তাহযীবিল কামাল ৬/১০১) **ইমাম যাহাবী** রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৪৮ হি.) বলেছেন, 'তিনি খুব বড় মাপের ইমাম ও দামেশকের মুফতী ছিলেন'। (সিয়ারু আলামিন নুবালা ৫/৪৩৩) **ইমাম যাহাবী** রহিমাহুল্লাহ অন্যত্র বলেন, 'তিনি সদূক রাবী'। (মান তুকুল্লিমা ফীহি ওয়াহুয়া মুওয়াস্‌সাক পৃ. ৯৪) তিনি তার একটি হাদীস সম্পর্কে **অন্যত্র বলেছেন**, 'আমরা বলছি, এই হাদীসটি সহীহ'। (যাহাবী, তানকীহুত তাহকীক ২/১৬৮)

হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৬৩৬ হি.) বলেছেন, 'তিনি সত্যবাদী ফকীহ। তার হাদীসে কিছুটা দুর্বলতা রয়েছে'। (তাকরীবুত তাহযীব, রাবী নং ২৬১৬)

প্রকাশ থাকে যে, 'কিছুটা দুর্বলতা' জারাহটি তাযঈফের উপর প্রমাণ বহন করে না। বরং এর দ্বারা স্রেফ উচ্চস্তরের সাকাহাতের বিষয়টি নাকোচ করা হয়। এটাই কারণ যে, হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ তাকে শুরুতে 'সত্যবাদী' বলেছেন।

বরং অন্য একটি স্থানে তিনি তাকে 'সিকাহ' বলেছেন। যেমন তিনি তার একটি হাদীস সম্পর্কে বলেছেন, 'এর রাবীগণ সিকাহ'। (ফাতহুল বারী

২৮. আত-তামহীদ ১৯/৮৬।

www.boimate.com

১০/৮) এছাড়াও তিনি তার আরেকটি হাদীস সম্পর্কে বলেছেন, 'এই হাদীসটি হাসান সহীহ'। (নাতায়েজুল আফকার ৩/২৪৯)

জ্ঞাতব্য : হানাফী আলেমগণ অসংখ্য স্থানে এই রাবীর হাদীস দ্বারা দলীল দেন।[২৯] যেমন দেখুন 'হাদীস আওর আহলে হাদীস'। এর সনদে এই রাবীই রয়েছেন। (তাবারানী, আল-মুজামুস সগীর হা/১১৬২) বরং **সরফরায খান দেওবন্দী** সাহেব বলেছেন, 'জমহূর তাকে সিকাহ বলেছেন'। (খাযায়েনুস সুনান ২/৮৯)

কয়েকটি জারাহ-এর পর্যালোচনা

ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ-এর জারাহ

* ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৫৬ হি.) বলেছেন,

وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى مُنْكَرُ الْحَدِيثِ أَنَا لَا أَرْوِي عَنْهُ شَيْئًا رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَحَادِيثَ عَامَّتُهَا مَنَاكِيرُ-

'সুলায়মান বিন মূসা হলেন মুনকারুল হাদীস। তার থেকে আমি কোন বর্ণনা গ্রহণ করি না। সুলায়মান বিন মূসা যে সকল হাদীস বর্ণনা করেছেন সেগুলির মধ্যে অধিকাংশই মুনকার'।[৩০]

জবাব : আরয রইল যে, এই জারাহ-এর শেষে ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ স্বয়ং স্পষ্টভাষায় বলে দিয়েছেন, সুলায়মান বিন মূসা যে সকল বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন সেগুলির মধ্য হতে অধিকাংশই মুনকার।

এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ এই রাবীর বেশী বর্ণনা পান-ই নি। আর তার বর্ণনাগুলির মধ্য হতে যে সামান্য অংশ তিনি পেয়েছিলেন সেগুলির মধ্যে অধিকাংশ বর্ণনাই ছিল মুনকার। এজন্য ইমাম বুখারী তার উপর সমালোচনা করেছেন। কিন্তু বাস্তবতা এই যে, সুলায়মান বিন মূসার অধিকাংশ বর্ণনায় নাকারাত নেই। যেমন প্রথমে ইমাম আবূ

২৯. যেমন দেখুন 'হাদীস আওর আহলে হাদীস' (পৃ. ২২৯ হা/৬)।
৩০. তিরমিযী, আল-ইলালুল কাবীর পৃ. ২৫৭।

www.boimate.com

হাতেম রহিমাহুল্লাহ্র স্পষ্ট আলোচনা পেশ করা হয়েছে যে, তিনি এর রাবীকে সত্যবাদী বলতে গিয়ে তার কিছু বর্ণনাতে ইযতিরাব রয়েছে বলে নির্দেশ করেছেন। অনুরূপভাবে ইমাম নাসাঈ রহিমাহুল্লাহ্র জারাহও এর উপরই প্রমাণ বহন করছে। যেমনটা সামনে আলোচিত হবে।

বরং এরও সম্ভাবনা রয়েছে যে, তার যে সকল হাদীসগুলিতে নাকারাত রয়েছে সেগুলির যিম্মাদার এগুলি নয়। বরং তার চাইতে উঁচু স্তরের রাবী হতে হবে। এর প্রতিই ইশারা করতে গিয়ে ইমাম **যাহাবী রহিমাহুল্লাহ** (মৃ. ৭৪৮ হি.) বলেছেন,

وهذه الغرائب التي تستنكر له يجوز أن يكون حفظها-

'সুলায়মান বিন মূসার যে সকল গরীব হাদীসে নাকারাত পাওয়া গেছে সেগুলি সম্ভবত তিনি মুখস্ত করেছিলেন'।[৩১]

এ ব্যতীত একাধিক জলীলুল কদর মুহাদ্দিস তাকে কোনরূপ দ্বিধা ব্যতিরেকেই স্পষ্ট ভাষায় সিকাহ বলেছেন। এমনকি কঠোরপন্থীরাও তাকে সিকাহ বলেছেন। যেমনটা গত হয়েছে। সুতরাং অন্যান্য রিজালের ইমামদের ফায়সালাই হল রাজেহ।

ইমাম উকায়লী স্বীয় সনদের সাথে ইমাম ইবনুল মাদীনী হতে বর্ণনা করেছেন, 'তাকে তিরস্কার করা হয়েছে'।[৩২]

জবাব : আরয রইল যে, ইমাম ইবনুল মাদীনী হতে এই জারাহটি প্রমাণিত-ই নেই। ইমাম উকায়লী যেই সনদের সাথে এই জারাহটি বর্ণনা করেছেন তার সকল রাবীর জীবনী আমরা পেতে সক্ষম হইনি। যদি কেউ পেয়ে থাকেন তাহলে যেন আমাদেরকে অবগত করেন। উপরন্তু এই জারাহটি গায়ের মুফাস্সার। আর অন্য মুহাদ্দিসদের তাওসীকের বিপরীত।

ইমাম উকায়লী এই উক্তি ও ইমাম বুখারীর জারাহ-এর ভিত্তিতে তাকে যঈফ রাবীদের মধ্যে বর্ণনা করেছেন। এ জন্য এটিও ধর্তব্যযোগ্য নয়। বিশেষত ইমাম উকায়লী একজন কট্টর পন্থী ছিলেন।

৩১. যাহাবী, মীযানুল ইতিদাল ২/২২৬।
৩২. উকায়লী, আয-যুআফা ২/১৪০।

www.boimate.com

কিছু মানুষ বলেন, ইবনুল জারূদ এবং ইবনুল জাওযী তাকে যঈফ রাবীদের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। এর জবাব এই যে, স্রেফ যঈফ গ্রন্থসমূহে উল্লেখ হওয়ার দ্বারা এটা আবশ্যিক হয় না যে, যঈফ রাবীদের গ্রন্থপ্রণেতাদের দৃষ্টিতে সেই রাবী যঈফ।[৩৩]

উপরন্তু ইবনুল জাওযী সুলায়মান বিন মূসাকে উল্লেখ করার পর বলেছেন,

وَثَمّ آخرَانِ سُلَيْمَان بن مُوسَى أَبُو دَاوُد الزُّهْرِيّ يروي عَن مسعر سُلَيْمَان بن مُوسَى عَن جَعْفَر بن سعد وَمَا عرفنَا فيهمَا طَعنا-

'সুলায়মান নামের আরও দুজন রাবী আছেন। একজন হলেন সুলায়মান বিন মূসা আবূ দাঊদ আয-যুহরী। যিনি মিসআর হতে বর্ণনা করতেন। অপরজন হলেন সুলায়মান বিন মূসা। যিনি জাফর হতে বর্ণনা করতেন। এ দুজনের ব্যাপারে আমরা কোন জারাহ অবগত হতে পারি নি'।[৩৪]

ইবনুল জাওযীর এই বাক্যগুলি দ্বারাও জানা যায় যে, তিনি স্বীয় গ্রন্থে স্রেফ যঈফ রাবীদেরই উল্লেখ করতেন না। বরং যার উপর জারাহ রয়েছে এমন প্রত্যেক রাবীকে তিনি উল্লেখ করতেন। এছাড়াও পূর্বেই উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে যে, ইবনুল জাওযী এই রাবীকে সিকাহ বলেছেন।

ইমাম নাসাঈ রহিমাহুল্লাহর এর জারাহ

* ইমাম নাসাঈ রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩০৩ হি.) বলেছেন,

سُلَيْمَان بن مُوسَى الدِّمَشْقِي أحد الْفُقَهَاء لَيْسَ بِالْقَوِيّ فِي الحَدِيث–

'সুলায়মান বিন মূসা দামেশকের অধিবাসী। তিনি অন্যতম ফকীহ। তবে তিনি হাদীসে শক্তিশালী নন'। (যুআফা ওয়া মাতরূকীন জীবনী নং ২৫২, তাহযীবুল কামাল ১২/৯৭)

৩৩. শায়েখ কেফায়াতুল্লাহ সানাবিলী প্রণীত 'ইয়াযীদ বিন মুআবিয়া পার ইলযামাত কা তাহকীকী জায়েযা পৃ. ২৩৬-২৩৮।
৩৪. ইবনুল জাওযী, আয-যুআফা ওয়াল-মাতরূকুন ২/২৫।

Salate hath badha-3

www.boimate.com

জবাব : আরয রইল, জারাহ-এর এ শব্দটি রাবীকে সাধারণভাবে যঈফ আখ্যাদানের উপর দলীল বহন করে না। আমরা এর পুরো বিস্তারিত আলোচনা 'ইয়াযীদ বিন মুআবিয়া পার ইলযামাত কা তাহকীকী জায়েযাহ' গ্রন্থে পেশ করেছি।[৩৫] পাঠকগণ গ্রন্থটি অধ্যয়ন করুন।

ইমাম মিযযী বলেছেন, وقال في موضع اخر في حديثه شيئ - ইমাম নাসাঈ অন্যত্র বলেছেন, তার হাদীসে কিছু (সমস্যা) রয়েছে'। (তাহযীবুল কামাল ১২/৯৭)

প্রথমত : ইমাম মিযযী সেই অন্য স্থানটির উদ্ধৃতি প্রদান করেননি।

দ্বিতীয়ত : জারাহ-টিও সাধারণ মানের। আর ইমাম নাসাঈর-ই উল্লিখিত উক্তি মোতাবেক এর দ্বারা তাযঈফ উদ্দেশ্য নয়। বরং উচ্চস্তরের সাকাহাতকে নাকোচ করা হয়েছে; শর্তহীনভাবে সাকাহাতকে নাকোচ করা হয়নি।

ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ একজন রাবী সম্পর্কে বলেছেন, 'তিনি সিকাহ। তার মাঝে কিছু রয়েছে'। (যাহাবী, আল-কাশিফ ১/২৭২)

এখানে লক্ষ্য করুন! ইমাম যাহাবী একজন রাবী সম্পর্কে 'তার মাঝে কিছু রয়েছে' বলার পরও তাকে সিকাহ আখ্যা দিলেন। এটা এ বিষয়টির দলীল যে, 'তার মাঝে কিছু রয়েছে' জারাহ দ্বারা কোন রাবীর তাযঈফ সাব্যস্ত হয় না।

ইমাম যাকারিয়া বিন ইয়াহ্ইয়া আস-সাজী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩০৭ হি.) বলেছেন, 'তার কাছে মানাকীর রয়েছে'। (ইকমালু তাহযীবিল কামাল ৬/১০০)

এর দ্বারাও রাবীর তাযঈফ হয় না। কেননা কোন রাবীর কাছে মানাকীর থাকার কারণে এটা আবশ্যিক হয় না যে, এর যিম্মাদার স্রেফ ঐ রাবীই। বরং এটাও সম্ভব যে, এই মানাকীর তার উপরের রাবী হতে বর্ণিত হয়েছে এবং তিনি এ থেকে মুক্ত।

ইমাম হাকেম রহিমাহুল্লাহ ইমাম দারাকুতনী স্বীয় প্রশ্ন-জবাব উদ্ধৃত করতে গিয়ে লিখেছেন,

---

৩৫. পৃ. ৬৩৪-৬৩৫।

www.boimate.com

قلت فسليمان بن بنت شرحبيل؟ قال ثقة قلت أليس عنده مناكير-قال يحدث بها عن قوم ضعفاء فأما هو فهو ثقة-

'আমি বললাম, তাহলে সুলায়মান বিন বিনতে শুরাহবীল কেমন রাবী? ইমাম দারাকুতনী বললেন, তিনি সিকাহ। আমি বললাম, তিনি কি এমন নন যে, তার কাছে মানাকীর নেই'? ইমাম দারাকুতনী বললেন, তিনি এমন রাবীদের থেকে মানাকীর বর্ণনা করতেন যারা যঈফ রাবী। কিন্তু তিনি স্বয়ং সিকাহ রাবী ছিলেন'।[৩৬]

ইমাম আবূ আহমাদ আল-হাকেম (রাহি.) এর জারাহ

ইমাম আবূ আহমাদ আল-হাকেম রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৭৮ হি.) বলেছেন, 'তার হাদীসে কিছু মুনকার বর্ণনা আছে'।[৩৭]

জবাব : এটি কিছু মানাকীর বর্ণনার ব্যাপারে কৃত জারাহ। এর দ্বারা তাযঈফ প্রমাণিত হয় না। আবার কিছু মানাকীর বর্ণনার কারণও সুলায়মান বিন মূসা নন। বরং তার উর্দ্ধতন কোন রাবী হতে পারে। যেমনটা ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ্‌র স্পষ্ট ভাষ্য থেকে পূর্বে পেশ করা হয়েছে।

ইমাম ইবনু আব্দুল বার্র রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪৬৩ হি.) বলেছেন,

سُلَيْمَان بْن مُوسَى وَإِنْ كَانَ أَحَدُ أَئِمَّةِ أَهْلِ الشَّامِ فِي الْعِلْمِ فَهُوَ عِنْدَهُمْ سَيِّئُ الْحِفْظِ-

'সুলায়মান বিন মূসা যদিও শামের অন্যতম ইমাম ছিলেন; কিন্তু তিনি মুহাদ্দিসদের দৃষ্টিতে মন্দ স্মৃতির অধিকারী রাবী ছিলেন'।[৩৮]

জবাব : এখানে سَيِّئُ الْحِفْظِ দ্বারা হিফযের সাধারণ মন্দতা বুঝানো হয়েছে। যদ্দারা আবশ্যিকভাবে যঈফ হওয়া বুঝায় না। এর দলীল এই যে, খোদ ইমাম

৩৬. সুওয়ালাতুল হাকেম লিদ-দারাকুতনী পৃ. ২১৭।
৩৭. আল-আসামী ওয়াল-কুনা লি-আবী আহমাদ আল-হাকেম ১/২৮৯।
৩৮. আল-ইসতিযকার ২/২৪৬।

www.boimate.com

ইবনু আব্দুল বার্র রহিমাহুল্লাহ্র কয়েকটি স্থানে তিনি বিস্তারিতভাবে আলোচনার পাশাপাশি তাকে সিকাহ আখ্যা দিয়েছেন। যেমন এক স্থানে তিনি বলেছেন,

قَدْ نَقَلَهُ عَنْهُ ثِقَاتٌ مِنْهُمْ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى وَهُوَ فَقِيهٌ ثِقَةٌ إِمَامٌ-

'এ হাদীসকে সিকাহ রাবীগণ বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে সুলায়মান বিন মূসা রয়েছেন। যিনি ফকীহ ও সিকাহ ইমাম'।[৩৯] আরেকটি স্থানে তার একটি বর্ণনা সম্পর্কে তিনি বলেছেন,

وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ لِأَنَّهُ نَقَلَهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ثِقَاتٌ-

'এ হাদীসটি সহীহ। কেননা যুহরী হতে একে সিকাহ রাবীগণ বর্ণনা করেছেন'। (আল-ইসতিযকার ৫/৩৯২) অন্যত্র তিনি বলেছেন, وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ يُصَحِّحُونَ حَدِيثَهُ– 'অধিকাংশ অভিজ্ঞ আলেম তার হাদীসকে সহীহ বলেন'।[৪০]

ইমাম ইবনুল মাদীনী হতে এটা বর্ণনা করা হয় যে,

وكان خولط قبل موته بيسير-

'মৃত্যুর পূর্বে তিনি ইখতিলাতে পতিত হয়ে গিয়েছিলেন'। (তাহযীবুত তাহযীব ৪/২২৭)

জবাব : এ উক্তিটি ইমাম ইবনুল মাদীনী হতে সহীহ সনদে বা নির্ভরযোগ্য বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত নেই।

আল্লামা রুশদুল্লাহ শাহ রাশিদী রহিমাহুল্লাহ লিখেছেন,

إن العقيلي لم يلق ابن المديني-والواسطة بينهما غير معلومة- فروايته هذه عنه منقطعة فلا يحتج بها-

'উকায়লী ইবনুল মাদীনীর সাক্ষাৎ পান নি। এ দুজনের মধ্যকার সূত্রটি অজ্ঞাত। এ জন্য এই বর্ণনাটি মুনকাতি। সুতরাং এর দ্বারা দলীল পেশ করা সঠিক নয়'।[৪১]

৩৯. আত-তামহীদ ১৯/৮৬।
৪০. ঐ ৬/৬৭।

www.boimate.com

বিশেষ দ্রষ্টব্য : কিছু মানুষ সুলায়মান বিন মূসাকে মুদাল্লিস রাবী বলতে গিয়ে বলেছেন, 'ইবনু হিব্বান তার সম্পর্কে বলেছেন, এগুলি সব মুদাল্লাস বর্ণনা'।[৪২]

আরয রইল, ইমাম ইবনু হিব্বানের পূর্ণাঙ্গ বাক্যটি নিম্নরূপ-

وقد قيل انه سمع جابرا وليس ذاك بشيء تلك كلها أخبار مدلسة-

'আর এটাও বলা হয়েছে যে, সুলায়মান বিন মূসা জাবের রাযিআল্লাহু আনহু হতে শ্রবণ করেছেন। কিন্তু বিষয়টি এমন নয়। বরং এভাবে বর্ণিত হাদীসগুলি মুদাল্লাস'।[৪৩]

জবাব : ইমাম ইবনু হিব্বানের পূর্ণাঙ্গ বাক্যটি দেখার পর পুরো বিষয়টি স্পষ্ট হয় যে, ইবনু হিব্বান এখানে ইরসালের অর্থে তাদলীস শব্দটি ব্যবহার করেছেন। কেননা তাদলীসের ক্ষেত্রে মুদাল্লিস রাবী স্বীয় শায়েখকে উহ্য করে যার থেকে আন শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেন; তিনিও তার উস্তাদ হয়ে থাকেন। আর মুদাল্লিস রাবীও তার থেকে কিছু বর্ণনা শ্রবণ করেন। কিন্তু এখানে ইবনু হিব্বান প্রথমে জাবের রাযিআল্লাহু আনহু হতে সুলায়মান বিন মূসার শ্রবণের নাকোচ করেছেন। এরপর তিনি বলছেন, 'তার এরূপ বর্ণনা তাদলীস কৃত'। অর্থাৎ মুরসাল বর্ণনা।

আরেক জন রাবী সম্পর্কে ইমাম ইবনু হিব্বান রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

وقد روي عن أنس ولم ير دلس عنه-

'তিনি আনাস রাযিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন। অথচ তিনি আনাস রাযিআল্লাহু আনহুকে দেখেন নি। তার থেকে তিনি তাদলীস করেছেন'।[৪৪]

জবাব : প্রকাশ থাকে যে, একজন রাবী যাকে দেখেন-ই নি তিনি কিভাবে তার থেকে তাদলীস করতে পারেন? এজন্য এখানে তাদলীস 'ইরসাল'-এর অর্থে গ্রহণ করতে হবে।

---

৪১. দারজুন দুরার (পাণ্ডুলিপি) পৃ. ১৬।
৪২. ইবনু হিব্বান, মাশাহীরু উলামায়িল আমসার পৃ. ১৭৯।
৪৩. ঐ।
৪৪. ইবনু হিব্বান, আস-সিকাত ৬/৯৮।

www.boimate.com

প্রতীয়মান হল, ইমাম ইবনু হিব্বান ইরসালের অর্থেও তাদলীস শব্দটি ব্যবহার করতেন। আর এখানে এই বিষয়টিই ঘটেছে। এজন্য ইমাম ইবনু হিব্বানের এই উক্তির ভিত্তিতে সুলায়মান বিন মূসাকে পারিভাষিক অর্থে মুদাল্লিস বলা ভুল। বরং উসূলে হাদীস সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার দলীল।

বানোয়াট জারাহসমূহ

ইমাম আবুল আরব বলেছেন, তাকে নিয়ে আপত্তি রয়েছে' (আল-ইকমাল রাবী নং ২২২৮)

জবাব : ইমাম আবুল আরব এ রাবীর উপর 'তাকে নিয়ে আপত্তি আছে' কথাটি আদৌ বলেন নি। বরং তিনি এটা বলেছেন যে, আমি সুলায়মান বিন মূসা সম্পর্কে কাউকে গায়ের সিকাহ বলতে শুনিনি। আল-ইকমাল গ্রন্থে মুগলতাঈর বাক্যগুলি নিম্নরূপ-

وقال أبو العرب ما سمعت عن أحد في سليمان أنه غير ثقة وفيه نظر لما ذكرناه-

'আবুল আরব বলেছেন, আমি সুলায়মান বিন মূসা সম্পর্কে কাউকেই গায়ের সিকাহ বলতে শুনি নি। (মুগলতাঈ বলেন) আমরা যা উল্লেখ করেছি তার ভিত্তিতে এ কথাটি আপত্তিকর'।[৪৫]

হাফেয মুগলতাঈর আসল ইবারতটি দেখার পর জানা যায় যে, আবুল আরব কোন জারাহ করেননি। বরং তিনি তো জারাহ-এর বিপরীতে এটা বলেছেন যে, আমি কাউকে বলতে শুনিনি যে, সুলায়মান গায়ের সিকাহ রাবী। আবুল আরবের এ কথাটি উদ্ধৃত করার পর মুগলতাঈ বলছেন فيه نظر لما ذكرناه 'আমরা যা উল্লেখ করেছি তার ভিত্তিতে বলা যায় যে, এতে আপত্তি রয়েছে'।

অর্থাৎ আবুল আরব যে বলেছেন, 'আমি কাউকে তাকে গায়ের সিকাহ বলতে শুনিনি' –কথাটি আপত্তিকর। আমরা যা উল্লেখ করেছি তার আলোকে। অর্থাৎ পূর্বে মুগলতাঈর উল্লিখিত ঐ সকল উক্তি, যেগুলিতে সুলায়মানের উপর জারাহ করা হয়েছে।

৪৫. ইকমালু তাহযীবিল কামাল ৬/১০০।

www.boimate.com

এখন মুগলতাঈর এই উক্তিকে {যা সুলায়মান সম্পর্কে ছিল না- বরং আবুল আরবের পর্যালোচনা সম্পর্কে ছিল} সুলায়মানের সাথে জুড়ে দিয়েছেন। এবং পর্যালোচনায় থাকা রাবীর উপর সমালোচনা হিসেবে উল্লেখ করে দিয়েছেন।

মোটকথা : ইমাম আবুল আরব এমন কোন জারাহ করেননি। সুতরাং তার প্রতি এ জারাহকে নিসবত করা বানোয়াট কাজের অবতারণা বৈ কিছু নয়।

ইমাম আবূ যুরআহ 'যুআফা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

১) **আবূ যুরআহ আর-রাযী** রহিমাহুল্লাহ তাকে যুআফা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন' (আসামী যুআফা ২/৬২২)। (২) **ইমাম বারযাঈ তাকে যুআফা** গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন' (সুওয়ালাতুল বারযাঈ)।

জবাব : প্রথমত : তিনি আলোচ্য রাবী 'ইমাম সুলায়মান বিন মূসা কুরাশী' সম্পর্কে এটা বলে দিয়েছেন যে, তাকে ইমাম আবূ যুরআহ 'যুআফা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। অথচ এটি ভুল। কেননা ইমাম আবূ যুরআহ আলোচ্য রাবীকে নয়। বরং সুলায়মান বিন মূসা আবূ দাউদ আয-যুহরী আল-কূফীকে যুআফা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আর (আমাদের আলোচ্য ব্যক্তি) ভিন্ন রাবী।[৪৬]

জবাব : দ্বিতীয়ত : আবূ যুরআহ্‌র একটি ভুলের উদ্ধৃতিকেও দুটি উদ্ধৃতি বানিয়ে দিয়েছেন। আমাদের বুঝে আসে না যে, এসব কর্ম তার জাহালতের দরূণ হয়েছে নাকি তিনি স্বীয় বাতিল মাযহাবকে প্রমাণিত করার জন্য ধোঁকা, প্রতারণা সব কিছুকেই জায়েয মনে করেছেন! কতই না বেপরোয়ার সাথে তিনি ইমাম বারযাঈর নাম লিখে দিয়ে বলছেন যে, 'তিনি তাকে যুআফা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন'। আর সামনে অগ্রসর হয়ে 'সুওয়ালাতুল বারযাঈ' গ্রন্থের বরাত লেখলেন!!!

জবাব : কেউ তাকে জিজ্ঞাসা করুন যে, যঈফ রাবীদের উপর ইমাম বারযাঈ কোন গ্রন্থ রচনা করেছেন কি? নাকি সুওয়ালাতুল বারযাঈ গ্রন্থে ইমাম বারযাঈর নিজস্ব উক্তি রয়েছে? আর এক মুহূর্তের জন্য একে যদি ধরেও নেয়া যায় যে, এতে ইমাম বারযাঈর স্বীয় উক্তিগুলি রয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্‌র বান্দা!

৪৬. আবূ যুরআহ আর-রাযী, আয-যুআফা ২/৬২২।

www.boimate.com

সুওয়ালাতুল বারযাঈ গ্রন্থে সুলায়মান বিন মূসা নামের রাবীর কথা কোথায় উল্লেখ আছে? বাতিলভাবে তো সুওয়ালাতুল বারযাঈর নাম লিখে দিয়েছেন। কিন্তু তিনি কোন খণ্ড, পৃষ্ঠার নং লিখেন নি। আর লেখবেন-ই বা কিভাবে? সুওয়ালাতুল বারযাঈ গ্রন্থে এ নামে তো কোন-ই রাবী নেই।

জবাব : মূলত ইমাম আবূ যুরআহ্‌র আয-যুআফা গ্রন্থটি সুওয়ালাতুল বারযাঈ গ্রন্থের শেষে যুক্ত করে মুদ্রিত হয়েছে। এজন্য হতে পারে যে,নিজের জাহালতের প্রমাণ দিতে গিয়ে সুওয়ালাতুল বারযাঈর সাথে মুদ্রিত আয-যুআফা গ্রন্থকে সুওয়ালাতুল বারযাঈ-এরই অংশ মনে করেছেন এবং জাহালতে নিমজ্জিত হয়ে একটি বরাতকে দুটি বরাত বানিয়ে দিয়েছেন।

যাহোক, এখানে বরাত একটাই। আর এর সাথেও আলোচ্য রাবীর কোনই সম্পর্ক নেই। বরং ইমাম আবূ যুরআহ্‌র আয-যুআফা গ্রন্থে উল্লিখিত সুলায়মান বিন মূসা হলেন অন্য রাবী। যেমনটা স্পষ্টভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

৩) **ইমাম হুসাইন রহিমাহুল্লাহ** তাযঈফের প্রতি ধাবিত হয়েছিলেন (মান লাহু রিওয়ায়াহ, রাবী নং ২১৩৩)।

জবাব : আমাদের ইলম মোতাবেক ইমাম হুসাইনের প্রতি সম্বন্ধিত 'মান লাহু রিওয়ায়াহ' নামের কোন বই কোন ইমামের গ্রন্থে উল্লিখিত হয় নি, যেখানে এমন কোন কথা আছে। এছাড়াও ২১৩৩ নং পর্যন্ত কোন রাবীর জীবনীও (এ বইতে) নেই।

৪) **আল্লামা যাহাবী রহিমাহুল্লাহ** যঈফ বলেছেন (আল-মুগনী ওয়ায-যুআফা, রাবী নং ২৬৩০)।

জবাব : আরয রইল যে, এটা সরাসরি মিথ্যাচার। ইমাম যাহাবী তার এই গ্রন্থে এ রাবীকে নিশ্চিৎরূপে যঈফ বলেন নি।

৫) **ইবনুল মাদীনী রহিমাহুল্লাহ** বলেছেন, তিনি সমালোচিত' (যুআফাউল কাবীর ২/১৪২)

জবাব : এই জারাহটি ইমাম ইবনুল মাদীনী হতে প্রমাণিত-ই নেই। যেমনটা আলোচিত হয়েছে। এজন্য এই বরাতটিও বাতিল।

www.boimate.com

যুআফা গ্রন্থ দ্বারা দলীল গ্রহণ

(১) **ইমাম উকায়লী** রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, তিনি তাকে যুআফা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন' (যুআফায়ে উকায়লী, রাবী নং ৬৩২)। (২) **ইমাম ইবনুল জারূদ** রহিমাহুল্লাহ তাকে যুআফা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন' (আল-ইকমাল জীবনী নং ২২২৮)। (৩) **ইমাম ইবনু জাওযী** রহিমাহুল্লাহ তাকে যঈফ রাবীদের জীবন চরিতে উল্লেখ করেছেন (যুআফা ওয়া মাতরূকীন জীবনী নং ১৫৪৯)।

জবাব : পূর্বের আলোচনায় স্পষ্ট করা হয়েছে যে, স্রেফ যুআফা গ্রন্থে রাবীকে উল্লেখ করার অর্থ এটা নয় যে, সেই রাবী যুআফা গ্রন্থকারদের মতে যঈফ। তবে লেখকের স্পষ্ট বিবরণ বা তার মানহাজ দ্বারা যদি এটা প্রমাণিত হয়ে যায় যে, তিনি যুআফার গ্রন্থে স্রেফ যঈফ রাবীদেরকেই লিপিবদ্ধ করেন (তাহলে তার বর্ণিত সকল রাবী যঈফ গণ্য হবে)। কিন্তু উল্লিখিত যুআফা গ্রন্থগুলিতে কোন গ্রন্থের লেখক হতেই এমন কিছু প্রমাণিত নেই। সুতরাং স্রেফ এসব গ্রন্থে রাবীদের উল্লেখ করার দ্বারা এই ফলাফল বের করা ভুল যে, এগুলির লেখকদের দৃষ্টিতে এই রাবীগণ যঈফ। এজন্য এ তিনটি উদ্ধৃতিই বাতিল।

উল্লিখিত বরাতগুলি বাতিল হওয়ার পর স্রেফ তিনটি বরাত বেঁচে গেল। যা নিম্নরূপ-

(১) **'ইমাম বুখারী বলেছেন,** তিনি মুনকারুল হাদীস অথবা তার কাছে মুনকার বর্ণনা আছে অথবা তার কাছে আজব হাদীস রয়েছে'। (২) **'ইমাম নাসাঈ বলেছেন,** তিনি হাদীসের মধ্যে শক্তিশালী নন কিংবা তার হাদীসে কিছু (ত্রুটি-বিচ্যুতি) রয়েছে'। (৩) **'ইমাম আবূ আহমাদ** হাকেম বলেছেন, তার হাদীসে কতিপয় মুনকার বর্ণনা আছে'। (৪) **'ইমাম সাজী** বলেছেন, তার কাছে মুনকার বর্ণনা আছে'। (৫) **'ইমাম ইবনু আব্দুল বার্র** বলেছেন, তিনি বাজে স্মৃতির অধিকারী।

জবাব : এই পাঁচটি উদ্ধৃতির জবাব পূর্বোক্ত পৃষ্ঠাগুলিতে দেয়া হয়েছে। যার সারকথা এই যে, ইমাম ইবনু আব্দুল বার্র হতে তাওসীক প্রমাণিত আছে। ইমাম নাসাঈ ইমাম সাজী এবং আবু আহমাদ হাকেমের জারাহ দ্বারা তাযঈফ প্রমাণিত হয় না। আর ইমাম বুখারীর জারাহ অন্য মুহাদ্দিসদের অগ্রগণ্য তাওসীকের মোকাবেলায় অগ্রহণীয়।

www.boimate.com

১২-জন ইমাম- তাকে সিকাহ বলেছেন

(১) ইমাম ইবনু সাদ। (২) ইমাম ইবনু মাঈন। (৩) ইমাম দুহাইম। (৪) ইমাম আবূ দাউদ। (৫) ইমাম আবূ হাতেম আর-রাযী। (৬) ইমাম ইবনু হিব্বান। (৭) ইমাম ইবনু আদী। (৮) ইমাম দারাকুতনী।(৯) ইমাম যাহাবী।(১০) ইমাম ইবনু আব্দুল বার্র।(১১) ইমাম ইবনুল জাওযী।(১২) ইমাম ইবনু খালফূন রহিমাহুমুল্লাহ-এর তাওসীক পেশ করা হয়েছে। সুতরাং তার সিকাহ হওয়াতে কোন সংশয় ও সন্দেহের সুযোগ নেই।

সারকথা : ইমাম সুলায়মান বিন মূসা সিকাহ রাবী। তার সম্পর্কে পেশকৃত জারাহ হয় প্রমাণিত-ই নয় কিংবা গায়ের মুফাসসার অথবা কমজোর ভিত্তির উপর নির্মিত। এর বিপরীতে মুহাদ্দিসদের একটি বড় জামাআত স্পষ্ট ভাষ্যে তাকে সিকাহ বলেছেন। এ জন্য তার সিকাহ রাবী হওয়াতে কোন সন্দেহ নেই।

তাদলীসের দোষারোপ

ইবনু হিব্বান বলেছেন, তার প্রতিটি বর্ণনাই মুদাল্লাস' (মাশাহীরু উলামা, রাবী নং ১৪১৫)।

জবাব : প্রকাশ থাকে, ইবনু হিব্বান এখানে ইরসাল অর্থে তাদলীস শব্দটি ব্যবহার করেছেন। যেমনটা পূর্বে স্পষ্টভাবে আলোচনা করা হয়েছে। অনুরূপভাবে এ বরাতটিও অপ্রাসঙ্গিক হওয়ার কারণে বাতিল।

সাওর বিন ইয়াযীদ আল-কালাঈ

তিনি বুখারী ও সুনানে আরবাআর রাবী। তিনি ঐকমতানুসারে সিকাহ।

(১) ইমাম ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৩৩ হি.) বলেছেন, 'সাওর বিন ইয়াযীদ সিকাহ রাবী'।[৪৭] **(২) ইমাম ইবনু সাদ** রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৩০ হি.) বলেছেন, 'তিনি হাদীসে সিকাহ'।[৪৮] **(৩) ইমাম আব্দুর রহমান** বিন ইবরাহীম দুহাইম রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৪৫ হি.) বলেছেন, 'তিনি সিকাহ রাবী'।[৪৯] (৪)

৪৭. তারীখু ইবনু মাঈন (দূরীর বর্ণনা) ৩/১৯২।
৪৮. আত-তাবাকাতুল কুবরা ৭/৪৬৭।
৪৯. আল-মারিফাতু ওয়াত-তারীখ ২/৩৬৭, সনদ সহীহ।

www.boimate.com

ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৪৮ হি.) বলেছেন, 'তিনি হাদীসের হাফেয, মুতকিন'।[৫০] (৫) **হাফেয ইবনু হাজার** রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৮৫২ হি.) বলেছেন, 'তিনি সিকাহ-সাবত। কিন্তু কাদরিয়া আকীদা পোষণ করতেন'।[৫১]

সাওর বিন ইয়াযীদের কাদরিয়া হওয়ার অপবাদ

আরয রইল যে, কাদরিয়া আকীদা দ্বারা সাকাহাতে কোন পার্থক্য সূচিত হয় না। এছাড়াও সাওর বিন ইয়াযীদ আল-কালাঈ এই আকীদা হতে নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করেছিলেন।

* ইমাম আবূ যুরআহ আদ-দাশেকী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৮১ হি.) বলেছেন,

أَخْبَرَنَا مُنَبِّهُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ: يَا قَدَرِيُّ. قَالَ ثَوْرٌ: لَئِنْ كُنْتُ كَمَا قُلْتَ، إِنِّي لَرَجُلُ سُوْءٍ، وَلَئِنْ كُنْتُ عَلَى خِلَافِ مَا قُلْتَ، إِنَّكَ لَفِي حِلٍّ-

এক ব্যক্তি সাওর বিন ইয়াযীদকে বললেন, হে কাদরিয়া। তখন সাওর বললেন, 'যদি আমি সেটাই হয়ে থাকি যা তুমি বললে, তাহলে আমি খুবই খারাপ মানুষ। আর তুমি যেটা বললে সেটা যদি আমি না হয়ে থাকি তাহলে তোমাকে আমি মাফ করে দিলাম'।[৫২]

এ সহীহ রেওয়ায়াত দ্বারা প্রতীয়মান হল, সাওর বিন ইয়াযীদ আদৌ কাদরিয়া ছিলেন না। সম্ভবত কিছু মানুষ ভুলের শিকার হয়ে তাকে কাদরিয়া মনে করেছিলেন।

কথার কথা যদি মেনেও নেই যে, তিনি কাদরিয়া ছিলেন। তাহলে এই বর্ণনা দ্বারা এটা আবশ্যিকভাবে মানতে হবে যে, তিনি কাদয়িরা মতবাদ হতে ফিরে এসেছিলেন। কেননা উল্লিখিত ব্যক্তি তাকে প্রথমে কাদরিয়া বলেছিলেন। যা তিনি নাকোচ করেছিলেন। এতে ইশারা রয়েছে যে, তার মুক্ত হওয়ার পূর্বেই তার কাদরিয়া হওয়ার বিষয়টি প্রসারিত হয়ে গিয়েছিল। আবার এই বর্ণনায়

৫০. সিয়ারু আলামিন নুবালা ৬/৩৪৪।
৫১. তাকরীবুত তাহযীব, রাবী নং ৮৬১।
৫২. তারীখু আবূ যুরআহ আদ-দামেশকী পৃ. ৩৬০, সনদ সহীহ।

www.boimate.com

তার পক্ষ হতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা তার প্রত্যাবর্তন করার দলীল। এই বর্ণনার ভিত্তিতে

ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

قلت كان ثور عابدا ورعا والظاهر أنه رجع فقد روي أبو زرعة-

'আমি (ইমাম যাহাবী) বলছি, সাওর আবেদ, পরহেযগার ছিলেন। প্রকাশ থাকে যে, তিনি কাদরিয়াদের আকীদা থেকে ফিরে এসেছিলেন। যেমন আবূ যুরআহ বর্ণনা করেছেন'।[৫৩]

এরপর ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ ঐ বর্ণনাটি পেশ করেছেন। যেটি সহীহ সনদের সাথে উপরে বর্ণনা করা হয়েছে।

হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ তার উপর নাসবী হওয়ার তোহমতও বর্ণনা করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন,

وَكَانَ يرْمي بِالنّصب أَيْضا وَقَالَ يحي بن معِين كَانَ يُجَالس قوما ينالون من عَليّ لكنه هُوَ كَانَ لَا يسب-

'তার উপর নাসবিয়াতের তোহমত দেয়া হত। ইমাম ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, ইনি এমন লোকদের সাথে বসতেন যারা আলী রাযিআল্লাহু আনহুকে মন্দ বলত। কিন্তু তিনি নিজে আলী রাযিআল্লাহু আনহুকে মন্দ বলতেন না'।[৫৪]

আরয রইল যে, আমার ক্ষুদ্র ইলম মোতাবেক কেউই তার উপর নাসবিয়াতের অপবাদ দেন নি। হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ সম্ভবত নাসবীদের সাথে তার উঠা-বসার কারণে এই ফলাফল বের করেছেন। অথচ ইবনু মাঈন স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, তিনি আলী রাযিআল্লাহু আনহুকে মন্দ বলতেন না। এমনকি নাসবীদের সাথে তার উঠা-বসাও প্রমাণিত নেই। যেমন ইবনু মাঈনের এই উক্তিকে তার ছাত্র আব্বাস দূরী নিম্নোক্ত বাক্যে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন,

৫৩. সিয়ারু আলামিন নুবালা ৬/৩৪৫।
৫৪. ইবনু হাজার, মুকাদ্দামা ফাতহুল বারী পৃ. ৩৯৪।

www.boimate.com

سَمِعت يحي يَقُول أَزْهَر الحَرَازِي وَأسد بن ودَاعَة وَجَمَاعَة كَانُوا يَجْلِسُونَ يشتمون عَليّ بن أبي طَالب وَكَانَ ثَوْر بن يزِيد فِي نَاحِيَة لَا يسب عليا فَإِذا لم يسب جروا بِرجلِهِ-

'আমি ইমাম ইয়াহ্ইকে বলতে শুনেছি, আযহার হারাযী, আসাদ বিন ওয়াদাআহ এবং কিছু লোক বসে আলী রাযিআল্লাহু আনহুকে মন্দ বলছিল এবং সাওর বিন ইয়াযীদ এক পাশে বসে ছিলেন। তিনি আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে মন্দ বলতেন না। যখন তিনি আলীকে মন্দ বলতেন না তখন লোকেরা তার পা ঘেঁষা-ঘেঁষি করত'।[৫৫]

সুবহানাল্লাহ! একজন ব্যক্তির পা ধরে ঘেঁষে থাকা হচ্ছে। তবুও তিনি আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে মন্দ বলতেন না। এরপরও তার উপর কিভাবে নাসবিয়াতের তোহমত লাগানো হচ্ছে তা প্রতীয়মান নয়!!

সারকথা : মুহাদ্দিসগণ তাকে ঐকমতানুসারে সিকাহ বলেছেন। আর তার উপর কৃত কাদরী ও নাসবীর তোহমত প্রমাণিত নেই। বরং এ থেকে তার মুক্ততা ঘোষণা করা প্রমাণিত আছে। আল-হামদুলিল্লাহ।

সাওর বিন ইয়াযীদের মুদাল্লিস হওয়া

সাওর বিন ইয়াযীদের মুদাল্লিস হওয়া প্রমাণিত নেই। তাকে শ্রেফ বুরহানুদ্দীন হালাবী (মৃ. ৮৪১ হি.) মুদাল্লিসদের মধ্যে গণ্য করেছেন। এর দলীল দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন,

قال أبو داود في سننه في مسح الخفين : بلغني انه لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء يعني بن حيوة انتهى ولفظه فيه عن رجاء-

'ইমাম আবূ দাউদ রহিমাহুল্লাহ স্বীয় সুনান গ্রন্থে খুফফাইনের মাসাহ প্রসঙ্গে বলেছেন, আমার কাছে এ সংবাদ পৌছেছে যে, সাওর বিন ইয়াযীদ এই হাদীসটি রাজা বিন হায়াওয়া হতে শুনেন নি। আর এখানে তিনি আন দ্বারা বর্ণনা করেছেন'।[৫৬]

৫৫. তারীখু ইবনু মাঈন (দূরীর বর্ণনা) ৪/৪২৩।
৫৬. হালাবী, আত-তাবঈন লি-আসমায়িল মুদাল্লিসীন পৃ. ১৮।

www.boimate.com

ইমাম আবূ দাউদ রহিমাহুল্লাহ শ্রবণ না করার বিষয়টির বরাত দেন নি। সম্ভবত তিনি এ কথাটি স্বীয় উস্তাদ ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ হতে শ্রবণ করেছেন। কেননা ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহও এ কথাটি বলেছেন। যেমনটা ইমাম ইবনু আব্দুল বার্র রহিমাহুল্লাহ ইমাম আসরামের বরাতে ইমাম আহমাদ হতে এ কথাটি বর্ণনা করেছেন।[৫৭]

হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ এই কথাটি ইমাম মূসা বিন হারূন রহিমাহুল্লাহ হতেও বর্ণনা করেছেন।[৫৮] উপরন্তু ইমাম ইবনু হাযম রহিমাহুল্লাহও এই কথাটি বলেছেন।[৫৯]

আরয রইল, এই সকল উক্তি দ্বারা এ কথাটি প্রমাণিত হয় যে, বাস্তবেই সাওর বিন ইয়াযীদ এই হাদীসটি রাজা বিন হায়াওয়াহ হতে শ্রবণ করেননি। কিন্তু এর পরও সাওর বিন ইয়াযীদের উপর তাদলীসের অপবাদ লাগানো যেতে পারে না। কেননা এই হাদীসে তার বর্ণনা আন দ্বারা প্রমাণিত নেই। আর এরই ভিত্তিতে বুরহানুদ্দীন হালাবী রহিমাহুল্লাহ তাকে মুদাল্লিস বলেছেন।

প্রথমত : এই বর্ণনায় সাওরের আনআনা ওয়ালীদ বিন মুসলিম উল্লেখ করেছেন। আর ওয়ালীদ বিন মুসলিম নিজেই তাদলীসে তাসবিয়া করতেন। দেখুন 'ইয়াযীদ বিন মুআবিয়া পার ইলযামাত কা তাহকীকী জায়েযাহ'।[৬০]

সুতরাং ওয়ালীদ বিন মুসলিমের বর্ণনাকৃত আনআনাহ অনর্ভিরযোগ্য। যে সকল বর্ণনায় ওয়ালীদ বিন মুসলিমের মুতাবাত বর্ণিত আছে সেগুলি খুবই যঈফ। এ ব্যতীত ওয়ালীদ নিজেই আরেকটি সনদে রাজা হতে সাওরের সামার বিষয়টি স্পষ্টভবে উল্লেখ করেছেন।[৬১]

কিন্তু এই সামার বিষয়টিও আপত্তিকর। বরং ওয়ালীদ বিন মুসলিম কিংবা দাউদ বিন রশীদের ভুল হয়েছে। যেমনটা হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ ইশারা করেছেন।[৬২]

দ্বিতীয়ত : প্রমাণিত কথা এই যে, সাওর বিন ইয়াযীদ 'আমাকে রাজা হতে উদ্ধৃত করা হয়েছে' বলেছেন। যেমনটা ইমাম ইবনুল মুবারক তার থেকে

৫৭. আত-তামহীদ ১/১৪।
৫৮. ইবনু হাজার, আত-তালখীসুল হাবীর ১/২৮১।
৫৯. ইবনু হাযম, আল-মুহাল্লা ১/৩৪৪।
৬০. পৃ. ৫৭২, ৫৯৯।
৬১. দারাকুতনী ১/১৯৫, ওয়ালীদ পর্যন্ত সনদ সহীহ।
৬২. আত-তালখীসুল হাবীর ১/২৮২।

www.boimate.com

বর্ণনা করেছেন।[৬৩] অর্থাৎ প্রমাণিত বর্ণনা মোতাবেক সাওর বিন ইয়াযীদ 'আন' বলেন নি। বরং তিনি সামা না থাকার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। আর তার বিপরীতে তার আনআনাহ সংক্রান্ত বর্ণনাটি ওয়ালীদ বিন মুসলিমের ভ্রম বা তার তাদলীসে তাসবিয়ার কারণে প্রমাণিত নয়।

ওয়ালীদ বিন মুসলিমের ভ্রমের বিষয়টির ইশারা এর দ্বারাও মেলে যে, দাউদ বিন রশীদের সূত্রে তিনি সাওর বিন ইয়াযীদের পক্ষ হতে সামার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। যেমনটা আলোচিত হয়েছে। অথচ ইমাম ইবনুল মুবারক রহিমাহুল্লাহ -যিনি সাকাহাতে তার চাইতে বড়- তিনি সামা না থাকা উল্লেখ করেছেন।

কিন্তু যদি এই ভুল ওয়ালীদ বিন মুসলিমের পক্ষ হতে না হয়; বরং দাউদ বিন রশীদের পক্ষ হতে হয়; তাহলে এ বিষয়টি নির্দিষ্ট যে, ওয়ালীদ বিন মুসলিম এখানে তাদলীসে তাসবিয়া করেছেন। অর্থাৎ 'আমাকে বর্ণনা করা হয়েছে' বাক্যটি 'আন' বানিয়ে স্বীয় শায়খের উপরের সূত্রকে গোপন করেছেন। সুতরাং যখন সাওর বিন ইয়াযীদ এখানে 'আন' বলেনই নি তখন এর ভিত্তিতে তাকে মুদাল্লিস রাবী বলা যেতে পারে না।

তৃতীয়ত : যদি তাকে মুদাল্লিস রাবী মেনেও নেই তাহলে (এটা জেনে রাখতে হবে যে) তার থেকে অত্যধিক হারে তাদলীস করা প্রমাণিত নেই। সুতরাং ইনি মুদাল্লিসের ঐ মর্যাদায় গণ্য হবেন যাদের আনআনাহ গ্রহণযোগ্য।[৬৪]

হায়সাম বিন হুমাইদ আল-গস্সানী

তিনি সুনানে আরবাআর রাবী। তিনি সিকাহ রাবী। **ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল** রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৪১ হি.) বলেছেন, ما علمت إلا خيرا আমি তার মাঝে কল্যাণ ব্যতীত আর কিছুই জানি না।[৬৫] **ইমাম ইবনু মাঈন** রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৩৩ হি.) বলেছেন, 'তিনি সিকাহ'।[৬৬] **ইমাম দারাকুতনী** রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৮৫ হি.) বলেছেন, 'তিনি সিকাহ'। (দারাকুতনী ১/৩১৯)

৬৩. বুখারী, আত-তারীখুল আওসাত ৩/১৯৪, সাওর পর্যন্ত এর সনদ সহীহ।
৬৪. মুদাল্লিস রাবী কম তাদলীস করলেও তার আনআনাহ গ্রহণযোগ্য নয়।-অনুবাদক।
৬৫. আল-ইলাল ওয়া মারিফাতুর রিজাল লি-আহমাদ ৩/৫৩।
৬৬. মিযযী, তাহযীবুল কামাল ৩০/৩৭২।

www.boimate.com

জ্ঞাতব্য : হানাফী আলেমগণ অসংখ্য স্থানে এই রাবীর হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন। যেমন দেখুন 'হাদীস আওর আহলে হাদীস' (পৃ. ১৭৬ হা/২)। এর সনদে এ রাবীই বিদ্যমান। (তাবারানী, আল-মুজামুল কাবীর হা/৭৬০৫)

আবূ তাওবা রবী বিন নাফে হালাবী-এ পরিচয়

তিনি বুখারী ও মুসলিমের রাবী। উপরন্তু তিনি আবূ দাউদ, নাসাঈ এবং ইবনু মাজাহ-এর রাবী। তিনি ঐকমতানুসারে সিকাহ রাবী।

(১) **ইমাম আহমাদ** বিন হাম্বল রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৪১ হি.) বলেছেন, أبو توبة لم يكن به بأس - আবূ তাওবার মাঝে কোন অসুবিধা নেই'। (সুওয়ালাতে আবূ দাঊদ লি-আহমাদ পৃ. ২৮৫) (২) **ইমাম আবূ হাতেম** আর-রাযী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৭৭ হি.) বলেছেন, 'তিনি সিকাহ ও হুজ্জত'। (ইবনু আবী হাতিম, আল-জারহু ওয়াত-তাদীল ৩/৪৭০) (৩) **ইমাম ইয়াকূব বিন শায়বাহ** রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৬২ হি.) বলেছেন, 'তিনি সিকাহ ও সদূক'। (ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশক ১৮/৮৪, সনদ সহীহ) (৪) **কামালুদ্দীন ইবনুল আদীম** (মৃ. ৬৬০ হি.) বলেছেন, 'তিনি সিকাহ-সাবত লোকদের অন্যতম'। (বুগিয়াতুত তালাব ফী তারীখি হালাব ৮/৩৬০৩) (৫) **ইমাম যাহাবী** রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৪৮ হি.) বলেছেন, الإمام الثقة الحافظ 'তিনি ইমাম, সিকাহ এবং হাফেয।[৬৭]

(৬) **হাফেয ইবনু হাজার** রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, ثقة حجة عابد 'তিনি সিকাহ, হুজ্জত, আবেদ'।[৬৮]

বিশেষ দ্রষ্টব্য : হানাফী আলেমগণ অসংখ্য স্থানে এই রাবীর হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করেন। যেমন দেখুন 'হাদীস আওর আহলে হাদীস' (পৃ. ৭০২ হা/৩)। এর সনদে এই রাবী বিদ্যমান আছে।[৬৯]

এই পুরো আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হয়েছে, এই বর্ণনাটি মুরসাল হিসেবে একেবারেই সহীহ।

---

৬৭. সিয়ারু আলামিন নুবালা ১০/৬৫৩।
৬৮. তাকরীবুত তাহযীব, রাবী নং ১৯০২।
৬৯. আবূ দাউদ হা/১০৩৮।

www.boimate.com

আবূ দাঊদের দেওবন্দী দরসী নুসখা

এই হাদীসটি ইমাম আবূ দাঊদ 'মারাসীল' গ্রন্থেও বর্ণনা করেছেন। হিন্দুস্তানে আবূ দাঊদের যে দরসী নুসখা রয়েছে তার শেষে মারাসীলে আবূ দাঊদও শামিল আছে। এতে ৬ পৃষ্ঠায় এই বর্ণনাটি বিদ্যমান। কিন্তু এতে يشد بهما এর স্থলে يشبك بهما শব্দটি রয়েছে।

কতিপয় দুর্ভাগা যখন কোন কিছুই বুঝতে পারেন না তখন তারা জন সাধারণের সামনে নিজেদের এই দরসী নুসখাটি বের করে বলতে থাকেন যে, এই বর্ণনাটির শব্দে মতানৈক্য রয়েছে। অর্থাৎ কোন কোন বর্ণনায় يشد بهما রয়েছে। আর কিছু কিছু বর্ণনায় يشبك بهما রয়েছে।

প্রথমত : আবূ দাঊদের দেওবন্দী দরসী নুসখার সাথে যে মারাসীলে আবী দাঊদ শামিল করা হয়েছে সেটি কোন্ মাখতূত হতে বর্ণিত? সেই মাখতূতের বিস্তারিত আলোচনা কোথায়? এসব বিষয়ের কোন উল্লেখ নেই। এজন্য দেওবন্দীদের এই নুসখাটি অনির্ভরযোগ্য ও দলীলঅযোগ্য।

এর বিপরীতে মারাসীলে আবূ দাঊদের যে নুসখা হানাফীদের নন্দিত মুহাক্কিক শুআঈব আরনাঊত কর্তৃক তাহকীক হয়ে মুদ্রিত হয়েছে তাতে يشبك بهما শব্দাবলী নেই। বরং সুনানে আবী দাঊদের অনুরূপ يشد بهما বাক্যটিই রয়েছে।[৭০]

দ্বিতীয়ত : يشد بهما এবং يشبك بهما দুটি একই অর্থ বহন করে। কেননা দুটির অর্থ হল 'হাত বাঁধা'। সুতরাং এই মতানৈক্য দ্বারা কিছুই যায় আসে না।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا-

৭০. আবূ দাঊদ, আল-মারাসীল হা/৩৩।

Salate hath badha-4

www.boimate.com

'যখন মূসা তার সম্প্রদায়ের জন্য পানি প্রার্থনা করল, তখন আমি বললাম, তোমার লাঠি দিয়ে পাথরে আঘাত কর। এরপর সেখান থেকে ১২টি ঝর্ণা প্রবাহিত হল' (বাকারা ২/৬০)।

এ আয়াতে পানির ফোয়ারা স্ফুরিত হওয়ার জন্য فَانْفَجَرَتْ শব্দটি রয়েছে। অন্যদিকে একই কথা কুরআনের অন্য স্থানে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে,

وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا-

'মূসার গোত্রের লোকেরা যখন তার কাছে পানি চাইল, তখন আমি ওহি করলাম যে, তোমার লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত কর। ফলে সেখান থেকে ১২টি প্রস্রবণ বের হল' (আরাফ ৭/১৬০)।

এ আয়াতে পানির ফোয়ারা বুঝানোর জন্য فَانْبَجَسَتْ শব্দটি রয়েছে। এখন কি কোন ব্যক্তি এটা বলার দুঃসাহস করতে পারে যে, কুরআনের এই বর্ণনায় ইযতিরাব রয়েছে? নাঊযুবিল্লাহ।

তৃতীয়ত : ইখতিলাফ কেবল 'হাত বাঁধা' সংক্রান্ত শব্দের মধ্যে রয়েছে। কিন্তু বুক অর্থাৎ সীনার শব্দ নিয়ে কোন মতানৈক্য নেই। অন্যকথায়, যে শব্দটির সম্পর্ক বুকের সাথে তা নিয়ে মতানৈক্য আছে। কিন্তু যে শব্দের সম্পর্ক হাত বাঁধার স্থানের সাথে তা নিয়ে কোন ইখতিলাফ নেই। আর সেটা হল বুক অর্থাৎ সীনার শব্দ।

আবী দাউদের দরসী নুসখায় এই বর্ণনাটি নেই

প্রকাশ থাকে যে, সুনানে আবী দাউদের দরসী নুসখায় এই বর্ণনাটি নেই। এজন্য কতিপয় মানুষ ধোঁকা ও প্রতারণার সাহায্য নিয়ে জনসাধারণের সামনে সুনানে আবী দাউদের দেওবন্দী নুসখা খুলে দেন এবং বলেন যে, এতে এই বর্ণনাটিই তো নেই।

আরয রইল যে, এই দেওবন্দী নুসখায় সাইয়েদুনা আলী রাযিআল্লাহু আনহু-এর 'নাভীর নিচে' সংক্রান্ত যঈফ বর্ণনাটিও নেই। এ সম্পর্কে কি বলবেন? এ ব্যাপারে যে জবাব আপনারা প্রদান করবেন সেটাই হবে আমাদের জবাব।

www.boimate.com

ইমাম আবূ দাউদের চুপ থাকা

কিছু মানুষ সুনানে আবী দাউদের বরাতে সাইয়েদুনা আলী রাযিআল্লাহু আনহু-এর যঈফ বর্ণনাটি উল্লেখ করে বলেন যে, ইমাম আবূ দাউদ এর উপর চুপ থেকেছেন। এজন্য ইমাম আবূ দাউদের দৃষ্টিতে এ বর্ণনাটি সহীহ।

প্রথমত : ইমাম আবূ দাউদ রহিমাহুল্লাহ্‌র চুপ থাকার অর্থ এটা বর্ণনা করা যে এর দ্বারা ইমাম আবূ দাউদের তাসহীহ বা তাহসীন উদ্দেশ্য। তাহলে তা ভুল হবে। কেননা এর কোনই দলীল নেই।

আল্লামা মুহাম্মাদ কায়েম সিন্দী হানাফী রহিমাহুল্লাহ একটি স্থানে লিখেছেন,

لا يلزم من سكوت أبي داود عليه حسنه عنده-

'ইমাম আবূ দাউদের চুপ থাকা দ্বারা এটা আবশ্যক হয় না যে, তার মতে এ হাদীসটি হাসান'।[৭১]

দ্বিতীয়ত : ইমাম আবূ দাউদ এই বর্ণনাটির উপর চুপ থাকেন নি। বরং তিনি এর উপর জারাহ করেছেন। ইমাম আবূ দাউদ এই বর্ণনাটি উল্লেখ করার পর এর প্রধান রাবী আব্দুর রহমান বিন ইসহাক-এর উপর জারাহ বর্ণনা করেছেন। সুতরাং চুপ থাকার দাবী বাতিল।[৭২]

তৃতীয়ত : ইমাম আবূ দাউদ রহিমাহুল্লাহ বুকে হাত বাঁধা সংক্রান্ত এই হাদীসকে স্বীয় সুনানে উল্লেখ করার পর এর উপর চুপ থেকেছেন। তাহলে বলতে হবে যে, প্রতিপক্ষের উসূলের আলোকে ইমাম আবূ দাউদ বুকে হাত বাঁধা সম্পর্কে এই হাদীসকে সহীহ বলেছেন!

৭১. ফাওযুল কিরাম (পাণ্ডুলিপি) পৃ. ৯-১০।
৭২. আত-তালীকুল মানসূর আলা ফাতহিল গফূর পৃ. ৭২-৭৪।

www.boimate.com

হাদীস-৪

হুলব আত-তাঈ (রা)-এর হাদীস

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

حَدَّثَنَا يَحيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي سِمَاكٌ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: " رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ، وَرَأَيْتُهُ، قَالَ، يَضَعُ هَذِهِ عَلَى صَدْرِهِ–

হুলব আত-তাঈ রাযিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা আছে যে, 'নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দেখেছি। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ডান ও বাম উভয় দিকে ফেরাতেন। আর আমি তাকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখেছি যে, তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ হাতকে (ডান হাত) এ হাতের (বাম হাতের) উপর স্থাপন করে বুকের উপর রেখেছেন'।[৭৩]

আরও কিছু উদ্ধৃতি

(১) মুসনাদে আহমাদ : মুসনাদুল আনসার- হুলব আত-তাঈর হাদীস (হা/২২০১৭)। (২) মুসনাদে আহমাদ : মুওয়াস্‌সাহ কুরতুবা (২২৬/৫ হা/২২০১৭)।(৩) মুসনাদু আহমাদ : মুওয়াস্‌সাতুর রিসালা (২৯৯/৩৬ হা/২১৯৬৭)। (৪) মুসনাদু আহমাদ : হামযাহ আহমাদ আয-যাইন (১৬/১৫২ হা/২১৮৬৪)। (৫) মুসনাদু আহমাদ : তারকীমুল আলামিয়া (হা/২০৯৬১) এবং তারকীমু ইহ্‌ইয়াইত তুরাস (হা/২১৪৬০)। (৬) মুসনাদু আহমাদ : আলামুল কুতুব (৭/৩৩৭ হা/২২৩১৩)। (৭) মুসনাদু আহমাদ : তাহকীক : মুহাম্মাদ আব্দুল কাদের আতা (৯/১১২ হা/২২৫৯৮)। (৮) মুসনাদু আহমাদ (সিন্দীর টীকা সহ) : (১৩/৭২ হা/২১৯৬৭, ৯৩৬৩)।

এ হাদীসটি সহীহ।

---

৭৩. আহমাদ ৫/২২৬; ইবনুল জাওযী, আত-তাহকীক ফী মাসায়িলিল খিলাফ ১/৩৩৮।

www.boimate.com

(১) হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ ফাতহুল বারীতে সীনার উপর হাত বাঁধা সংক্রান্ত বর্ণনাগুলিতে একেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[৭৪]

এটা এই বিষয়ের দলীল যে, হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে এই হাদীসটি সহীহ। অন্ততপক্ষে হাসান তো বটে। যেমনটা ফাতহুল বারীর ভূমিকায় তিনি বলেছেন। আরও আলোচনা আসছে।

(২) আল্লামা মুহাম্মাদ আলী নামাবী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৩২২ হি.) এর সনদ সম্পর্কে বলেছেন, 'সনদটি হাসান'।[৭৫]

(৩) আল্লামা মুহাম্মাদ হাশেম ঠাঠবী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১১৭৪ হি.) বলেছেন,

هذا الحديث معلوم السند-قبلناه علي الرأس والعين- فإن كان يحي بن سعيد المذكور فيه هو القطان فهو صحيح السند-

'এ হাদীসের সনদটি পরিচিত। আমরা এটি চোখ বন্ধ করে গ্রহণ করলাম। যদি এই সনদে উপরোক্ত ইয়াহ্‌ইয়া বিন সাঈদ দ্বারা কাত্তান উদ্দেশ্য হয়ে থাকেন তাহলে এই হাদীসের সনদ সহীহ'।[৭৬]

আরয রইল যে, এই হাদীসটির সনদে উল্লিখিত ইয়াহ্‌ইয়া বিন সাঈদ দ্বারা ইয়াহ্‌ইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তানকেই বুঝানো হয়েছে। যার বিবরণ সামনে আসছে।

সনদের তাহকীক

রাবী-১ : কবীসাহ বিন হুলব আত-তাঈ

তিনি রাসূলের সাহাবী হুলব আত-তাঈ রাযিয়াল্লাহু আনহুর পুত্র ছিলেন। তিনি সিকাহ রাবী।

(১) ইমাম ইজলী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, قبيصة بن هلب كوفي تابعي ثقة- 'কবীসাহ বিন হুলব কূফী, তাবেঈ এবং সিকাহ রাবী'।[৭৭] (২) ইমাম ইবনু

৭৪. ফাতহুল বারী ২/২২৪।
৭৫. আসারুস সুনান ১/৬৮।
৭৬. মিয়ারুন নুক্কাদ ফী তামঈযিল মাগশূশি আনিল জিয়াদ পৃ. ১১৩।
৭৭. আস-সিকাত ২/২১৪।

www.boimate.com

হিব্বান রহিমাহুল্লাহ সিকাত গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন, 'কবীসাহ বিন হুলব আত-তাঈ'।[৭৮] (৩) ইমাম তিরমিযী রহিমাহুল্লাহ তার বর্ণিত একটি হাদীস সম্পর্কে বলেছেন حديث هلب حديث حسن- 'হুলবের এই হাদীসটি হাসান।[৭৯] কোন রাবীর বর্ণিত সনদের তাসহীহ বা তাহসীন সেই সনদের রাবীদের তাওসীক হয়ে থাকে।

(৪) আবূ আলী ইবনু মনসূর আত-তূসী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩১২ হি.) তার একটি হাদীসকে তাহসীন করতে গিয়ে বলেছেন, 'এই হাদীসটি হাসান।[৮০] (৫) ইমাম ইবনু আব্দুল বার্র রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪৬৩ হি.) তার একটি হাদীস সম্পর্কে বলেছেন, 'এ হাদীসটি সহীহ'।[৮১] (৬) ইমাম আবূ মুহাম্মদ বাগাবী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৫১৬ হি.) তার হাদীস সম্পর্কে বলেছেন,

هذا حديث حسن وقبيصة بن هلب الطائي-

'এই হাদীসটি হাসান এবং কবীসাহ দ্বারা কবীসাহ বিন হুলবকে বুঝানো হয়েছে'।[৮২]

কবীসাহ বিন হুলব আত-তাঈ মাজহূল রাবী'?

ইমাম মিযযী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৪২ হি.) বলেছেন, قال علي بن المديني والنسائي مجهول-আলী ইবনুল মাদীনী ও নাসাঈ বলেছেন, তিনি মাজহূল রাবী'।[৮৩]

জবাব : আরয রইল, ইমাম ইবনুল মাদীনী এবং ইমাম নাসাঈ হতে এই উক্তিটি প্রমাণিত-ই নেই। ইমাম মিযযী তার উক্তির পক্ষে কোন উদ্ধৃতি প্রদান করেননি। অন্য মুহাদ্দিসগণ ইমাম মিযযীর এ গ্রন্থ থেকেই এ উক্তিটি উদ্ধৃত করেছেন।

৭৮. ইবনু হিব্বান, আস-সিকাত ৫/৩১৯।
৭৯. তিরমিযী ২/৩২।
৮০. মুসতাখরাজ আত-তূসী আলা জামিয়িত তিরমিযী ২/১৭৬।
৮১. ইবনু আব্দুল বার্র, আল-ইসতীআব ৪/৩১।
৮২. বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ ৩/৩১।
৮৩. তাহযীবুল কামাল ২৩/৪৯৩।

www.boimate.com

যেহেতু ইমাম মিযযী এই বর্ণনায় একক রয়েছেন এবং তার বিরুদ্ধে ইমাম ইজলী এবং ইমাম ইবনু হিব্বান হতে এই রাবীর তাওসীক প্রমাণিত আছে; এর সাথে সাথে অসংখ্য মুহাদ্দিস এই রাবীর বর্ণনাগুলিকে তাসহীহ বা তাহসীন করেছেন; এজন্য প্রমাণিত তাওসীকের বিরুদ্ধে একক উদ্ধৃতির কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই।

এটাই কারণ যে, ইমাম যাহাবী এ রাবী সম্পর্কে তাজহীল-এর উক্তিটি বর্ণনা করার পর ইমাম ইজলী হতে তার তাওসীক উদ্ধৃত করে বলেছেন,

قلت : وذكره ابن حبان في الثقات مع تصحيح حديثه-

'আমি বলছি, ইমাম ইবনু হিব্বান তাকে সিকাত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এবং তার হাদীসকে তাসহীহও করেছেন'।[৮৪]

যাফর আহমাদ থানবী দেওবন্দী সাহেব একটি উসূল পেশ করতে গিয়ে লিখেছেন,

جرح المتأخر لا يعتد به مع توثيق المتقدم-

'মুতাকাদ্দিমীনদের তাওসীক থাকাকালীন মুতাআখখিরীনদের জারাহ গ্রহণযোগ্য নয়'।[৮৫]

রাবী-২ : সিমাক বিন হারব

তিনি বুখারী (শাওয়াহেদ), মুসলিম এবং সুনানে আরবাআর অন্যতম রাবী। তিনি সিকাহ রাবী। মুহাদ্দিসদের একটি বড় জামাআত তাকে তাওসীক করেছেন। تغير بأخرة فكان ربما تلقن তিনি সত্যপরায়ণ রাবী। আর বিশেষভাবে ইকরিমাহ হতে তার বর্ণনা 'মুযতারাব' (বিশৃঙ্খলাপূর্ণ) হয়ে থাকে। এবং শেষ জীবনে (তার স্মৃতিশক্তি) পরিবর্তন হয়েছিল। এরপর তিনি মাঝে মাঝে 'তালক্বীন' কবুল করতেন (তাক্বরীবুত তাহযীব, নং ২৬২৪)।

৮৪. যাহাবী, মীযানুল ইতিদাল ৩/৩৮৪।
৮৫. কাওয়ায়েদ ফী উলূমিল হাদীস পৃ. ৩৯৯।

www.boimate.com

স্মর্তব্য যে, সিমাকের এই বর্ণনাটি 'ইকরিমাহ' হতে নয়। সুতরাং 'ইযত্বিরাব' বা বিশৃঙ্খলার আশংকা নেই। সুফিয়ান ছাওরী 'সিমাক' হতে (ইখতিলাত্বের) পূর্বেই হাদীছটি শ্রবণ করেছেন। সেজন্য তার থেকে সিমাকের হাদীছটি হল 'মুসতাক্বীম' (দ্রঃ বাযলুল মাজহূদ,৪/৪৮৩, রচনায়- খলীল আহমাদ সাহারানপূরী দেওবন্দী)।

সিমাকের বর্ণনাটি ছহীহ মুসলিম, বুখারীর 'তালীক্ব'-এ, সুনানে আরবাআ'র মধ্যে রয়েছে।

রাবী-৩ : সুফিয়ান বিন সাঈদ আস-সাওরী

তিনি বুখারী, মুসলিম এবং সুনানে আরবাআর শক্তিশালী সিকাহ রাবী। তাকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কোন দরকার নেই। কেননা তিনি হাদীসের অনেক বড় ইমাম ছিলেন। বরং হাদীস ও জারাহ-তাদীলের একজন খুব বড় মাপের ইমাম ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহ তাকে 'আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস' বলেছেন।

(১) ইমাম ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, سفيان أمير المؤمنين في الحديث'সুফিয়ান হলেন আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস'।[৮৬]

(২) ইমাম ইবনু মাঈন ব্যতীত আরও অনেকেই তাকে আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস বলেছেন। হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ তার সম্পর্কে ইমামদের উক্তি সমূহ পেশ করতে গিয়ে সারকথা হিসেবে বলেছেন,

سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة من رؤوس الطبقة السابعة وكان ربما دلس-

'সুফিয়ান বিন সাঈদ বিন মাসরূক আস-সাওরী আবূ আব্দুল্লাহ আল-কূফী হলেন সিকাহ, হাফেয, ফকীহ, আবেদ, ইমাম এবং হুজ্জত ছিলেন। তিনি সপ্তম স্তরের ইমাম। তবে তিনি কখনো কখনো তাদলীস করতেন'।[৮৭]

---

৮৬. ইবনু আবী হাতিম, আল-জারহু ওয়াত-তাদীল ১/১১৮।

www.boimate.com

মনে রাখতে হবে, আলোচ্য বর্ণনায় ইমাম সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ সামার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।

রাবী-৪ : ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান

তিনিও বুখারী ও মুসলিম এবং সুনানে আরবাআর শক্তিশালী সিকাহ রাবী। তিনিও কোন পরিচয় প্রদানের মুখাপেক্ষী নন। তাকেও সমস্ত আহলে ইলম আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস বলেছেন।

(১) ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৪৮ হি.) বলেছেন,

الإمام الكبير أمير المومنين في الحديث

'তিনি খুব বড় মাপের ইমাম এবং আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস ছিলেন'।[৮৮]

(২) হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ তার সম্পর্কে রিজালের ইমামদের উক্তি সমূহের সারকথা পেশ করতে গিয়ে বলেছেন,

يحي ابن سعيد ابن فروخ بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة وسكون الواو ثم معجمة التميمي أبو سعيد القطان البصري ثقة متقن حافظ إمام قدوة من كبار التاسعة-

'ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ বিন ফার্রূখ আবূ সাঈদ আল-কাত্তান আল-বসরী। তিনি সিকাহ, মুতকিন, হাফেয, ইমাম, আদর্শবান এবং নবম স্তরের বড় ব্যক্তিদের একজন ছিলেন'।[৮৯]

সাঈদের উস্তাদ সুফিয়ান সাওরী রয়েছেন

কিছু মানুষ চূড়ান্ত পর্যায়ের অর্থহীন অভিযোগ করতে গিয়ে বলে ফেলেন যে, ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ নামের কয়েকজন রাবী আছেন। এখানে কোন্ জন উদ্দেশ্য তা প্রতীয়মান নয়।

---

৮৭. ইবনু হাজার, তাকরীবুত তাহযীব, রাবী নং ২৪৪৫।
৮৮. যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা ৯/১৭৫।
৮৯. তাকরীবুত তাহযীব, রাবী নং ৭৫৫৭।

www.boimate.com

আরয রইল যে, হাদীসের প্রাথমিক স্তরের ছাত্ররাও জানেন যে, সনদের মধ্যে রাবীর নির্দিষ্টকরণ যে বিষয়গুলির উপর ভিত্তিশীল হয়ে থাকে সেগুলির মধ্য হতে একটি গুরুত্বপূর্ণ বস্তু হল, রাবীর সাথে উস্তাদ ও ছাত্রদের মাঝে থাকা সম্পর্ক। অর্থাৎ রাবীর উস্তাদ এবং ছাত্রদের মাধ্যমে রাবীকে নির্দিষ্ট করা যায়।

এ সনদে ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদের উস্তাদ সুফিয়ান সাওরী রয়েছেন। আর তার ছাত্র ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ রয়েছেন। রিজালের গ্রন্থাবলী দ্বারা জানা যায়, যে ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদের উস্তাদ সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ এবং ছাত্র ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ সেই ইয়াহ্ইয়া হলেন ইবনু সাঈদ আল-কাত্তান।[৯০]

মতনের উপর প্রথম অভিযোগ

কিছু মানুষ বলেন যে, এই বর্ণনাকে সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ হতে কয়েকজন বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ ব্যতীত আর অন্য কোন রাবী হাত বাঁধার উল্লেখ করেননি। অনুরূপভাবে সুফিয়ানের উস্তাদ সিমাক বিন হারব হতেও কয়েকজন রাবী এটা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সুফিয়ান সাওরী ব্যতীত অন্য কেউ বুকের উপর হাত বাঁধার উল্লেখ করেননি।

আরয হল যে, এ বিষয়টি সিকাহ রাবীর বর্ধিত বর্ণনার অর্ন্তভুক্ত। আর সিকাহ রাবীর বর্ধিতাংশ গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে যদি করীনা তার পক্ষে থাকে। আর যেখানে বাতিল করার মত করীনা থাকে সেখানে সিকাহ রাবীর বর্ধিতাংশ বাতিল করা হয়।

প্রথম করীনা (আলামত) : বর্ণনা সংক্ষিপ্ত হওয়া

সিমাক বিন হারবের এই বর্ণনাটি কয়েকটি বস্তুর বর্ণনার উপর শামিল রয়েছে। কিন্তু তার থেকে বর্ণনাকারীদের মধ্য হতে কেউই একসাথে পুরো বর্ণনাটি তথা বুকে হাত বাঁধার হাদীসটি উদ্ধৃত করেননি। বরং প্রত্যেক রাবী কিছু কিছু অংশকেই বর্ণনা করেছেন মাত্র।

যদি বিষয়টি এমন হত যে, সুফিয়ান সাওরী এবং ইয়াহইয়া বিন সাঈদ ব্যতীত সকল রাবী এই বর্ণনাকে একমত হয়ে একই বাক্যে বর্ণনা করেছেন; তাহলে এই অভিযোগ উত্থাপন হতে পারত যে, যখন সকল রাবী একই

৯০. মিযযী, তাহযীবুল কামাল ৩১/৩৩০-৩৩২।

www.boimate.com

বর্ণনার উপর একমত হয়েছেন তখন সুফিয়ান সাওরী এবং ইয়াহইয়া বিন সাঈদ একটি অতিরিক্ত কথা কিভাবে বর্ণনা করলেন? এক্ষেত্রে শর্ত হল, প্রত্যেক রাবী একই মাপের হতে হবে। কিন্তু আমরা দেখছি যে, এই বর্ণনায় বর্ণনাকারী সকল রাবী ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে ভিন্ন ভিন্ন বস্তু বর্ণনা করছেন। আর প্রত্যেক রাবী কোন না কোন কিছু ছেড়ে দিচ্ছেন। যেটি অন্য কোন একজন বর্ণনা করছেন।

নিচে আমরা সিমাক বিন হারবের সূত্রে বর্ণিত এই বর্ণনাটির মধ্যে উল্লিখিত সকল বিষয়কে একসাথে উল্লেখ করছি– (১) এই বর্ণনায় নামাযের উল্লেখ আছে।[৯১] (২) ডানে এবং বামে মুক্তাদীর প্রতি মুখ ফেরার উল্লেখ আছে।[৯২] (৩) আল্লাহ্‌র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইমামতী করার উল্লেখ আছে।[৯৩] (৪) এক হাত অপর হাতের উপর রাখার উল্লেখ আছে।[৯৪] (৫) ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখার উল্লেখ আছে।[৯৫] (৬) ডান হাত দ্বারা বাম হাতকে আঁকড়ে ধরার উল্লেখ আছে।[৯৬] (৭) উভয় হাত বুকের উপর বাঁধার উল্লেখ আছে।[৯৭]

পর্যালোচনা

এই সমস্ত বিষয় এই বর্ণনায় উদ্ধৃত হয়েছে। কিন্তু এই সকল বিষয়কে কোন একজন রাবীও পূর্ণাঙ্গভাবে বর্ণনা করেননি। বরং রাবী কোন একটি বা দুটি বিষয় বর্ণনা করেছেন তো অবশিষ্ট বিষয়গুলি ছেড়ে দিয়েছেন। সুতরাং যখন এই বর্ণনা উদ্ধৃত করার ক্ষেত্রে সকল রাবীর এই পদ্ধতি ছিল যে, তারা এই বর্ণনার কিছু কিছু অংশকেই কেবল বর্ণনা করেছেন। তখন এটা বলার কোন সুযোগই নেই যে, অমুক অমুক এ কথাটি বর্ণনা করেননি। কেননা এই বর্ণনার রাবী এ বিষয়টি আবশ্যক-ই করেননি যে, তারা সকল বিষয় বর্ণনা করবেন। বরং প্রত্যেক রাবী কেবল কিছু অংশই বর্ণনা করেছেন আর কিছু অংশ ছেড়ে

৯১. আহমাদ ৫/২২৬, সনদ সহীহ।
৯২. ঐ।
৯৩. তিরমিযী হা/৩০১।
৯৪. ঐ।
৯৫. আহমাদ ৫/২৬৬, সনদ সহীহ।
৯৬. মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক ২/২৪০, সনদ সহীহ।
৯৭. মুসনাদে আহমাদ ৫/২২৬, সনদ সহীহ।

www.boimate.com

দিয়েছেন। উপরন্তু এই বর্ণনা পদ্ধতি দ্বারা প্রতিটি রাবী নিজেই ইশারা দিয়ে দিয়েছেন যে, তারা স্বেচ্ছায় কিছু অংশ বর্ণনা না করেই ছেড়ে দিয়েছেন।

নিচে আমরা এই বর্ণনাকে উদ্ধৃতকারী সকল রাবীর বাক্যগুলি পেশ করছি-

সুফিয়ান সাওরী ব্যতীত সিমাক বিন হারবের অন্যান্য ছাত্রের বর্ণনাসমূহ

(১) শুবাহ ইবনুল হাজ্জাজ আল-ইতকীর বর্ণনা :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنِي غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْصَرِفُ عَنْ شِقَّيْهِ-

হুলব আত-তাঈ রাযিআল্লাহু আনহু বলেছেন, 'আমি আল্লাহ্‌র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছি যে, তিনি উভয় দিক থেকে মুখ ফেরাতেন'।[৯৮]

এই বর্ণনায় কেবল দু দিকে মুখ ফেরানোর কথা রয়েছে। অবশিষ্ট সাতটি বিষয়ের কোন উল্লেখ নেই। যেগুলি অন্য রাবীগণ বর্ণনা করেছেন।

শুবাহ বিরোধীতা তখন সুফিয়ান সাওরীই নির্ভরযোগ্য হবেন'

একটি বিষয় স্পষ্ট যে, ইমাম শুবাহ রহিমাহুল্লাহ স্বয়ং বলেছেন, إذا خالفني سفيان في حديث فالحديث حديثه যখন সুফিয়ান কোন হাদীসে আমার বিরোধীতা করেন তখন সুফিয়ানের হাদীসটিই গ্রহণযোগ্য'।[৯৯]

আমাদের পর্যবেক্ষণ মোতাবেক ইমাম শুবাহ স্বীয় বর্ণনায় বুকের উল্লেখ করেননি। আর এটা বাস্তবে কোন বিরোধীতা নয়। কিন্তু একে যদি বিরোধীতাও মেনে নেই তাহলেও স্বয়ং ইমাম শুবাহ রহিমাহুল্লাহ-এর সাক্ষ্য মোতাবেক যখন ইমাম শুবাহ রহিমাহুল্লাহ সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ-এর

৯৮. আহমাদ ৫/২২৬।
৯৯. ইবনু আবী হাতিম, আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল ১/৬৩, সনদ সহীহ।

www.boimate.com

বিরোধীতা করেন তখন ইমাম সাওরী রহিমাহুল্লাহ্র-ই বর্ণনা নির্ভরযোগ্য হবে।

মনে রাখতে হবে, এ বিষয়টি কেবল ইমাম শুবাহ রহিমাহুল্লাহ-ই বলেন নি যে তাকে ভদ্রতা বলে পাশ কাটিয়ে যাওয়া যাবে।

(১) ইমাম ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহও বলেছেন যে,

سَمِعت يحيى يَقُول لَيسَ أحد يُخَالف سُفْيَان الثَّوْرِيّ إِلَّا كَانَ القَوْل قَول سُفْيَان قلت وَشعبَة أَيْضا إِن خَالفه قَالَ نعم-

'যে কেউই সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ্র বর্ণনার বিরোধীতা করবে তখন সুফিয়ান সাওরীর বর্ণনাই গ্রহণযোগ্য হবে। আব্বাস আদ-দূরী বলেছেন, আমি বললাম, শুবাহও যদি সাওরীর সাথে মতানৈক্য করেন তাহলেও সুফিয়ানের বর্ণনাই গ্রহণযোগ্য হবে? ইমাম ইবনু মাঈন বললেন, হ্যাঁ'।[১০০]শুধু ইবনু মাঈন-ই নন।

(২) ইমাম আবূ হাতেম রহিমাহুল্লাহ্র ন্যায় কঠোর ইমামও বলেছেন,

وهو أحفظ من شعبة، وإذا اختلف الثوري وشعبة فالثوري-

'তিনি শুবাহ-এর চেয়েও অধিক হিফয শক্তির অধিকারী। যখন শুবাহ বিরোধীতা করেন সুফিয়ানের সাথে তখন সুফিয়ান সাওরীই নির্ভরযোগ্য হবেন'।[১০১]

(৩) এমনকি ইমাম আবূ যুরআহ আর-রাযী রহিমাহুল্লাহও বলেছেন,

كان الثوري أحفظ من شعبة في إسناد الحديث وفي متنه-

'সুফিয়ান সাওরী সনদ এবং মতন মুখস্ত রাখার ক্ষেত্রে শুবাহ রহিমাহুল্লাহ-এর চেয়েও অগ্রসর ছিলেন'।[১০২] বরং ইমাম বায়হাকী রহিমাহুল্লাহ্র বক্তব্য অনুপাতে এটা মুহাদ্দিসদের ঐকমতকৃত ফায়সালা।[১০৩]

১০০. তারীখ ইবনু মাঈন (দূরীর বর্ণনা) ৩/৩৬৪।
১০১. ইবনু আবী হাতিম, আল-জারহু ওয়াত-তাদীল ৪/২২৪।
১০২. ঐ।
১০৩. বায়হাকী, মুখতাসারুল খিলাফিয়াত ২/৬৪।

www.boimate.com

(২) আবুল আহওয়াস সালাম বিন সালীম হানাফীর বর্ণনা :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّنَا، فَيَنْصَرِفُ عَلَى جَانِبَيْهِ جَمِيعًا : عَلَى يَمِينِهِ وَعَلَى شِمَالِهِ-

হুলব আত-তাঈ রাযিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা আছে যে, 'আল্লাহ্‌র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের ইমামতী করতেন। আর তিনি উভয় দিকে অর্থাৎ ডান ও বাম পাশে (মুখ) ফেরাতেন'।[১০৪]

পর্যালোচনা

এ বর্ণনায় কেবল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইমামতী করা ও ডানে-বামে ফেরানোর উল্লেখ আছে। কিন্তু বাকি ছয়টি বস্তুর উল্লেখ নেই। যেগুলি অন্য রাবীগণ বর্ণনা করেছেন।

মনে রাখতে হবে, সুফিয়ান সাওরী এবং আবুল আহওয়াস উভয়েই সিকাহ রাবী। কিন্তু হিফয ও ইতকানে আবুল আহওয়াস রহিমাহুল্লাহ সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ্‌র সমমানের ছিলেন না। বরং ইমাম আবূ হাতেম আবুল আহওয়াসকে যায়েদা এবং যুহাইরের চেয়েও নিচু স্তরের আখ্যা দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেন, صدوق دون زائدة وزهير في الاتقان 'আবুল আহওয়াস সদূক রাবী। কিন্তু হিফয ও ইতকানে যায়েদা এবং যুহাইরে চেয়ে কম মানের'।[১০৫]

অন্যদিকে সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে তিনি বলেছেন,

سفيان فقيه حافظ زاهد، إمام أهل العراق، وأتقن أصحاب أبي إسحاق، وهو أحفظ من شعبة، وإذا اختلف الثوري وشعبة فالثوري-

'সুফিয়ান সাওরী ফকীহ, হাফেয, আহলে ইরাকের ইমাম, আবূ ইসহাকের

১০৪. সুনানে তিরমিযী হা/৩০১।
১০৫. আল-জারহু ওয়াত-তাদীল ৪/২৫৯।

www.boimate.com

সাথীদের মধ্যে সবচেয়ে মুতকিন এবং শুবাহ হতেও বড় হাদীসের হাফেয ছিলেন। যখন সুফিয়ান সাওরী এবং শুবাহ্‌র বর্ণনায় মতানৈক্য হয় তখন সুফিয়ান সাওরীর বর্ণনাই গ্রহণযোগ্য হবে'।[১০৬]

উপরন্তু পূর্বোক্ত পৃষ্ঠাগুলিতে এই বরাতটি পেশ করা হয়েছে যে, অসংখ্য বিদ্বানগণ ইমাম সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহকে ইমাম শুবাহ রহিমাহুল্লাহ-এর চেয়েও বড় মাপের হাফেয বলেছেন। তাহলে আবুল আহওয়াসের সাথে সুফিয়ান সাওরীর মোকাবেলা কীভাবে হতে পারে? সুতরাং সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে আবুল আহওয়াসের কথা গ্রহণযোগ্য নয়।

(৩) যায়েদা বিন কুদামা আস-সাকাফীর বর্ণনা :

حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ الطَّائِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْفَتَلَ مِنَ الصَّلَاةِ، انْفَتَلَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ-

হুলব আত-তাঈ রাযিআল্লাহু আনহু বলেছেন, 'আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নামায হতে ফারেগ হতেন তখন ডান দিক হতেও ফেরাতেন এবং বাম দিক থেকেও ফেরাতেন'।[১০৭]

তাহকীক : এ বর্ণনায় কেবল নামায এবং ডানে-বামে ফেরার উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু বাকি ছয়টি বস্তুর উল্লেখ নেই; যেগুলি অন্য রাবীগণ বর্ণনা করেছেন।

প্রকাশ থাকে যে, যায়েদা বিন কুদামা রহিমাহুল্লাহ সিমাকের ইখতিলাতের পূর্বে বর্ণনা করেছেন মর্মে প্রমাণিত। সুতরাং এ বর্ণনাটি সনদের দৃষ্টিকোণ থেকে যঈফ।

(৪) হাফস বিন জুমাই আল-ইজলী (যঈফ)-এর বর্ণনা :

حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ مُوسَى شِيرَانُ الرَّامَهُرْمُزِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، ثنا حَفْصُ بْنُ جُمَيْعٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ يَدَيْهِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فِي الصَّلَاةِ-

---

১০৬. ঐ, ৪/২২৪।

১০৭. মুসনাদু আহমাদ ৫/২২৭।

www.boimate.com

হুলব আত-তাঈ রাযিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা আছে যে, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযে একটি হাত অপর হাতের উপর রাখতেন'।[১০৮]

তাহকীক : এ বর্ণনায় কেবল নামায এবং একটি হাতকে অপর হাতের উপর রাখার উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু বাকি ছয়টি বস্তুর উল্লেখ নেই।

এটা গোপন নয় যে, হাফস বিন জুমাই যঈফ রাবী। হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ এমনটাই বলেছেন।[১০৯] এ ছাড়াও হাফস বিন জুমাই 'সিমাক' হতে ইখতিলাতের পরে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং এই বর্ণনাটি সনদের দিক থেকে যঈফ।

(৫) যাকারিয়া বিন আবী যায়েদা আল-ওয়াদাঈর বর্ণনা :

হুলব আত-তাঈ রাযিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা আছে, 'আমি আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খ্রিস্টানদের খাবার খাওয়ার ব্যাপারে প্রশ্ন করলাম। তখন তিনি বললেন, কোন হালাল খাবার তোমার মনে যেন সন্দেহ ও সংশয় না ঢেলে দেয়। এর দ্বারা তো খ্রিস্টানদের সাথে সাদৃশ্য এসে যাবে'।[১১০]

তাহকীক : এ বর্ণনায় শুধু খ্রিস্টান্দের খাবার খাওয়া সম্পর্কে বিবরণ রয়েছে। কিন্তু অবশিষ্ট সেই সাতটি বস্তুর উল্লেখ নেই। যেগুলি অন্যান্য রাবী বর্ণনা করেছেন।

প্রকাশ থাকে যে, যাকারিয়া বিন আবী যায়েদার সিমাক হতে ইখতিলাতের পূর্বে বর্ণনা করা প্রমাণিত নেই। এ জন্য এ বর্ণনাটি সনদগত যঈফ। এছাড়াও যাকারিয়া 'আন' দ্বারা বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন। আর তিনি মুদাল্লিস রাবীও। ড. মুসফির দুমায়নী তার সম্পর্কে তাহকীক করে তাকে তৃতীয় স্তরের মুদাল্লিস রাবী বলেছেন। কেননা তার থেকে অত্যধিক হারে তাদলীস প্রমাণিত হয়েছে।[১১১]

১০৮. তাবারানী, আল-মুজামুল কাবীর ২২/১৬৫।
১০৯. ইবনু হাজার, তাকরীবুত তাহযীব, রাবী নং ১৪০১।
১১০. তাবারানী কাবীর ২২/১৬৭।
১১১. আত-তাদলীস ফিল-হাদীস পৃ. ২৯৭-২৯৮।

www.boimate.com

(৬) ইসরাঈল বিন ইউনুস আস-সাবীঈর বর্ণনা :

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي عَبَّادٍ، نا ابْنُ رَجَاءٍ، نا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ قَبِيصَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ-

হুলব আত-তাঈ রাযিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা আছে যে, 'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ডান এবং বাম দিকে ফেরাতেন'।[১১২]

তাহকীক : এ বর্ণনায় কেবল ডান এবং বাম দিকে ফেরার উল্লেখ রয়েছে। আর বাকী সাতটি বস্তুর উল্লেখ নেই। যেগুলি অন্য রাবীগণ বর্ণনা করেছেন।

প্রকাশ থাকে যে, যায়েদা বিন কুদামার সিমাক হতে ইখতিলাতের পূর্বে বর্ণনা করা প্রমাণিত নেই। এ জন্য এই বর্ণনাটি সনদগত যঈফ।

(৭) আসবাত বিন নাসর আল-হামাদানীর বর্ণনা :

হুলব আত-তাঈ রাযিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা আছে যে, 'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নামায পড়তে দেখলাম। হুলব বলেন, আমি দেখলাম যে, তিনি স্বীয় দুটি হাতের মধ্য হতে একটি অপরটির উপর রেখেছেন। অর্থাৎ ডান হাত বাম হাতের উপর রেখেছেন'।[১১৩]

তাহকীক : এ বর্ণনায় কেবল আল্লাহ্‌র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামায এবং এক হাত অর্থাৎ ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখার উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু বাকি ছয়টি বস্তুর উল্লেখ নেই। যেগুলি অন্য রাবীগণ বর্ণনা করেছেন।

প্রকাশ থাকে যে, সিমাক হতে ইখতিলাতের পূর্বে আসবাত বিন নসরের বর্ণনা করা প্রমাণিত নেই। এজন্য এই বর্ণনাটি সনদগত যঈফ। এছাড়াও হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ তাকে صدوق كثير الخطأ 'সদূক ও অত্যধিক ভুলকারী বলেছেন'।[১১৪]

---

১১২. ইবনু কানি, মুজামুস সাহাবা ৩/১৯৮।
১১৩. তাবারানী কাবীর ২২/১৬৫।
১১৪. তাকরীবুত তাহযীব, রাবী নং ৩২১।

Salate hath badha-5

www.boimate.com

(৮) শারীক বিন আব্দুল্লাহ আল-কাযীর বর্ণনা :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِي زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ صُبَيْحٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ الْهُلْبِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ طَعَامِ النَّصَارَى، فَقَالَ : لَا يَحِيكَنَّ فِي صَدْرِكَ طَعَامٌ ضَارَعْتَ فِيهِ النَّصْرَانِيَّةَ- قَالَ : وَرَأَيْتُهُ يَضَعُ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى- قَالَ : وَرَأَيْتُهُ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ، وَمَرَّةً عَنْ شِمَالِهِ-

হুলব আত-তাঈ রাযিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা আছে, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খ্রিস্টানদের খাবার খাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাস করলাম। তখন তিনি বললেন, কোন হালাল বস্তু তোমার মনে সন্দেহ ও সংশয় যেন না ঢেলে দেয়। এতে তুমি খ্রিস্টানদের অনুরূপ হয়ে যাবে'।[১১৫]

হুলব বলেন, আমি নবী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছি যে, তিনি স্বীয় দু হাতের মধ্য হতে একটিকে অপরটির উপর রাখতেন। হুলব রাযিআল্লাহু আনহু আরও বলেছেন, আমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কখনো ডানে এবং কখনো বামে ফিরতে দেখেছি।

এ বর্ণনায় কেবল খ্রিস্টানদের খাবার ভক্ষণ সম্পর্কে নবী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন ও উত্তরের বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে। উপরন্তু এক হাতকে অপর হাতের উপর এবং ডান ও বাম দিকে ফেরার উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু বাকি পাঁচটি বস্তুর উল্লেখ নেই। যেগুলি অন্য রাবীরা বর্ণনা করেছেন।

প্রকাশ থাকে যে, সিমাক হতে ইখতিলাতের পরে শারীক বিন আব্দুল্লাহ বর্ণনা করেছেন।

সুতরাং এ বর্ণনাটি সনদের দৃষ্টিকোণ থেকে যঈফ। এ ছাড়াও হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ তাকে 'তিনি সদূক ও অত্যধিক ভুল করতেন' বলেছন।[১১৬]

(৯) যুহায়ের বিন হারব আল-হিরশীর বর্ণনা :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْبَرَاءِ، نا مُعَافًى، نا زُهَيْرٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ-١١٧

১১৫. আহমাদ ৫/২২৬।

১১৬. তাকরীবুত তাহযীব, রাবী নং ২৭৮৭।

www.boimate.com

এ বর্ণনাতেও প্রায় ঐরূপ কথা বলা হয়েছে যেগুলি পূর্বোক্ত পৃষ্ঠাগুলিতে রয়েছে।

এ বর্ণনার বাক্যগুলি উল্লেখ হয়নি। অবশ্য এর বাক্যগুলির জন্য এর আগের বর্ণনাটির বরাত দেয়া হয়েছে। যেখানে কেবল খ্রিস্টানদের খাবার খাওয়া সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করা ও তার জবাব প্রদানের উল্লেখ রয়েছে। উপরন্তু ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখা এবং ডানে ও বামে ফেরার উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু বাকী পাঁচটি বস্তুর উল্লেখ নেই। যেগুলি অন্য রাবীগণ বর্ণনা করেছেন।

প্রকাশ থাকে যে, যুহাইর বিন হারবের সিমাক হতে ইখতিলাতের পূর্বে বর্ণনা করা প্রমাণিত নেই। এজন্য এই বর্ণনাটি সনদের দৃষ্টিকোণ থেকে যঈফ।

এই বিস্তারিত আলোচনা দ্বারা এটাও প্রতীয়মান হয়ে গেল যে, সুফিয়ান সাওরী ব্যতীত কেবল দুজন রাবী শুবাহ এবং আবুল আহওয়াস-এরই সিমাক হতে এই বর্ণনাটি সহীহ। আর বাকি রাবীদের বর্ণনাগুলি যঈফ। উপরন্তু মনে রাখতে হবে যে, সবগুলি রাবী একই রকম বাক্যে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে একমত হন নি। সুতরাং এগুলি পরস্পর পরস্পরের সমর্থকও নয়। আর যেসব রাবীদের বর্ণনা প্রমাণিত হয়েছে তাদের মধ্যে একজন হলেন শুবাহ। যিনি স্বয়ং স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে, সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ্‌র বর্ণনার মোকাবেলায় তার বর্ণনার কোনই মূল্য নেই। একই কথা ইমাম ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহ এবং অন্য ইমামগণও বলেছেন। যেমনটা বরাতসহ পেশ করা হয়েছে।[১১৮]

এখন বাকি রইল আবুল আহওয়াসের বিষয়টি। তো ইনি হিফয ও ইতকানে সুফিয়ান সাওরীর সমমানের নন। যেমনটা ইমাম আবূ হাতেমের বরাতে স্পষ্ট করা হয়েছিল। সুতরাং ইমাম সাওরী রহিমাহুল্লাহ্‌র মোকাবেলায় তার বর্ণনারও কোন দাম নেই।

এছাড়াও সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ্‌র ন্যায় মুতকিন, হাফেয, আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস-এর বর্ণনাকে ভুল বলা যেতে পারে না। বিশেষত যখন কোন মুহাদ্দিস-ই তার এই বর্ণনার উপর সমালোচনা করেননি। অধিকন্তু অনুল্লেখ বিশিষ্ট বর্ণনার দুজন রাবী এ বিষয়টির আবশ্যকতাও আরোপ করেননি যে, তারা এই বর্ণনার সকল বাক্য বর্ণনা করবেন।

---

১১৭. ইবনু কানে, মুজামুস সাহাবা ৩/১৯৯।
১১৮.

www.boimate.com

(১০) কায়েস বিন রবী আল-আসাদী আবূ মুহাম্মাদ আল-কূফীর বর্ণনা :

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ بَشَّارٍ الْخَيَّاطُ، نا أَبُو بِلَالٍ، نا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ قَبِيصَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ-[١١٩]

এ বর্ণনাতেও পূর্বের আলোচনাগুলিই রয়েছে।

'সিমাক রহিমাহুল্লাহ' হতে ইখতিলাতের পূর্বে কায়েসের বর্ণনা করা প্রমাণিত নেই। উপরন্তু কায়েসও যঈফ রাবী। যদিও কতিপয় ইমাম তাকে সিকাহ বলেছেন। কিন্তু তাকে অসংখ্য মুহাদ্দিস জারাহ করেছেন। বরং কিছু মুহাদ্দিস তার উপর কঠোর সমালোচনা করেছেন।

(১) **ইমাম ইবনু মাঈন** রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'কায়েস বিন রবী কিছুই নন'।[১২০] (২) **ইমাম আহমাদ** বিন হাম্বল রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'তিনি হাদীসে কিছুই নন'।[১২১] (৩) **ইমাম জাওযাজানী** রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'কায়েস বিন রবী বাতিল রাবী'।[১২২] (৪) **ইমাম নাসাঈ** রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'কায়েস বিন রবী মাতরূকুল হাদীস। কূফার অধিবাসী'।[১২৩]

সুতরাং অগ্রগণ্য মত এটাই যে, এই রাবী খুবই দুর্বল। এ ব্যতীত এ সনদে 'আবূ বিলাল' হলেন 'মিরদাস বিন মুহাম্মাদ বিন হারেস'। যিনি যঈফ রাবী।

ইমাম দারাকুতনী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'তিনি যঈফ রাবী'। (দারাকুতনী ১/২২০)

প্রতীয়মান হল, এই বর্ণনাটিও অত্যন্ত দুর্বল।

---

১১৯. ঐ।
১২০. তারীখ ইবনু মাঈন (দূরীর বর্ণনা) ৩/২৭৭।
১২১. মাসায়েলে আহমাদ বিন হাম্বল (ইবনু হানীর বর্ণনা) পৃ. ৪৯৩।
১২২. আহওয়ালুর রিজাল পৃ. ৯৬।
১২৩. আয-যুআফা ওয়াল-মাতরূকূন পৃ. ৮৮।

www.boimate.com

সুফিয়ান সাওরীর অন্য ছাত্রদের বর্ণনা :

(১) ওয়াকী ইবনুল জার্রাহ আর-রওয়াসীর বর্ণনা :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ الْهُلْبِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعًا يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ، وَرَأَيْتُهُ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ-

হুলব আত-তাঈ রাযিআল্লাহু আনহু বলেছেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়া সাল্লামকে নামাযে ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখতে দেখেছি। আর আমি দেখেছি, তিনি ডান দিকে ফিরতেন এবং বাম দিক থেকে ফিরতেন'।[১২৪]

তাহকীক : এ বর্ণনায় কেবল নামায, ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখা এবং ডানে এবং বামে ফেরানোর উল্লেখ আছে। কিন্তু অবশিষ্ট ৫টি বস্তুর উল্লেখ নেই। যা অন্যান্য (ছাত্রদের) বর্ণনায় উল্লেখ আছে। প্রকাশ থাকে যে, ইমাম ওয়াকী হতেই ইমাম আহমাদও এই বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন। তার বর্ণনার বাক্যে কেবল ডানে এবং বামে ফেরানোর উল্লেখ রয়েছে। যেমন তিনি বলেছেন,

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ الطَّائِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْصَرِفُ مَرَّةً عَنْ يَمِينِهِ وَمَرَّةً عَنْ شِمَالِهِ-

হুলব আত-তাঈ রাযিআল্লাহু আনহু বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়া সাল্লামকে নামাযে ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখতে দেখেছি। আর আমি দেখেছি, তিনি ডান দিকে ফিরতেন এবং বাম দিক থেকে ফিরতেন।[১২৫]

১২৪. আহমাদ ৫/২২৬, 'যাওয়ায়েদে আব্দুল্লাহ' হতে।
১২৫. ঐ ৫/২২৭।

www.boimate.com

উলামাদের জন্য লক্ষণীয়

প্রতীয়মান হল, ইমাম ওয়াকীও পুরো হাদীসটি বর্ণনা করেননি। বরং যতটুকু বর্ণনা করেছেন তাতেও কম-বেশী করেছেন। যা এ বিষয়টির শক্তিশালী প্রমাণ যে, ইমাম ওয়াকী এই হাদীসের সকল বিষয়কে বর্ণনা করার ইচ্ছাই করেননি। এছাড়াও ইমাম ওয়াকী 'সুফিয়ান' হতে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে কয়েকটি স্থানে ভুল করেছেন। যেমন ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৪১ হি.) সুফিয়ান হতে ওয়াকীর একটি বর্ণনা সম্পর্কে বলেছেন,

ليس يرويه أحد غير وكيع ما أراه إلا خطأ

'একে ওয়াকী ব্যতীত আর কেউই বর্ণনা করেননি। আমি ভাবছি যে, ওয়াকী এতে ভুল করেছেন'।[১২৬]

আরেকটি স্থানে ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ সুফিয়ান হতে ওয়াকীর একটি বর্ণনা সম্পর্কে বলেছেন, 'এ বর্ণনায় ওয়াকী ভুল করেছেন'।[১২৭]

উপরন্তু ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণনাকারীদের মধ্যে ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদকে ওয়াকীর উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। যেমন ইমাম মারওয়াযী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৭৫ হি.) বলেছেন,

من أَصْحَاب الثَّوْرِيّ قَالَ يحيى ووكيع وَعبد الرَّحْمَن وَأَبُو نعيم قلت قدمت وكيعا على عبد الرَّحْمَن قَالَ وَكِيع شيخ-

'আমি ইমাম আহমাদকে জিজ্ঞাস করলাম, সুফিয়ান সাওরীর সাথী কারা? তখন ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ বললেন, ইয়াহইয়া বিন সাঈদ, ওয়াকী, আব্দুর রহমান এবং আবূ নুআঈম। আমি বললাম, আপনি ওয়াকীকে আব্দুর রহমানের আগে রাখলেন? ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ তখন বললেন, ওয়াকী তো শায়েখ'।[১২৮]

১২৬. আল-ইলাল ওয়া মারিফাতুর রিজাল ১/৩২৫।
১২৭. আল-ইলাল ওয়া মারিফাতুর রিজাল লি-আহমাদ ২/৪০১।
১২৮. ইলালু আহমাদ (মারওয়াযীর বর্ণনা) পৃ. ৬০।

www.boimate.com

চিন্তা করুন! এ মন্তব্যে ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ ওয়াকীকে আব্দুর রহমানের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। কিন্তু ইয়াহইয়া বিন সাঈদকে ওয়াকী-এর উপরেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

এ উক্তিগুলি থেকে এই ফলাফল বের হল যে, যদি সুফিয়ান হতে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে ইমাম ওয়াকী রহিমাহুল্লাহ ইমাম ইয়াহইয়া বিন সাঈদের বিরোধীতা করেন তাহলে ইমাম ইয়াহইয়া বিন সাঈদের বর্ণনা অগ্রগণ্য আখ্যা পাবে।

(২) আব্দুর রহমান বিন মাহদীর বর্ণনা :

حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْحَسَّانِيُّ ثنا وَكِيعٌ ثنا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعًا يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ لَفْظُهُمَا وَاحِدٌ-

হুলব আত-তাঈ রাযিআল্লাহু আনহু বলেছেন, 'আমি আল্লাহ্‌র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নামাযে ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখতে দেখেছি'।[১২৯]

তাহকীক : এ বর্ণনায় কেবল নামায এবং ডান হাতের উপর বাম হাত রাখার উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু বাকি পাঁচটি বস্তুর উল্লেখ নেই যেগুলি অন্যান্য রাবী বর্ণনা করেছেন। মনে রাখতে হবে, ইয়াহইয়া বিন সাঈদের মোকাবেলায় আব্দুর রহমান বিন মাহদীর বর্ণনাকে মারজূহ (অগ্রগণ্য নয়) বলা হয়েছে।

যেমন আবূ আব্দুর রহমান আস-সুলামী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪১২ হি.) বলেছেন,

وسألتُه : مَن يُقدَّمُ مِن يحيى بنِ سعيدٍ وعبدِ الرحمنِ بنِ مهديٍّ ؟ فقال : يُقدَّمُ يحيى بنُ سعيدٍ؛ فإنه كان أسمحَ الناسِ؛ إذا كان في نفسِه من الحديثِ شيءٌ تركه-

'আমি ইমাম দারাকুতনীকে জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়াহইয়া বিন সাঈদ এবং আব্দুর রহমান বিন মাহদীর মধ্য হতে কার বর্ণনাকে প্রাধান্য দিতে হবে? তখন ইমাম দারাকুতনী রহিমাহুল্লাহ বললেন, ইয়াহইয়া বিন সাঈদের

১২৯. দারাকুতনী হা/১১০০।

www.boimate.com

বর্ণনাকে অগ্রগণ্য রাখতে হবে। কেননা ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ সবচেয়ে বেশী সতর্ক ছিলেন। তার অন্তরে কোন হাদীসের সম্পর্কে অণু পরিমানও সন্দেহ হলে তিনি তা বর্জন করতেন'।[১৩০]

(৩) আব্দুর রাযযাক বিন হুমামের বর্ণনা :

عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْصَرِفُ مَرَّةً عَنْ يَمِينِهِ، وَمَرَّةً عَنْ شِمَالِهِ، وَكَانَ يُمْسِكُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ-

হুলব আত-তাঈ রাযিআল্লাহু আনহু বলেছেন, আল্লাহ্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো ডানে ফেরাতেন এবং কখনো বামে ফেরাতেন। আবার কখনো বামে ফেরাতেন। আর তিনি নামাযে ডান হাত দ্বারা বাম হাত ধরে রাখতেন।[১৩১]

তাহকীক : এ বর্ণনায় কেবল নামায এবং ডান ও বাম দিক থেকে ফেরানোর উল্লেখ রয়েছে। উপরন্তু ডান হাত দ্বারা বাম হাত ধরার উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু বাকি ঐ পাঁচটি বস্তুর উল্লেখ নেই যেগুলি অন্য রাবীগণ বর্ণনা করেছেন।

স্মর্তব্য যে, ইমাম আব্দুর রাযযাকের হিফযের উপর সমালোচনা করা হয়েছে।[১৩২] আব্দুর রাযযাক হিফয ও ইতকান-এর ক্ষেত্রে ইমাম ইয়াহইয়া বিন সাঈদ রহিমাহুল্লাহ্র চেয়ে অনেক কম ছিলেন। সুতরাং ইমাম ইয়াহইয়া বিন সাঈদ রহিমাহুল্লাহ্র বিরোধীতায় তার বর্ণনার কোন দাম নেই।

(৪) হুসাইন বিন হাফস আল-হামাদানীর বর্ণনা :

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا : ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أُسَيْدُ بْنُ عَاصِمٍ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ : قَالَ سُفْيَانُ وَحَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْصَرِفُ مَرَّةً عَنْ يَمِينِهِ وَمَرَّةً عَنْ يَسَارِهِ وَيَضَعُ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى-

১৩০. সুওয়ালাতুস সাহমী লিদ-দারাকুতনী পৃ. ৩২৮।
১৩১. মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক ২/২৪০।
১৩২. ইয়াযীদ বিন মুআবিয়া পার ইলযাতামাত কা তাহকীকী জায়েযাহ পৃ. ২৫৬-২৫৯।

www.boimate.com

হুলব আত-তাঈ রাযিআল্লাহু আনহু বলেছেন, 'আল্লাহ্‌র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো ডান দিকে ফিরতেন আবার কখনো বাম দিকে। আর নামাযে তিনি নিজের একটি হাতকে অপর হাতের উপর রাখতেন'।[১৩৩]

তাহকীক : এ বর্ণনায় স্রেফ ডান এবং বামে ফিরানোর এবং এক হাতকে অপর হাতের উপর রাখার উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু বাকি ছয়টি বস্তুর উল্লেখ নেই যেগুলি অন্য রাবীগণ বর্ণনা করেছেন। মনে রাখতে হবে, হুসাইন বিন হাফস রহিমাহুল্লাহ ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদের চেয়ে নিম্নস্তরের। হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ তাকে কেবল সদূক বলেছেন।[১৩৪]

(৫) আব্দুস সামাদ বিন হিসান এবং মুহাম্মাদ বিন কাসীর আল-আবদীর বর্ণনা :

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، نا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ حَسَّانَ، وَحَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، نا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَا : نا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ : يَعْنِي لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الطَّعَامُ لَا أَدَعُهُ إِلَّا تَحَرُّجًا قَالَ : لَا تَخْتَلِجُ فِي نَفْسِكَ إِلَّا مَا ضَارَعْتَ فِيهِ النَّصْرَانِيَّةَ وَقَالَ : بِيَدِهِ هَكَذَا وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَقَالَ : هَكَذَا كَانَ يَصْنَعُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ وَيَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ-

হুলব আত-তাঈ রাযিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা আছে যে, তিনি আল্লাহ্‌র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, আমি অসুবিধা মনে করে কিছু খাবার বর্জন করে থাকি। তখন আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, কোন বস্তু তোমার মনে সন্দেহ ও সংশয় তৈরী করলে তোমার সাথে নাসারাদের সাদৃশ্য স্থাপিত হবে। তিনি স্বীয় হাতের ইশারায় এটা বলেছেন। তিনি তার ডান কব্জিকে বাম কব্জির উপর রাখলেন এবং বললেন আল্লাহ্‌র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযে অনুরূপ করতেন। আর তিনি ডান দিকে ও বাম দিকে ফেরাতেন'।[১৩৫]

১৩৩. বায়হাকী কুবরা হা/৩৬১৩।
১৩৪. তাকরীবুত তাহযীব, রাবী নং ১৩১৯।
১৩৫. ইবনু কানে, মুজামুস সাহাবা ৩/১৯৯।

www.boimate.com

তাহকীক : এ বর্ণনায় কেবল খ্রিস্টানদের খাবার খাওয়া সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে প্রশ্ন-উত্তর করা হয়েছিল মর্মে উল্লেখ আছে। এছাড়াও ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখা এবং ডান-বাম দিকে ফেরার কথা রয়েছে। কিন্তু বাকি ঐ পাঁচটি বস্তুর উল্লেখ নেই। যেগুলি অন্যান্য রাবী বর্ণনা করেছেন।

মনে রাখতে হবে, আব্দুস সামাদ বিন হিসান এবং মুহাম্মাদ বিন কাসীর উভয়েই ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ হতে নিম্নতর।

এই বিস্তারিত আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হল, ইমাম ইয়াহইয়া বিন সাঈদের সাথে যারাই এই বর্ণনা সুফিয়ান সাওরী হতে বর্ণনা করেছেন তাদের বর্ণনার উপর ইমাম ইয়াহইয়া বিন সাঈদের বর্ণনাই অগ্রগণ্য হয়েছে।

ইমাম দারাকুতনী রহিমাহুল্লাহ একটি স্থানে ইয়াহইয়া বিন সাঈদের সাথে চারটি বর্ণনা উল্লেখকারী রাবীদের উপর ইমাম ইয়াহইয়া বিন সাঈদের বর্ণনাকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। যেমন একটি হাদীস সম্পর্কে তিনি বলেছেন,

يَرْوِيهِ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛ فَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ- وَخَالَفَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَيَّاشٍ فَرَوَوْهُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، لَمْ يَقُولُوا فِيهِ: عَنْ أَبِيهِ، وَالْقَوْلُ قول يحيى بن سعيد-

'একে উবায়দুল্লাহ বিন ওমর বর্ণনা করেছেন। আর তার থেকে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে ইখতিলাফ হয়েছে। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ কাত্তান এটি {উবায়দুল্লাহ হতে, তিনি সাঈদ আল-মাকবুরী হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আবূ হুরায়রা হতে} সনদে বর্ণনা করেছেন। আর তার বিরোধীতা করতে গিয়ে আব্দুল্লাহ বিন নুমাইর, আবূ উসামা, মুহাম্মাদ বিন বিশর এবং হাসান বিন আইয়াশ একে {উবায়দুল্লাহ হতে, তিনি সাঈদ হতে, তিনি আবূ হুরায়রা হতে} সনদে বর্ণনা করেছেন। এই লোকেরা {তিনি তার পিতা হতে} সূত্রটি উল্লেখ করেননি। কিন্তু ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ যেভাবে বর্ণনা করেছেন সেভাবেই ঠিক রয়েছে'।[১৩৬]

১৩৬. ইলালুদ দারাকুতনী ৮/১৩৫।

www.boimate.com

সবগুলি বর্ণনার বাক্যসমূহের সারকথা

চিন্তা করুন! সুফিয়ান সাওরী ব্যতীত সিমাক বিন হারবের অন্য ছাত্ররা, অনুরূপভাবে ইয়াহইয়া বিন সাঈদ ব্যতীত সুফিয়ানের অন্য ছাত্রদের মধ্যেও এমন একজনও ছাত্র নেই যিনি এই বর্ণনাটিতে এ বিষয়গুলি একসাথে উল্লেখ করেছেন এবং কোন একটি বিষয়কেও ছেড়ে দেন নি। সুতরাং যখন এটা নির্দিষ্ট যে, সিমাক ও সুফিয়ানের সকল ছাত্রের মধ্য হতে কোন একজন ছাত্রও এ বিষয়টি আবশ্যিক করেননি যে, তারা সকল বাক্য বর্ণনা করবেন; বরং প্রতিটি ছাত্র বর্ণনার মধ্যে কয়েকটি বিষয় ছেড়ে দিয়েছেন; তখন সুফিয়ান ও ইয়াইয়া বিন সাঈদ ব্যতীত অবশিষ্ট রাবীগণ যদি বুকের উপর হাত বাঁধার উল্লেখ না করেন; তাহলে এটা এমনই হয়ে গেল যে, তারা অন্য বিষয়গুলির উল্লেখ করেননি। সুতরাং এই বর্ণনাটির কোন একজন রাবীর কোন একটি বিষয় বর্ণনা না করা এ বিষয়টির অবশ্যই দলীল নয় যে, সেই (ছেড়ে দেয়া) বস্তুটি এই বর্ণনার অংশ নয়।

হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

وَقَدِ اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَاتُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ فِي ذَلِكَ فَأَكْثَرُ مَا وَقع فِيهَا أَن الْمُرَاجَعَة وَقعت ثَلَاثًا وَفِي بَعْضِهَا مَرَّتَيْنِ وَفِي بَعْضِهَا مَرَّةً وَاحِدَةً- وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ بَعْضَ الرُّوَاةِ اخْتَصَرَ الْقِصَّةَ وَرِوَايَةُ خَالِدٍ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذَا الْبَابِ أَتَمُّهُمْ سِيَاقًا وَهُوَ حَافِظٌ فَزِيَادَتُهُ مَقْبُولَةٌ-

'এ প্রসঙ্গে শায়বানী বর্ণিত বর্ণনায় মতানৈক্য হয়েছে। যেমন মুরাজাতের বিষয়টি সবচেয়ে বেশী তিনবার উল্লেখ হয়েছে। কিছু বর্ণনায় দু বার মুরাজাআতের উল্লেখ হয়েছে। আর কিছু বর্ণনায় একবার মুরাজাআতের উল্লেখ রয়েছে। যা এ বিষয়টির উপর গণ্য হয় যে, কিছু রাবী এই কাহিনীটিকে সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। এ ব্যাপারে খালেদের উপরোক্ত বর্ণনাটি সর্বাধিক পূর্ণাঙ্গ। আর তিনি একজন হাদীসের হাফেয। এ জন্য তার অতিরিক্ত বর্ণনা গ্রহণযোগ্য'।[১৩৭]

শায়েখ নাদির বিন সানূসী আল-উমরানী সিকাহ রাবীর বর্ধিতাংশ গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য এই আলামত পেশ করতে গিয়ে শিরোনাম প্রতিষ্ঠা করেছেন যে,

১৩৭. ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ৪/১৯৮।

www.boimate.com

اختصار الراوي للحديث مشعر بضبط من رواه تاما-

'রাবীর হাদীসে সংক্ষিপ্ত করা এ বিষয়টির দলীল যে, যিনি পূর্ণাঙ্গভাবে বর্ণনা করেছেন তিনি যাবেত রাবী (অর্থাৎ তার বর্ণনায় ভুল হয় নি)'।[১৩৮]

এর পর এ শিরোনামের অধীনে কয়েকটি উদাহরণ পেশ করে শায়েখ নাদির এই আলামত বা করীনাকে স্পষ্টভাবে আলোচনা করেছেন।[১৩৯]

উপরন্তু সিকাহ রাবীর যিয়াদাত-এর মধ্যে এই করীনাকে ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ, ইমাম আবূ হাতেম আর-রাযী রহিমাহুল্লাহ এবং ইমাম দারাকুতনী রহিমাহুল্লাহও সম্মুখে রেখেছেন।[১৪০]

আহফায (তুলনামূলক বড় হাফেযের)-এর বর্ণনা

সিকাহ রাবীর বর্ধিতাংশ গ্রহণযোগ্য হওয়ার ক্ষেত্রে এই করীনা দ্বারা অসংখ্য মুহাদ্দিস দলীল গ্রহণ করেছেন।

(১) যেমন ইমাম মুসলিম রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৬১ হি.) একটি স্থানে ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদের বর্ণনাকে অগ্রগণ্য আখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন,

ان يحي بن سعيد أحفظ من سعيد بن عبيد وَأَرْفَع مِنْهُ شَأْنًا فِي طَرِيق الْعلم وأسبابه-

'ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ রহিমাহুল্লাহ সাঈদ বিন উবাইদের চেয়ে বড় মাপের হাদীসের হাফেয এবং ইলম ও রেওয়ায়াতে তার চাইতে উঁচু আসন ও মর্যাদার অধিকারী ছিলেন'।[১৪১]

(২) অনুরূপভাবে আবূ হাতেম আর-রাযী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৭৭ হি.) একটি স্থানে সুফিয়ান সাওরীর-ই একটি বর্ণনাকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে বলেছেন,

وهو اشبه عندي لان الثوري احفظهم-

'সুফিয়ান সাওরীর বর্ণনাটিই আমার কাছে সঠিক। কেননা সুফিয়ান সাওরী অন্য লোকদের চেয়ে অধিকতর বড় হাদীসের হাফেয ছিলেন।[১৪২]

১৩৮. কারায়েনুর রাজেহ ফিল-মাহফূযি ওয়াশ-শায পৃ. ৪৭৮।
১৩৯. ঐ পৃ. ৪৭৮-৫০০।
১৪০. ঐ।
১৪১. আত-তাময়ীয লি-মুসলিম পৃ. ১৯৪।

www.boimate.com

(৩) ইমাম দারাকুতনী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৮৫ হি.) একটি জামাতের বর্ণনার বিপক্ষে যুহরীর বর্ণনাকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে বলেছেন,

والقول قول الزهري لانه احفظ الجماعة-

'সহীহ বর্ণনাটিই হল ইমাম যুহরীর বর্ণনা। কেননা তিনি পুরো জামাতের মধ্যে সর্বাধিক বড় মাপের হাদীসের হাফেয'।[১৪৩]

আরয রইল যে, আলোচ্য হাদীসটিকে ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ এবং সুফিয়ান সাওরীর সাথে যে লোকেরাও বর্ণনা করেছেন; তারা সকলেই ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ এবং ইমাম সাওরীর চেয়ে হিফয ও ইতকানে নিম্নতর। বরং কিছু রাবীর বর্ণনা প্রমাণিত-ই নয়। পূর্বে করীনার প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হয়েছে। সুতরাং এ সকল বর্ণনায় ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ এবং সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুমাল্লাহ্র-ই বর্ণনা প্রাধান্য পাবে।

ইমাম ওয়াকী রহিমাহুল্লাহকে ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদের সমমানের বলা যেতে পারে। কিন্তু এই বর্ণনায় ইমাম ওয়াকী রহিমাহুল্লাহ সুফিয়ান রহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণনা করছেন। আর সুফিয়ান রহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে ইমাম ওয়াকী রহিমাহুল্লাহ কয়েকটি স্থানে ভুল করেছেন। যেমনটা ইমাম ওয়াকীর বর্ণনা পেশ করার সময় ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ্র বরাতে স্পষ্ট করা হয়েছে।

সুতরাং সুফিয়ান হতে বর্ণনা করার সময় ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ রহিমাহুল্লাহ্র বর্ণনা ইমাম ওয়াকী রহিমাহুল্লাহ্র চেয়েও প্রণিধানযোগ্য আখ্যা পাবে।

সিকাহ রাবীর যিয়াদত গ্রহণযোগ্য

বর্ধিতাংশ বর্ণনাকারী যদি হাফেয এবং মুতকিন হন তাহলে বর্ধিতাংশ গ্রহণযোগ্য হয়। অসংখ্য মুহাদ্দিস এ করীনা (আলামত) দ্বারা দলীল গ্রহণ করতে গিয়ে সিকাহ রাবীর যিয়াদতকে (হাদীসের বর্ধিতাংশ) গ্রহণযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন।

১৪২. ইবনু আবী হাতিম, ইলালুল হাদীস ৪/৩৬৬।
১৪৩. ইলালুদ দারাকুতনী ৬/৭১।

www.boimate.com

(১) যেমন ইমাম আবূ যুরআহ আর-রাযী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৬৪ হি.) বলেছেন,

اذا زاد حافظ علي حافظ قبل-

'যখন একজন হাফেয অন্য হাফেযের মোকাবেলায় কোন অতিরিক্ত অংশ বর্ণনা করেন তখন তা গ্রহণযোগ্য হবে'।[১৪৪]

(২) ইমাম দারাকুতনী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৮৫ হি.) বলেছেন,

أو ما جاء بلفظ زائدة- فتقبل تلك الزيادة من متقن- ويحكم لأكثرهم حفظا وثبتا علي من دونه-

'যদি কোন রাবী কোন শব্দে অতিরিক্ত কিছু বর্ণনা করেন তাহলে মুতকিনের পক্ষ থেকে এই অতিরিক্ত বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হয়। আর রাবীদের মধ্যে যিনি অধিক বড় হাফেয ও যাবেত হবেন তার বর্ণনা তার চেয়ে নিম্নতর হাফেয ও যাবেতের মোকাবেলায় অগ্রগণ্য হবে'।[১৪৫]

(৩) ইমাম ইবনু আব্দুল বার্র রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

إِنَّمَا تُقْبَلُ الزِّيَادَةُ مِنَ الْحَافِظِ إِذَا ثَبَتَت عَنْهُ وَكَانَ أَحْفَظَ وَأَتْقَنَ مِمَّنْ قَصَّرَ أَوْ مِثْلِهِ فِي الْحِفْظِ-

'অতিরিক্ত অংশ সে সময় গ্রহণযোগ্য হবে যখন সেটি কোন হাফেয বর্ণনা করে এবং তার থেকে প্রমাণিত হয়। আর তিনি সেই লোকদের চাইতে বড় হাফেয ও মুতকিন হবেন। অথবা তাদের বরাবর হবেন যারা অতিরিক্ত অংশ বর্ণনা করেননি'।[১৪৬]

(৪) আল্লামা যায়লাঈ হানাফী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

وَالصَّحِيحُ التَّفْصِيلُ، وَهُوَ أَنَّهَا تُقْبَلُ فِي مَوْضِعٍ دُونَ مَوْضِعٍ، فَتُقْبَلُ إِذَا كَانَ الرَّاوِي الَّذِي رَوَاهَا ثِقَةً حَافِظًا ثَبْتًا، وَالَّذِي لَمْ يَذْكُرْهَا مِثْلُهُ، أَوْ دُونَهُ فِي الثِّقَةِ، كَمَا قَبِلَ النَّاسُ زِيَادَةَ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، قَوْلَهُ: مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ، وَاحْتَجَّ بِهَا أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ-

১৪৪. ঐ ৩/৩৮৪।
১৪৫. আন-নুকাতু আলা ইবনিস সালাহ ২/৬৮৯।
১৪৬. আত-তামহীদ ৩/৩০৬।

www.boimate.com

'সিকাহ রাবীর অতিরিক্ত অংশ গ্রহণযোগ্য হওয়ার ক্ষেত্রে সহীহ বক্তব্য এটাই যে, এতে বিস্তর আলোচনার অবকাশ রয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে একে গ্রহণ করা যাবে। আর কিছু কিছু স্থানে একে বর্জন করতে হবে। যখন অতিরিক্ত অংশ বর্ণনাকারী একজন সিকাহ, হাফেয ও সাবত হবেন এবং যারা এই অতিরিক্ত অংশ বর্ণনা করবেন না; তারা তার মত হন অথবা তারা তার চাইতে কম মানের হন; তাহলে এমতাবস্থায় অতিরিক্ত অংশকে গ্রহণ করা হবে। যেমনটা মুহাদ্দিসগণ ইমাম মালেকের (সাদাকাতুল ফিতরের হাদীসে) বর্ধিত অংশকে ('মুসলমানদের পক্ষ হতে' অংশকে) গ্রহণ করেছেন। আর অধিকাংশ আহলে ইলম এর দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন'।[১৪৭]

আরয রইল, আলোচ্য হাদীসে অতিরিক্ত অংশ বর্ণনাকারী ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ রহিমাহুল্লাহ এবং ইমাম সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ কেবল-ই খুব বড় মাপের হাফেয, মুতকিন এবং সাবত-ই নন; বরং উভয়েই 'আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস' ছিলেন। সুতরাং তাদের অতিরিক্ত অংশ কোনরূপ গবেষণা-দ্বিধা ব্যতীতই গ্রহণ করা যাবে।[১৪৮]

চতুর্থ করীনা : অতিরিক্ত বর্ণনা অন্যান্য বর্ণনার বিরোধী হবে না

অতিরিক্ত বর্ণনা যদি অন্যান্য বর্ণনার বিরোধী না হয় তাহলে গ্রহণযোগ্য। সিকাহ রাবীর যিয়াদাতের ক্ষেত্রে (অতিরিক্ত বর্ণনায়) এ করীনা দ্বারা দলীল গ্রহণ করতে গিয়ে হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৮৫২ হি.) বলেছেন,

وَلَا يَخْفَى فَسَادُ هَذِهِ الدَّعْوَى فَقَتَادَةُ حَافِظٌ زِيَادَتُهُ مَقْبُولَةٌ لِأَنَّ غَيْرَهُ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِنَفْيِهَا فَلَمْ يَتَعَارَضَا-

'এ দাবীর ফাসাদ হওয়ার বিষয়টি গোপন নয়। কেননা কাতাদা হাদীসের হাফেয। আর তার অতিরিক্ত বর্ণনা গ্রহণযোগ্য। কেননা অন্য রাবীগণ তার বর্ণনাকৃত বিষয়টি বাতিল করেননি। এজন্য তার এবং অন্যদের বর্ণনায় কোন সংঘর্ষ নেই'।[১৪৯]

১৪৭. যায়লাঈ, নাসবুর রায়াহ ১/৩৩৬।
১৪৮. তবে যদি তিনি তাদলীস করেন এবং সামা না থাকে তাহলে যঈফ হবে। অতিরিক্ত বর্ণনা হোক আর মূল বর্ণনা হোক।-অনুবাদক।
১৪৯. ফাতহুল বারী ১২/২০০।

www.boimate.com

আরেকটি স্থানে তিনি বলেছেন,

وَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ مَالِكٍ وَمَنْ تَابَعَهُ مَا يَنْفِي الزِّيَادَةَ الْمَذْكُورَةَ فَلَا تُوصَفُ وَالْحَالَةُ هَذِهِ بِالشُّذُوذِ-

'মালেক এবং যে লোকেরা তার মুতাবাআত করেছেন তাদের বর্ণনায় এমন কথা নেই; যদ্বারা উল্লিখিত অতিরিক্ত অংশটুকু অস্বীকার করা আবশ্যক হয়। অতএব এটাই যখন অবস্থা তখন এখানে শায হওয়ার হুকুম লাগানো যাবে না'।[১৫০]

বিনীত নিবেদন করছি যে, আলোচ্য বর্ণনারও একই অবস্থা। কেননা ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ রহিমাহুল্লাহ এবং ইমাম সাওরী রহিমাহুল্লাহ বুকের উপর হাত বাঁধার উল্লেখ করেছেন। আর তারা ব্যতীত অন্য রাবীদের বর্ণনায় কেউই এ বিষয়টিকে নাকোচ করেননি।

অতিরিক্ত বর্ণনা সম্বলিত শব্দের পুণরাবৃত্তি

রাবী যে শব্দটি বৃদ্ধি করেছেন, সেটাকে যদি তাকরার তথা পুণরাবৃত্তির সাথে বর্ণনা করেন তাহলে এটাও এ বিষয়টির করীনা তথা ইঙ্গিতবাহী যে, এখানে অতিরিক্ত বর্ণনা মাহফূয ও গ্রহণযোগ্য।

এ প্রকারের করীনা দ্বারা সিকাহ রাবীর যিয়াদাতের গ্রহণযোগ্যতার পক্ষে দলীল গ্রহণ করতে গিয়ে ইমাম ইবনু বাত্তাল রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪৪৯ হি.) বলেছেন,

والزيادة من سفيان مقبولة؛ لأنه أثبتهم وقوى ثبوت الاستخراج فى حديثه لتكرره فيه مرتين فبعد من الوهم-

'সুফিয়ানের বর্ধিতাংশ গ্রহণযোগ্য। কেননা তিনি অন্যদের চাইতে অধিক সাবত (শক্তিশালী) রাবী ছিলেন। আর তার হাদীসে ইসতিখরাজের বিষয়টির প্রমাণ এজন্যও শক্তিশালী হয় যে, হাদীসে তার দুবার উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং এখানে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় অসম্ভব'।[১৫১]

---

১৫০. ফাতহুল বারী ২/৬।
১৫১. ইবনু বাত্তাল, শারহু সহীহিল বুখারী ৯/৪৪৪।

www.boimate.com

আরয রইল, আলোচ্য হাদীসে ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ মৌখিকভাবে বুকের উপর হাত বাঁধা উল্লেখ করে সেটাকে কাজেও বর্ণনা করেছেন। তিনি একে বাস্তব আমলে দেখিয়েছেন। অর্থাৎ দুবার পুণরাবৃত্তির সাথে একে উল্লেখ করেছেন। একবার মৌখিকভাবে। অপরবার কর্মের সাথে। সুতরাং এই পুণরাবৃত্তিও এ বিষয়টির দলীল যে, এই কথাটি বর্ণনায় তিনি ভুল করেননি। নতুবা তিনি এত গুরুত্বের সাথে একে বারংবার বর্ণনা করতেন না।

মতনের অন্য বাক্যগুলির নির্দেশনা

যদি মতনে যিয়াদাত সংক্রান্ত বাক্যটি ব্যতীত এমন কথা থাকে যা যিয়াদাতের বাক্যটির শুদ্ধতার প্রতি ইশারা করে। যেমন মতনে এমন কোন বিষয় থাকে যার আরও ব্যাখ্যা কিংবা বিস্তারিত তথ্য যিয়াদাত যুক্ত বাক্যে থাকে; অথবা বর্ধিতাংশটুকুর সাথে তার কোন সম্পর্ক থাকে; তাহলে এটাও তার করীনা যে, বর্ধিত বাক্যটি মাহফূয ও গ্রহণযোগ্য। যেমন ইমাম যুহরী রহিমাহুল্লাহ্‌র একটি বর্ণনায় তাবূকের যুদ্ধে পিছে থেকে যাওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে কাব রাযিআল্লাহু আনহুর সাথে যে দুজন সাথীর উল্লেখ রয়েছে; তাদের ব্যাপারে ইমাম যুহরী কাবের যবানের ভায্য বর্ণনা করেছেন যে, এ দুজন বদর যুদ্ধে শরীক ছিলেন।[১৫২]

কিছু অভিজ্ঞ আলেম এ দুজন সাহাবীর বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীর বিষয়টির ব্যাপারে আপত্তি অনুভব করেছেন এবং একে গায়ের মাহফূয মনে করেছেন। কিন্তু হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ তাদের খন্ডন করেছেন। আর এই বর্ধিতাংশের গ্রহণযোগ্যতার উপর হাদীসের মতন এবং এর অন্যান্য বাক্য দ্বারা দলীল গ্রহণ করে বলেছেন,

وَيُؤَيِّدُ كَوْنَ وَصْفِهِمَا بِذَلِكَ مِنْ كَلَامِ كَعْبٍ أَنَّ كَعْبًا سَاقَهُ فِي مَقَامِ التَّأَسِّي بِهِمَا فَوَصَفَهُمَا بِالصَّلَاحِ وَبِشُهُودِ بَدْرٍ الَّتِي هِيَ أَعْظَمُ الْمَشَاهِدِ فَلَمَّا وَقَعَ لَهُمَا نَظِيرُ مَا وَقَعَ لَهُ مِنَ الْقُعُودِ عَنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ وَمِنَ الْأَمْرِ بِهَجْرِهِمَا كَمَا وَقَعَ لَهُ تَأَسَّى بِهِمَا-

'এ দুজন সাহাবীর বদরী হওয়ার বিষয়টি কাব রাযিআল্লাহু আনহু-ই বলেছেন। এ কথাটির সমর্থন এর দ্বারা হয় যে, কাব রাযিআল্লাহু আনহু এ বিষয়টি এ দুজনকে অনুকরণ করার জন্য বলেছিলেন। তিনি তাদের দুজনের

১৫২. সহীহুল বুখারী হা/৪৪১৮।

Salate hath badha-6

www.boimate.com

বুযুর্গী বর্ণনা করেছেন। এবং গযওয়ায়ে বদরে তাদের শরীক থাকার উল্লেখ করেছেন। যা সবচেয়ে মহান যুদ্ধ ছিল। যখন সেই মহান সত্তাদ্বয়ের সাথে যা হয়েছিল সেটা তার সাথেও হয়েছিল। অর্থাৎ তিনিও (কাব) তাবূকের যুদ্ধে পিছে রয়ে গিয়েছিলেন। আর তাকেও বয়কট করার হুকুম এসেছিল। তখন কাব রাযিআল্লাহু আনহু তাদের দুজনের অনুকরণ করেছিলেন'।[১৫৩]

চিন্তা করুন! হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ হাদীসে বিদ্যমান অন্যান্য বাক্য এবং সেগুলির মতন দ্বারা সিকাহ রাবীর যিয়াদাতের গ্রহণযোগ্যতার পক্ষে দলীল গ্রহণ করেছেন।

ঠিক অনুরূপভাবে আলোচ্য হাদীসেও অন্যান্য বাক্য এই যিয়াদাতের শুদ্ধতা ও গ্রহণযোগ্যতার পক্ষে দলীল বহন করছে। আর সেটা এই যে, এ হাদীসে বুকে হাত বাঁধার উল্লেখের সাথে সাথে ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখার স্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে। যার ব্যাপারে কোন সমালোচনা নেই। প্রকাশ থাকে যে, যখন নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা হবে তখন সেই হাত কোন না কোন অংশের উপর তো অবশ্যই আসবে। এমতাবস্থায় যদি কোন বর্ণনায় এটা উল্লেখ করা হয় যে, এ দুটা হাত বুকের রাখতে হবে তখন এতে হাত বাঁধার-ই বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। এটা এমন কোন ভিন্ন বস্তু নয় যার সাথে হাদীসের অন্যান্য বাক্যের কোনই সম্পর্ক থাকবে না। সুতরাং এই যিয়াদাত তথা বর্ধিত বর্ণনা হাদীসের অন্যান্য বাক্যের সাথে বন্ধনযুক্ত। এছাড়াও আসন্ন হাদীসগুলির বাক্যসমূহও এ বর্ধিতাংশের গ্রহণযোগ্যতার পক্ষে দলীল বহন করছে।

শাওয়াহেদ

যদি কোন হাদীসে যিয়াদাতের শাওয়াহেদও বিদ্যমান থাকে তাহলে এই করীনা দ্বারাও যিয়াদাতের গ্রহণযোগ্যতার উপর দলীল গ্রহণ করা হয়। যেমন হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ একটি স্থানে বলেছেন,

ظَهَرَ لِي أَنَّ الْبُخَارِيَّ قَوِيَتْ عِنْدَهُ رِوَايَةُ مَحْمُودٍ بِالشَّوَاهِدِ-

'আমার কাছে প্রতীয়মান হয়েছে যে, ইমাম বুখারীর কাছে মাহমূদের বর্ণনা শাওয়াহেদের কারণে শক্তিশালী হয়েছে'।[১৫৪]

১৫৩. ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ৭/৩১১।
১৫৪. ফাতহুল বারী ১২/১৩১।

www.boimate.com

উলামাদের জন্য লক্ষণীয়

আলোচ্য হাদীসেরও একাধিক শাওয়াহেদ রয়েছে। এই গ্রন্থে সেগুলি বর্ণনা করা হয়েছে। এই করীনাগুলির বিপক্ষে বিরোধীরা এই হাদীসের মধ্যে যিয়াদাত কবুল না করার জন্য কেবল একটি করীনা পেশ করে থাকেন। আর তা হল, যারা যিয়াদাত বর্ণনা করেননি তাদের সংখ্যা অধিক।

আরয রইল যে, নিম্নোক্ত কারণগুলির ভিত্তিতে এই একটি মাত্র করীনার কোনই দাম থাকে না।-

প্রথমত : সংখ্যাধিক্যতা একটি করীনা মাত্র। আর এর বিপরীতে সাতটি করীনা এই যিয়াদাতের গ্রহণযোগ্যতার পক্ষে রয়েছে। এজন্য সাতটি করীনার মোকাবেলায় একটি করীনার কোনই নির্ভরতা নেই।

দ্বিতীয়ত : সংখ্যায় অধিক বর্ণনাগুলির মধ্য হতে কয়েকটি বর্ণনা তো প্রমাণিত-ই নেই। যেমনভাবে গ্রহণযোগ্যতার প্রথম করীনা পেশ করার সমাপে প্রতিটি বর্ণনার অবস্থান স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছিল।

তৃতীয়ত : সংখ্যায় অধিক যে বর্ণনাগুলি প্রমাণিত আছে সেগুলির মধ্য হতে একটাও ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ রহিমাহুল্লাহ এবং ইমাম সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ-এর বর্ণনার সমমানের নয়। বরং নিম্নস্তরের। যেমনটা প্রথম করীনার অধীনে প্রতিটি বর্ণনা স্পষ্ট আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থত : সংখ্যায় অধিক বর্ণনাগুলির মধ্যে কেবল অনুল্লেখ রয়েছে। কোন হাকীকী বিরোধীতা বা পরস্পর বিরোধী বক্তব্য নেই।

পঞ্চমত : সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, সংখ্যায় অধিক প্রতিটি বর্ণনার রাবীগণ সংক্ষিপ্ততার সাথে কাজ করেছেন। আর তাদের মধ্য হতে কেউই এ বিষয়টিকে অপরিহার্যই করেননি যে, তারা বর্ণনাটির সকল অংশ বর্ণনা করবেন। যেমনটা প্রথম করীনার অধীনে স্পষ্ট করা হয়েছিল। সুতরাং যখন এই সকল আলেমের কেউই পুরো বর্ণনা উদ্ধৃতই করেননি; বরং প্রতিটি রাবী বর্ণনাটির কয়েকটি অংশ ছেড়ে দিয়েছেন তখন, এমতাবস্থায় ইমাম ইয়াহইয়া বিন সাঈদ এবং ইমাম সাওরীর উল্লেখকৃত কোন কথার বিরুদ্ধে তাদের মধ্য হতে যে কারো বর্ণনা আদৌ পেশ করা যেতে পারে না।

www.boimate.com

এই কারণগুলির ভিত্তিতে সংখ্যায় অধিক বলে যে করীনা পেশ করা হয়েছে তার কোনই মূল্য থাকে না। কেননা এর বিপক্ষে গ্রহণযোগ্যতার যে সাতটি করীনা পেশ করা হয়েছে; সেগুলির আলোকে ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ রহিমাহুল্লাহ এবং ইমাম সাওরী রহিমাহুল্লাহ-এর বর্ণনা একেবারেই সহীহ আখ্যা পায়। আল-হামদুলিল্লাহ।

এই হাদীসে নামাযের উল্লেখ নেই

কিছু মানুষ এই অভিযোগও উত্থাপন করেছেন যে, এই হাদীসে নামাযের উল্লেখ নেই। আরয রইল যে, একটি হাদীসের অন্যান্য ভিন্ন ভিন্ন সনদগুলি একে অপরকে ব্যাখ্যা করে। মুসনাদে আহমাদে সুফিয়ান সাওরীর-ই সূত্রে এই হাদীসটি অন্য স্থানে নিম্নোক্ত বাক্যে বিদ্যমান আছে-

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ الْهُلْبِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعًا يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ، وَرَأَيْتُهُ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ-

রাসূলের সাহাবী হুলব আত-তাঈ রাযিআল্লাহু আনহু বলেছেন, 'আমি আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছি। তিনি নামাযে স্বীয় ডান হাত বাম হাতের উপর রাখতেন এবং ডান ও বামে ফিরাতেন'।[১৫৫]

উলামাদের জন্য লক্ষণীয়

এ হাদীসে সুফিয়ান সাওরীর সূত্রেই এই বিষয়টি স্পষ্ট এসেছে যে, ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখা নামাযের অভ্যন্তরীণ আমল। আর এ বিষয়টি সুফিয়ান সাওরীর বুকে হাত বাঁধা সংক্রান্ত হাদীসেও রয়েছে। যেখানে এই আমলের সাথে সাথে বাঁধার স্থান অর্থাৎ বুকেরও উল্লেখ রয়েছে।

সুনানে দারাকুতনীতেও সুফিয়ানের সূত্রে-ই এই হাদীসটি বিদ্যমান। আর এতেও নামাযের মধ্যে হাত বাঁধার উল্লেখ রয়েছে।[১৫৬]

১৫৫. মুসনাদে আহমাদ ৫/২২৬ (প্রকাশ : আল-মায়মুনিয়া) সনদ সহীহ। হাদীসটি আব্দুল্লাহ-এর 'যাওয়ায়েদ'-এ বর্ণিত।

১৫৬. সুনানে দারাকুতনী হা/১১০০ ২/৩৩ সনদ সহীহ।

www.boimate.com

অনুরূপভাবে মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাতেও সুফিয়ানের সূত্রেই এই হাদীসটি বিদ্যমান। আর এতেও নামাযে হাত বাঁধার বিষয়টি স্পষ্টভাবে রয়েছে।[১৫৭]

যেভাবে কুরআনের একটি আয়াত অন্য আয়াতের তাফসীর করে। সেভাবে একটি হাদীসও অন্যান্য হাদীসকে তাফসীর তথা ব্যাখ্যা করে। যেমন–

(১) যেমন হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৮৫২ হি.) বলেছেন,

والحديث يفسر بعضه بعضا এক হাদীস অপর হাদীসকে ব্যাখ্যা করে'।[১৫৮]

(২) হানাফী আলেমরাও একই কথা বলেছেন। যেমন আল্লামা আইনী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৮৫৫ হি.) বলেছেন,

والحديث يفسر بعضه بعضاএক হাদীস অপর হাদীসকে ব্যাখ্যা করে'।[১৫৯]

(৩) মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৩৫৩ হি.) বলেছেন, لان الحديث يفسر بعضه بعضا 'কেননা একটি হাদীস অপর হাদীসকে ব্যাখ্যা করে'।[১৬০]

উপরন্তু এই মাসলায় আহনাফ যে বর্ণনা পেশ করেন সেগুলির মধ্য হতেও কয়েকটিতে নামাযের উল্লেখ নেই। এ ব্যাপারে আপনারা যে জবাব প্রদান করবেন সেটাই হবে আমাদের জবাব।

বুকে হাত বাঁধার উল্লেখ সালাম ফেরানোর পর করা হয়েছে'

কিছু মানুষ সীমাহীন অজ্ঞতার বর্হিপ্রকাশ করতে গিয়ে এমনটা বলেন যে, 'এ হাদীসে বুকে হাত বাঁধার উল্লেখ সালাম ফেরানোর পর করা হয়েছে'।

আরয রইল যে, এ হাদীসে পূর্ণাঙ্গ নামাযের তরীকা উল্লেখ হয় নি। বরং নামাযের কিছু ধরন উল্লেখ হয়েছে। আর এই ধরনগুলি উল্লেখের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা রাখা হয় নি। যেমন কিছু সূত্রে নামায হতে ফেরার ধরন

১৫৭. মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ১/৩৯০ সনদ সহীহ।
১৫৮. ইবনু হাজার ফাতহুল বারী ২/১৬০।
১৫৯. উমদাতুল কারী ৩/১৪৩।
১৬০. কাশ্মীরী ফায়যুল বারী ১/২১৭।

www.boimate.com

সম্পর্কে উল্লেখ হওয়ার পর হাত বাঁধার উল্লেখ এসেছে। সাথে সাথে স্থান হিসেবে বুকের কথা নির্দেশ করা হয়েছে। অন্যদিকে কিছু সূত্রে সালাম ফেরানোর ধরনের পূর্বে প্রথমে হাত বাঁধার উল্লেখ রয়েছে। আর নামাযে এ আমল থাকারও স্পষ্ট আলোচনা রয়েছে নিম্নোক্ত হাদীসে-

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ الْهُلْبِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعًا يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ، وَرَأَيْتُهُ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ-

রাসূলের সাহাবী হুলব আত-তাঈ রাযিআল্লাহু আনহু বলেছেন, 'আমি আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছি। তিনি নামাযে স্বীয় ডান হাত বাম হতের উপর রাখতেন এবং ডান ও বামে ফিরাতেন'।[১৬১]

এ হাদীসটি সুফিয়ান সাওরীরও সূত্রে বর্ণিত। এতে হাত বাঁধার উল্লেখ নামায হতে ফেরানোর ধরনের উল্লেখের পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আর এরও স্পষ্ট আলোচনা রয়েছে যে, এটা নামাযের মধ্যকার ধরন।

সুনানে দারাকুতনীর মধ্যেও সুফিয়ানের সূত্রেই এই হাদীসটি বিদ্যমান আছে। আর এতেও নামাযের মধ্যে হাত বাঁধার উল্লেখ স্পষ্টভাবে রয়েছে।[১৬২]

অনুরূপভাবে মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাতেও সুফিয়ানের-ই সূত্রে এই হাদীসটি বিদ্যমান আছে। আর এতেও নামাযের মধ্যে হাত বাঁধার উল্লেখ রয়েছে।[১৬৩]

প্রতীয়মান হল, হাত বাঁধার পদ্ধতি নামাযের অভ্যন্তরীণ আমল। আর এই পদ্ধতির সাথেই বুকের উল্লেখ আছে। যা এ বিষয়টির দলীল যে, বুকের উপর হাত বাঁধার আমল নামাযের অভ্যন্তরীণ আমল। যে বর্ণনায় নামায থেকে ফেরার পর হাত বাঁধার উল্লেখ রয়েছে তাতে ধারাবাহিকতাকে লক্ষ্য রাখা হয় নি। এ ধরনের উদাহরণ অসংখ্য হাদীসের মধ্যে বিদ্যমান আছে। যেমন ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৫৬ হি.) বলেছেন,

১৬১. মুসনাদে আহমাদ ৫/২২৬ (প্রকাশ : আল-মায়মুনিয়া) সনদ সহীহ। হাদীসটি আব্দুল্লাহ-এর 'যাওয়ায়েদ'-এ বর্ণিত।
১৬২. দারাকুতনী ২/৩৩।
১৬৩. ইবনু আবী শায়বাহ ১/৩৯০, সনদ সহীহ।

www.boimate.com

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ الأَنْصَارِيُّ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ فَرَسًا فَجُحِشَ شِقُّهُ الأَيْمَنُ - قَالَ أَنَسٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَصَلَّى لَنَا يَوْمَئِذٍ صَلاَةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا، ثُمَّ قَالَ لَمَّا سَلَّمَ : إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا : رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ-

আনাস বিন মালিক আনসারী রাযিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, একদা আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোড়ায় চড়লেন। (পড়ে যাওয়ার কারণে) তাঁর ডান পাঁজরে জখম হয়ে যায়। আনাস রাযিআল্লাহু আনহু বলেন, এ সময় কোন এক সলাত আমাদের নিয়ে তিনি বসে আদায় করলেন। আমরাও তাঁর পিছনে বসে সলাত আদায় করলাম। সালাম ফিরানোর পর তিনি বললেন, 'ইমাম নির্ধারণ করা হয় তাঁকে অনুসরণ করার জন্য। যখন সে (ইমাম) দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করে তখন তোমরাও দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করবে। আর সে যখন রুকূ করে তখন তোমরাও রুকূ করবে। যখন সে মাথা উত্তোলন করবে তখন তোমরাও মাথা উত্তোলন করবে। আর যখন সে সিজদা করবে তখন তোমরাও সিজদা করবে। সে যখন سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলবে তখন তোমরা رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ বলবে'।[১৬৪]

এ হাদীসটির ব্যাপারে চিন্তা করুন যে, সামিআল্লাহু লিমান হামিদা এবং রব্বানা ওয়ালাকাল হামদ-এর উল্লেখ সিজদার পরে হয়েছে। তাহলে কি এটা বলা যাবে যে, এ দুটিকে সিজদার পরে পড়তে হবে?

আদৌ নয়। বরং এখানেও অন্যান্য বর্ণনা সামনে রেখে এটা বলা হবে যে, এ দুটির অবস্থান হল রুকূর পরে। যেমন সহীহ বুখারীতে ৭৩৩ নং হাদীসের অধীনে এ হাদীসটি অন্য সনদের দ্বারা বিদ্যমান। আর তাতে এ দুটির উল্লেখ রুকূ হতে উঠার পর রয়েছে।[১৬৫] হাদীস সমূহে এমন অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে।[১৬৬]

---

১৬৪. বুখারী হা/৭৩২, ১/১৪৭।
১৬৫. সহীহুল বুখারী হা/৭৩৩, ১/১৪৭।
১৬৬. আরও অধিক উদাহরণের জন্য দেখুন মাকালাতে রাশিদিয়া ১/১০৩।

www.boimate.com

বিশেষ দ্রষ্টব্য

শারীক বিন আব্দুল্লাহ্‌র বর্ণনাটি {যা মুসনাদে আহমাদের বরাতে গত হয়েছিল} মুজামে কাবীর হতে বর্ণনা করতে গিয়ে মাওলানা ইজায আশরাফী সাহেব বড়ই হাস্যকর কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, 'সুতরাং স্পষ্ট হয়ে গেল যে, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযে স্বীয় হাত পবিত্র বুকের উপর বাঁধতেন না। বরং নামাযের পর সাহাবীদের প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে বুকের আলোচনা করতে গিয়ে স্বীয় হাত বুকের উপর রেখেছিলেন'।[১৬৭]

আরয রইল যে-

প্রথমত : মুসনাদে আহমাদের আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যার জন্য আশরাফী সাহেব মুজামে কাবীর দেখার সাহস করে ফেলেছেন। কিন্তু তার এতটা তওফীক হয় নি যে, মুসনাদে আহমাদে-ই অন্যত্র এই হাদীসের ঐ শব্দগুলি দেখে নিতে যেগুলিতে এটা পুরোপুরিভাবে বলা হয়েছে যে, হাত বাঁধার পদ্ধতি নামাযের মধ্যেই রয়েছে। আর এই ধরনের স্থান হিসেবে মুসনাদে আহমাদের আলোচ্য বর্ণনায় 'বুক'-কে নির্দেশ করা হয়েছে। যদ্বারা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, হাত বাঁধা এবং বুকের উপর হাত বাঁধা উভয়টার সম্পর্ক নামাযের ভিতরের আমল সমূহের সাথে রয়েছে।

দ্বিতীয়ত : মুসনাদে আহমাদের আলোচ্য হাদীসের মধ্যে বুক শব্দটি এসেছে। আর মুসনাদে আহমাদে অন্যত্র বিদ্যমান এই হাদীসটির ভিতরে হাত বাঁধার বিষয়টি রয়েছে। আর এটাও স্পষ্ট রয়েছে যে, এটি নামাযের অভ্যন্তরীণ বিষয়। কিন্তু আশরাফী সাহেব এবং তার ন্যায় লোকেরা এই হাদীসকে প্রথম হাদীস থেকে আলাদা মনে করেন। আর তারা বলেন যে, দ্বিতীয় বর্ণনায় হাত বাঁধার স্থানের জন্য বুক শব্দটি নেই।

এক্ষণে, আশরাফী সাহেব আমাদেরকে বলুন! মুসনাদে আহমাদের বুকের উপর বাক্য সম্বলিত বর্ণনাটির ব্যাখ্যার জন্য মুজামে কাবীর-এর যে বর্ণনাটি আপনি পেশ করেছেন তাতে কি হাত বাঁধার স্থল হিসেবে 'বুকের উপর' শব্দ আছে? যদি না থাকে তাহলে মুজামে কাবীরের এই বর্ণনা দ্বারা মুসনাদে

১৬৭. নামায মে হাথ বাধনে কা মাসনূন তারীকা পৃ. ১১১।

www.boimate.com

আহমাদের হাদীসটির ব্যাখ্যা আপনার মূলনীতি মোতাবেক সঠিক হয় কীভাবে?

তৃতীয়ত : আশরাফী সাহেবের পেশকৃত মুজামে কাবীরের বর্ণনাটিতে কেবল হাত বাঁধার উল্লেখ রয়েছে। তবে বুকের উপর হাত রাখার বর্ণনা নেই। এখন যদি আশরাফী সাহেবের কথানুপাতে এ আমলটি নামাযের পরের হয়ে থাকে তাহলে কি মুসনাদে আহমাদের বর্ণনাটির মধ্যে এক হাত অপর হাতের উপর রাখার যে কথাটি রয়েছে সেটাও কি নামাযের পরের আমল? যদি এমনটাই হয়ে থাকে তাহলে মুসনাদে আহমাদ ইত্যাদি যে হাদীসগুলিতে এই স্পষ্ট আলোচনা রয়েছে যে, হাত বাঁধার নামাযের অভ্যন্তরীণ আমল; সেটার সঠিক মর্ম কি তাহলে?

চতুর্থত : মুজামে কাবীরের যে বর্ণনাটি আশরাফী সাহেব পেশ করেছেন তার সনদ অপ্রমাণিত। কেননা এতে শারীক বিন আব্দুল্লাহ নামক রাবী সিমাক হতে বর্ণনা করছেন। আর শারীক বিন আব্দুল্লাহ সিমাক হতে ইখতিলাতের পরে বর্ণনা করেছেন।[১৬৮] সুতরাং এই বর্ণনাটি-ই যঈফ।

পঞ্চমত : কথার কথা যদি এই বর্ণনাটিকে সহীহ মেনেও নেই তবুও আশরাফী সাহেবের দলীল গ্রহণ করা বাতিল। বরং অত্যন্ত হাস্যকর। কেননা তার পেশকৃত মুজামে কাবীরের বর্ণনার মধ্যে এ কথাটির স্পষ্ট কোন বিবরণ আদৌ নেই যে, হাত বাঁধার আমলটি নামাযের পরে ছিল। বরং স্রেফ এতটুকু কথা রয়েছে যে, রাবী এই বর্ণনার মধ্যে নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন ও জবাবের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। আর বর্ণনাটির শেষে হাত বাঁধার উল্লেখ রয়েছে। এবং নামাযের উল্লেখ না প্রশ্ন-উত্তরের কথার মধ্যে রয়েছে আর না হাত বাঁধার আলোচনার অংশে রয়েছে। তাহলে আশরাফী সাহেবকে কে বলেছিল যে, এই বিষয়গুলি নামাযের পরে হয়েছিল? যদি তিনি বলেন যে, অন্য হাদীসের মধ্যে নামাযের উল্লেখ এসেছে তাহলে আমরা বলতে পারি যে, অন্য হাদীসে এটাও এসেছে যে, হাত বাঁধার এই আমল নামাযের ভিতরে ছিল। প্রকাশ থাকে যে, আশরাফী সাহেবের পেশকৃত মুজামে কাবীরের বর্ণনাটিতে স্রেফ হাত বাঁধার উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু হাত বাঁধার স্থানের কোন উল্লেখ নেই।

১৬৮.

www.boimate.com

নুসখার উপর অভিযোগ 'বুকের উপর' বাক্যটি কপিকারকের ভুল

কিছু মানুষ বলেছেন যে, মুসনাদে আহমাদের নসুখায় 'বুকের উপর' বাক্যটি কপিকারকের ভুল এবং তাসহীফ হয়েছে। যেমনটা নীমাবী সাহেব বলেছেন।[১৬৯]

আসুন! এ প্রসঙ্গে প্রথমে নীমাবী সাহেবের বাক্যটি দেখা যাক-

ويقع في قلبي أن هذا تصحيف من الكتاب-والصحيح يضع هذه علي هذه-فيناسب قوله : وصف يحي اليمني علي اليسري فوق المفصل- ويوافقه سائر الروايات- ولعل لهذا الوجه لم يخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد والسيوطي في مجمع الجوامع علي المتقي في كنز العمال-والله أعلم بالصواب-

'আমার এটা মনে হয়েছে যে, এটা কাতিবের (কপিকারকের) তাসহীফ। আর সহীহ এটাই যে هذه علي هذه (এর উপর এটা)-এভাবে এই রাবীর এ উক্তির সাথে মিলে যায় যে, ইয়াহ্ইয়া ডান হাতকে বাম হাতের কব্জির উপর রেখেছিলেন। অন্য বর্ণনাগুলিও এরই সাথে মিলে যায়। সম্ভবত এই কারণেই ইমাম হায়সামী মাজমাউয যাওয়ায়েদ গ্রন্থে, সুয়ূতী জামউল জাওয়ামে গ্রন্থে এবং মুত্তাকী হিন্দী কানযুল উম্মাল গ্রন্থে উল্লেখ করেননি'।[১৭০]

জবাব : আরয রইল যে, নীমাবী সাহেব নিজের মনের কথা বললেন। এখন তার মনের কথার সাথে আমাদের কি সম্পর্ক? সীমাবী সাহেবের অন্তর তো ওহী নাযিলের স্থল ছিল না যে, যা কিছু খেয়াল হবে তা অস্বীকার অযোগ্য হবে!

এছাড়াও তিনি যা কিছু লিখেছেন; সবই কেবল তার কিয়াসী মতামত। কোন দলীল নয়। নতুবা তিনি একে স্বীয় মনের কথা বলতেন না। বরং জোর দিয়ে দাবী করতেন এবং এর স্পষ্ট দলীল পেশ করতেন। যাহোক, আমরা এ কথাটিরও সমালোচনা (জবাব সহ) করছি।

১৬৯. ইলাউস সুনান ২/১৬৯।
১৭০. আসারুস সুনান পৃ. ১০৮।

www.boimate.com

সর্বপ্রথম কথা এই যে, ইমাম ইবনুল জাওযী রহিমাহুল্লাহও ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ্র সনদেই এই বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন। আর তার বর্ণনাতেও আছে-يضع هذه علي هذه علي صدره- 'তিনি এই হাত এই হাতের উপর রেখে স্বীয় বুকের উপর রাখতেন'।[১৭১]

শুধু এই একটি দলীল দ্বারা মনের সকল আধ্যাত্মিকতা বিক্ষিপ্ত ধুলার ন্যায় হয়ে যায়। আর এটা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, মুসনাদে আহমাদে 'তার বুকের' বাক্যটি লেখকের ভুল নয়। এরপর আর কিছু বলার দরকার তো নেই। তারপরও নীমাবী সাহেবের কিয়াসী মতামতের উপর নজর বুলাচ্ছি।-

(১) যেমন সর্বপ্রথম নীমাবী সাহেব এটা বলেছেন যে, ইয়াহইয়া বিন সাঈদ ডান হাতকে বাম হাতের উপর রেখে বলেছিলেন এবং 'তার বুকের' বাক্যটিকে 'এর' মেনে নেয়ার দ্বারা হাদীসের মতনের বাক্যটি রাবীর আমলী বর্ণনার মোতাবেক হয়ে যায়। অর্থাৎ হাদীসের মতনের মধ্যেও দুটি হাতের উল্লেখ এসে যাবে। যেভাবে ইয়াহইয়ার আমলী বর্ণনাতে দুটির হাতের উল্লেখ রয়েছে।

জবাব : আরয রইল যে, মুসনাদে আহমাদের বর্ণনায় যে 'এই' রয়েছে এর মধ্যে দুটি হাতের উল্লেখ শামিল রয়েছে। কেননা নামাযে দুটি হাত একসাথেই বাঁধা হয়। এজন্য একটির উল্লেখের মধ্যে অন্যটির উল্লেখও আবশ্যিকভাবে শামিল রয়েছে। উপরন্তু এক হাদীস অপর হাদীসকে ব্যাখ্যা করে। এই প্রসঙ্গে মুহাদ্দিসগণ এবং খোদ আহনাফের স্পষ্ট বিবরণ বর্ণনা করা হয়েছে।

এছাড়াও ইবনুল জাওযীর বর্ণনাটির বাক্যটিও পেশ করা হয়েছে। যেখানে আছে, 'তিনি এই হাতকে এই হাতের উপর রেখে বুকের উপর রাখতেন'।[১৭২]

নিন জনাব! এতে 'এটা এর উপর' অর্থাৎ উভয় হাতের উল্লেখ রয়েছে। আর এর পর 'বুকের উপর'-এরও উল্লেখ রয়েছে। এর দ্বারা স্পষ্ট করা হয়েছে যে, মুসনাদে আহমাদের বর্ণনায় উল্লিখিত 'এটা'র মধ্যেই উভয় হাত বুঝানো হয়েছে। এজন্য 'তার বুকের' কথাটিকে আরেকটি হাত বানানোর জন্য একে 'এর' বানানোর কোন দরকার নেই।

১৭১. আত-তাহকীক ফী মাসায়িলিল খিলাফ ১/৩৩৮, সনদ সহীহ।
১৭২. ঐ।

www.boimate.com

এছাড়াও সামনে আসন্ন ইয়াহইয়া বিন সাঈদের আমলী বর্ণনা (যে বর্ণনায় উভয়টির উল্লেখ রয়েছে) এই শব্দটির অনুকূলেই রয়েছে। আর অবস্থানস্থল নির্দিষ্টকরণের ক্ষেত্রেও ইয়াহইয়া বিন সাঈদের আমলী বর্ণনা এই শব্দটির বিরোধী নয়। কেননা হাদীসের মতনে হাতের স্থানের উল্লেখ রয়েছে। আর রাবীর বর্ণনার মধ্যে উভয় হাত রাখার ধরনের উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু এই ধরন হস্তদ্বয় রাখার স্থানকে আবশ্যিক করে। নতুবা বলা হোক যে, এই ধরনের উপর আমল করার সময় হাত কি শূন্যে থাকবে নাকি শরীরের কোন একটি অংশের উপর থাকবে? যখন শীরের যে কোন অংশের উপরই থাকবে বলা হচ্ছে; তখন (এটা জানা কথা যে) বুকও তো শরীরেই অংশ। আর প্রথম মতনে এর উল্লেখ হয়েছে। এরপর এরই আমলী অবস্থা নির্দেশ করা হয়েছে। তাহলে যাহির হল যে, বুকের উপরই উভয় হাত রাখার ধরন বলা হয়েছে।

প্রতীয়মান হল যে, ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ রহিমাহুল্লাহ্‌র এই হাদীসের মধ্যে বিদ্যমান আমলী বর্ণনা কোনভাবেই 'তার বুকের উপর'-এর বিরোধী নয়।

(২) এই স্পষ্ট আলোচনা দ্বারা ঐ লোকদের অভিযোগের জবাবও প্রদত্ত হয়েছে যারা বলেন যে, মুসনাদে আহমাদের মধ্যে কেবল একটি হাত বাঁধার উল্লেখ রয়েছে। অন্যদিকে নামাযে দুটি হাত বাঁধার উল্লেখ রয়েছে।

জবাব : আরয রইল যে, মুসনাদে আহমাদের মধ্যে এক হাতের উল্লেখ করার ক্ষেত্রে অন্য হাত আবশ্যিকভাবে শামিল রয়েছে। কেননা নামাযে একটি হাত অপর হাতের উপর আবশ্যিকভাবে শামিল থাকে। এছাড়াও ইবনুল জাওযীর বর্ণনাতে পূর্ণাঙ্গ বিবরণের সাথে উভয় হাতের উল্লেখ আছে। আবার সেটাকে বুকের উপর বাঁধারও উল্লেখ রয়েছে। আর এক হাদীস অপর হাদীসের ব্যাখ্যা করে। সুতরাং এই অভিযোগ বাতিল প্রতিপন্ন হয়েছে।

(৩) আবার নীমাবী সাহেব অগ্রসর হয়ে অন্যান্য বর্ণনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ার কথা বলেছেন।

জবাব : আরয রইল, অন্যান্য বর্ণনার রাবীগণ এই হাদীসকে একই মতনের সাথে বর্ণনা করেননি। অনেকে তো সরাসরি হাত বাঁধার কোনই উল্লেখ করেননি। তাহলে কি হাত বাঁধার কথাটিও কাতিবের ভুল এবং তাসহীফ?

এ প্রসঙ্গে পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা সমূহে পূর্ণাঙ্গভাবে বিস্তারিত আলোচনা দ্বারা ঐ সকল রাবীদের বর্ণনা উদ্ধৃত করে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, রাবীগণ পূর্ণ মতন বর্ণনা

www.boimate.com

করার বিষয়টিতে আবশ্যকতা আরোপ করেননি। এজন্য কারো পক্ষ হতে তার কোন শব্দ বর্ণনা না করা আদৌ বিরোধীতা নয়। এর বিস্তর আলোচনা পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা সমূহে দেখুন।

(৪) সামনে অগ্রসর হয়ে নীমাবী বলেছেন, 'ইমাম হায়সামী রহিমাহুল্লাহ, ইমাম সুয়ূতী রহিমাহুল্লাহ এবং মুত্তাকী হিন্দী রহিমাহুল্লাহ কানযুল উম্মাল গ্রন্থে এই বর্ণনার উল্লেখ করেননি'।

জবাব : জবাবে আরয রইল যে, সর্বপ্রথম মুত্তাকী হিন্দীর নাম এই তালিকা হতে বাদ দিন। কেননা তিনি ইমাম সুয়ূতীর-ই জামউল জাওয়ামে গ্রন্থটিকে ধারাবাহিকভাবে সজ্জায়ন করেছেন মাত্র। ভূমিকায় যেমনটা তিনি স্পষ্টভাবে আলোচনা করেছেন। রইল ইমাম হায়সামী এবং ইমাম সুয়ূতীর বিষয়টি। তো আরয রইল-

প্রথমত : নীমাবী সাহেব মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ-এর মধ্যে ওয়ায়েল বিন হুজর রাযিআল্লাহু আনহুর হাদীসের মধ্যে 'নাভীর নিচে' বাক্যটি থাকার দাবী করেছেন। যদিও তিনি একে ত্রুটিযুক্ত বলেছেন। কিন্তু হযরত এখানে এটা কেন খেয়াল করেননি যে, এই বর্ধিতাংশের সাথে এই বর্ণনাকে ইমাম সুয়ূতী এবং আল্লামা মুত্তাকী হিন্দী কেন উল্লেখ করেননি।

দ্বিতীয়ত : যদিও ইমাম হায়সামী ও সুয়ূতী রহিমাহুল্লাহ একে উল্লেখ করেননি। কিন্তু ইবনুল জাওযী এবং হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ তো উল্লেখ করেছেন। এই দুজন আহলে ইলমের এই বাক্যগুলি এই হাদীসের সাথে বর্ণনা করা যেখানে হাদীসটির প্রামাণ্য হওয়ার দলীল সেখানে ইমাম হায়সামী এবং ইমাম সুয়ূতীর ভ্রমে পতিত হওয়ারও দলীল।

তৃতীয়ত : ইমাম হায়সামী এবং ইমাম সুয়ূতী আরও অসংখ্য হাদীস উল্লেখ করেননি। তাহলে কি আমরা সেই হাদীসগুলি অস্বীকার করব?

উদাহরণস্বরূপ! মুসনাদে আহমাদে (৩/৩৪৫) সাইয়েদুনা জাবের রাযিআল্লাহু আনহু হতে মারফূ সূত্রে বর্ণিত غِلَظُ الْقُلُوبِ وَالْجَفَاءُ فِي أَهْلِ الْمَشْرِقِ، وَالْإِيمَانُ فِي أَهْلِ الْحِجَازِ হাদীসটি ইমাম হায়সামী উল্লেখ করেননি। তাহলে কি মুসনাদে আহমাদের মধ্যে থাকা এই হাদীসটির অস্তিত্ব অস্বীকার করতে হবে?

অনুরূপভাবে মুসনাদে আহমাদে (২/৩১৮) সাইয়েদুনা আবূ হুরায়রা রাযিআল্লাহু আনহু হতে মারফূ সূত্রে বর্ণিত إِذَا قُلْتَ لِلنَّاسِ: أَنْصِتُوا، وَهُمْ يَتَكَلَّمُونَ، فَقَدْ أَلْغَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ হাদীসটি ইমাম সুয়ূতী জামেউল জাওয়ামে প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লেখ করেননি।

এই সকল দলীল দ্বারা প্রতীয়মান হল, মুসনাদে আহমাদে 'তার বুকের উপর' বাক্যটি প্রমাণিত। এটা কোন কাতিবের ভুল নয় আদৌ। সুতরাং নীমাবী সাহেবের মনে যে কথা এসেছে তা কোন আসমানী ওহী নয়। এজন্য আল্লামা মুবারকপূরী রহিমাহুল্লাহ বলেছিলেন,

فما وقع في قلبي بعد هذا الثبوت البين من أن هذا تصحيف من الكتاب- والصحيح يضع هذه علي هذه- فهو من وسوسة الشيطان-فعليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم-

'এই স্পষ্ট প্রমাণ থাকার পরও নীমাবী সাহেবের মনে তাসহীফ ও তাসহীহ-এর যে কথাটি উদয় হয়েছে তা শয়তানী ওয়াসওয়াসা ব্যতীত কিছুই নয়। এজন্য নীমাবী সাহেবের উচিৎ প্রত্যাখ্যাত শয়তান থেকে আল্লাহ্‌র কাছে পানাহ তলব করা'।[১৭৩]

সুফিয়ান সাওরী নাভীর নিচে হাত বাঁধতেন

কিছু মানুষ বলেন, 'এই বর্ণনার সনদে সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ রয়েছেন। আর তিনি স্বয়ং নাভীর নিচে হাত বাঁধতেন। যদ্বারা জানা যায় যে, এই বর্ণনা প্রমাণিত নয়। কেননা যদি এই বর্ণনাটি প্রমাণিত হত তাহলে সুফিয়ান সাওরী এর উপরই আমল করতেন'।

আরয রইল যে, সুফিয়ান সাওরীর আমল এই বর্ণনাটির অপ্রমাণিত হওয়ার দলীল নয়। বরং এই বর্ণনাটি সুফিয়ান সাওরীর প্রতি সম্বন্ধিত আমলের প্রমাণযোগ্য না হওয়ার দলীল। কেননা যখন সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ বুকের উপর হাত বাঁধার বর্ণনা উদ্ধৃত করছেন তখন এটা কিভাবে সম্ভব যে, তিনি নাভীর নিচে হাত বাঁধবেন?

১৭৩. আবকারুল মিনান ফী তানকীদি আসারিস সুনান পৃ. ৩৭২।

www.boimate.com

এই অভিযোগ একেবারেই অনুরূপ যেমন কেউ বলে যে, মুওয়াত্তার মধ্যে (হা/৪৭) নামাযে হাত বাঁধার যে হাদীস আছে তা প্রমাণিত নয়। কেননা ইমাম মালেক হাত ছেড়ে দিয়ে নামায পড়তেন!

এবার বলুন! এই ধরনের বেহুদা অভিযোগ দ্বারা কি আমরা মুওয়াত্তা ইমাম মালেকের এই হাদীসকে বর্জন করব যেখানে নামাযে হাত বাঁধার উল্লেখ রয়েছে?

মনে রাখতে হবে, মুওয়াত্তা ইমাম মালেকের এই হাদীস সহীহ বুখারীতেও ইমাম মালেকের সনদেই বিদ্যমান আছে।[১৭৪]

দ্বিতীয় বিষয় এই যে, কোন গ্রন্থেই সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ হতে সহীহ সনদের সাথে এটা প্রমাণিত নেই যে, তিনি নাভীর নিচে হাত বাঁধতেন। যে লোকেরা এ কথাটা উল্লেখ করেছেন তারা সুফিয়ান সাওরী পর্যন্ত এ কথাটির সহীহ সনদ প্রদান করেননি। সুতরাং এ কথাটি মিথ্যা এবং মনগড়া। আর সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ-এর উপর মিথ্যা অপবাদ।

মনে রাখতে হবে, ইমাম মালেক হতেও এটা প্রমাণিত নেই যে, নামাযে হাত বাঁধা যাবে না।[১৭৫]

এই অভিযোগের জবাবে আরও বিস্তর আলোচনা সামনে সহীহ ইবনু খুযায়মার বর্ণনার আলোচনায় আসছে।

সিমাক বিন হারব-এর তাওসীক

সিমাক বিন হারব বিন আওস বিন খালেদ বিন নাযযার হলেন বুখারী, (শাওয়াহেদ) মুসলিম এবং সুনানে আরবাআর রাবী। **ছহীহুল বুখারী :** (হা/৬৭২২, তিনি বলেছেন, 'তাকে ইউনূস, সিমাক বিন আত্বিইয়া এবং সিমাক বিন হারব অনুসরণ করেছেন)।

ছহীহ মুসলিম : (হা/২২৪, ৪৩৬/১২৮, ৪৫৮, ৪৫৯, ৪৯৯, ৬০৬, ৬১৮, ৬৪৩ (৬৭০) ৭৩৪, ৮৬২, ৮৬৬, ৯৬৫, ৯৭৮, ১০৭৫/১৭৩, ১৩৮৫, ১৫০৪/১১, ১৬২৮/৬, ১৬৫১/১৮, ১৬৭১/১৩, ১৬৮০, (১৬৯২), ১৬৯৩,

---

১৭৪. সহীহুল বুখারী হা/৭৪০।
১৭৫. 'হাইআতুন নাসিক ফী আন্নাল কাবযা ফিস-সালাতি হুয়া মাযহাবুল ইমাম মালেক' গ্রন্থটি দেখুন।

www.boimate.com

১৭৪৮, ১৮২১/৬, ১৮৪৬/৭, ১৯২২, ১৯৮৪, ২০৫৩, ২১৩৫, ২২৪৮, ২২৭৭, ২৩০৫/৪৪, ২৩২২, ২৩২৯, ২৩৩৯, ২৩৪৪, ২৩৬১, ২৭৪৫, ২৭৬৩/৪২, ৪৩, ২৯১৯/৭৮, ২৯২৩, ২৯৭৭, ২৯৭৮)

ফুয়াদ আব্দুল বাক্বীর ক্রমাণুসারে এই ৪৫টি রেওয়াত আছে। তন্মধ্যে কতিপয় রেওয়ায়াত দুবার রয়েছে। সুতরাং প্রতীয়মাণ হল যে, ছহীহ মুসলিমে 'সিমাক বিন হারব'-এর ৪৫-টিরও বেশী রেওয়াত বিদ্যমান। সুনানে আবী দাঊদ, সুনানে তিরমিযী, সুনানে ইবনে মাজাহ এবং সুনানে নাসাঈ-এ তার অসংখ্য রেওয়াত রয়েছে।

'সিমাক বিন হারব' সিকাহ রাবী। মুহাদ্দিসদের একটি বড় জামাআত তাকে তাওসীক করেছেন। আমরা সামনে ৩৫ জন মুহাদ্দিস থেকে তাঁর তাওসীক পেশ করব। ইনশাআল্লাহ।

শুধু 'ইকরিমা হতে' তার বর্ণনার উপর জারাহ করা হয়েছে। আর কিছু মুহাদ্দিস তার শেষ বয়সের হিফযকে 'বিকৃত' বলেছেন। সুতরাং তার যে বর্ণনাগুলি ইকরিমাহ হতে নয় বরং অন্যান্য রাবী হতে বর্ণিত এবং সূচনা কালের; সেগুলি নিঃসন্দেহে সহীহ। তিনি ঐ সকল বর্ণনায় সিকাহ।

সর্বপ্রথম আমরা সিমাকের জারাহ সম্বলিত উক্তিগুলির পর্যালোচনা করব। এরপর পরই আমরা ৩৫ জন মুহাদ্দিস হতে তার তাওসীক পেশ করব।

সমালোচনা সূচক উক্তিসমূহ

(১) ইমাম নাসাঈ রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩০৩ হি.) বলেছেন,

سماك ليس بالقوي-وكان يقبل التلقين-

'সিমাক খুব বেশী শক্তিশালী নন। আর তিনি তালকীন গ্রহণ করতেন'।[১৭৬]

আরেকটি স্থানে তিনি বলেছেন,

فسماك بن حرب ليس ممن يعتمد عليه إذا انفرد بالحديث-لأنه كان يقبل التلقين-

১৭৬. নাসাঈ কুবরা ৩/২৩১।

www.boimate.com

'সিমাক বিন হারব যখন কোন বর্ণনায় একক থাকেন তখন তার উপর নির্ভর করা যাবে না। কেননা তিনি তালকীন কবুল করতেন'।[১৭৭]

পর্যালোচনা : ইমাম নাসাঈ মুতাশাদ্দিদ ছিলেন। যেমনটা হাফেয যাহাবী এবং হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেছেন।[১৭৮] সুতরাং তাওসীককারীদের মোকাবেলায় তার তাযঈফ প্রণিধানযোগ্য নয়। এছাড়াও ইমাম নাসাঈ রহিমাহুল্লাহ স্বীয় জারাহ-এর কারণ হিসেবে বলেছেন, তিনি তালকীন কবুল গ্রহণ করতেন। তবে অন্যান্য মুহাদ্দিস তালকীন গ্রহণ করা প্রসঙ্গে এটা বলেছেন যে, তিনি ইকরিমাহ হতে বর্ণনা করার সময়ে তালকীন গ্রহণ করতেন।

যেমন ইমাম শুবাহ ইবনুল হাজ্জাজ রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৬০ হি.) বলেছেন,

حَدَّثَنِي سِمَاكٌ، أَكْثَرَ مِنْ كَذَا وَكَذَا مَرَّةً، يَعْنِي حَدِيثَ عِكْرِمَةَ : إِذَا بَنَى أَحَدُكُمْ فَلْيَدْعَمْ عَلَى حَائِطِ جَارِهِ، وَإِذَا اخْتَلَفَ فِي الطَّرِيقِ-وَكَانَ النَّاسُ رُبَّمَا لَقَّنُوهُ فَقَالُوا : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؟ فَيَقُولُ : نَعَمْ، وَأَمَّا أَنَا فَلَمْ أَكُنْ أُلَقِّنُهُ-

'সিমাক আমাকে ইকরিমার এই বর্ণনাটি إِذَا بَنَى أَحَدُكُمْ فَلْيَدْعَمْ عَلَى حَائِطِ جَارِهِ، وَإِذَا اخْتَلَفَ فِي الطَّرِيقِ কয়েকবার বর্ণনা করেছিলেন। লোকেরা কখনো কখনো তাকে তালকীনে পতিত করতেন এবং বলতেন, এটা কি ইবনু আব্বাসের বর্ণনা? তখন সিমাক বলতেন, হ্যাঁ। কিন্তু আমি তাকে কখনো তালকীন গ্রহণ করাই নি'।[১৭৯]

কাযী শারীক বিন আব্দুল্লাহ আন-নাখাঈও (মৃ. ১৭৭/১৭৮ হি.) এই কথাটি বলেছেন। যেমনটা আসছে।

ইমাম শুবাহ রহিমাহুল্লাহ এবং শারীক রহিমাহুল্লাহ্‌র এই বর্ণনা দ্বারা প্রতীয়মান হয়েছে যে, তালকীন কবুল করা সংক্রান্ত যে জারাহ রয়েছে তার সম্পর্ক ইকরিমার সনদের সাথে রয়েছে। এটাই কারণ যে, অন্যান্য কিছু মুহাদ্দিস খাসভাবে ইকরিমা হতেই সিমাকের বর্ণনাকে মুযতারিব বলেছেন।

—৭

১৭৭. ঐ ২/২৫১।
১৭৮. যাহাবী, মীযানুল ইতিদাল ১/৪৩৭; মুকাদ্দামা ফাতহুল বারী পৃ. ৩৮৭।
১৭৯. উকায়লী, আয-যুআফাউল কাবীর ২/১৭৮, সনদ হাসান।

www.boimate.com

যেমনটা আসবে। সুতরাং প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমভাবে বলা এবং এর কারণে তাকে সর্বজনীনভাবে যঈফ আখ্যা দেয়া-এটা ইমাম নাসাঈর কঠোরতা। যা গ্রহণযোগ্য নয়।

(২) ইমাম ইবনু হাযম রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪৫৬ হি.) বলেছেন,

-سماك بن حرب وهو ضعيف-يقبل التلقين

'সিমাক বিন হারব যঈফ রাবী। তিনি তালকীন কবুল গ্রহণ করতেন'।[১৮০]

পর্যালোচনা : আরয রইল, এখানে সেই কথাটিও রয়েছে যেটা ইমাম নাসাঈর উক্তির অধীনে পেশ করা হয়েছে। বরং স্বয়ং ইবনু হাযম বলেছেন,

سماك بن حرب ضعيف-يقبل التلقين- شهد عليه بذلك شعبة-

'সিমাক বিন হারব যঈফ রাবী। তিনি তালকীন কবুল করতেন। শুবাহ এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছেন'।[১৮১]

আরয রইল যে, ইমাম শুবাহ্‌র সাক্ষ্য কেবল 'ইকরিমা হতে' সনদের সাথে খাস। সুতরাং একে সর্বজনীন মেনে নিয়ে সিমাককে শর্তহীনভাবে যঈফ বলা ঠিক নয়।

নিম্নোক্ত উক্তিগুলি দ্বারা তাযঈফ প্রমাণিত হয় না

(৩) ইমাম সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৬১ হি.) হতে বর্ণিত আছে যে, 'সিমাক বিন হারব যঈফ রাবী'।[১৮২]

তাহকীক : এ উক্তিটির সনদ যঈফ। কেননা এর সনদে মুহাম্মাদ বিন খলফ বিন আব্দুল হুমাইদ নামক মাজহূল রাবী রয়েছেন। কিন্তু ইমাম ইয়াকূব বিন শায়বাহ যাকারিয়া বিন আদীর বরাতে এই বক্তব্যটি বর্ণনা করেছেন। আর এতে সুফিয়ান সাওরীর বরাতটি ছুটে গিয়েছে। যদ্বারা এটা জানা যায় যে, এই উক্তির কোন একটি ভিত্তি রয়েছে।[১৮৩]

১৮০. ইবনু হাযম ৯/৩৯১।
১৮১. আল-মুহাল্লা ৭/৪৫২।
১৮২. ইবনু আদী, আল-কামিল ফী যুআফায়ির রিজাল ৪/৫৪১, সনদ যঈফ।
১৮৩. তাহযীবুল কামাল ১২/১২০।

www.boimate.com

বাস্তবে এটা সুফিয়ান সাওরীরই উক্তি। যেমনটা ইবনু আদীর বর্ণনা দ্বারা প্রতীয়মান হয়। ইবনু আদীর সনদ যদিও যঈফ; কিন্তু হাফেয ইয়াকূব বিন শায়বাহ্‌র বর্ণনা দ্বারা এর ভিত্তির সমর্থন মেলে। সুতরাং উভয়টি এক সাথে করে এই ফলাফল বের হয় যে, এটা সুফিয়ান সাওরীরেই উক্তি।[১৮৪]

কিন্তু সুফিয়ান সাওরীর এই তাযঈফ দ্বারা সাধারণ স্তরের তাযঈফ উদ্দেশ্য। যেমনটা অন্য একটি উক্তি দ্বারা বর্ণিত আছে। যদ্দারা প্রতীয়মান হয়েছে যে, সুফিয়ান সাওরী সিমাকের মধ্যে সাধারণ স্তরের দুর্বল থাকা মানতেন। যেমন ইমাম ইজলী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৬১ হি.) বলেছেন, وكان سفيان الثوري يضعفه بعض الضعف- সুফিয়ান সাওরী তার মধ্যে সামান্য দুর্বলতা আছে বলে ঘোষণা দিতেন'।[১৮৫]

পর্যালোচনা : অন্যদিকে সুফিয়ান রহিমাহুল্লাহ এটা বলেছেন, ما يسقط لسماك بن حرب حديث- 'সিমাক বিন হারবের কোন হাদীস সাকেত নয়'।[১৮৬]

এর উদ্দেশ্য এটাই যে, সুফিয়ান সাওরীর কাছে সিমাক বিন হারব হলেন সিকাহ রাবী। প্রশংসাকারীদের উক্তিসমূহে (২ নং) এর বিস্তারিত আলোচনা আসছে।

এই তাওসীকের আলোকে তার তাযঈফের ব্যাখ্যা এটা করা যায় যে, এর দ্বারা সাধারণ স্তরের দুর্বলতা উদ্দেশ্য। ইমাম ইজলী স্পষ্টভাবে এই কথাটি তার বরাতে উদ্ধৃত করেছেন। কিংবা এর দ্বারা তার উদ্দেশ্য হল, পরবর্তীতে তার (সিমাকের) মুখতালিত হওয়া। যেমন হাফেয ইয়াকূব সুফিয়ানের উক্তির এই ব্যাখ্যাটাই করেছেন। কিন্তু তিনি একে সুফিয়ান সাওরীর ছাত্র ইবনুল মুবারকের প্রতি সম্বন্ধ করেছেন। যা ভুল। যেমনটা স্পষ্টভাবে আলোচিত হয়েছে।

(৪) জারীর বিন আব্দুল হামীদ আয-যাব্বী (মৃ. ১৮৮ হি.) বলেছেন,

أَتَيْتُ سِمَاكَ بْنَ حَرْبٍ فَوَجَدْتُهُ يَبُولُ قَائِمًا فَتَرَكْتُهُ، وَلَمْ أَسْمَعْ مِنْهُ-

১৮৪. ইবনু আব্দুল হাদী, তানকীহুত তাহকীক ১/৪৮।
১৮৫. ইজলী, তারীখুস সিকাত পৃ. ২০৭, সনদবিহীন।
১৮৬. তারীখে বাগদাদ ৯/২১৪, সনদ সহীহ।

www.boimate.com

'আমি সিমাক বিন হারবের কাছে আসলাম। তাঁকে আমি দাঁড়িয়ে পেশাব করতে দেখলাম। ফলে তাঁকে বর্জন করলাম এবং তাঁর থেকে কিছুই শ্রবণ করলাম না'।[১৮৭]

তাহকীক : সম্ভবত সিমাক বিন হারব কোন কারণে দাঁড়িয়ে পেশাব করছিলেন। এজন্য কেবল এতটুকু কথা দ্বারা কারো উপর সমালোচনা করা যায় না। কেননা অনুরূপ বিষয় তো কিছু সাহাবী থেকেও প্রমাণিত। যেমন আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতেও দাঁড়িয়ে পেশাব করা প্রমাণিত।[১৮৮]

হানাফীদের ইমাম মুহাম্মাদও সাইয়েদুনা আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর এই আমল বর্ণনা করেছেন।[১৮৯] বরং আল্লাহ্‌র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতেও দাঁড়িয়ে পেশ করা প্রমাণিত।[১৯০] আল্লাহ্‌র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এই আমল ইমাম আবূ হানীফার প্রতি নিসবতকৃত মুসনাদে আবী হানীফা গ্রন্থেও উদ্ধৃত হয়েছে।[১৯১]

(৫) ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৪১ হি.) বলেছেন, 'তিনি মুযতারিবুল হাদীস'।[১৯২]

তাহকীক : ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ্‌র এ জারাহ-টির সম্পর্ক বিশেষভাবে {ইকরিমাহ হতে, তিনি ইবনু আব্বাস হতে} সনদের সাথে রয়েছে। যেমন ইমাম আহমাদের অন্য ছাত্র আবূ বকর বিন হানী আল-আসরাম ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ্‌র এই জারাহ নিম্নোক্ত বাক্যে বর্ণনা করেছেন, حديث سماك مضطرب عن عكرمة- 'ইকরিমাহ হতে সিমাকের বর্ণনা মুযতারিব হয়ে থাকে।[১৯৩]

অনুরূপভাবে ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ্‌র ছাত্র ইমাম আবূ দাঊদ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

১৮৭. উকায়লী, আয-যুআফাউল কাবীর ২/১৭৮, সনদ সহীহ।
১৮৮. মুওয়াত্তা ইমাম মালেক ১/৬৫, সনদ সহীহ।
১৮৯. মুওয়াত্তা ইমাম মুহাম্মাদ পৃ. ৩৪৩।
১৯০. বুখারী হা/২২৪।
১৯১. খাওয়ারিযমী, জামেউল মাসানীদ ১/২৫০।
১৯২. ইবনু আবী হাতিম, আল-জারহু ওয়াত-তাদীল ৪/২৭৯, সনদ সহীহ।
১৯৩. আন-নাফহুশ শাযী পৃ. ৩২৬। তিনি এটি কিতাবুল আসরাম হতে বর্ণনা করেছেন।

www.boimate.com

سَمِعْتُ أَحْمَدَ، قَالَ : قَالَ شَرِيكٌ : كَانُوا يُلَقِّنُونَ سِمَاكَ أَحَادِيثَهُ عَنْ عِكْرِمَةَ، يُلَقِّنُونَهُ : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَيَقُول : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ-

'আমি ইমাম আহমাদ হতে শুনেছি যে, শারীক বলেছেন, লোকেরা সিমাককে ইকরিমাহ হতে তার বর্ণনাগুলির মধ্যে তালকীন করাতেন। লোকেরা তালকীন করাতে গিয়ে বলতেন عَنِ ابْنِ عَبَّاس {ইবনু আব্বাস হতে}। তখন সিমাকও বলতেন, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ'।[১৯৪] উপরন্তু কিতাবুল ইলালে এভাবে বলা হয়েছে যে,

وسماك يرفعها عن عكرمة عن ابن عباس-

'সিমাক রহিমাহুল্লাহ ইকরিমার বর্ণনাকে ইবনু আব্বাসের বর্ণনা বানিয়ে দিতেন'।[১৯৫]

প্রমাণিত হল, ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ্‌র জারাহ {ইকরিমা হতে, তিনি ইবনু আব্বাস হতে} সনদের উপর রয়েছে। এ ব্যতীত অন্যান্য সনদে সিমাক রহিমাহুল্লাহ ইমাম আমাদ রহিমাহুল্লাহ্‌র কাছে সিকাহ হিসেবে গণ্য। এর আরও সমর্থন এ বিষয়টি দ্বারা হয় যে, অন্য মুহাদ্দিসগণও ইযতিরাবের জারাহ-বিশেষভাবে ইকরিমার সনদের উপর করেছেন। যেমন লক্ষ্য করুন-

১. ইমাম আলী বিন মাদীনী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৩৪ হি.) হতে উদ্ধৃত করতে গিয়ে হাফেয ইয়াকূব বিন শায়বাহ বলেছেন,

قلت لابن المديني : رواية سماك عن عكرمة؟ فقال : مضطربة-

'আমি ইমাম আলী বিন মাদীনীকে জিজ্ঞাসা করলাম, ইকরিমা হতে সিমাকের বর্ণনা কেমন হয়ে থাকে? তখন তিনি বললেন, মুযতারিব'।[১৯৬]

২. হাফেয ইয়াকূব বিন শায়বাহ (মৃ. ২৬২ হি.) বলেছেন, وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة বিশেষভাবে ইকরিমা হতে সিমাকের বর্ণনা মুযতারিব হয়ে থাকে'।[১৯৭]

---

১৯৪. আবূ দাউদ, মাসায়েলে আহমাদ পৃ. ৪৪০।
১৯৫. আল-ইলাল লি-আহমাদ ১/৩৯৫।
১৯৬. ইবনু হাজার, তাহযীবুত তাহযীব ৪/২৩৩।
১৯৭. তাহযীবুল কামাল ১২/১২০। তিনি (হাফেয মিযযী রহিমাহুল্লাহ) ইয়াকূব হতে বর্ণনা করেছেন।

www.boimate.com

৩. হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৮৫২ হি.) বলেছেন, صدوق- وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة- 'তিনি সত্যবাদী। আর বিশেষভাবে ইকরিমা হতে তার বর্ণনা মুযতারিব হয়ে থাকে'।[১৯৮]

৪. বরং ইমাম ইবনু রজব (মৃ. ৭৯৫ হি.) একাধিক হাদীসের হাফেযের ভাষ্য উল্লেখ করে বলেছেন, ومن الحفاظ من ضعف حديثه عن عكرمة مضطربة- 'হাদীসের হাফেযদের মধ্য হতে কিছু লোক বিশেষভাবে ইকরিমা হতেই সিমাকের বর্ণনাকে যঈফ আখ্যা দিয়েছেন'।[১৯৯]

পর্যালোচনা : প্রতীয়মান হল, ইমাম আহমাদের মুযতারিব সংক্রান্ত সমালোচনাটি স্রেফ ইকরিমার সনদের সাথে খাস। উপরন্তু এর আরেকটি শক্তিশালী দলীল এটাও যে, ইমাম আহমাদ সিমাকের হাদীসকে 'আব্দুল মালেক বিন উমাইর'-এর হাদীসের তুলনায় উত্তম বলেছেন। যেমন ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৪১ হি.) বলেছেন,

سماك بن حرب أصلح حديثا من عبد الملك بن عمير-

'সিমাক বিন হারব রহিমাহুল্লাহ আব্দুল মালেক বিন উমাইর রহিমাহুল্লাহ্র চেয়ে উত্তম হাদীস বর্ণনাকারী'।[২০০]

অথচ আব্দুল মালেক কুতুবে সিত্তার প্রসিদ্ধ সিকাহ রাবী।[২০১] সুতরাং ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ্র মতে সিমাক আরও বেশী সিকাহ।

৬. মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আম্মার আল-মূসিলী (মৃ. ২৪২ হি.) বলেছেন,

سماك بن حرب يقولون: إنه كان يغلط-ويختلفون في حديثه-

'সিমাক বিন হারব সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ বলেছেন, তিনি ভুল করতেন এবং মুহাদ্দিসগণ তাঁর হাদীসের ক্ষেত্রে ইখতিলাফ করেছেন'।[২০২]

---

১৯৮. তাকরীবুত তাহযীব, রাবী নং ২৬২৪।
১৯৯. শারহু ইলালিত তিরমিযী ২/৭৯৭।
২০০. ইবনু আবী হাতিম, আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল ৪/২৭৯, সনদ সহীহ।
২০১. তাহযীবুল কামাল ১৮/৩৭০।
২০২. তারীখে বাগদাদ ৯/২১৪, সনদ সহীহ।

www.boimate.com

পর্যালোচনা : আরয রইল যে, শুধু ভুল করার কারণে কেউ যঈফ রাবী হয়ে যান না। সিকাহ রাবীদের থেকেও ভুল হয়। এজন্য এ উক্তিটি মুজমাল। উপরন্তু এটা ইবনু আম্মার মূসিলীর নিজস্ব উক্তি নয়। বরং তিনি মুহাদ্দিসদের প্রতি একে নিসবত করেছেন। আর মুহাদ্দিসগণ স্বীয় উক্তির তাফসীর এটা করেছেন, বিশেষত ইকরিমার সনদেই সিমাক ভুল করতেন।

৭. ইমাম সালেহ বিন মুহাম্মাদ জাযারাহ রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৯৩ হি.) বলেছেন, 'সিমাক বিন হারবকে যঈফ রাবী বলা হয়'।[২০৩]

পর্যালোচনা : আরয রইল, এটাও মুজমাল উক্তি। আর তাকে যঈফ আখ্যাদানকারীদের উক্তির মধ্যে এই তাফসীর করা হয়েছে যে, তার দুর্বলতা স্রেফ ইকরিমার সনদের সাথে নির্দিষ্ট।

৮. ইমাম ইবনু হিব্বান রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৫৪ হি.) বলেছেন, 'তিনি অত্যধিক ভুল করতেন'।[২০৪]

পর্যালোচনা : আরয রইল, ইমাম ইবনু হিব্বান রহিমাহুল্লাহ সিমাককে স্বীয় কিতাবুস সিকাত গ্রন্থে উল্লেখ করে তার উপর জারাহ করেছেন। আর বাহ্যিকভাবে এটা সাংঘর্ষিক মনে হয় যে, যদি তিনি সিকাহ রাবী হন তাহলে তার উপর জারাহ করা হয়েছে কেন? আর যদি তিনি মাজরূহ হয়ে থাকেন তাহলে তাকে সিকাত গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে কেন?

আমাদের মতে, এই প্রশ্নের সমাধান এই যে, কতিপয় মুহাদ্দিস যখন তাযঈফের সাথে সাথে তাওসীকও করেন তখন এ ক্ষেত্রে তাওসীক পারিভাষিক অর্থে বুঝানো হয় না। স্রেফ সততা বুঝানো হয়।

অর্থাৎ ইমাম ইবনু হিব্বান রহিমাহুল্লাহ তাকে সততার দৃষ্টিকোণ থেকে সিকাহ বলেছেন। আর যবতের দিক থেকে তার উপর জারাহ করেছেন। কিন্তু যেহেতু ইবনু হিব্বান রহিমাহুল্লাহ জারাহ-এর ক্ষেত্রে মুতাশাদ্দিদ সেহেতু প্রমাণিত সরীহ তাওসীকের মোকাবেলায় তার জারাহ-এর কোন নির্ভরযোগ্যতা নেই। বরং খোদ ইবনু হিব্বানও নিজের এই জারাহকে গ্রহণযোগ্যতা দেন নি। কেননা সিমাক বিন হারবকে তিনি সিকাহ মেনে তার কয়েকটি হাদীস স্বীয় সহীহ ইবনু হিব্বান গ্রন্থে সন্নিবেশ করেছেন।

---

২০৩. তারীখে বাগদাদ ৯/২১৪, সনদ হাসান।
২০৪. ইবনু হিব্বান, আস-সিকাত ৪/৩৩৯।

www.boimate.com

৯. ইমাম দারাকুতনী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৮৫ হি.) বলেছেন,

ولم يرفعه غير سماك-وسماك سيئ الحفظ-

'একে সিমাক ব্যতীত আর কেউই মারফূ হিসেবে বর্ণনা করেননি। আর সিমাক হলেন বাজে হিফযের অধিকারী'।[২০৫]

পর্যালোচনা : ইমাম দারাকুতনী রহিমাহুল্লাহ-এর এই জারাহটির প্রেক্ষাপট এই যে, একটি বর্ণনাকে কয়েকজন মাওকূফ হিসেবে বর্ণনা দিয়েছেন। অন্যদিকে স্রেফ সিমাক সেটি মারফূ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ফলে ইমাম দারাকুতনী রহিমাহুল্লাহ বর্ণনাটিকে মাওকূফ হিসেবে রাজেহ তথা অগ্রগণ্য আখ্যা দিয়েছেন। আর সিমাকের বর্ণনাকৃত মারফূ বর্ণনাকে মারজূহ আখ্যা দিয়েছেন।

প্রতীয়মান হল, ইমাম দারাকুতনী রহিমাহুল্লাহ স্রেফ সিমাকের বাজে হিফযের কারণে তার বর্ণনাকে যঈফ বলেন নি। বরং সিমাকের অন্য ছাত্রদের বিরোধীতার কারণে তার বর্ণনাকে যঈফ বলেছেন। উপরন্তু 'তিনি বাজে হিফযের অধিকারী' বাক্যটি দ্বারা ইমাম দারাকুতনীর উদ্দেশ্য হল সিমাকের শেষ বয়সে ইখতিলাতে পতিত হওয়া। যেমনটা তিনি নিজেই বলেছেন,

سماك بن حرب اذا حدث عنه شعبة والثوري وابو الاحوص فأحاديثهم عنه سليمة-
وما كان عن شريك بن عبد الله وحفص بن جميع ونظرائهم-ففي بعضها نكارة-

'সিমাক বিন হারব হতে যখন শুবাহ রহিমাহুল্লাহ, সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ এবং আবুল আহওয়াস রহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন তখন সিমাক হতে তাদের হাদীসগুলি সহীহ ও সালেম। আর সিমাক হতে যে বর্ণনা শারীক বিন আব্দুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ, হাফস বিন জুমাই রহিমাহুল্লাহ এবং তাদের ন্যায় লোকেরা বর্ণনা করেন; সেগুলির মধ্যে কিছু নাকারাত থাকে'।[২০৬]

ইমাম দারাকুতনী রহিমাহুল্লাহ্‌র এই উক্তি দ্বারা প্রতীয়মান হল, তিনি সিমাককে শর্তহীনভাবে 'বাজে হিফযের অধিকারী' মানতেন না। বরং খাস সনদের সাথেই তাকে মন্দ হিফযের অধিকারী মানতেন। এর আরও সমর্থন

২০৫. দারাকুতনী, আল-ইলাল ১৩/১৮৪।
২০৬. সুওয়ালাতুস সাহমী লিদ-দারাকুতনী পৃ. ১৮৯।

www.boimate.com

এই কথা দ্বারা হয় যে, অন্য কিছু স্থানে ইমাম দারাকুতনী সিমাক বিন হারবের হাদীসকেও সহীহ বলেছেন। যেমন স্বীয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সুনানের মধ্যে তার বর্ণনাকে উল্লেখ করার পর তিনি বলেছেন, 'এ সনদটি হাসান ও সহীহ'।[২০৭]

১০-১১. ইমাম উকায়লী ও ইবনুল জাওযী তাকে যঈফ রাবীদের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু যঈফ রাবীদের গ্রন্থ সমূহে কোন রাবীর উল্লেখ হওয়া এ বিষয়টিকে আবশ্যিক করে না যে, সেই রাবী যঈফ রাবীদের জীবনচরিত প্রণেতাদের মতে যঈফ। কেননা যঈফ রাবীদের জীবন চরিত রচয়িতাদের মধ্যে সিকাহ্ রাবীদের উল্লেখও যঈফ রাবীদের জীবনী গ্রন্থে এটা বলার জন্য উল্লেখ করা হয় যে, তার উপর জারাহ্ করা হয়েছে।[২০৮]

এছাড়াও সিমাকের উপর যেই প্রকার জারাহ্ করা হয়েছে তার বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হয়েছে যে, তার উপর আরোপিত জারাহ্-এর সম্পর্ক বিশেষভাবে ইকরিমার সনদের সাথে সম্পৃক্ত। আর এই উক্তিই ইমাম উকায়লী ও ইবনুল জাওযীও বর্ণনা করেছেন। সুতরাং এই উক্তিগুলিতে শর্তহীনভাবে তাযঈফ-এর কোন কথাই নেই।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : কিছু লোক ইমাম আবুল কাসেমের গ্রন্থ 'কবূলুল আখবার ওয়া মারিফাতুর রিজাল' (২/৩৯০) হতে এটা বর্ণনা করেছেন যে, তিনি সিমাক হতে ঐ লোকদের তালিকা উল্লেখ করেছেন যাদের উপর বিদাত ও প্রবৃত্তির অনুসারী হওয়ার অপবাদ হয়েছে।

প্রথমত : এ কথাটির জন্য যেই ইমাম আবুল কাসেমের বরাত দেয়া হয়- তিনি আহলে সুন্নতের ইমাম নন। বরং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত হতে বহিষ্কৃত গোমরা ফেরকা মুতাযিলার সর্দার। আর তিনি খুবই বাজে আকীদা লালন করতেন। তার ধোঁকাবাজি ও প্রতারণা সীমা ছেড়ে গিয়েছে। কেননা এমন বাজে আকীদাধারী এবং বাতিল, ভণ্ড ব্যক্তিকে 'ইমাম' উপাধি দিয়ে আহলে সুন্নতের ইমামদের তালিকায় পেশ করা হয়। আর যুলুমের উপর আরও বড় যুলুম হল, এই মুতাযিলী আকীদাধারী ব্যক্তির বরাতে সুন্নী রাবীদেরকে বিদাতী প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়।

একেই বলা হয়, 'চোর উল্টো কোতোয়ালকে ধমক দেয়'।

২০৭. সুনানে দারাকুতনী ২/১৭৫।
২০৮. ইয়াযীদ বিন মুআবিয়া পার ইলযামাতকা তাহকীকী জায়েযাহ পৃ. ৬৬৯-৬৭০।

www.boimate.com

দ্বিতীয়ত : আবুল কাসেমের মুতাযিলী হওয়া সম্পর্কে আহলে সুন্নাতের ইমামগণ স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, এই ব্যক্তি মুহাদ্দিসদের সাথে দুশমনী রাখতেন। আর তাদের নিয়ে আজে-বাজে মন্তব্য করতেন।

হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, من كبار المعتزلة وله تصنيف في الطعن على المحدثين– 'তিনি আকাবেরে মুতাযিলী ছিলেন। মুহাদ্দিসদের সমালোচনায় তিনি বই রচনা করেছেন'।[২০৯] এক্ষণে, কোন সুন্নী রাবীর বিরুদ্ধে বদ জবানধারী মুতাযিলীর কথা কে পাত্তা দিবে?

তৃতীয়ত : আবুল কাসেম মুতাযিলী এই প্রসঙ্গে নিজেই উল্লিখিত মুহাদ্দিসগণ সম্পর্কে বলেছেন,

وليس قولنا كل من نسبوه إلي البدعة أو أسقطوه أضعفوه قولهم-معاذ الله من ذلك- بل كثير من أولئك عندنا أهل عدالة وطهارة وبر وتقوي-ولكن أتيت بالجمل التي تدل علي المراد-وعليها المدار-

'আমরা এটা বলি না, যাদের প্রতি লোকেরা বিদাতের নিসবত করেছেন বা সাকেত ও যঈফ আখ্যা দিয়েছেন; আমরাও সেটারই প্রবক্তা। নাঊযুবিল্লাহ। বরং তাদের মধ্য হতে অধিকাংশ লোকই আমাদের কাছে সৎ, পাক ও মুত্তাকী হিসেবে গণ্য। কিন্তু আমি ঐ বাক্যগুলি উদ্ধৃত করেছি যেগুলি বিশেষ উদ্দেশ্যের উপর ইশারা করে। আর যেগুলির উপর মন্তব্য ভিত্তিশীল থাকে'।[২১০]

আবুল কাসেম মুতাযিলী এমন কোন বক্তব্য সিমাক বিন হারব সম্পর্কে বলেন নি, যা তার কোন বিদাতের উপর দলীল বহন করে।

চতুর্থত : কোন রাবীর উপর বিদাতীদের অপবাদের দ্বারা কোনরূপ নেতিবাচক প্রভাব তার সাকাহাতের উপর পড়ে না।[২১১]

---

২০৯. লিসানুল মীযান ৪/৪২৯।
২১০. কবূলুল আখবার ওয়া মারিফাতুর রিজাল ১/১৯।
২১১. মীযানুল ইতিদাল ১/৫।

www.boimate.com

ইখতিলাতের জারাহ-বিষয়ক আলোচনা

কিছু মুহাদ্দিস তার উপর এমন কিছু সমালোচনা করেছেন; যদ্বারা প্রতীয়মান হয়, তিনি শেষ জীবনে ইখতিলাতের শিকার হয়ে গিয়েছিলেন।

(১) ইমাম বাযযার রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৯২ হি.) বলেছেন,

كان رجلا مشهورا لا أعلم أحدا تركه وكان قد تغير قبل موته-

'তিনি প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। আমি কাউকে জানি না যিনি তাকে বর্জন করেছিলেন। আর তিনি মৃত্যুর পূর্বে হিফয পরিবর্তনের শিকার হয়ে গিয়েছিলেন'।[২১২]

(২) হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'শেষ বয়সে তার স্মৃতিতে পরিবর্তন এসেছিল'।[২১৩]

কিন্তু অন্যান্য মুহাদ্দিস এটাও স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, তার পুরাতন ছাত্ররা তার থেকে যে বর্ণনা গ্রহণ করেছিলেন সেগুলি সহীহ। আর ইমাম শুবাহ এবং ইমাম সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ তার থেকে ইখতিলাতের পূর্বে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। যেমনটা লক্ষ্য করুন-

(৩) হাফেয ইয়াকূব বিন শায়বাহ (মৃ. ২৬২ হি.) বলেছেন,

ومن سمع من سماك قديما مثل شعبة وسفيان فحديثهم عنه صحيح مستقيم، والذي قاله ابن المبارك إنما يرى أَنَّهُ فيمن سمع منه بأخرة-

'যারা সিমাক হতে শুরুতে শ্রবণ করেছেন যেমন শুবাহ এবং সুফিয়ান সাওরী। তারা সিমাক হতে যে সকল হাদীস বর্ণনা করেছেন সেগুলি সহীহ ও সঠিক। আর ইবনুল মুবারক যে তাযঈফের ব্যাপারে বলেছেন সেটার সম্পর্ক তার ঐ সকল বর্ণনার সাথে যেগুলি তার শেষ জীবনে তার থেকে শোনা হয়েছে'।[২১৪]

মনে রাখতে হবে, ইবনুল মুবারক সিমাকের তাযঈফ-ই করেননি। যেমনটা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে।

২১২. তাহযীবুত তাহযীব 8/২৩৪।
২১৩. তাকরীবুত তাহযীব, রাবী নং ২৬২৪।
২১৪. তাহযীবুল কামাল ১২/১২০।

www.boimate.com

(৪) ইমাম দারাকুতনী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৮৫ হি.) বলেছেন,

سماك بن حرب اذا حدث عنه شعبة والثوري وابو الاحوص فأحاديثهم عنه سليمة-
وما كان عن شريك بن عبد الله وحفص بن جميع ونظرائهم-ففي بعضها نكارة-

'সিমাক বিন হারব হতে যখন শুবাহ, সুফিয়ান সাওরী এবং আবুল আহওয়াস বর্ণনা করেন তখন সিমাক হতে তার হাদীসগুলি সালেম (সহীহ) হয়ে থাকে। আর সিমাক হতে যে বর্ণনাগুলি শারীক বিন আব্দুল্লাহ, হাফস বিন জুমাই এবং তাদের অনুরূপ লোকেরা বর্ণনা করেন; সেগুলির মধ্যে কিছু নাকারাত রয়েছে'।[২১৫]

প্রতীয়মান হল যে, সিমাক বিন হারব হতে সুফিয়ান সাওরী প্রমুখদের বর্ণনা তার ইখতিলাতের পূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে। আর সিমাক হতে বুকে হাত বাঁধার হাদীস সুফিয়ান সাওরী হতেই উদ্ধৃত হয়েছে। সুতরাং এই হাদীসে সিমাকের উপর ইখতিলাতের জারাহ করার কোন সুযোগ নেই।

সিমাক বিন হারবের তাওসীক ৩৫ জন মুহাদ্দিস

সিমাক বিন হারব সম্পর্কে জারাহ-এর উক্তিগুলির উপর পর্যালোচনার পর নিম্নে ৩৫ জন মুহাদ্দিস হতে সিমাক বিন হারবের তাওসীক পেশ করা হল।-

(১) ইমাম শুবাহ ইবনুল হাজ্জাজ রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৬০ হি.) : তিনি তার থেকে বর্ণনা গ্রহণ করেছেন।[২১৬] আর শুবাহ স্রেফ সিকাহ রাবী থেকেই বর্ণনা গ্রহণ করেন।[২১৭]

(২) ইমাম সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৬১ হি.) : তিনি বলেছেন, 'সিমাক বিন হারবের কোন হাদীস সাকিত (বাতিল) নয়'।[২১৮]

সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ অনুরূপ কথা সিমাক ইবনুল ফাযল রহিমাহুল্লাহ সম্পর্কেও বলেছেন। আর এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইমাম ইবনু আবী হাতিম রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'তার হাদীস সহীহ হওয়ার কারণে'।[২১৯]

২১৫. সুওয়ালাতুস সাহমী লিদ-দারাকুতনী পৃ. ১৮৯।
২১৬. সহীহ মুসলিম হা/২৩৪৪।
২১৭. ইয়াযীদ পার ইলযামাত কা তাহকীকী জায়েযাহ পৃ. ৬৭৬-৬৭৭।
২১৮. তারীখে বাগদাদ ৯/২১৪।

www.boimate.com

প্রতীয়মান হল, সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ্‌র কাছে সিমাক বিন হারব হলেন সহীহুল হাদীস। অর্থাৎ সিকাহ। মনে রাখতে হবে, ইমাম সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ এ কথাটি উভয় সিমাক সম্পর্কে বলেছেন। কিছু অভিজ্ঞ আলেমের সিমাক বিন হারব সম্পর্কে সুফিয়ান রহিমাহুল্লাহ্‌র এ কথাটিকে এ কারণে অস্বীকার করা যে, সুফিয়ান সাওরী সিমাক বিন হারবকে তাযঈফ করেছেন -ভুল। কেননা সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ্‌র তাযঈফ-এর সম্পর্ক ইকরিমার সনদের সাথে খাস।

(৩) ইমাম ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৩৩ হি.) : তিনি বলেছেন, 'তিনি সিকাহ'।[২২০]

(৪) ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (মৃ. ২৪১ হি.) : তিনি বলেছেন, 'সিমাক বিন হারব আব্দুল মালেক বিন উমাইরের চেয়ে উত্তম হাদীস বর্ণনাকারী'।[২২১]

উপরোক্ত আব্দুল মালেক বিন উমাইর কুতুবে সিত্তার প্রসিদ্ধ সিকাহ রাবী।[২২২] সুতরাং ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ্‌র কাছে সিমাক আরও উচ্চমানের সিকাহ রাবী।

(৫) ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৫৬ হি.) : তিনি তার থেকে সাক্ষ্যস্বরূপ বর্ণনা গ্রহণ করেছেন।[২২৩] ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ যার থেকে সাক্ষীস্বরূপ বর্ণনা গ্রহণ করেন তিনি সাধারণত সিকাহ হয়ে থাকেন। মুহাম্মাদ বিন তাহের ইবনুল কায়সারানী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৫০৭ হি.) বলেছেন,

بل استشهد به في مواضع ليبين أنه ثقة-

'ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ হাম্মাদ বিন সালামা হতে সহীহ বুখারীতে কয়েকটি স্থানে সাক্ষ্যস্বরূপ বর্ণনা করেছেন এটা বলার জন্য যে, ইনি সিকাহ রাবী'।[২২৪]

(৬) ইমাম মুসলিম রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৬১ হি.) : তিনি সহীহ মুসলিমে তার থেকে কয়েকটি হাদীস নিয়েছেন।[২২৫]

২১৯. ইবনু আবী হাতিম, আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল ৪/২৮০।
২২০. ঐ ৪/২৭৯।
২২১. ঐ।
২২২. তাহযীবুল কামাল ১৮/৩৭০।
২২৩. সহীহুল বুখারী হা/৬৭২২।
২২৪. শুরূতুল আয়িম্মাতিস সিত্তাহ পৃ. ১৮।

www.boimate.com

* ইমাম হাকেম রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, قد احتج مسلم في المسند الصحيح بحديث سماك بن حرب- 'ইমাম মুসলিম স্বীয় সহীহ গ্রন্থে সিমাক বিন হারবের হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন'।[২২৬]

* হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, قد احتج به مسلم- 'তার দ্বারা ইমাম মুসলিম দলীল পেশ করেছেন।[২২৭]

(৭) ইমাম ইজলী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৬১ হি.) : তিনি বলেছেন, سماك بن حرب البكري الكوفي جائز الحديث- 'সিমাক বিন হারব আল-বিকরী হলেন কূফী। তিনি জায়েযুল হাদীস।[২২৮]

(৮) হাফেয ইয়াকূব বিন শায়বাহ (মৃ. ২৬২ হি.) : তিনি বলেছেন,

ومن سمع من سماك قديما مثل شعبة وسفيان فحديثهم عنه صحيح مستقيم-

'শুবাহ রহিমাহুল্লাহ, সুফিয়ান সাওরীর ন্যায় যারা সিমাক হতে সূচনাতে শ্রবণ করেছেন তাদের হাদীসগুলি সহীহ'।[২২৯]

(৯) ইমাম আবূ হাতেম আর-রাযী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৭৭ হি.) : তিনি বলেছেন 'তিনি সদূক ও সিকাহ রাবী'।[২৩০]

(১০) ইমাম তিরমিযী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৭৯ হি.) : তিনি সিমাকের অসংখ্য হাদীসকে সহীহ বলেছেন।[২৩১]

(১১) ইমাম ইবনুল জারূদ রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩০৭ হি.) : তিনি আল-মুনতাকা গ্রন্থে কয়েকটি স্থানে তার বর্ণনা গ্রহণ করেছেন।[২৩২]

২২৫. সহীহ মুসলিম হা/১৩৯।
২২৬. হাকেম, আল-মুসতাদরাক ১/১৬৪।
২২৭. তালখীসুল হাবীর ১/১৪।
২২৮. ইজলী, তারীখুস সিকাত পৃ. ২০৭।
২২৯. তাহযীবুল কামাল ১২/১২০।
২৩০. ইবনু আবী হাতিম, আল-জারহু ওয়াত-তাদীল ৪/২৭৯।
২৩১. তিরমিযী হা/৬৫।
২৩২. ইবনুল জারূদ, আল-মুনতাকা হা/২৫।

www.boimate.com

(১২) ইমাম ইবনু জারীর আত-তাবারী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩১০ হি.) : তিনি সিমাকের একটি বর্ণনা সম্পর্কে বলেছেন, 'এই বর্ণনাটির সনদ আমাদের কাছে সহীহ'।[২৩৩]

(১৩) ইমাম ইবনু খুযায়মাহ রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩১১ হি.) : তিনি স্বীয় সহীহ গ্রন্থে অসংখ্য স্থানে তার বর্ণনা গ্রহণ করেছেন।[২৩৪]

(১৪) আবূ আলী মানসূর আত-তূসী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩১২ হি.) : তিনি সিমাকের একটি হাদীস সম্পর্কে বলেছেন, 'এই হাদীসটি হাসান'।[২৩৫]

(১৫) ইমাম আবূ আওয়ানা আল-ইসফারাঈনী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩১৬ হি.) : তিনি স্বীয় মুসতাখরাজ আবূ আওয়ানা গ্রন্থে অসংখ্য স্থানে তার থেকে বর্ণনা গ্রহণ করেছেন।[২৩৬] মনে রাখতে হবে, তিনি এ গ্রন্থের হাদীসগুলিকে সহীহ বলেছেন।

(১৬) হাফেয আহমাদ বিন সাঈদ বিন হাযম আস-সুদাফী ওরফে আল-মুনতাজালী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৫০ হি.) : তিনি বলেছেন, تابعي ثقة– لم يترك أحد أحديثه- তিনি সিকাহ তাবেঈ। তার হাদীসকে কেউই বর্জন করেননি'।[২৩৭]

(১৭) ইমাম ইবনু হিব্বান রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৫৪ হি.) : তিনি স্বীয় সহীহ গ্রন্থে অসংখ্য স্থানে তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন।[২৩৮]

(১৮) ইমাম ইবনু আদী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৬৫ হি.) : তিনি বলেছেন,

'সিমাকের অসংখ্য হাদীস রয়েছে। যেগুলি সবই সঠিক ইনশাআল্লাহ। তার থেকে ইমামগণ বর্ণনা করেছেন। তিনি কূফার কিবার তাবেঈ ছিলেন। আর

২৩৩. তাবারী, তাহযীবুল আসার (মুসনাদে ওমর) ২/৬৯৩।
২৩৪. সহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/৮।
২৩৫. মুসতাখরাজ তূসী আলা জামিয়িত তিরমিযী ২/১৬৭।
২৩৬. মুসতাখরাজ আবী আওয়ানাহ ১/৩০৫।
২৩৭. ইকমালু তাহযীবিল কামাল ৬/১১০।
২৩৮. সহীহ ইবনু হিব্বান হা/১৩৯০।

www.boimate.com

তার থেকে লোকদের বর্ণিত হাদীস হাসান। তিনি সদূক। তার মাঝে কোন সমস্যা নেই'।[২৩৯]

(১৯) ইমাম দারাকুতনী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৮৫ হি.) : তিনি সিমাক বিন হারবের সনদে একটি হাদীস বর্ণনা করে বলেছেন, 'এই সনদটি হাসান এবং সহীহ'।[২৪০]

(২০) ইমাম ইবনু শাহীন রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৮৫ হি.) : তিনি সিমাককে সিকাত গ্রন্থে উল্লেখ করে ইবনু মাঈন হতে বর্ণনা করেছেন, 'ইবনু মাঈন বলেছেন, সিমাক বিন হারব সিকাহ রাবী'।[২৪১]

(২১) ইমাম হাকেম রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪০৫ হি.) : তিনি সিমাকের একটি হাদীস সম্পর্কে বলেছেন, 'এই হাদীসটি সহীহুল ইসনাদ'।[২৪২]

(২২) ইমাম আবূ নুআঈম রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪৩০ হি.) : তিনি সহীহ হাদীস সন্নিবেশিত কিতাবুল মুসতাখরাজ গ্রন্থে কয়েকটি স্থানে তার দ্বারা দলীল পেশ করেছেন।[২৪৩]

(২৩) ইমাম ইবনু আব্দুল বার্র রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪৬৩ হি.) : তিনি সিমাকের একটি হাদীস সম্পর্কে বলেছেন, 'এ হাদীস সহীহ'।[২৪৪]

(২৪) মুহাম্মাদ বিন তাহের ইবনুল কায়সারানী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৫০৭ হি.) : তিনি বলেছেন, 'সিমাক সদূক রাবী'।[২৪৫]

(২৫) ইমাম আবূ মুহাম্মাদ বাগাবী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৫১৬ হি.) : তিনি সিমাকের একটি হাদীস সম্পর্কে বলেছেন, 'এ হাদীসটি হাসান'।[২৪৬]

২৩৯. ইবনু আদী ৪/৫৪৩।
২৪০. সুনানে দারাকুতনী ২/১৭৫।
২৪১. ইবনু শাহীন, আস-সিকাত পৃ. ১০৭।
২৪২. হাকেম, আল-মুসতাদরাক ২/৫০৮।
২৪৩. আল-মুসনাদুল মুসতাখরাজ আলা সহীহ মুসলিম ২/৫৮।
২৪৪. আত-তামহীদ ৮/১৩৮।
২৪৫. যাখীরাতুল হুফফায ২/৬৬৯।
২৪৬. বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ ৩/৩১।

www.boimate.com

(২৬) ইবনুস সাইয়েদ রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৫২১ হি.) : তিনি বলেছেন, كان إماما عالما ثقة فيما ينقله- 'তিনি একজন ইমাম, আলেম এবং স্বীয় বর্ণনাকৃত বিষয়ে সিকাহ ছিলেন'।[২৪৭]

(২৭) ইমাম জাওরাকানী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৫৪৩ হি.) : তিনি সিমাকের একটি হাদীস সম্পর্কে বলেছেন, 'এ হাদীসটি সহীহ'।[২৪৮]

(২৮) ইমাম ইবনু খলফূন রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৬৩৬ হি.) : তিনি তাকে সিকাত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[২৪৯]

(২৯) ইমাম যিয়াউল মাকদেসী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৬৪৩ হি.) : তিনিও আল-আহাদীসুল মুখতারা গ্রন্থে তার থেকে বর্ণনা গ্রহণ করেছেন।[২৫০]

(৩০) ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৬৭ হি.) : তিনি সিমাকের একটি হাদীস সম্পর্কে বলেছেন, فلا أقل من أن يكون حسنا-وسماك بن حرب رجل صالح- 'এ হাদীসটি হাসান স্তরের চেয়ে কম নয়। আর সিমাক বিন হারব সালেহ ব্যক্তি'।[২৫১]

(৩১) ইমাম ইবনু সাইয়েদুন নাস রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৩৪ হি.) : তিনি সিমাকের একটি হাদীস সম্পর্কে বলেছেন, 'এ হাদীসটি সহীহ'।[২৫২]

(৩২) ইমাম ইবনু আব্দুল হাদী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৪২ হি.) : তিনি সিমাকের একটি হাদীস সম্পর্কে বলেছেন, 'এ হাদীসটি সহীহ। যেমনটা তিরমিযী বলেছেন। সিমাক বিন হারবকে ইবনু মাঈন, আবূ হাতেম প্রমুখ সিকাহ বলেছেন। আর ইমাম মুসলিম স্বীয় সহীহ গ্রন্থে সিমাকের অসংখ্য বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন'।[২৫৩]

২৪৭. ইকমালু তাহযীবিল কামাল ৬/১০৯।
২৪৮. আল-আবাতীল ওয়াল-মানাকীরু ওয়াস-সিহাহ ওয়াল-মাশাহীর ১/২৪১।
২৪৯. ইকমালু তাহযীবিল কামাল ৬/১০৯।
২৫০. আল-মুসতাখরাজ মিনাল আহাদীসিল মুখতারাহ হা/১১৯।
২৫১. আল-মাজমূ ১০/১১১।
২৫২. আন-নাফহুশ শাযী ১/৩১৯।
২৫৩. তানকীহুত তাহকীক ৩/২০৫।

www.boimate.com

(৩৩) ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৪৮ হি.) : তিনি সিমাকের বর্ণনা সম্পর্কে ইমাম হাকেমের তাসহীহ-এর সমর্থন করতে গিয়ে বলেছেন, '(এ হাদীসটি) সহীহ'।[২৫৪]

উপরন্তু তিনি বলেছেন, 'তিনি হাদীসের হাফেয এবং খুব বড় মাপের ইমাম ছিলেন'।[২৫৫]

(৩৪) ইমাম হায়সামী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৮০৭ হি.) : তিনি সিমাক বিন হারবকে সিকাহ বলেছেন।[২৫৬] উপরন্তু সিমাক বিন হারব-এর একটি বর্ণনা সম্পর্কে বলেছেন, 'এর সনদ হাসান'।[২৫৭]

(৩৫) হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৮৫২ হি.) : তিনি সিমাকের একটি হাদীস সম্পর্কে বলেছেন, 'এর সনদ মুত্তাসিল ও সহীহ'।[২৫৮]

মনে রাখতে হবে, হাফেয ইবনু হাজার তাকরীব গ্রন্থে যা কিছু বলেছেন তার সম্পর্ক ইকরিমার সনদের সাথে কিংবা ইখতিলাতের সাথে রয়েছে।

২৫৪. যাহাবী, আল-মুসতাদরাক লিল-হাকিম মাআত তালীক ২/৫০৮।
২৫৫. সিয়ারু আলামিন নুবালা ৫/২৪৫।
২৫৬. মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৭/৩৯২।
২৫৭. ঐ ২/৪১।
২৫৮. ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ৮/৬৯৪।

www.boimate.com

হাদীস-৫

ওয়ায়েল বিন হুজর (রা)-এর হাদীস

ইমাম ইবনু খুযায়ামা রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩১১ হি.) বলেছেন,

نا أَبُو مُوسَى، نا مُؤَمَّلٌ، نا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ-

ওয়ায়েল বিন হুজর হতে বর্ণনা আছে যে, 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে নামায পড়েছি। তিনি ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে বুকের উপর রেখেছিলেন'।[২৫৯]

উলামাদের জন্য লক্ষণীয়

এ হাদীসটি নিঃসন্দেহে ও কোনরূপ সংশয় ব্যতীতই সহীহ। সামনে এর পুরো বিবরণ আসছে। এই সহীহ হাদীসের ভিত্তিতে আহলে ইলমগণ নামাযের পদ্ধতি বলতে গিয়ে স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, আল্লাহ্‌র নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযের মধ্যে দাঁড়ানো অবস্থায় বুকের উপর হাত বাঁধতেন।

১) আল্লামা মাজদুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন ইয়াকূব ফীরাযোদাবাদী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৮১৭ হি.) লিখেছেন,

ثم يضع يمينه علي يساره فوق صدره- كذا في صحيح ابن خزيمة-

'অতঃপর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় ডান হাতকে বাম হাতের উপর বুকে রাখতেন। সহীহ ইবনু খুযায়মাতে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে'।[২৬০]

২৫৯. সহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/৪৭৯, সনদ সহীহ।
২৬০. সিফরুস সাআদাহ পৃ. ৭।

www.boimate.com

২) শায়েখ মোল্লা দাদ বিন আব্দুল্লাহ হানাফী (মৃ. ৯২৩ হি.) নাভীর নিচে হাত বাঁধার বর্ণনা যঈফ হওয়ার কারণে সহীহ ইবনু খুযায়মার এই হাদীসের উপর আমলকে ওয়াজিব আখ্যা দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন,

إذا كان حديث وضع اليدين تحت السرة ضعيفا ومعارضا بأثر علي بأنه فسر قوله تعالى : (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ) على الصدر، يجب أن يعمل بحديث وائل الذى ذكره النووي-

'যখন নাভীর নীচে হাত বাঁধার বর্ণনা যঈফ এবং আলী রাযিআল্লাহু আনহুর এই আসারের বিরোধী; যেখানে আলী রাযিআল্লাহু আনহু আল্লাহর বাণী {তুমি নামায পড় তোমার রবের জন্য এবং কুরবানী কর} -এর তাফসীরে বুকের উপর হাত বাঁধা করেছেন তখন, এমতাবস্থায় ওয়ায়েল বিন হুজর রাযিআল্লাহু আনহুর এই হাদীসের উপর আমল করা ওয়াজিব হয়ে যায়। যা নববী উল্লেখ করেছেন'।[২৬১]

ইমাম ইবনু খুযায়মাহ সহীহ শর্ত দিয়েছেন

ইমাম ইবনু খুযায়মাহ রহিমাহুল্লাহ একে সহীহ ইবনু খুযায়মাহ গ্রন্থে সন্নিবেশ করেছেন। যার উদ্দেশ্য এই যে, তিনি এই হাদীসকে সহীহ বলেছেন। কিন্তু বেচারা হানাফী প্রতারণা করতে গিয়ে এটা বলেন যে, ইমাম ইবনু খুযায়মাহ স্বীয় গ্রন্থে যেখানে এই হাদীসকে বর্ণনা করেছেন সেখানে সহীহ বলেন নি।

জবাব : আরয রইল যে, ইমাম ইবনু খুযায়মাহ স্বীয় গ্রন্থে এই শর্ত দিয়েছেন যে, তিনি এই গ্রন্থে সহীহ হাদীসগুলিই বর্ণনা করবেন। যেমনটা গ্রন্থের নাম থেকেই প্রতীয়মান হয়। উপরন্তু এর মধ্যেও এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে আলোচিত আছে। যেমন ইমাম ইবনু খুযায়মাহ গ্রন্থের সূচনাতেও বলেছেন,

مُخْتَصَرُ الْمُخْتَصَرِ مِنَ الْمُسْنَدِ الصَّحِيحِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِنَقْلِ الْعَدْلِ، عَنِ الْعَدْلِ مَوْصُولًا إِلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ قَطْعٍ فِي أَثْنَاءِ الْإِسْنَادِ وَلَا جَرْحَ فِي نَاقِلِي الْأَخْبَارِ الَّتِي نَذْكُرُهَا بِمَشِيئَةِ اللهِ تَعَالَى-

২৬১. শারহুন আলাল হিদায়াহ, [illegible] গ্রন্থের বরাতে পৃ. ৪০ তাহকীক : মুহাম্মাদ যিয়াউর রহমান আযমী [illegible]

www.boimate.com

'এমন সকল সহীহ হাদীসের বর্ণনা যেগুলি আল্লাহ্‌র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে সত্য রাবীদের মাধ্যমে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত এর সনদগুলি মুত্তাসিল। মধ্যখানে কোনরূপ ইনকিতা নেই। এ সকল রাবীদের মধ্যে কোন রাবীই মাজরূহ বা সমালোচিত নন। যাদের উল্লেখ ইনশাআল্লাহ আমরা করব'।[২৬২]

অতঃপর কিতাবুস সলাত-যেখানে এ হাদীসটি রয়েছে। যার সূচনাতে তিনি তার এই শর্তগুলিকে পুণরাবৃত্তি করতে গিয়ে লিখেছেন,

كِتَابُ الصَّلَاةِ الْمُخْتَصَرُ مِنَ الْمُخْتَصَرِ مِنَ الْمُسْنَدِ الصَّحِيحِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الشَّرْطِ الَّذِي اشْتَرَطْنَا فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ-

'নামায সম্পর্কিত এমন সহীহ হাদীসগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা যেগুলি আল্লাহ্‌র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত। ঐ শর্ত মোতাবেক যেগুলি আমরা কিতাবুত তাহারাতে গ্রহণ করেছি'।[২৬৩]

প্রতীয়মান হল, যখন ইমাম ইবনু খুযায়মাহ রহিমাহুল্লাহ এই গ্রন্থে শর্তই করে দিয়েছেন যে, তিনি এই গ্রন্থে স্রেফ সহীহ হাদীসগুলিই সন্নিবেশ করবেন তখন বুকে হাত রাখা সংক্রান্ত হাদীসকে এই গ্রন্থে উল্লেখ করাই এ বিষয়টির দলীল যে, তিনি এ হাদীসকে সহীহ বলেছেন। এজন্য অসংখ্য মুহাদ্দিস যখন সহীহ ইবনু খুযায়মার হাদীস বর্ণনা করেন তখন তারা এভাবে বলেন যে, ইমাম ইবনু খুযায়মা একে সহীহ বলেছেন।

ইমাম ইবনুল মুলাক্কিন রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৮০৪ হি.) একটি হাদীস সম্পর্কে বলেছেন,

وصححه ابن خزيمة أيضا-لذكره إياه في صحيحه-

'একে ইবনু খুযায়মাহ সহীহ বলেছেন। কেননা তিনি একে স্বীয় সহীহ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন'।[২৬৪]

২৬২. সহীহ ইবনু খুযায়মাহ ১/৩।
২৬৩. সহীহ ইবনু খুযায়মাহ ১/১৫৩।
২৬৪. ইবনুল মুলাক্কিন, আল-বাদরুল মুনীর ১/৬১৯।

www.boimate.com

উপরন্তু 'সহীহ ইবনু খুযায়মাহ' গ্রন্থে (হা/১০১৭, ২/১০৭) আবূ সাঈদ খুদরী রাযিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত একটি হাদীস রয়েছে। আর যেখানে এ হাদীসটি রয়েছে ঠিক সেখানেই ইবনু খুযায়মাহ সহীহ-এর হুকুম আলাদাভাবে লিখেন নি। কিন্তু এরপরও হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ এই হাদীসকে বর্ণনা করে বলেছেন, 'এ হাদীসকে ইবনু খুযায়মাহ সহীহ বলেছেন'।[২৬৫]

প্রকাশ থাকে যে, এমনটা সেই কারণেই হয়েছে। কেননা ইবনু খুযায়মাহ রহিমাহুল্লাহ সূচনাতেই এই হাদীসগুলিকে সহীহ বলে দিয়েছেন।

হানাফীরাও এমনটাই বলেন। যেমন সহীহ ইবনু খুযায়মাহ (হা/২৮৩, ১/১৪৩)-এর অধীনে একটি হাদীস রয়েছে। আর যেখানে এই হাদীসটি রয়েছে সেখানে ইবনু খুযায়মাহ বিশেষভাবে আলাদাভাবে সহীহ হুকুম লিখেন নি। কিন্তু এরপরও হানাফীদের আল্লামা নীমাবী সহীহ ইবনু খুযায়মাহ হতে একে বর্ণনা করে বলেছেন, 'একে ইবনু খুযায়মাহ সহীহ বলেছেন'।[২৬৬]

প্রতীয়মান হয়েছে যে, ইমাম ইবনু খুযায়মাহ রহিমাহুল্লাহ-এর সহীহ ইবনু খুযায়মাহ গ্রন্থে এই হাদীসকে সন্নিবেশ করাই এ কথাটির দলীল যে, তিনি এ হাদীসকে সহীহ বলেছেন। এজন্য কয়েকজন আহলে ইলম এ হাদীসকে উদ্ধৃত করতে গিয়ে এটা লিখেছেন, 'ইমাম ইবনু খুযায়মাহ একে সহীহ বলেছেন'। যেমন-

* ইমাম ইবনু সাইয়েদুন নাস তিরমিযীর ব্যাখ্যায় ইবনু খুযায়মার এ হাদীস সম্পর্কে বলেছেন, 'ইবনু খুযায়মাহ একে সহীহ বলেছেন'।[২৬৭]

দশজন মুহাদ্দিস এর দৃষ্টিতে হাদীসটি সহীহ

নিচে দশজন মুহাদ্দিস ও অভিজ্ঞ আলেমের বরাত পেশ করা হল। যাদের দৃষ্টিতে এই হাদীসটি সহীহ ও প্রমাণিত।–

(১) ইমাম ইবনু খুযায়মাহ রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩১১ হি.) একে সহীহ আখ্যা দিয়েছেন। কেননা তিনি একে স্বীয় 'সহীহ' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। আর এই

২৬৫. সহীহ ইবনু খুযায়মাহ ১/৩৪৮।
২৬৬. আসারুস সুনান হা/৪৮।
২৬৭. আন-নাফহুশ শাযী ৪/৩৭৪।

www.boimate.com

গ্রন্থটির হাদীসগুলি ইমাম ইবনু খুযায়মাহ্‌র দৃষ্টিতে সহীহ। যেমনটা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

(২) ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৬৭৬ হি.) 'খুলাসাতুল আহকাম' গ্রন্থে সহীহ হাদীসগুলির আওতায় একে উল্লেখ করে লিখেছেন,

وَعَنْ وَائِل : صليت مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَوضع يَده الْيُمْنَى عَلَى يَده الْيُسْرَى عَلَى صَدره-رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيحه-

'ওয়ায়েল বিন হুজর হতে বর্ণনা আছে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে নামায পড়েছি। তিনি স্বীয় ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে বুকের উপর রেখেছিলেন'।[২৬৮]

উলামাদের জন্য লক্ষণীয়

এরপর ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ 'এ অনুচ্ছেদের যঈফ হাদীস সমূহ' শিরোনামে আলোচ্য বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলী রাযিআল্লাহু আনহুর 'নাভীর নিচে' সংক্রান্ত বর্ণনাটি সন্নিবেশ করেছেন। অতঃপর তিনি এর দুর্বল হওয়ার উপর ঐকমত বর্ণনা করেছেন। আর এর রাবী 'আব্দুর রহমান বিন ইসহাক আল-ওয়াসিতী'-এর যঈফ হওয়ার উপর ইজমা উদ্ধৃত করেছেন।

প্রকাশ থাকে, 'খুলাসাতুল আহকাম' গ্রন্থে ইমাম নববীর মানহাজ এই ছিল যে, তিনি প্রতিটি মাসলার সাথে সম্পৃক্ত হাদীসগুলিকে দুটি অংশে উল্লেখ করেন। প্রথম অংশে স্রেফ সেই হাদীসগুলি উল্লেখ করেন যেগুলি তার দৃষ্টিতে সহীহ। আর এরপর তিনি 'অনুচ্ছেদ' রচনা করে দ্বিতীয় অংশটি উল্লেখ করেন। যেখানে তিনি আলোচ্য মাসলা সম্পর্কে যঈফ হাদীসগুলি উল্লেখ করেন।[২৬৯]

(৩) হাফেয ইবনু সাইয়েদুন নাস রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৩৪ হি.) লিখেছেন,

واحتج من قال : تحت السرة بأثرة-روي في ذلك من طريق عبد الرحمن بن اسحاق الواسطي-وهو ضعيف-واحتج من قال : على صدره بحديث وائل بن حجر : صليت

২৬৮. খুলাসাতুল আহকাম ১/৩৫৮।
২৬৯. খুলাসাতুল আহকাম ১/৩৬-৩৭।

www.boimate.com

مع النبي صلي الله عليه وسلم فوضع يده اليمني علي يده اليسري علي صدره-صححه ابن خزيمة-

'যারা নাভীর নিচে হাত বাঁধার কথা বলেছেন তারা ঐ আসার দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন যা আব্দুর রহমান বিন ইসহাক আল-ওয়াসিতীর সূত্রে বর্ণিত। আর সেটা যঈফ। অন্যদিকে যারা বুকের উপর হাত বাঁধার কথা বলেছেন তারা ওয়ায়েল বিন হুজর রাযিআল্লাহু আনহুর হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন। যেখানে ওয়ায়েল বিন হুজর রাযিআল্লাহু আনহু বলেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে নামায পড়েছি। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে বুকের উপর রেখেছিলেন। ইমাম ইবনু খুযায়মাহ একে সহীহ বলেছেন'।[২৭০]

লক্ষ্য করুন! হাফেয ইবনু সাইয়েদুন নাস রহিমাহুল্লাহ নাভীর নিচের বর্ণনাকে যঈফ আখ্যা দিয়েছেন। এর পর তিনি বুকের উপর হাত বাঁধার বর্ণনাকে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এর তাযঈফ করেননি। বরং এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে, 'ইমাম ইবনু খুযায়মাহ একে সহীহ বলেছেন'। এর দ্বারা পরিষ্কার যাহির হয় যে, ইবনু সাইয়েদুন নাস রহিমাহুল্লাহ্‌র নজরেও এটা সহীহ হাদীস।

(৪) হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৮৫২ হি.)-এর কাছেও এ হাদীসটি সহীহ। অন্ততপক্ষে হাসান। কেননা হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহও এই হাদীসের কিছু অংশ ফাতহুল বারীর মধ্যে উল্লেখ করেছেন।[২৭১]

আর তিনি এর উপর চুপ থেকেছেন। যা এ বিষয়টির দলীল যে, হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ্‌র কাছেও এই হাদীসটি সহীহ কিংবা কমপক্ষে হাসান।

(৫) আল্লামা আইনী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৮৫৫ হি.) লিখেছেন,

فإن قلت : كيف يكون الحديث حجة على الشافعي وهو حديث ضعيف لا يقاوم الحديث الصحيح والآثار التي احتج بها مالك والشافعي، هو حديث وائل بن حجر أخرجه ابن خزيمة في صحيحه قال : صليت مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فوضع يده اليمنى على اليسرى على صدره-

২৭০. আন-নাফহুশ শাযী ৪/৩৭৪।
২৭১. ফাতহুল বারী ২/২২৪।

www.boimate.com

'যদি তোমরা বল যে, এই হাদীসটি শাফেঈর বিরুদ্ধে কিভাবে দলীল হতে পারে যখন এটা যঈফ এবং এর সহীহ হাদীসের সমমানের বর্ণনা নেই এবং আর না তার আসারগুলির সমমানের; যেগুলি দ্বারা ইমাম মালেক ও শাফেঈ দলীল গ্রহণ করেছেন। আর সেটা হল ওয়ায়েল বিন হুজর রাযিআল্লাহু আনহুর হাদীস। যেটাকে ইমাম ইবনু খুযায়মাহ স্বীয় সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে নামায পড়েছি। তখন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ডান হাত বাম হাতের উপর বুকের উপর রেখেছিলেন'।[২৭২]

এই ইবারতে আল্লামা আইনী রহিমাহুল্লাহ স্বীকার করেছেন যে, এ হাদীসটি সহীহ।

(৬) শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আমীরুল হাজ্জ রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৮৭৯ হি.) লিখেছেন,

- لم يثبت حديث يعين محل الوضع إلا حديث وائل المذكور

'কোন্ স্থানে হাত বাঁধতে হবে? এ প্রসঙ্গে ওয়ায়েল বিন হুজরের উপরোল্লিখিত হাদীসটি ব্যতীত অন্য আর কোন হাদীস প্রমাণিত নেই'।[২৭৩]

(৭) যায়নুদ্দীন বিন ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ ওরফে ইবনু নুজাইম মিসরী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৯৭০ হি.) লিখেছেন,

وَلَمْ يَثْبُتْ حَدِيثٌ يُوجِبُ تَعْيِينَ الْمَحَلِّ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ الْوَضْعُ مِنْ الْبَدَنِ إلَّا حَدِيثَ وَائِلٍ الْمَذْكُورَ-

'শরীরের কোন্ অংশে হাত বাঁধতে হবে? এ প্রসঙ্গে ওয়ায়েল বিন হুজর রাযিআল্লাহু আনহুর উপরোক্ত হাদীসটি ব্যতীত আর কোন হাদীস প্রমাণিত নেই'।[২৭৪]

(৮) আল্লামা ইবনু হাজার হায়সামী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৯৭৪ হি.) লিখেছেন,

لما صح أنه صلي الله عليه وسلم وضع يده اليمني علي يده اليسري علي صدره-

২৭২. আল-বিনায়া শরহে হিদায়া ২/১৮২।
২৭৩. শারহুল মুনিয়া; দুর্রাহ ফী ইযহারি নাকদিস সুর্রাহ পৃ. ৬৭।
২৭৪. আল-বাহরুর রায়েক শরহে কানযুদ দাকায়েক ১/৩২০।

www.boimate.com

'কেননা আল্লাহ্‌র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সহীহ হাদীস রয়েছে যে, তিনি ডান হাত বাম হাতের উপর বুকে স্থাপন করতেন'।[২৭৫]

(৯) শায়েখ আব্দুল হক বিন সাইফুদ্দীন দেহলবী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১০৫২ হি.) লিখেছেন, 'তাকবীরের পর তিনি ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে বুক বরাবর স্থাপন করতেন। এমনটি সহীহ ইবনু খুযায়মাতে প্রমাণিত আছে'।[২৭৬]

(১০) আল্লামা আব্দুল হাঈ লাখনোবী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৩০৪ হি.) বলেছেন,

وثبت عند ابن خزيمة وغيره من حديث وائل الوضع على الصدر-

'বুকের উপর হাত বাঁধা সম্পর্কে ইবনু খুযায়মা সহ অন্যান্য গ্রন্থে ওয়ায়েল বিন হুজর রাযিআল্লাহু আনহুর হাদীস প্রমাণিত আছে'।[২৭৭]

উল্লিখিত হাদীসের রাবীদের পরিচিতি

আসন্ন ছত্রগুলিতে এ হাদীসের সমগ্র রাবীর বিস্তারিত আলোচনা লক্ষ্য করুন-

(১) কুলাইব বিন শিহাব আল-জুরমী একজন সিকাহ রাবী। তার পরিচিতি গত হয়েছে।

(২) আসেম বিন কুলাইবও সিকাহ রাবী। তার পরিচিতি গত হয়েছে।

(৩) সুফিয়ান বিন সাঈদ আস-সাওরী একজন খুব বড় মাপের সিকাহ ইমাম। বরং তিনি আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস। তার পরিচিতি গত হয়েছে।

সুফিয়ান সাওরী তাদলীস করতেন

সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ মুদাল্লিস রাবী। যেমনটা নিম্নের ইমামদের উক্তি সমূহ দ্বারা জানা যায়-

(১) ইমাম শুবাহ ইবনুল হাজ্জাজ রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৬০ হি.) বলেছেন,

حدثنا عبد الرحمن نا إسماعيل بن أبي الحارث نا أحمد - يعني ابن حنبل عن يحي بن بكير قال سمعت شعبة يقول : ما حدثني سفيان عن إنسان بحديث فسألته عنه الا كان كما حدثي-

২৭৫. আল-ঈআব শারহুল আবাব, ক্রমিক ৫৫৪১।
২৭৬. শারহু সিফরিস সাআদাহ পৃ. ৪৪।
২৭৭. আত-তালীকুল মুমাজ্জাদ ২/৬৭।

www.boimate.com

'সুফিয়ান সাওরী আমার থেকে যে সকল হাদীস অন্য কোন মানুষের থেকে বর্ণনা করেছেন এবং আমি তার থেকে যে হাদীস নিয়েছি তো সেই হাদীসকে সেভাবেই পেয়েছি। যেমনটা সুফিয়ান সাওরী আমাকে বর্ণনা করেছিলেন'।[২৭৮]

এর দ্বারা প্রতীয়মান হল, সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ ইমাম শুবাকে যতগুলি হাদীস শুনিয়েছেন সেগুলির মধ্য হতে একটিতেও তিনি তাদলীস করেননি।

(২) ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৫৬ হি.) বলেছেন,

وَلَا أَعْرِفُ لِسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ وَلَا عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ وَلَا عَنْ مَنْصُورٍ- وَذَكَرَ مَشَايِخَ كَثِيرَةً لَا أَعْرِفُ لِسُفْيَانَ هَؤُلَاءِ تَدْلِيسًا مَا أَقَلَّ تَدْلِيسَهُ-

'আমি সুফিয়ান সাওরীর হাবীব বিন আবী সাবেত, সালামা বিন কুহাইল এবং মনসূর হতে তাদলীস করা জানি না। আর তিনি কয়েকজন শায়েখকে উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন সুফিয়ান সাওরীর তাদের থেকে তাদলীস করার ব্যাপারটি আমি অবগত নই। তিনি খুব কমই তাদলীস করতেন'।[২৭৯]

ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদের সুফিয়াস সাওরীর সামা বিশিষ্ট হাদীসই শুধু লিখতেন

ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ কাত্তান রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'আমি সুফিয়ান সাওরী হতে স্রেফ ঐ বর্ণনাগুলিই লিখেছি যেগুলিতে তিনি হাদ্দাসানী (তিনি আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন) অথবা হাদ্দাসানা (তিনি আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন) বলতেন। তবে দুটি হাদীস ব্যতীত'।[২৮০]

মুআম্মাল বিন ইসমাঈল

তিনি বুখারী (শাহেদ), তিরমিযী, নাসাঈ এবং ইবনু মাজাহ'র রাবী। কতিপয় বিদ্বান তাঁর উপর সমালোচনা করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ মুহাদ্দিস তাঁকে তাওসীক করেছেন। আর অগ্রাধিকার মতে, তিনি সিকাহ রাবী। মুআম্মাল বিন ইসমাঈলের তাওসীক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে।

২৭৮. ইবনু আবী হাতিম, আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল ১/৬৭, সনদ সহীহ।
২৭৯. তিরমিযী, আল-ইলালুল কাবীর পৃ. ৩৮৮।
২৮০. আপাতত ৩৬৪ পৃ. স্থগিত।

www.boimate.com

আবূ মূসা মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না আল-আনাযী

তিনি বুখারী ও মুসলিম এবং সুনানে আরবাআর রাবী। আর খুব বড় মাপের সিকাহ্ ও সাবত রাবী। তাঁর উপর কোনই জারাহ নেই।

* খতীব বাগদাদী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪৬৩ হি.) বলেছেন, كان ثقة ثبتا احتج سائر الأئمة بحديثه– 'তিনি সিকাহ ও সাবত ছিলেন। সকল ইমাম তার দ্বারা দলীল পেশ করেছেন'।[২৮১]

অসংখ্য মুহাদ্দিস তাকে শক্তিশালী তাওসীক করেছেন। বিস্তারিতের জন্য দেখুন রিজাল শাস্ত্রের গ্রন্থ সমূহ।

* হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, ثقة ثبت– 'তিনি সিকাহ ও সাবত রাবী'।[২৮২]

কুলাইবের উপর তাফার্রুদের অভিযোগ

কিছু মানুষ এ অভিযোগ করেন যে, ওয়ায়েল বিন হুজর রাযিআল্লাহু আনহু হতে এই বর্ণনাকে অন্য লোকেরাও বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁরা বুকের উপর হাত বাঁধার উল্লেখ করেননি।

জবাব : আরয রইল যে, কুলাইব ব্যতীত এই বর্ণনাটি স্রেফ চারজন হতে বর্ণিত আছে। যাদের মধ্যে একজনের বর্ণনায় বুকে হাত বাঁধার উল্লেখ রয়েছে। আর দ্বিতীয় বর্ণনাটি সনদের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রমাণিত-ই নয়। তৃতীয় বর্ণনায় খুবই সংক্ষেপায়ণ রয়েছে। এমনকি এতে হাত বাঁধার উল্লেখ পর্যন্ত নেই। অবশ্য চতুর্থ বর্ণনায় হাত বাঁধার উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু এতে বুকের উপর হাত বাঁধার বিরুদ্ধেও কোন কথা নেই। উপরন্তু এই বর্ণনাটি স্তর ও শক্তিমত্তায় কুলাইবের বর্ণনার সমমানেরও নয়। সুতরাং শুধু একটি বর্ণনার ভিত্তিতে {যেখানে বুকের উপর হাত বাঁধার বিরুদ্ধেও কিছু বলা নেই} কুলাইবের বর্ণনার উপর অভিযোগ করার কোন সুযোগ নেই। বিস্তারিত অধ্যয়ন করুন-

২৮১. তারীখে বাগদাদ ৩/২৮৩।
২৮২. ইবনু হাজার, তাকরীবুত তাহযীব, রাবী নং ৬২৬৪।

www.boimate.com

(১) উম্মে ইয়াহ্ইয়ার বর্ণনা

ইমাম বায়হাকী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪৫৮ হি.) বলেছেন,

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصُّوفِيُّ، أنبأ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، ثنا ابْنُ صَاعِدٍ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ : حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَوْ حِينَ نَهَضَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ الْمِحْرَابَ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ بِالتَّكْبِيرِ، ثُمَّ وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى يُسْرَاهُ عَلَى صَدْرِهِ-

রাসূলের সাহাবী ওয়ায়েল বিন হুজর রাযিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খেদমতে তখন হাযির হলাম যখন তিনি মসজিদের পানে ধাবিত হয়েছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইমামতের মসনদে পৌঁছে তাকবীর বলতে গিয়ে উভয় হাত উঠিয়েছিলেন। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে বুকে রেখেছিলেন'।[২৮৩]

এই বর্ণনাটি কুলাইব বিন শিহাবের বর্ণনার বিরোধী নয়। বরং পক্ষে। কেননা এতেও পুরো ব্যাখ্যার সাথে বুকের উপর হাত বাঁধার উল্লেখ রয়েছে। এর সনদ যঈফ। কিন্তু সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্র বর্ণনার সাথে মিলিয়ে এই বর্ণনাও সহীহ আখ্যা পায়।

এ হাদীসকে ইবরাহীম বিন সাঈদ-এর সনদে ইমাম বাযযার রহিমাহুল্লাহও বর্ণনা করেছেন।[২৮৪] এতে 'বুকের নিকটে' শব্দগুলি রয়েছে। একে কিছু লোক ইযতিরাবের দলীল বানিয়েছেন।

জবাব : প্রথমত : অর্থগত দিক থেকে উভয়ের মাঝে কোন পার্থক্য নেই।

দ্বিতীয়ত : মুহাম্মাদ বিন হুজর হতে দুজন এই বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন।

* একজন হলেন 'বিশর বিন মূসা'। যেমনটা তাবারানীর বর্ণনায় রয়েছে।[২৮৫]

২৮৩. বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা ২/৪৬।

২৮৪. মুসনাদুল বাযযার হা/৪৪৮৮, ১০/৩৫৫।

www.boimate.com

* দ্বিতীয় রাবী 'ইবরাহীম বিন সাঈদ'। যেমনটা বায়হাকীর বর্ণনায় রয়েছে। যা উপরে আলোচিত হয়েছে।

তন্মধ্যে 'বিশর বিন মূসা'-এর বর্ণনায় 'বুকের উপর' শব্দদ্বয় এবং 'ইবরাহীম বিন সাঈদ'-এর বর্ণনার একটি সনদেও 'বুকের উপর' বাক্য রয়েছে। যেমন লক্ষ্য করুন! 'ইবরাহীম বিন সাঈদ'-এর বর্ণনা দুটি সূত্র দ্বারা বর্ণিত।

সূত্র-১ : একটি ইবনু সায়িদের সনদে। যেমনটা বায়হাকীর বর্ণনায় আছে। যা উপরে উল্লিখিত রয়েছে। এ সনদ মোতাবেক ইবরাহীম বিন সাঈদ-এর শব্দগুলি বিশর বিন মূসা-এর শব্দের সাথে মিল রাখে। অর্থাৎ এতেও 'বুকের উপর' শব্দদ্বয় রয়েছে।

সূত্র-২ : দ্বিতীয় সনদ ইমাম বাযযার রহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেছেন। তিনিও ইবরাহীম বিন সাঈদ হতেই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু 'বুকের কাছে'-এর শব্দদ্বয় বর্ণনা করছেন। অর্থাৎ বিশর বিন মূসার বিরুদ্ধে ইবরাহীম বিন সাঈদ-এর বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন।

প্রতীয়মান হল, প্রথম সনদটি অর্থাৎ ইবরাহীম বিন সাঈদ-এর 'বুকের উপর' বর্ণনায় 'বিশর বিন মূসা' তার মুতাবি হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় সনদ অর্থাৎ ইবরাহীন বিন সাঈদ-এর 'বুকের কাছে' বর্ণনাটিতে তার কোন মুতাবি নেই। সুতরাং 'বুকের উপর'-এর শব্দ সম্বলিত হাদীসটিই প্রণিধানযোগ্য আখ্যা পাবে। আর যখন তারজীহ-এর দলীল বিদ্যমান থাকে তখন সেখানে ইযতিরাবের কোন অবস্থা নেই।

সারকথা : এ বর্ণনায় 'বুকের উপর'-এর শব্দদ্বয়ে কোন ইযতিরাব নেই। এরপর নিচে বাকী তিনটি বর্ণনার বিস্তারিত আলোচনাও লক্ষ্য করুন-

(২) আব্দুর রহমান বিন ইয়াহসুবীর বর্ণনা

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৪১ হি.) বলেছেন,

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْيَحْصُبِيِّ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرِ-

২৮৫. আল-মুজামুল কাবীর ২২/৪৯।

www.boimate.com

ওয়ায়েল বিন হুজর রাযিআল্লাহু আনহু বলেন যে, 'আমি আল্লাহ্‌র নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে তাকবীরের সাথে রফউল ইদাইন করতে দেখেছি'।[২৮৬]

আরয রইল যে, এই বর্ণনাটি প্রমাণিত-ই নয়। বরং যঈফ। কেননা এটি বর্ণনা করেছেন আব্দুর রহমান বিন ইয়াহসুবী। আর তাকে ইবনু হিব্বান ব্যতীত আর কেউ সিকাহ বলেন নি। ইবনু হিব্বান তাওসীকের ক্ষেত্রে একক হলে তাঁর তাওসীক গায়ের মাকবূল হয়। কেননা তিনি মুতাসাহিল। উপরন্তু এতে হাত বাঁধারও কোন উল্লেখ নেই। যা এ বিষয়টির দলীল যে, রাবী সংক্ষিপ্ততার সাথে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং রাবী যখন সরাসরি হাত বাঁধার উল্লেখ-ই করেননি তখন তিনি হাত বাঁধার স্থান উল্লেখ করবেন কীভাবে? সুতরাং এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা অন্য বর্ণনার বিরুদ্ধে হুজ্জত হতে পারে না।

(৩) হুজর ইবনুল আম্বাস আবুল আম্বাস হাযরামীর বর্ণনা

তার থেকে এই হাদীসটি সালামাহ বিন কুহাইল বর্ণনা করেছেন। সালামা হতে শুবাহ এবং সুফিয়ান সাওরী বর্ণনা করেছেন। আর শুবাহ স্বীয় বর্ণনার সনদ এবং মতন উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে সুফিয়ান সাওরীর বিরোধীতা করেছেন। পূর্বে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে যে, যখন শুবাহ এবং সুফিয়ান সাওরীর মধ্যে মতানৈক্য হয় তখন ইমাম সুফিয়ান সাওরীর বর্ণনাই গ্রহণযোগ্য হবে। সুতরাং আমরা ইমাম সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ-এর সনদে বর্ণিত এ হাদীসটি দেখব।

ইমাম আবূ দাঊদ রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৭৫ হি.) বলেছেন,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ حُجْرٍ أَبِي الْعَنْبَسِ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَرَأَ {وَلَا الضَّالِّينَ} قَالَ : آمِينَ، وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ-

রাসূলের সাহাবী ওয়ায়েল বিন হুজর রাযিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সূরা ফাতেহার শেষে ওয়ালায যল্লীন বলতেন তখন আমীন বলতেন। আর তিনি স্বীয় আওয়াজকে উচ্চ করতেন'।[২৮৭]

২৮৬. মুসনাদু আহমাদ ৪/৩১৬।
২৮৭. সুনানে আবী দাউদ ১/২৬৪, সনদ সহীহ।

www.boimate.com

এটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। এখানে সরাসরি হাত বাঁধার উল্লেখ-ই নেই। সুতরাং এই মুখতাসার (সংক্ষিপ্ত) বর্ণনাটি (বুকে হাত বাঁধার) অন্য বর্ণনার মধ্যে উল্লেখকৃত কথাগুলির বিরুদ্ধে দলীল হতে পারে না।

(৪) আলকামা বিন ওয়ায়েল আল-হাযরামীর বর্ণনা

ইমাম মুসলিম রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৬১ হি.) বলেছেন,

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، وَمَوْلًى لَهُمْ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ أَبِيهِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ : أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ، - وَصَفَ هَمَّامٌ حِيَالَ أُذُنَيْهِ - ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنَ الثَّوْبِ، ثُمَّ رَفَعَهُمَا، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ، فَلَمَّا قَالَ : سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمَّا، سَجَدَ سَجَدَ بَيْنَ كَفَّيْهِ-

ওয়ায়েল বিন হুজর রাযিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি দেখেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উভয় হাত উঁচু করলেন। যখন তিনি সালাতে প্রবেশ করলেন তখন তাকবীর বললেন। (রাবী) হাম্মাম বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তার উভয় হাত কান পর্যন্ত উত্তোলন করলেন। অতঃপর (স্বীয় হস্তদ্বয়) চাদরে ঢেকে নিলেন এবং ডান হাত বাম হাতের উপর রাখলেন। তিনি যখন রুকূ করার ইচ্ছা করলেন তখন উভয় হাত চাদর থেকে বের করলেন এবং রফউল ইদাইন করলেন। এরপর তিনি তাকবীর বললেন ও রুকূ করলেন। যখন তিনি (রুকূ হতে মাথা উত্তোলন করে) সামিআল্লাহু লিমান হামিদা বললেন তখনোও দু হাত উত্তোলন করলেন। যখন তিনি সিজদায় গেলেন তখন উভয় হাতের তালুর মধ্যখানে সিজদা করলেন'।[২৮৮]

শুধু এই একটি বর্ণনাতে হাত বাঁধার উল্লেখ আছে। কিন্তু হাত বাঁধার স্থানের উল্লেখ নেই। আবার বুকের উপর হাত বাঁধার ব্যাপারে অস্বীকৃতিও নেই। বুকে হাত বাঁধার বিরুদ্ধে কোন বক্তব্যও নেই। সুতরাং স্রেফ একটি বর্ণনায় হাত বাঁধার সাথে বুকের উল্লেখ না থাকার দ্বারা দ্বিতীয় এমন বর্ণনা অস্বীকার করা যায় না; যেখানে হাত বাঁধার সাথে সেই স্থানের উল্লেখও রয়েছে। অর্থাৎ বুকের উল্লেখ রয়েছে।

২৮৮. সহীহ মুসলিম ২/৩০১।

www.boimate.com

উপরন্তু যে রাবী 'বুকের উপর' কথাটি উল্লেখ করেননি; তিনি হলেন আলকামা বিন ওয়ায়েল আল-হাযরামী। আর **ইমাম ইবনু সাদ রহিমাহুল্লাহ** তার সম্পর্কে বলেছেন كان ثقة–قليل الحديث - 'তিনি সিকাহ্ রাবী। তবে কম হাদীস বর্ণনা করেছেন'।[২৮৯]

অথচ তার মোকাবেলায় কুলাইব বিন শিহাব বুকের উপর হাত বাঁধার উল্লেখ করেছেন। আর তার সম্পর্কে ইমাম ইবনু সাদ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

-كان ثقة– كثير الحديث–رأيتهم يستحسنون حديثه–ويحتجون به

'তিনি সিকাহ্। অত্যধিক হাদীস বর্ণনাকারী। আমি মুহাদ্দিসদেরকে তার হাদীসকে ভাল বলতে শুনেছি। আর তার দ্বারা তারা দলীল পেশ করতেন'।[২৯০]

সুফিয়ান সাওরীর তাফার্‌রুদের উপর অভিযোগ

কিছু মানুষ বলেন যে, এই হাদীসকে আসেম হতে সুফিয়ান সাওরী ব্যতীত অসংখ্য রাবী বর্ণনা করেছেন। তাদের মধ্য হতে কেউই বুকের উপর হাত বাঁধার শব্দ উল্লেখ করেননি। জবাবে আরয রইল যে-

প্রথমত : সুফিয়ান সাওরী ব্যতীত আসেম বিন কুলাইব হতে অন্যান্য যে সব বর্ণনা রয়েছে; সেগুলির মধ্য হতে কয়েকটি বর্ণনা তো প্রমাণিত-ই নয়। তাছাড়া যেগুলি প্রমাণিত আছে সেগুলির মধ্য হতে কয়েকটি বর্ণনায় হাত বাঁধার উল্লেখও নেই। বরং যে সকল রাবী হাত বাঁধার উল্লেখ করেছেন তারা কখনো এর উল্লেখ করেছেন। আবার কখনো উল্লেখ করেননি।

তাদের সবার বর্ণনাগুলি দেখার পর প্রতীয়মান হয় যে, তাদের মধ্য হতে কোন একজন রাবীও এটা আবশ্যক করেননি যে, তিনি এ হাদীসে সবগুলি শব্দ বর্ণনা করবেন। সুতরাং যখন বিষয়টি এমন তখন সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ ব্যতীত অন্য রাবীরা যদি বুকের উপর হাত বাঁধার উল্লেখ না করেন; তাহলে বিষয়টি ঠিক তেমন যেমনভাবে তারা অন্যান্য বিষয় বর্ণনা করেননি। সুতরাং অন্য রাবীদের কোন বিষয় বর্ণনা না করা এ কথাটির দলীল আদৌ নয় যে, সেই অনুল্লেখকৃত অংশটি উক্ত হাদীসের অংশ নয়।

২৮৯. আত-তাবাকাতুল কুবরা ৬/৩১২।
২৯০. ঐ ৬/১২৩।

www.boimate.com

দ্বিতীয়ত : সুফিয়ান সাওরী ব্যতীত যে রাবী-ই আসেম হতে এ হাদীসটি বর্ণনা করছেন তাদের কেউই হিফয ও ইতকানের ক্ষেত্রে সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ্‌র বরাবর নন। সুতরাং তাদের মধ্যকার কারো বর্ণনাই সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ্‌র বর্ণনার সমান হতে পারে না।

তৃতীয়ত : সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ হাফেয, মুতকিন। আর হাফেয মুতকিনের বর্ধিত বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হয়।

চতুর্থ : সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ ব্যতীত অন্য রাবীদের বর্ণনা সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ্‌র বর্ণনার বিরোধী নয়। অর্থাৎ সেগুলিতে সুফিয়ান সাওরীর বর্ণনার অস্বীকৃতি জ্ঞাপন বা বিরোধী কোন কথা নেই। বরং (স্রেফ) অনুল্লেখ রয়েছে। আর এমন অবস্থায় সিকাহ রাবীর যিয়াদাত (অতিরিক্ত বর্ণনাংশ) গ্রহণযোগ্য হয়।

পঞ্চমত : সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ্‌র বর্ণনাকৃত শব্দগুলির শাহেদও রয়েছে। যেমনটা এ গ্রন্থে পেশ করা হয়েছে। সুতরাং শাহেদ থাকার পাশাপাশি ইমাম সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ্‌র ন্যায় হাফেয, মুতকিন রাবীর যিয়াদাত অবশ্যই গ্রহণযোগ্য হবে।

ষষ্ঠত : এটা বলাও ঠিক নয় যে, সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ 'বুকের উপর হাত বাঁধা' উল্লেখ করার ক্ষেত্রে একক। কেননা সুফিয়ান সাওরীর উস্তাদ আসেম হতে যায়েদাও বর্ণনা করেছেন। আর তার শব্দগুলিতেও অর্থগতভাবে বুকের উপর হাত বাঁধার উল্লেখ বিদ্যমান। আল্লামা আলবানী রহিমাহুল্লাহও সুফিয়ানের তাফার্রুদের ব্যাপারে এমনটাই জবাব দিয়েছেন।[২৯১]

মুআম্মাল বিন ইসমাঈলের তাফার্রুদের উপর অভিযোগ ও তার জবাব

কিছু মানুষ বলেন যে, 'মুআম্মালকে যদিও সিকাহ মেনে নেই; কিন্তু যেহেতু তার উপর জারাহ করা হয়েছে; সেহেতু যে শব্দে তিনি একক হবেন তা গ্রহণ করা যাবে না। আর সুফিয়ান সাওরী থেকে বুকের উপর হাত বাঁধা স্রেফ মুআম্মাল-ই বর্ণনা করেছেন। সুফিয়ান সাওরীর অন্য ছাত্ররা কেউই সুফিয়ান

২৯১. আসলু সিফাতি সালাতিন নাবী ১/২২১।

www.boimate.com

সাওরী হতে এই বর্ণনা উদ্ধৃত করতে গিয়ে বুকের উপর হাত বাঁধার উল্লেখ করেননি; এজন্য এ সকল ছাত্রের বিরুদ্ধে একা মুআম্মাল বিন ইসমাঈলের বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা তিনি বিতর্কিত রাবী'।

জবাব : জবাবে আরয রইল যে, আলোচ্য বর্ণনায় মুআম্মাল বিন ইসমাঈলের বর্ণনার উপর এই উসূল প্রযোজ্য নয়। কেননা এখানে বাস্তবে মুআম্মাল বিন ইসমাঈলের বিরোধীতা প্রমাণিত-ই নয়। মুআম্মাল বিন ইসমাঈল ব্যতীত যারাই সুফিয়ান সাওরী হতে এটা বর্ণনা করেছেন তারা খুবই সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। এমনকি তারা হাত বাঁধারও উল্লেখ করেননি। সুতরাং যখন অন্য রাবীগণ এই হাদীসকে হাত বাঁধার অংশটুকু ব্যতীতই বর্ণনা করেছেন তখন তাদের থেকে এটা কিভাবে আশা করা যায় যে, তারা হাত বাঁধার স্থান উল্লেখ করবেন?

একজন সাধারণ মানুষও খুবই সহজে বুঝতে সক্ষম হবেন যে, হাত বাঁধার স্থান অর্থাৎ বুকে হাত বাঁধার প্রসঙ্গ এখানে তখন আসবে যখন তিনি হাত বাঁধার উল্লেখ করবেন। কিন্তু যখন অন্যান্য রাবী সরাসরি হাত বাঁধার উল্লেখ-ই করেননি; বরং এর পুরো ধরনকে বর্জন করে অন্যান্য বিষয় বর্ণনা করে স্বীয় বক্তব্য শেষ করেছেন; তখন কিসের ভিত্তিতে বলা যেতে পারে যে, তারা 'বুকের উপর' কথাটির বিরোধী? তারা 'বুক' শব্দটি উল্লেখ করেননি ভাল কথা। কিন্তু তারা তো হাত বাঁধারও উল্লেখ করেননি। এখন কি এটা বলা যাবে যে, তারা সালাতে হাত বাঁধাও বিরোধী ছিলেন?

মুআম্মাল বিন ইসমাঈল সুফিয়ান সাওরী হতে যেই ইবারত বর্ণনা করেছেন; যদি অন্য রাবীগণও সুফিয়ান সাওরী হতে এই বর্ণনা এই মতনে বর্ণনা করতেন; অর্থাৎ সবাই যদি হাত বাঁধার ধরন উল্লেখ করতেন; কিন্তু তাদের কেউই যদি হাত বাঁধার স্থান তথা বুকের উল্লেখ না করতেন; তাহলে এই অভিযোগ উত্থাপন হতে পারত যে, এই মতনে এই বাক্যটির সংযোজন স্রেফ মুআম্মাল বিন ইসমাঈল-ই করেছেন। আর তিনি হাফেয ও মুতকিন নন যে, তার যিয়াদাত গ্রহণ করা যাবে। বরং তিনি বিতর্কিত রাবী। সুতরাং বিতর্কিত রাবীর যিয়াদাত গ্রহণযোগ্য হতে পারে না!

কিন্তু যেহেতু অন্য রাবীগণ এই মতনের সাথে এই বাক্যটি বর্ণনাই করেননি; বরং এই মতন অর্থাৎ হাত বাঁধার ধরন এই বর্ণনায় প্রমাণিত আছে; সেহেতু

www.boimate.com

এমন অবস্থায় মুআম্মাল বিন ইসমাঈলের একে এককভাবে বর্ণনা করা মোটেও ক্ষতিকর নয়। কেননা বাস্তবে তার কোনই বিরোধী (রাবী) নেই।

নিম্নে আমরা মুআম্মাল বিন ইসমাঈল ব্যতীত সুফিয়ান সাওরী হতে এই হাদীসকে বর্ণনাকারী অন্য রাবীদের বাক্যগুলি বর্ণনা করছি। যেন বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়।

১. ইসহাক বিন রাহাওয়াই'র বর্ণনা

রাসূলের সাহাবী ওয়ায়েল বিন হুজর রাযিআল্লাহু আনহু বলেন,

أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ : رَمَقْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ-

'আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছি যে, যখন তিনি সিজদা করতেন তখন তিনি উভয় হাত স্বীয় কান বরাবর রাখতেন'।[২৯২]

তাহকীক : এখানে শুধু সিজদার উল্লেখ রয়েছে। হাদীসের বাকী অংশে কোন কিছুর-ই উল্লেখ নেই।

২. আব্দুর রাযযাক বিন হুমামের বর্ণনা

রাসূলের সাহাবী ওয়ায়েল বিন হুজর রাযিআল্লাহু আনহু বলেন যে,

عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ : رَمَقْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا سَجَدَ كَانَتْ يَدَاهُ حَذْوَ أُذُنَيْهِ-

'আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছি যে, যখন তিনি সিজদা করতেন তখন তার উভয় হাত স্বীয় কান বরাবর থাকত'।[২৯৩]

তাহকীক : এতেও শুধু সিজদার উল্লেখ আছে। হাদীসের বাকী অংশ সম্পর্কে কিছুই উল্লেখ নেই।

নোট : আব্দুর রাযযাকের অন্য কিছু বর্ণনাতে আরও কিছু বিষয়ের আলোচনা পাওয়া যায়। কিন্তু হাত বাঁধার উল্লেখ সেগুলির কোনটাতেই নেই।

২৯২. যায়লাঈ, নাসবুর রায়াহ ১/৩৮১।
২৯৩. মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক ২/১৭৫।

www.boimate.com

৩. ওয়াকী ইবনুল জার্রাহ-এর বর্ণনা

রাসূলের সাহাবী ওয়ায়েল বিন হুজর রাযিআল্লাহু আনহু বলেন যে,

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ، أَنَّهُ " رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ سَجَدَ، وَيَدَاهُ قَرِيبَتَانِ مِنْ أُذُنَيْهِ-

'আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছি যে, যখন তিনি সিজদা করতেন তখন তার উভয় হাত স্বীয় কানের কাছে থাকত'।[২৯৪]

তাহকীক : এখানেও শুধু সিজদার উল্লেখ আছে। হাদীসের বাকী অংশের কোনই উল্লেখ নেই।

৪. ইয়াহ্ইয়া বিন আদম ও আবূ নুআঈমের বর্ণনা

রাসূলের সাহাবী ওয়ায়েল বিন হুজর রাযিআল্লাহু আনহু বলেন যে,

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، وَأَبُو نُعَيْمٍ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ-

'আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছি যে, যখন তিনি সিজদা করতেন তখন তিনি উভয় হাত স্বীয় কান বরাবর রাখতেন'।[২৯৫]

তাহকীক : এখানেও স্রেফ সিজদার উল্লেখ আছে। হাদীসের অবশিষ্ট অংশের কোনই উল্লেখ নেই।

৫. হুসাইন বিন হাফসের বর্ণনা

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا : ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أُسَيْدُ بْنُ عَاصِمٍ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ يَكُونُ يَدَاهُ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ-

২৯৪. মুসনাদু আহমাদ ৪/৩৬৬।
২৯৫. মুসনাদু আহমাদ ৪/৩১৮।

www.boimate.com

রাসূলের সাহাবী ওয়ায়েল বিন হুজর রাযিআল্লাহু আনহু বলেন যে, 'আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছি যে, যখন তিনি সিজদা করতেন তখন তিনি উভয় হাত স্বীয় কান বরাবর রাখতেন'।[২৯৬]

তাহকীক : এতেও স্রেফ সিজদার কথা আছে। হাদীসের বাকী অংশের কোন কিছুরই উল্লেখ নেই।

৬. আলী বিন কাদিমের বর্ণনা

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الصُّوفِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ قَادِمٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ اتَّكَأَ عَلَى إِحْدَى يَدَيْهِ-

রাসূলের সাহাবী ওয়ায়েল বিন হুজর রাযিআল্লাহু আনহু বলেন যে, 'আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছি, যখন তিনি সিজদা হতে দাড়াতেন তখন একটি হাতের উপর ভর করে দাঁড়াতেন'।[২৯৭]

তাহকীক : এতেও স্রেফ সিজদার কথা আছে। হাদীসের বাকী অংশের কোন কিছুরই উল্লেখ নেই।

৭. মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ আল-ফিরইয়াবীর বর্ণনা

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ، فَفَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ ذِرَاعَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ يَدْعُو-

রাসূলের সাহাবী ওয়ায়েল বিন হুজর রাযিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা আছে যে, তিনি আল্লাহ্‌র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছেন যে, তিনি নামাযে বসলেন এবং বাম পাকে বিছিয়ে দিলেন। অতঃপর উভয় কাঁধ স্বীয় উরুদ্বয়ের উপর রাখলেন। আর শাহাদাত আঙ্গুলী দ্বারা ইশারা করে দুআ করতে লাগলেন'।[২৯৮]

২৯৬. বায়হাকী কুবরা ২/১৬০।
২৯৭. তাবারানী, আল-মুজামুল কাবীর ২২/৩৯।
২৯৮. বায়হাকী কুবরা ১/৩৭৪।

www.boimate.com

তাহকীক : এতে তাশাহহুদে বসার ধরন ও আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করার সাথে সাথে দুআর উল্লেখও আছে। কিন্তু হাদীসের বাকী অংশ হতে কোন কিছুরই উল্লেখ নেই।

৮. আব্দুল্লাহ ইবনুল ওয়ালীদের বর্ণনা

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنِي سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ كَبَّرَ، رَفَعَ يَدَيْهِ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ حِينَ رَكَعَ، ثُمَّ حِينَ قَالَ : سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَفَعَ يَدَيْهِ، وَرَأَيْتُهُ مُمْسِكًا يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ، فَلَمَّا جَلَسَ حَلَّقَ بِالْوُسْطَى وَالْإِبْهَامِ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى-

রাসূলের সাহাবী ওয়ায়েল বিন হুজর রাযিআল্লাহু আনহু বলেছেন যে, আমি আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখলাম। যখন তিনি তাকবীর বলতেন তখন উভয় হাত স্বীয় কান বরাবর উঠাতেন। আবার যখন তিনি রুকূ করতেন এবং যখন সামিআল্লাহু লিমান হামিদা বলতেন তখন দুই হাত উঠাতেন। আমি তাকে নামাযে ডান হাত দ্বারা বাম হাত ধরতে দেখেছি। এরপর যখন তিনি বসতেন তখন মধ্যমা আঙ্গুল এবং মাঝের আঙ্গুলী দ্বারা গোলাকার বানাতেন। এবং শাহাদাতের আঙ্গুলী দ্বারা ইশারা করতেন। তিনি ডান হাত ডান উরুর উপর রেখেছিলেন এবং বাম হাত বাম উরুর উপর রেখেছিলেন।[২৯৯]

জবাব : শুধু এই একটি মাত্র বর্ণনাতে হাত বাঁধার উল্লেখ আছে। তবে বুকের উপর বাঁধার কোনই উল্লেখ নেই। প্রকাশ থাকে যে, স্রেফ একজন রাবীর অনুল্লেখের কারণে মুআম্মালের উল্লেখকৃত বিষয়ের উপর অভিযোগ করা যেতে পারে না। বিশেষত যখন অনুল্লেখকারী রাবী 'আব্দুল্লাহ ইবনুল ওয়ালীদ' স্বয়ং বিতর্কিত রাবী মুআম্মালের চেয়ে নিম্ন মানের।

যেমন ইমাম আবূ হাতেম আর-রাযী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৭৭ হি.) তার সম্পর্কে বলেছেন, شيخ يكتب حديثه-ولا يحتج به- 'তিনি শায়েখ, তার হাদীস লেখা যাবে। তবে তাকে দলীল হিসেবে পেশ করা যাবে না'।[৩০০]

২৯৯. মুসনাদু আহমাদ ৪/৩১৮।
৩০০. ইবনু আবী হাতিম, আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল ৫/১৮৮।

www.boimate.com

অন্যদিকে মুআম্মাল সম্পর্কে ইমাম আবূ হাতেম বলেছেন, صدوق شديد في السنة- كثير الخطأ- يكتب حديثه- 'তিনি সত্যবাদী। সুন্নত পালনে কঠোর। অত্যধিক ভুল করতেন। তার হাদীস লেখা যাবে'।[৩০১]

ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৪৮ হি.) আব্দুল্লাহ ইবনুল ওয়ালীদের সম্পর্কে স্রেফ এটি বলেছেন যে, شيخ 'তিনি শায়েখ'।[৩০২]

অন্যদিকে মুআম্মাল সম্পর্কে ইমাম যাহাবী বলেছেন, كان من ثقات البصريين- 'তিনি বসরার সিকাহ লোকদের একজন ছিলেন'।[৩০৩]

সুতরাং মুআম্মালের মোকাবেলায় আব্দুল্লাহ ইবনুল ওয়ালীদের বর্ণনা পেশ করা যাবে না।

আবূ মূসার উপর তাফার্রুদের অপবাদ

কিছু মানুষ ত্রুটিপূর্ণ অধ্যয়নের কারণে বলেন যে, মুআম্মাল হতে এই বর্ণনা আবূ মূসা ব্যতীত আবূ বাকরাও বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি বুকের উপর হাত বাঁধার উল্লেখ করেননি। যেমনটা তাহাবীর বর্ণনায় রয়েছে। যেমন আবূ জাফর তাহাবী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩২১ হি.) বলেছেন,

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ قَالَ : ثنا مُؤَمَّلُ قَالَ : ثنا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يُكَبِّرُ لِلصَّلَاةِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حِيَالَ أُذُنَيْهِ-

রাসূলের সাহাবী ওয়ায়েল বিন হুজর রাযিআল্লাহু আনহু বলেছেন যে, আমি আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছি। যখন তিনি নামাযের জন্য তাকবীর বলতেন তখন স্বীয় দুটি হাত নিজের দুটি কান বরাবর তুলতেন'।[৩০৪]

জবাব : আরয রইল যে, এই বর্ণনা দ্বারা এটা অবশ্যই প্রমাণ হয় না যে, আবূ বাকরা বুকের উপর হাত বাঁধার উল্লেখ করেননি। কেননা আবূ বাকরা

৩০১. ঐ ৮/৩৭৪।
৩০২. যাহাবী, আল-কাশিফ ১/৬০৬।
৩০৩. আল-ইবার ফী খাবারি মান গাবার ১/৩৫০।
৩০৪. শারহু মাআনিল আসার ১/১৯৬।

www.boimate.com

হতে এই বর্ণনাটি ইমাম তাহাবী-ই নিজের অন্য আরেকটি গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। আর সেখানে আবূ বাকরা মুআম্মাল হতে বুকে হাত বাঁধার উল্লেখ করেছেন।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى صَدْرِهِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى-

ওয়ায়েল বিন হুজর রাযিআল্লাহু আনহু বলেছেন যে, 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বুকের উপর হাত রাখতে দেখেছি। একটি অপরের উপর ছিল'।

এ হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হল, আবূ বাকরাও মুআম্মাল বিন ইসমাঈল হতে বুকের উপর হাত বাঁধার উল্লেখ শ্রবণ করেছেন। কিন্তু আবূ বাকরা নিজেই ইখতিসার তথা সংক্ষিপ্ত করতে গিয়ে তা উল্লেখ করেননি। কিংবা এই ইখতিসার ইমাম তাহাবীর পক্ষ থেকেও হবার সম্ভাবনা রয়েছে।[৩০৫]

ইযতিরাবের দাবী 'বুকের উপর-বুকের কাছে'

কিছু মানুষ এই অভিযোগ করেছেন যে, মুআম্মাল বিন ইসমাঈল 'বুক' শব্দটি বর্ণনা করার ক্ষেত্রে ইযতিরাবের শিকার হয়েছেন। কখনো কখনো তিনি বুকের উল্লেখই করেননি। যেমনটা তাহাবীর 'শারহু মাআনিল আসার'-এর বর্ণনায় রয়েছে। আবার কখনো 'বুকের উপর' বলেছেন। যেমনটা ইবনু খুযায়মার বর্ণনায় আছে। আর কখনো কখনো তিনি 'বুকের কাছে' বলেছেন। যেমনটা তাবাকাতুল মুহাদ্দিসীনের বর্ণনায় আছে।

ড. মাহের ইয়াসীন ফাহল সাহেব লিখেছেন,

إلا أن مؤملاً اضطرب في روايته عن سفيان فرواه مرة على صدره-ومرة عند صدره- ومرة بدون ذكر الزيادة-

মুআম্মাল রহিমাহুল্লাহ সুফিয়ান রহিমাহুল্লাহ হতে এই বর্ণনাটি করার ক্ষেত্রে ইযতিরাবের শিকার হয়েছেন। কখনো তিনি 'বুকের উপর' শব্দ বর্ণনা

৩০৫. তাহাবী, আহকামুল কুরআন ১/১৮৬।

www.boimate.com

করেছেন। আবার কখনো তিনি 'বুকের কাছে' শব্দ বর্ণনা করেছেন। আবার কখনো তিনি এই অতিরিক্ত শব্দ উল্লেখ-ই করেননি।[৩০৬]

জবাব : জবাবে আরয রইল যে, তাহাবীর বর্ণনার বিষয়ে এটা বলা যে, মুআম্মাল কখনোই বুকের উপর উল্লেখ করেননি -ভুল। কেননা তাহাবীর-ই অন্য বর্ণনায় বুকের উপর উল্লেখও বিদ্যমান আছে।[৩০৭]

রইল এ বিষয়টি যে, কোন্ বর্ণনায় 'বুকের উপর' রয়েছে; আর কোন বর্ণনায় 'বুকের কাছে' রয়েছে। বস্তুত এটা ইযতিরাব নয়। কেননা অর্থগতভাবে উভয়ের শব্দটিতে একই বাক্য রয়েছে। যদি কথার কথা মেনে নেই যে, এই দুটি শব্দ ভিন্ন ভিন্ন। তারপরও এখানে ইযতিরাব আছে বলা যেতে পারে না। এজন্য যে, 'বুকের উপর' বর্ণনাটি অধিকতর শক্তিশালী। কেননা একে মুআম্মালের দুজন ছাত্র ঐকমতানুসারে বর্ণনা করেছেন-

ক) একজন হলেন আবূ মূসা। যেমনটা সহীহ ইবনু খুযায়মাহ-এর মধ্যে রয়েছে।

খ) অন্যজন হলেন আবূ বাকরা। যেমনটা আহকামুল কুরআনের মধ্যে রয়েছে।

এ দুজনের মোকাবেলায় স্রেফ একজন রাবী মুহাম্মাদ বিন আসেম আস-সাকাফী 'বুকের কাছে' শব্দ বর্ণনা করেছেন।[৩০৮]

সুতরাং দুজনের মোকাবেলায় একজনের বর্ণনার কোন দাম নেই। বিশেষত যখন এককভাবে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে মুহাম্মাদ বিন আসেম আস-সাকাফী স্রেফ সদূক রাবী।[৩০৯] তার মোকাবেলায় 'বুকের উপর'-এর শব্দ বর্ণনাকারী দুজন আবূ মূসা এবং আবূ বাকরা তার তুলনায় উচ্চ স্তরের সিকাহ রাবী। আর সামনে বিস্তারিত আলোচনা আসবে যে, উভয় বর্ণনা একই স্তরের নয়। সুতরাং এখানে ইযতিরাবের কোনই সুযোগ নেই।

৩০৬. আসারু ইখতিলাফিল আসানীদ ওয়াল-মুতূন ফী ইখতিলাফিল ফুকাহা পৃ. ৩৭৮।

৩০৭. তাহাবী, আহকামুল কুরআন ১/১৮৬।

৩০৮. তাবাকাতুল মুহাদ্দিসীন বি-আসবাহান ২/২৬৮।

৩০৯. ইবনু হাজার, তাকরীবুত তাহযীব, রাবী নং ৫৯৮৬।

www.boimate.com

সুফিয়ান সাওরী নাভীর নিচে হাত বাঁধতেন

কিছু মানুষ বলেন যে, এই বর্ণনার সনদে সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ আছেন। আর তিনি নিজেই নাভীর নিচে হাত বাঁধতেন। যদ্দারা বুঝা যায় যে, এই বর্ণনাটি প্রমাণিত নয়। কেননা যদি এই বর্ণনাটি প্রমাণিত হত তাহলে সুফিয়ান সাওরী এর উপর আমল করতেন।

জবাব : প্রথমত : সুফিয়ান সাওরীর প্রতি সম্বন্ধিত আমল দ্বারা সুফিয়ান সাওরীর বর্ণনাকৃত এই হাদীসটি (বুকে হাত বাঁধা) ভুল প্রমাণিত হয় না। বরং সুফিয়ান সাওরীর এই হাদীসের কারণে তার প্রতি সম্বন্ধিত আমল ভুল প্রমাণিত হয়।

অন্য কথায় এটা বলা যায় যে, যখন সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ বুকের উপর হাত বাঁধার বর্ণনা উদ্ধৃত করলেন তখন এটা কিভাবে সম্ভব যে, তিনি নাভীর নিচে হাত বাঁধার উপর আমল করতেন? সুতরাং তার সম্পর্কে এটা বলাই ভুল যে, তিনি নাভীর নিচে হাত বাঁধতেন। সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ একজন মহান মুহাদ্দিস। তাহলে তিনি কীভাবে হাদীসের বিরুদ্ধে আমল করতে পারেন?

দ্বিতীয়ত : এ অভিযোগ একেবারেই অনুরূপ যে, কেউ বলে, মুওয়াত্তা-এর মধ্যে (হা/৪৭) নামাযে হাত বাঁধার যে হাদীস আছে সেটি প্রমাণিত নয়। কেননা ইমাম মালেক নামাযে হাত ছেড়ে দিয়ে নামায পড়তেন!

এবার বলুন! এরকম বেহুদা অভিযোগ দ্বারা কি আমরা মুওয়াত্তা মালেকের এই হাদীসকে ছেড়ে দিব যেখানে নামাযে হাত বাঁধার উল্লেখ আছে? মনে রাখতে হবে, মুওয়াত্তা ইমাম মালেকের এই হাদীসটি সহীহ বুখারীতেও ইমাম মালেকের-ই সনদে বর্ণিত আছে।[৩১০]

সঠিক কথা এই যে, ইমাম মালেকের প্রতি সম্বন্ধিত আমল দ্বারা ইমাম মালেকের বর্ণনাকৃত হাদীস ভুল প্রমাণিত হয় না। বরং ইমাম মালেকের বর্ণনাকৃত হাদীস দ্বারা তার প্রতি সম্বন্ধিত আমল ভুল প্রমাণিত হয়। এমনটাই সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহর হাদীস এবং তার প্রতি সম্বন্ধিত আমলের ক্ষেত্রে

৩১০. সহীহ বুখারী হা/৭৪০।

www.boimate.com

হয়েছে যে, তার বর্ণনাকৃত হাদীস দ্বারা তার প্রতি সম্বন্ধিত আমল ভুল প্রমাণিত হয়।

তৃতীয়ত : সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ হতে সহীহ সনদের সাথে এটা প্রমাণিত নেই যে, তিনি নাভীর নিচে হাত বাঁধতেন। যে সকল লোকেরা এই কথাটি উল্লেখ করেছেন তারা সুফিয়ান সাওরী পর্যন্ত এ কথাটির কোন সহীহ সনদ পেশ করেননি। সুতরাং এ কথাটি মিথ্যা এবং মনগড়া। আর সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ্‌র উপর অপবাদ।

মনে রাখতে হবে, ইমাম মালেক হতেও এটা প্রমাণিত নেই যে, নামাযে হাত ছেড়ে দিতে হবে।[৩১১]

চতুর্থত : নাভীর নিচে হাত বাঁধার আমল আহনাফ করে থাকেন। আর ইমাম আবূ হানীফা রহিমাহুল্লাহও এ আমলটি করতেন মর্মে তার প্রতি সম্বন্ধ করা হয়। অথচ সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ তো ইমাম আবূ হানীফার কঠোর বিরোধী ছিলেন।[৩১২] এমনকি সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ এ পর্যন্তও বলেছেন যে, যদি আবূ হানীফা সঠিকও বলেন তবুও তার পক্ষাবলম্বন করা আমি পছন্দ করি না। যেমন ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৪১ হি.) বলেছেন,

حَدثنَا شُعَيْب بن حَرْب قَالَ سَمِعت سُفْيَان يَقُول مَا أحب أَنِّي أوافقهم على الْحق يَعْنِي أَبَا حنيفَة-

সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'আবূ হানীফা এবং তার সাথীরা হক বললেও আমি তাদের সাথে একাত্মতা পছন্দ করি না'।[৩১৩]

রাবী যদি স্বীয় বর্ণনাকৃত হাদীসের বিরোধী আমল করে

পঞ্চমত : এটা কোন উসূল নয় যে, রাবীর ফতওয়া বা আমলের কারণে তার বর্ণনা বাতিল করতে হবে। বরং উসূল তো এই যে, রাবী যদি স্বীয়

৩১১. হাইয়াতুন নাসিক ফী আন্নাল কাবযা ফিস-সালাতি ওয়া হুয়া মাযহাবুল ইমাম মালেক গ্রন্থটি দেখুন।

৩১২. নাশুরস সহীফা ফী যিকরিস সহীহ পৃ. ৪৪৫-৩৪২।

৩১৩. ইলালু আহমাদ (মারওয়াযীর বর্ণনা) পৃ. ১৭২, সনদ সহীহ।

www.boimate.com

বর্ণনাকৃত হাদীসের বিরোধী আমল করে কিংবা ফতওয়া দেয় তাহলে তার হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা থাকবে। হাদীসের বিরুদ্ধে কৃত ফতওয়া ও আমলের কোন গ্রহণযোগ্যতা থাকবে না।

ইমাম ইবনু হাযম রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪৫৬ হি.) বলেছেন,

وَالْوَاجِبُ إِذَا وُجِدَ مِثْلُ هَذَا أَنْ يُضَعَّفَ مَا رُوِيَ عَنْ الصَّاحِبِ مِنْ قَوْلِهِ، وَأَنْ يُغَلَّبَ عَلَيْهِ مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا أَنْ نُضَعِّفَ مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَنُغَلِّبَ عَلَيْهِ مَا رُوِيَ عَنْ الصَّاحِبِ، فَهَذَا هُوَ الْبَاطِلُ الَّذِي لَا يَحِلّ-

'যখন এ ধরনের ব্যাপার আসে তখন ওয়াজিব হল, রাবীর পক্ষ থেকে বর্ণনাকৃত উক্তি ও আমলকে যঈফ বলতে হবে। আর তিনি আল্লাহ্‌র নবী হতে যা কিছু বর্ণনা করেছেন তা প্রাধান্য দিতে হবে। আল্লাহ্‌র নবী হতে বর্ণনাকৃত বিষয়কে যঈফ বলা এবং তার উপর রাবীর উক্তি ও আমলকে প্রাধান্য দেয়া বাতিল। এমন করা জায়েয নেই'।[৩১৪]

ইমাম ইবনুল মুলাক্কিন রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৮০৪ হি.) বলেছেন,

الرَّاجِح فِي الْأُصُول أَن الْعِبْرَة بِمَا رَوَى لَا بِمَا رَأَى

'উসূলের মধ্যে অগ্রগণ্য এটাই যে, রাবীর বর্ণনাকৃত বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হবে। তার (বর্ণনার বিপরীতে) ফতওয়া বা রায়ের কোন গ্রহণ্যযোগ্যতা থাকবে না'।[৩১৫]

ইমাম ইবনু কাইয়েম রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৫১ হি.) খুবই স্পষ্ট করতে গিয়ে বলেছেন,

আর এ হাদীসকে এ কারণে আমরা আদৌ ত্যাগ করতে পারি না যে, কেউ তার বিপরীত আমল করেছেন। তিনি যেই হোন না কেন। এমনকি সেই হাদীসের রাবীই হোন না কেন। কেননা সম্ভাবনা আছে যে, রাবী স্বীয় বর্ণনাকৃত হাদীসকে ভুলে গেছেন। কিংবা ফতওয়া দেয়ার সময় সেই হাদীস তার সামনে ছিল না। কিংবা আলোচ্য মাসলায় এই হাদীসের দালালতকে

৩১৪. ইবনু হাযম, আল-মুহাল্লা ১/১২৫।

৩১৫. ইবনুল মুলাক্কিন, আল-বাদরুল মুনীর ১/৫০৪।

www.boimate.com

তিনি বুঝেন নি। কিংবা কোন মারজূহ তাবীল করেছেন। অথবা তার ধারণায় এর সাথে সাংঘর্ষিক কোন বস্তু রয়েছে যা বাস্তবে সাংঘর্ষিক নয়। কিংবা উক্ত হাদীসের বিরুদ্ধে স্বীয় ফতওয়াতে অন্য কোন বস্তুর উপর নির্ভর করেছেন এটা ভেবে যে, তিনি এ ব্যাপারে তার চেয়ে অধিক জানেন। কিংবা এ হাদীসের চেয়ে শক্তিশালী কোন বিষয় থাকার কারণে হাদীসের বিরোধীতা করেছেন'।[৩১৬]

এখন নিচে আমরা মুআম্মাল বিন ইসমাঈলের তাওসীক উদ্ধৃত করছি। আর তাঁর উপর আরোপিত সমালোচনা সূচক উক্তিরও পর্যালোচনা পেশ করব।-

ইসবাতুত দালীল আলা তাওসীকি মুআম্মাল বিন ইসমাঈল

নিচের উক্তিগুলি দ্বারা তাযঈফ প্রমাণিত হয় না

(১) ইমাম ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৩৩ হি.) বলেছেন, يحدث من حفظه زيادة-

'তিনি স্বীয় হিফয হতে (মূল হাদীসের চেয়ে) অতিরিক্ত (কিছু) বর্ণনা করতেন'।[৩১৭]

ইমাম ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহ্‌র এই উক্তি পেশ করে মাওলানা ইজায আহমাদ আশরাফী সাহেব হানাফী এটা বিশ্বাস করাতে চেষ্টা করেছেন যে, মুআম্মাল হলেন যঈফ রাবী।[৩১৮]

জবাব : আরয রইল যে, এ বাক্য দ্বারা রাবীর তাযঈফ প্রমাণিত হয় না। বরং স্রেফ এটা প্রমাণ হয় যে, কখনো কখনো তার ভুল হয়ে যেত। আর কেবল এর ভিত্তিতে কোন রাবী যঈফ হয়ে যান না। উপরন্তু ইমাম ইবনু মাঈনের উক্তির দ্বারাও প্রতীয়মান হয় যে, মুআম্মাল অধিক ভুল করতেন না। বরং কখনো কখনো তার থেকে ভুল হয়ে যেত। মূলত ইবনু মাঈনের অবস্থান তাদের থেকে আলাদা; যারা মুআম্মালকে অত্যধিক ভুলকারী বলেছেন।

৩১৬. ইলামুল মুওয়াকক্বিঈন ৪/৪০৮।
৩১৭. সুওয়ালাত ইবনুল জুনাইদ পৃ. ২০২।
৩১৮. নামায মে হাথ বাধনে কা মাসনূন তারীকা...

www.boimate.com

প্রকাশ থাকে যে, একটি বর্ণনায় {ইবনু আববাস হতে, তিনি তার পিতা হতে} সনদে মুআম্মাল (রহিমাহুল্লাহ) সাহাবী {ইবনু আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহু}-এর সংযোজন করেছেন। যে সম্পর্কে ইমাম ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, انما هو عن ابن طاوس عن ابيه–مرسل -এটি মূলত ইবনু তাউস তার পিতা হতে। অর্থাৎ এটা মুরসাল বর্ণনা'।[৩১৯]

এরপর তিনি বলেছেন, মুআম্মাল মুখস্ত বর্ণনা করতে গিয়ে অতিরিক্ত শব্দ বর্ণনা করেছেন। ঠিক অনুরূপভাবে একটি বর্ণনা {ইয়াহ্ইয়া বিন আবী কাসীর হতে, তিনি মুহাজির বিন ইকরিমা হতে} সনদে ইমাম আবূ হানীফা সাহাবী আবূ হুরায়রা রাযিআল্লাহু আনহু-এর সংযোজন বর্ণনা করেছেন। তখন ইমাম দারাকুতনী বলেছেন,

رَوَاهُ أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ شَيْبَانَ، فَقَالَ : عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.وَالصَّوَابُ مرسل-

'একে আবূ হানীফা শায়বানের সূত্রে বর্ণনা করে বলেছেন, ইয়াহ্ইয়া বিন আবী কাসীর হতে, তিনি মুহাজির বিন ইকরিমা হতে, তিনি আবূ হুরায়রা হতে। আর সঠিক হল এটি মুরসাল বর্ণনা'।[৩২০]

তাহলে ইমাম আবূ হানীফার এই ভুলকেও তার যঈফ হওয়ার দলীল মনে করা হবে?

মোটকথা : ইমাম ইবনু মাঈনের উপরোল্লিখিত বক্তব্য মুআম্মালের যঈফ হওয়ার দলীল নয়। আর এর শক্তিশালী দলীল এই যে, স্বয়ং ইমাম ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহ মুআম্মালকে স্পষ্টভাবে সিকাহ বলেছেন। যেমনটা আলোচিত হবে। বরং সুফিয়ান সাওরী হতে বর্ণনা করার ক্ষেত্রেও তিনি মুআম্মালকে সিকাহ বলেছেন। যেমনটা আসছে।

(২) ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (মৃ. ২৪১ হি.) বলেছেন, مومل كان يخطي 'মুআম্মাল ভুল করতেন'।[৩২১]

৩১৯. সুওয়ালাত ইবনুল জুনাইদ পৃ. ২০২।
৩২০. দারাকুতনী, আল-ইলাল ৯/২৭৭।
৩২১. ইলালু আহমাদ (মারওয়াযীর বর্ণনা) পৃ. ...।

www.boimate.com

জবাব : আরয রইল যে, সিকাহ রাবী থেকেও ভুল হয়ে থাকে। এজন্য, স্রেফ ভুল করার কারণে কোন রাবীকে যঈফ বলা যায় না। বরং যঈফ বলার কারণে জরুরী হল যে, সেই রাবী হতে অত্যধিক ভুল করা প্রমাণিত হতে হবে।

(৩) ইমাম আবূ দাঊদ রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৭৫ হি.) হতে আবূ উবায়েদ বর্ণনা করে বলেছেন,

سألت أبا داود عن مؤمل بن إسماعيل، فعظمه ورفع من شأنه إلا أنه يهم في الشيء-

'আমি আবূ দাঊদকে মুআম্মাল সম্পর্কে জিজ্ঞসা করলাম। তখন তিনি তার মর্যাদা বর্ণনা করলেন। তিনি তার শান-শওকত উল্লেখ করলেন এবং বললেন, কিন্তু তিনি কয়েকটি বিষয়ে ভুল করেছেন'।[৩২২]

জবাব : আরয রইল যে, ইমাম আবূ দাঊদ রহিমাহুল্লাহও স্রেফ কয়েকটি বিষয়ে তার ভুলের কথা বলেছেন। অর্থাৎ তার ভুলগুলি ইমাম আবূ দাঊদের কাছে কম। আর তার কাছে মুআম্মালের মহান মর্যাদাও স্বীকৃত।

(৪) ইমাম ইয়াকূব বিন সুফিয়ান আল-ফাসাবী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৭৭ হি.) বলেছেন,

'মুআম্মাল বিন ইসমাঈল সুন্নী ও জলীলুল কদর শায়েখ ছিলেন। আমি সুলায়মান বিন হারবকে তার চমৎকার প্রশংসা করতে শুনেছি। তিনি বলতেন, আমাদের মাশায়েখরা তাকে জানতেন। আর তার থেকে ইলম তলবের ক্ষেত্রে পরামর্শ প্রদান করতেন। কিন্তু তার হাদীসগুলি তার অন্য সাথীদের মত নয়। এমনকি তিনি কিছু ক্ষেত্রে বলেছেন, তার জন্য হাদীস বর্ণনা করা ঠিক ছিল না। আলেমদের উপর ওয়াজিব হল, সতর্কতার সাথে তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা। আর তার থেকে খুব কম বর্ণনা উদ্ধৃত করা। কেননা তিনি হলেন মুনকার। তিনি আমাদের শায়েখ হতে মুনকার বর্ণনা উদ্ধৃত করতেন। যা খুবই মন্দ কথা। কেননা যদি তিনি যঈফ রাবী হতে মুনকার বর্ণনা উদ্ধৃত করতেন তাহলে আমরা মুআম্মালকে অপারগ মনে করতাম'।[৩২৩]

এ উক্তিতে সুলায়মান বিন হারব মুআম্মালকে মুনকার বলার কারণ অর্থাৎ তার উপর জারাহ করার কারণ হিসেবে এটা নির্দেশ করেছেন যে, তিনি মুনকার

৩২২. মিযযী, তাহযীবুল কামাল ২৯/১৭৮।
৩২৩. ফাসাবী, আল-মারিফাতু ওয়াত-তারীখ ৩/৫২।

www.boimate.com

বর্ণনা উদ্ধৃত করতেন। কিন্তু এর ভিত্তিতে কাউকে মুনকার বলা যেতে পারে না। কেননা মুনকার বর্ণনা করার দ্বারা এটা আবশ্যক হয় না যে, বর্ণনাকারী নিজেই এর জন্য দায়ী। ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৮৪৮ হি.) বলেছেন,

قلت ما كل من روي المناكير يضعف- 'আমি বলছি, বিষয়টি এমন নয় যে, প্রত্যেক মুনকার বর্ণনা উদ্ধৃতকারী রাবীকে যঈফ বলতে হবে'।[৩২৪]

মাওলানা আব্দুল হাঈ লাখনোবী হানাফী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৩০৪ হি.) বলেছেন, 'মুহাদ্দিসদের উক্তি, {তিনি মুনকারুল হাদীস রাবী} এবং তিনি {মুনকার হাদীস বর্ণনা করেন}-কথাদুটির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে'।[৩২৫]

মাওলানা লাখনোবী অগ্রসর হয়ে লিখেছেন, 'অনুরূপভাবে মুহাদ্দিসদের উক্তি 'অমুক মুনকার বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন' কিংবা 'তার এ হাদীসটি মুনকার' কিংবা অনুরূপ বাক্য দ্বারা এটা অবশ্যই মনে করবে না যে, তিনি যঈফ রাবী'।[৩২৬]

রইল এ বিষয়টি যে, মুআম্মাল যে সকল মাশায়েখদের থেকে মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন তারা সিকাহ ছিলেন। তাহলে এটা জরুরী নয় যে, তার উস্তাদদের উপরের কোন রাবীর মধ্যে দুর্বলতা থাকবে না।

(৫) আব্দুল বাকী বিন কানে (মৃ. ৩৫১ হি.) বলেছেন, 'তিনি সালেহ। ভুল করতেন'।[৩২৭]

আরয রইল, এ উক্তিতেও স্রেফ ভুল করার বিষয়টি রয়েছে। আর শুধু ভুল করার দ্বারা কোন রাবী যঈফ হয়ে যান না। কেননা বড় বড় সিকাহ রাবী থেকেও ভুল সংঘটিত হয়।

(৬) ইমাম ইবনু হিব্বান রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৫৪ হি.) বলেছেন, 'তিনি কখনো কখনো ভুল করতেন'।[৩২৮]

৩২৪. যাহাবী, মীযানুল ইতিদাল ১/১১৮।
৩২৫. আর-রফউ ওয়াত-তাকমীল পৃ. ২০০।
৩২৬. ঐ পৃ. ২০১।
৩২৭. ইবনু হাজার, তাহযীবুত তাহযীব ১০/৩৩৯।
৩২৮. ইবনু হিব্বান, আস-সিকাত ৯/১৮৭।

www.boimate.com

জবাব : আরয রইল, কখনো কখনো ভুল করার দ্বারা কোন রাবী যঈফ হয়ে যান না। যতক্ষণ তার থেকে অত্যধিক মাত্রায় ভুল প্রমাণিত না হবে ততক্ষণ তিনি যঈফ হবেন না।

(৭) ইমাম দারাকুতনী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৮৫ হি.) বলেছেন, 'তিনি সত্যবাদী। অত্যধিক ভুল করতেন'।[৩২৯]

ইমাম দারাকুতনী রহিমাহুল্লাহ্‌র এই উক্তি হতেও তাযঈফ প্রমাণিত হতে পারে না। কেননা স্বয়ং ইমাম দারাকুতনী রহিমাহুল্লাহ মুআম্মাল বিন ইসমাঈলের একটি হাদীস সম্পর্কে বলেছেন, 'এর সনদ সহীহ'।[৩৩০]

এর দ্বারা জানা যায় যে, ইমাম দারাকুতনীর উক্তিতে অত্যধিক ভুলকারী দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, একাধিকবার ভুল করা। কিংবা গায়ের কাদেহ ভুল করা। কেননা ইমাম দারাকুতনী রহিমাহুল্লাহ তার বর্ণনাকে সহীহও বলেছেন। সুতরাং উভয় মন্তব্যের মধ্যে তাতবীক দেওয়া জরুরী। এর সমর্থন এ কথাটির দ্বারাও হয় যে, ইমাম দারাকুতনী রহিমাহুল্লাহ স্বীয় যঈফ রাবীচরিত গ্রন্থে মুআম্মালের উল্লেখ করেননি।

মাওলানা ইজায আহমাদ আশরাফী হানাফী 'আতরাফুল গারায়েব লিদ-দারাকাতুনী' গ্রন্থের বরাতে বর্ণনা করে লিখেছেন, 'তার থেকে মুআম্মাল বিন ইসমাঈল ব্যতীত আর কেউই বর্ণনা করেননি'।[৩৩১]

তিনি আরও লিখেছেন, 'সাওরী থেকে মুআম্মাল বিন ইসমাঈল এককভাবে বর্ণনা করেছেন'।[৩৩২]

জবাব : আরয রইল যে, এই গ্রন্থে গরীব হাদীসগুলি বর্ণনা করা হয়েছে। আর উসূলে হাদীসের মধ্যে সেই সকল হাদীসকে 'গরীব হাদীস' বলা হয় যেগুলি বর্ণনা করার ক্ষেত্রে যে কোন স্তরে কোন একজন রাবী একক হয়ে থাকেন। সুতরাং যখন কোন হাদীসকে গরীব বলা হবে তখন আবশ্যকরূপে কোন একটি স্তরের মধ্যে কোন একজন রাবীর মুনফারিদ হওয়া নির্দেশ করা হবে। আর স্রেফ গরীব হওয়া কোন হাদীসের যঈফ হওয়ার দলীল নয়।

৩২৯. সুওয়ালাতুল হাকেম লিদ-দারাকুতনী পৃ. ২৭৬।
৩৩০. সুনানে দারাকুতনী ২/১৮৬।
৩৩১. আতরাফুল গারায়েব, ক্রমিক ১৩৫১।
৩৩২. ঐ ক্রমিক ১৩৫১।

www.boimate.com

সুতরাং কোন রাবীর গরীব হাদীসের মধ্যে উল্লেখ থাকা তার তাযঈফ-ই নয়। যদি মাওলানা ইজায আহমাদ আশরাফী সাহেব এটাই মনে করে থাকেন যে, কোন রাবীর গরীব হাদীস বর্ণনা করা তার দুর্বল হওয়ার দলীল তাহলে আরয রইল যে, এ গ্রন্থেই এই ইবারতটি বিদ্যমান আছে যে-

১. 'তার থেকে আবূ হানীফা এককভাবে বর্ণনা করেছেন'।[৩৩৩]

২. 'হাম্মাদ বিন আবী সুলায়মান হতে আবূ হানীফা এককভাবে বর্ণনা করেছেন'।[৩৩৪]

কি মনে হয়? এ ইবারতগুলিও কি ইমাম আবূ হানীফার যঈফ হওয়ার দলীল?

(৮) ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৪৮ হি.) বলেছেন, 'তিনি হাদীসের হাফেয আলেম। (হাদীস বর্ণনায়) ভুল করতেন'।[৩৩৫]

জবাব : আরয রইল, এটা খুবই সাধারণ জারাহ। এতে স্রেফ কখনো কখনো ভুল করার কথা রয়েছে। মাওলানা আমীর আলী লিখেছেন, 'যাহাবী রহিমাহুল্লাহ তাকে হাদীসের হাফেয বলেছেন। আর বলেছেন যে, তার থেকে কম ভুল হয়েছে। তার একটি মুনকার হাদীসও তিনি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি এর নাকারাতের কারণ হিসেবে ইকরিমাহ রহিমাহুল্লাহকে নির্দেশ করেছেন'।[৩৩৬]

উপরন্তু ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ মুআম্মাল বিন ইসমাঈল রহিমাহুল্লাহকে স্পষ্টভাবে সিকাহ আখ্যা দিয়েছেন। যেমনটা সামনে বিস্তারিত আলোচনা আসছে। বরং ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ মুআম্মালের উল্লেখ স্বীয় 'মান তুকুল্লিমা ফীহি ওহুয়া মুআস্সাক' গ্রন্থে করেছেন।[৩৩৭]

'মান তুকুল্লিমা ফীহি ওহুয়া মুআস্সাক' গ্রন্থে ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ এমন রাবীর উল্লেখ করেছেন যাদের জারাহ করা হয়েছে। কিন্তু তারা সিকাহ রাবী। এ কথাটি এর দলীল যে, ইমাম যাহাবীর তাহকীক অনুসারে মুআম্মাল বিন ইসমাঈল হলেন সিকাহ রাবী। আর তার উপর আরোপিত জারাহ দ্বারা তিনি যঈফ রাবী হিসেবে প্রমাণিত হন না।

---

৩৩৩. ঐ ক্রমিক ৪৯৫৬।
৩৩৪. ঐ ক্রমিক ২০৪১।
৩৩৫. যাহাবী, মীযানুল ইতিদাল ৪/২২৮।
৩৩৬. আত-তাকীব পৃ. ৫১৫।
৩৩৭. মান তুকুল্লিমা ফীহি ওহুয়া মুআস্সাক পৃ. ১৮৩।

www.boimate.com

(৯) ইমাম হায়সামী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৮০৭ হি.) বলেছেন,

مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَضَعَّفَهُ الْجُمْهُورُ

'মুআম্মাল বিন ইসমাঈলকে ইবনু মাঈন সিকাহ বলেছেন। আর জমহূর তাকে যঈফ বলেছেন'।[৩৩৮]

জবাব : আরয রইল যে, ইমাম হায়সামী রহিমাহুল্লাহ্‌র এই বাক্যটির অর্থ অবশ্যই এটা নয় যে, ইমাম হায়সামী রহিমাহুল্লাহ্‌র কাছেও মুআম্মাল বিন ইসমাঈল যঈফ রাবী। কেননা এখানে ইমাম হায়সামী রহিমাহুল্লাহ স্বীয় বাক্যতে মুআম্মালের উপর জারাহ করেননি। আর অন্যান্য স্থানে নিজের বাক্যগুলিতে ইমাম হায়সামী রহিমাহুল্লাহ মুআম্মালকে সিকাহ বলেছেন। যার বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে। বরং ইমাম হায়সামী রহিমাহুল্লাহ মুআম্মালের উপর কৃত জারাহগুলিকে 'ক্ষতিকর নয়' আখ্যা দিয়েছেন। যেমনটা তাওসীকের আলোচনায় আসছে। উপরন্তু ইমাম হায়সামী রহিমাহুল্লাহ্‌র এটা বলাও আপত্তিকর যে, 'জমহূর তাকে যঈফ বলেছেন'। যেমনটা বিস্তারিত আসছে।

(১০) হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৮৫২ হি.) বলেছেন, 'তিনি সত্যবাদী। বাজে হিফযের অধিকারী'।[৩৩৯]

জবাব : আরয রইল, হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ্‌র কাছে এই শব্দাবলী দ্বারা তাযঈফ উদ্দেশ্য হয় না। বরং তার কাছে এমন রাবী হাসানুল হাদীস স্তরের হয়ে থাকেন।[৩৪০]

হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ অন্য একটি গ্রন্থে বলেছেন, 'সুফিয়ান সাওরী হতে মুআম্মালের হাদীসে দুর্বলতা থাকে'।[৩৪১]

জবাব : আরয রইল যে, সম্ভবত হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ এই কথাটি ইমাম ইবনু মাঈনের প্রতি সম্বন্ধিত একটি উক্তির ভিত্তিতে বলেছেন।

৩৩৮. মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৫/৬৩।
৩৩৯. তাকরীবুত তাহযীব, রাবী নং ৭০২৯।
৩৪০. ইয়াযীদ বিন মুআবিয়া পার ইলযামাত কা তাহকীকী জায়েযা পৃ. ৬৭৩-৬৭৪।
৩৪১. ফাতহুল বারী ৯/২৩৯।

www.boimate.com

যেমন ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ হতে পূর্বে এরূপ বাক্য ইমাম ইবনু মাঈন হতে ইবনু মুহরিয বর্ণনা করেছেন।[৩৪২]

কিন্তু ইবনু মুহরিয মাজহূলুল হাল রাবী। তার তাওসীক ও তারীফ পাওয়া যায় না। আহলে ইলমের ইবারতের মধ্যে তার জন্য কোন ইলমী উপাধী পাওয়া যায় না। অবশ্য তিনি ইমাম ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহ এবং অন্যদের থেকে ইলমের একটি অংশ বর্ণনা করেছেন। যা তার আলেম হওয়ার দলীল বহন করে। এজন্য তার বর্ণনা যদি ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহ্‌র অন্য সিকাহ ও প্রসিদ্ধ ছাত্রদের বর্ণনার বিপরীত না হয় তাহলে তার দ্বারা দলীল পেশ করা যেতে পারে। কিন্তু ইবনু মাঈন হতে তার বর্ণনাকৃত এমন বর্ণনা যা ইবনু মাঈনের অন্যান্য সিকাহ ও প্রসিদ্ধ ছাত্র বর্ণনা করেছেন সেগুলির বিপরীত হয় তাহলে এমতাবস্থায় তার বর্ণনা দলীলযোগ্য হবে না।

সুফিয়ান সাওরী হতে মুআম্মালের বর্ণনাতে দুর্বল থাকা সংক্রান্ত উক্তিটি করার ক্ষেত্রে ইবনু মুহরিয একক রয়েছেন। বরং তার বর্ণনাকৃত এই কথাটি ইবনু মাঈনের অন্য সিকাহ ও প্রসিদ্ধ ছাত্র ওসমান আদ-দারেমী রহিমাহুল্লাহ্‌র বর্ণনাকৃত বর্ণনার বিরোধী। কেননা ওসমান দারেমী রহিমাহুল্লাহ স্বীয় উস্তাদ ইমাম ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহ হতে সুফিয়ান সাওরীর বর্ণনায় মুআম্মালকে সিকাহ বলেছেন। যার বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসছে।

যদি ইবনু মাঈনের উক্তি প্রমাণিতও মেনে নেই; তবুও তার কথার উদ্দেশ্য শর্তহীনভাবে যঈফ বলা নয়। বরং স্রেফ উঁচু স্তরের তাওসীককে নাকোচ করা হয়েছে। যেমনটা আসছে।

প্রকাশ থাকে যে, ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহও এই উক্তির মধ্যে সুফিয়ান সাওরী হতে মুআম্মালের বর্ণনাকে শর্তহীনভাবে তাযঈফ করেননি। বরং স্রেফ দুর্বলতার কথা বলেছেন। আর {ضَعف} 'যফ' ও {تضعيف} 'তাযঈফ'-এর মধ্যে বড় পার্থক্য রয়েছে। যফ দ্বারা উদ্দেশ্য হল, উঁচু স্তরের তাওসীককে নাকোচ করা মাত্র। কিন্তু এরপরও যফ সংক্রান্ত কথাও সহীহ নয়। এর বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে।

৩৪২. ইবনু মাঈন, মারিফাতুর রিজাল ১/১১৪।

www.boimate.com

নিম্নোক্ত উক্তিগুলি প্রমাণিত নয়

(১১) ইমাম মিযযী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৪২ হি.) বলেছেন, 'বুখারী বলেছেন, তিনি মুনকারুল হাদীস'।[৩৪৩]

জবাব : আরয রইল যে, ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ হতে এ উক্তিটি প্রমাণিত নেই। বরং ইমাম মিযযী হতে এই উক্তিটি বর্ণনা করতে গিয়ে ভুল সংঘটিত হয়েছে। মূলত ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ 'মুআম্মাল বিন সাঈদ বিন ইউসুফ'-কে মুনকারুল হাদীস বলেছেন। আর ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ্‌র কিতাবে এ নামে প্রথমে মুআম্মাল বিন ইসমাঈলের নাম উল্লেখ আছে। যেহেতু ইমাম বুখারীর কিতাবে দুজনের নাম একই সাথে উল্লেখ রয়েছে; এজন্য দ্রুততার কারণে ইমাম মিযযী রহিমাহুল্লাহ হতে ভুল হয়েছে। আর দ্বিতীয় রাবীর সম্পর্কে বলা ইমাম বুখারীর জারাহকে তিনি প্রথম রাবীর সম্পর্কে মনে করেছেন।

ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ্‌র প্রতি নিসবতকৃত এই জারাহ সম্পর্কে শায়েখ আবুল আশবাল আহমাদ শাগেফ হাফিযাহুল্লাহ্‌র একটি তাহকীকী প্রবন্ধ রয়েছে। যেটি সামনে পেশ করা হচ্ছে-

শায়েখ আবুল আশবাল আহমাদ শাগেফ বিহারী রহিমাহুল্লাহ লিখেছেন, 'মুআম্মাল বিন ইসমাঈল এ হাদীসের রাবী। যেখানে বুকের উপর হাত বাঁধার প্রমাণ আছে। তার এই বর্ণনাটি সহীহ ইবনু খুযায়মা ইত্যাদি গ্রন্থে বিদ্যমান। আর মুসনাদে আহমাদের সহীহ বর্ণনা দ্বারা এর সমর্থন মেলে। উপরন্তু এ সনদে সুনানে আবূ দাউদের একটি মুরসাল সহীহ বর্ণনা বিদ্যমান। মুআম্মাল বিন ইসমাঈলের জীবনী তাহযীবুল কামাল, মীযানুল ইতিদাল, তাহযীবুত তাহযীব, তাকরীবুত তাহযীব, ইমাম বুখারীর আত-তারীখুল কাবীর এবং ইবনু আবী হাতিমের আল-জারহু ওয়াত-তাদীল ইত্যাদি গ্রন্থসমূহে মজূদ আছে। যেহেতু হাফেয মিযযীর তাহযীবুল কামাল গ্রন্থটি ইমাম মাকদেসীর 'আল-কামাল' গ্রন্থ হতে নেয়া হয়েছে সংযোজন সহ; সেহেতু এখন প্রতীয়মান নয় যে, মাকদেসী তার জীবনীতে কি লিখেছিলেন।

---

৩৪৩. মিযযী, তাহযীবুল কামাল ২৯/১৭৮।

www.boimate.com

অবশ্য তাহযীবুল কামাল, মীযানুল ইতিদাল এবং তাহযীবুত তাহযীব গ্রন্থগুলিতে আছে যে, ইমাম বুখারী তাকে মুনকারুল হাদীস বলেছেন। আর ইমাম বুখারী যে রাবীকে এ বাক্যটি ব্যবহার করেন তিনি তার থেকে বর্ণনা উদ্ধৃত করা জায়েয মনে করেন না। সাথে সাথে (বুকে হাত বাঁধার) বিরোধীরা সুযোগ পেয়ে গেল। তারা এই বর্ণনাটির উপর জারাহ করে দিল যে, 'দেখ! এই বর্ণনাটি গ্রহণযোগ্য নয়'। এ জারাহ করার পরও মাসলাকে আহলে হাদীসের উপর কোনই প্রভাব পড়ে না। কেননা তাদের কাছে আরও সহীহ বর্ণনা বিদ্যমান। তারা স্রেফ এর উপরই নির্ভর করে বসে থাকেন না। কিন্তু সরাসরি এই সমালোচনা তারীখুল কাবীর সহ ইমাম বুখারীর অন্যান্য গ্রন্থে নেই'।

তারীখুল কাবীর (৮/৪৯) গ্রন্থে এই শিরোনাম আছে যে, 'বাবু মুআম্মাল'। এই শিরোনামের অধীনে (রাবী নং ২১০৭) দেখুন। এখানে যা লিখিত তা নিম্নরূপ-

مؤمل بن اسمعيل أَبُو عَبْد الرَّحْمَن مولى آل عُمَر بْن الْخَطَّاب الْقُرَشِيّ-سَمِعَ الثوري وحماد بْن سلمة مات سنة خمس أو ست ومائتين، الْبَصْرِيّ سكن مكة-

তার জীবনীর পর পরই (রাবী নং ২১০৮) লেখা আছে-

مؤمل بْن سَعِيد بْن يوسف أَبُو فراس الرحبي الشامي سَمِعَ أباه سَمِعَ منه سُلَيْمَان بْن سلمة، منكر الحديث-

প্রতীয়মান হয় যে, যারাই তারীখুল কাবীর হতে 'মুনকারুল হাদীস' বাক্যটি উদ্ধৃত করেছেন তারাই ভুল করেছেন। আর তারা মুআম্মাল বিন সাঈদের মুনকারুল হাদীস বাক্যটি উঠিয়ে মুআম্মাল বিন ইসমাঈলের সাথে জুড়ে দিয়েছেন। আর পরবর্তীতে ইমামগণ তারীখুল কাবীর অধ্যয়ন না করেই স্বীয় পূর্বসূরীদের উপর নির্ভর করে মুআম্মাল বিন ইসমাঈলের জীবনীতে এই বাক্যটি লিপিবদ্ধ করেছেন। এমনকি বর্তমান জাহালতের যুগে এটা জোরে শোরে আমল করা হচ্ছে। অথচ মুআম্মাল বিন ইসমাঈলের একটি হাদীস জামে তিরমিযীতে বিদ্যমান।[৩৪৪]

৩৪৪. তুহফাতুল আহওয়াযী ১/৩১৯।

www.boimate.com

ইমাম তিরমিযী সেই হাদীসের পর লিখেছেন, 'এ হাদীসটি হাসান সহীহ'।

এই ইমাম তিরমিযী হলেন ইমাম বুখারীর ছাত্র। স্বীয় জামে গ্রন্থের ভিতরে রাবীদের উপর সমালোচনা করতে গিয়ে তিনি 'আত-তারীখুল কাবীর' হতে পুরোপুরি উপকার লাভ করেছেন। যেমন জামে গ্রন্থের শেষে ইলাল বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন,

وَمَا كَانَ فِيهِ من ذكر العِلَل فِي الأَحَادِيث وَالرِّجَال والتاريخ فَهُوَ مَا استخرجته من كتب التَّارِيخ وَأَكْثر ذَلِك مَا ناظرت بِهِ مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل وَمِنْه مَا ناظرت بِهِ عبد الله بن عبد الرَّحْمَن وَأَبا زرْعَة وَأَكْثر ذَلِك عَن مُحَمَّد وَأَقل شَيْء فِيهِ عَن عبد الله وَأبي زرْعَة-

।[৩৪৫]

এখানে তিনি 'কিতাবুত তারীখ' দ্বারা তারীখে কাবীরকে বুঝিয়েছেন।

সুতরাং প্রতীয়মান হল, যদি ইমাম বুখারীর তারীখ গ্রন্থে মুনকারুল হাদীস-এর বাক্যটি মুআম্মাল বিন ইসমাঈলের জীবনীতে থাকত তাহলে ইমাম তিরমিযী সেটি অবশ্যই বর্ণনা করতেন এবং ইমাম বুখারীর সাথে এ বিষয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করতেন। কিন্তু তিনি এমনটা করেননি।

এছাড়াও ইবনু খুযায়মাহ ইমাম বুখারীর ছাত্র হওয়ার পরও এই রাবীকে স্বীয় সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। আর তিনি এর প্রতি সামান্যতমও ইশারা করেননি।

এ কথাগুলি ব্যতীত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা এই যে, ইমাম ইবনু আবী হাতিম এই রাবীর উল্লেখ 'আল-জারহু ওয়াত-তাদীল' গ্রন্থে করেছেন। আর তিনি আত-তারীখুল কাবীর-এর ভুল ধরিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ। এ প্রসঙ্গে তিনি একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থও রচনা করেছেন। কিন্তু তিনি এর উল্লেখ না তো আল-জারহু ওয়াত-তাদীল গ্রন্থে করেছেন আর না সেই স্বতন্ত্র গ্রন্থে করেছেন। এর দ্বারাও স্পষ্ট হয়েছে যে, মুআম্মালের জীবনীতে এই বাক্যটির কোন অস্তিত্ব নেই।

৩৪৫. তুহফাতুল আহওয়াযী ৪/৩৮৫। {এটি আমি তুহফাতুল আহওয়াযী গ্রন্থে পাইনি। বরং ইমাম তিরমিযীর আল-ইলালুস সগীর গ্রন্থে (পৃ. ৭৩৮) পেয়েছি।-অনুবাদক}।

www.boimate.com

'হ্যাঁ, মুআম্মালের তাওসীকের অধিকাংশই মুহাদ্দিস হতে প্রমাণিত আছে। যেমন ইসহাক বিন রাহাওয়াই, ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন, ইবনু হিব্বান, দারাকুতনী, ইবনু সাদ এবং ইবনু কানি ইত্যাদি হতে। অবশ্য ইবনু রাহাওয়াই এবং ইবনু মাঈন ব্যতীত অন্যরা যেমন দারাকুতনী 'তিনি সিকাহ। অত্যধিক ভুল করতেন'; ইবনু সাঈদ 'তিনি সিকাহ। বেশী বেশী ভুল করতেন'; আর ইবনু হিব্বান 'তিনি কখনো ভুল করতেন' ইত্যাদি বাক্যগুলি ব্যবহার করতেন। এজন্য হাফেয আত-তাকরীব গ্রন্থে যে সুষম বাক্য তার প্রসঙ্গে বলেছেন সেটা হল, 'তিনি সত্যবাদী। বাজে হিফযের অধিকারী'। এখন যদি তার বর্ণিত হাদীসকে দলীলে কতঈ দ্বারা প্রমাণ করা যায় যে, তিনি সেখানে ভুল করেছেন তাহলে তার হাদীস বাতিলযোগ্য হবে। অন্যথায় গ্রহণযোগ্য হবে। আর এখানে তার এই হাদীসটির পক্ষে শাহেদ ও মুতাবাআত পাওয়া যাচ্ছে। সুতরাং এই বর্ণনাটি গ্রহণযোগ্য হবে। অবশ্য এ হাদীসের বিরোধীদের মনে অবশ্যই তার সম্পর্কে ঘৃণা রয়েছে। এজন্য তারা তার এই সহীহ বর্ণনাকে গ্রহণ করার পরিবর্তে বাতিল করার উপরই জোর দিয়ে থাকেন।

আমাদের এ আলোচনা দ্বারা স্পষ্ট হয়েছে যে, তার ব্যাপারে ইমাম বুখারীর 'মুনকারুল হাদীস' বলা প্রমাণিত নেই। বরং কিছু কপিকারকের ভুলের ফসল। কিছু বিরোধী পক্ষ এ হাদীসের অশুদ্ধতার দলীল হিসেবে এটাও বলেছেন যে, মুআম্মাল এই বর্ণনাকে সুফিয়ান সাওরী হতে বর্ণনা করেছেন। আর তার মাযহাব হল নাভীর নিচে হাত বাঁধা। যদি এই বর্ণনাটি তার কাছে সহীহ হত তাহলে তিনি এর বিরোধী কাজ করতেন না। কিন্তু এই অভিযোগটি একেবারেই সহীহ নয়। বরং এটা একটি খোঁড়া ওযর। এ ধরনের একাধিক উদাহরণ হাদীসের গ্রন্থগুলিতে বিদ্যমান আছে। যেমন ইমাম মালেক মুওয়াত্তা গ্রন্থে {**ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা**} -এর অনুচ্ছেদ রচনা করার পর দুটি হাদীস এ অনুচ্ছেদের অধীনে এনে এ বিষয়কে সহীহ প্রমাণ করেছেন। কিন্তু তার শেষ আমল ছিল, হাত ছেড়ে দিয়ে সলাত আদায় করা। আর এর কারণ এটা ছিল যে, যখন তাকে শাস্তি দেয়া হয়েছিল তখন তার দু হাত জখম হয়ে যায় এবং তিনি উভয় হাত বেঁধে সলাত পড়তে অক্ষম হয়ে যান।

উপরন্তু কিছু সাহাবায়ে কেরাম হতে বর্ণিত হাদীসের পক্ষে-বিপক্ষে উভয় ধরনের ফতওয়া রয়েছে। কিছু সাহাবীর আমল তাদেরই বর্ণনাকৃত হাদীসের বিপরীত। যখন তাদের ছাত্ররা বিষয়টি দেখেছেন এবং তাদেরকে অবগত করেছেন তখন তারা নিজেদের পূর্বোক্ত আমল বদলিয়ে ফেলেছেন।

www.boimate.com

মুহাদ্দিস কেরামগণ এ সকল বিষয় তাতাব্বু করেছে এবং ইসতিকরার করার পর ফায়সালা করেছেন যে, সাহাবী কিংবা মুহাদ্দিসের বর্ণনাকৃত হাদীস তো গ্রহণযোগ্য। কিন্তু তাদের ঐ সকল আমল ও ফতওয়া যেগুলি সহীহ হাদীসের বিরোধী হয় সেগুলি গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা রাসূলের হাদীসের হেফাযতের যিম্মাদারী তো আল্লাহ নিজেই গ্রহণ করেছেন।[৩৪৬]

ইমাম বুখারীর আয-যুআফা নামে একটি বড় গ্রন্থও ছিল

মাওলানা ইজায আশরাফী সাহেব লিখেছেন, 'ইমাম বুখারীর আয-যুআফা নামে একটি বড় গ্রন্থও ছিল। যা এখনও মুদ্রিত হয় নি। সুতরাং তাৎক্ষণিকভাবে {ইমাম বুখারী স্বীয় কোন গ্রন্থে মুআম্মাল বিন ইসমাঈল সম্পর্কে মুনকারুল হাদীস লিখেন নি}- বলা ধোঁকাবাজি ও ইলমী প্রতারণা'।[৩৪৭]

জবাব : আরয রইল যে, এ কথাটি তখন দৃকপাতযোগ্য হত যখন ইমাম বুখারীর বিদ্যমান গ্রন্থসমূহে মুআম্মাল বিন ইসমাঈলের উল্লেখ না থাকত। কিন্তু আমরা দেখি যে, মুআম্মাল বিন ইসমাঈলের উল্লেখ ইমাম বুখারীর আত-তারীখ গ্রন্থে আছে। আর তার উপর ইমাম বুখারীর জারাহ মুনকারুল হাদীস বাক্যটি বিদ্যমান নেই। যদি ইমাম বুখারী আয-যুআফাউল কাবীর গ্রন্থে মুআম্মালকে মুনকারুল হাদীস বলতেন; তাহলে আত-তারীখ গ্রন্থে তার উল্লেখ করার সময়েও তাকে মুনকারুল হাদীস বলতেন। কিন্তু তিনি এমনটা করেননি। যা এ বিষয়টির দলীল যে, ইমাম বুখারী কোন গ্রন্থেই তাকে মুনকারুল হাদীস বলেন নি। নিচে এ কথাটির তিনটি দলীল লক্ষ্য করুন যে, ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ মুআম্মাল বিন ইসমাঈলকে মুনকারুল হাদীস বলেননি-

দলীল-১ : ইমাম বুখারী স্বীয় আত-তারীখুল কাবীর গ্রন্থে মুআম্মালের উল্লেখ এভাবে করেছেন যে,

مؤمل بن اسمعيل أَبُو عَبْد الرَّحْمَن مولى آل عُمَر بْن الخَطَّاب (الْقُرَشِيّ) سَمِعَ الثوري وحماد بْن سلمة مات سنة خمس أو ست ومائتين، الْبَصْرِيّ سكن مكة-

৩৪৬. পৃ. ৪১৩ পর্যন্ত অনুবাদ দেয়া হল।-অনুবাদক।
৩৪৭. ঐ পৃ. ১৫৬।

www.boimate.com

'মুআম্মাল বিন ইসমাঈল আবূ আব্দুর রহমান ওমর ইবনুল খাত্তাব কুরাশীর বংশধরের দাস। তিনি সুফিয়ান সাওরী ও হাম্মাদ বিন সালামা হতে শ্রবণ করেছেন। আর ২০৫ কিংবা ২০৬ হিজরীতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তিনি বসরী ছিলেন। তবে (পরবর্তীতে) মক্কায় বসবাস করেছিলেন'।[৩৪৮]

পাঠকগণ! গভীরভাবে চিন্তা করুন! ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ মুআম্মাল বিন ইসমাঈলের পুরো জীবনীতে কোথাও তাকে মুনকারুল হাদীস বলেন নি। অবশ্য তার পরে ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ মুআম্মাল বিন সাঈদ বিন ইউসুফ-এর উল্লেখ করে বলেছেন,

مؤمل بْن سَعِيد بْن يوسف أَبُو فراس الرحبي الشامي سَمِعَ أباه سَمِعَ منه سُلَيْمَان بْن سلمة، منكر الحديث-

'মুআম্মাল বিন সাঈদ বিন ইউসুফ আবূ ফিরাস আর-রাহবী আশ-শামী। তিনি স্বীয় পিতা হতে শ্রবণ করেছেন এবং তার থেকে সুলায়মান বিন সালামা শ্রবণ করেছেন। তিনি মুনকারুল হাদীস রাবী ছিলেন'।[৩৪৯]

প্রতীয়মান হল যে, ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ মুআম্মাল বিন ইসমাঈল রহিমাহুল্লাহ্কে নয়। বরং তার পর উল্লিখিত 'মুআম্মাল বিন সাঈদ'কে মুনকারুল হাদীস বলেছেন।

দলীল-২ : যদি ইমাম বুখারী মুআম্মাল বিন ইসমাঈলকে মুনকারুল হাদীস বলে থাকেন তাহলে ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ তাকে স্বীয় যুআফা গ্রন্থেও উল্লেখ করতেন। কিন্তু ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ যুআফা গ্রন্থে মুআম্মাল বিন ইসমাঈলের উল্লেখ করেননি। যা এ কথাটির দলীল যে, ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ মুআম্মাল বিন ইসমাঈলকে মুনকারুল হাদীস আদৌ বলেন নি।

দলীল-৩ : ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ সহীহ বুখারীতে মুআম্মাল বিন ইসমাঈল হতে শাহেদের মধ্যে বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। যদি তিনি ইমাম বুখারীর কাছে মুনকারুল হাদীস রাবী হতেন তাহলে ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ তার শাহেদের মধ্যেও বর্ণনা আনতেন না। কেননা ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ স্বয়ং বলেছেন যে,

৩৪৮. বুখারী, আত-তারীখুল কাবীর ৮/৪৯।
৩৪৯. ঐ।

www.boimate.com

كل من قلت فِيهِ مُنكر الحَدِيث فَلَا تحل الرِّوَايَة عَنهُ-

'আমি যাকে মুনকারুল হাদীস বলেছি তার থেকে বর্ণনা গ্রহণ করা হালাল নয়'।[৩৫০]

এ সকল দলীল দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ মুআম্মাল বিন ইসমাঈলকে মুনকারুল হাদীস বলেন নি। বরং তার পর উল্লিখিত (প্রায়) একই নামের আরেক রাবী মুআম্মল বিন সাঈদকে মুনকারুল হাদীস বলেছেন। কিন্তু ইমাম মিযযী রহিমাহুল্লাহ্‌র দৃষ্টি ভ্রমের কারণে অন্য রাবীর উপর কৃত জারাহ প্রথম রাবীর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গিয়েছে।

জ্ঞাতব্য : দৃষ্টিভ্রমের কারণে এরূপ ভুল অন্য একটি স্থানে হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ হতেও সংঘটিত হয়েছে। যেমন 'আবূ আলী জানদাল বিন ওয়ালেক' নামে একজন রাবী আছেন। হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ তার সম্পর্কে ইমাম মুসলিম হতে কঠিণ সমালোচনা উদ্ধৃত করতে গিয়ে বলেছেন, 'মুসলিম আল-কুনা গ্রন্থে বলেছেন, তিনি মাতরূক রাবী'।[৩৫১]

'আল-কুনা' গ্রন্থে আবূ আলী জানদাল বিন ওয়ালিক নামক রাবীর জীবনী বিদ্যমান। কিন্তু তার কোন নুসখাতেই এই রাবীর উপর উল্লিখিত জারাহ পাওয়া যায় নি। বরং এর তাৎক্ষণিক পরই যে দ্বিতীয় রাবী 'আবূ আলী আল-হাসান বিন আমর' রয়েছেন; তার সম্পর্কে ইমাম মুসলিমের 'মাতরূক' জারাহ-টি রয়েছে।

প্রবল ধারণা এটাই বলছে যে, হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ হতে ইমাম মুসলিমের জারাহ বর্ণনা করার ক্ষেত্রে ভুল হয়েছে। আর দৃষ্টিভ্রমের কারণে পরবর্তী রাবীর সাথে সম্পৃক্ত জারাহকে প্রথম রাবীর সাথে সম্পৃক্ত মনে করেছেন। আল্লাহ-ই ভাল জানেন।

এটা একেবারেই এমনই যেমনটা ইমাম মিযযী রহিমাহুল্লাহ মুআম্মাল বিন ইসমাঈল সম্পর্কে ইমাম বুখারীর জারাহ মুনকারুল হাদীস বর্ণনা করেছেন। অথচ ইমাম বুখারীর কিতাবে মুআম্মাল বিন ইসমাঈলের উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু তার কোন নুসখাতেই এই রাবীর উপর এই জারাহ পাওয়া যায় নি। বরং এর

৩৫০. বায়ানুল ওয়াহমি ওয়াল-ঈহাম ফী কিতাবিল আহকাম ২/২৬৪।
৩৫১. তাহযীবুত তাহযীব ২/১০২।

www.boimate.com

অব্যবহিত পরেই রাবী মুআম্মাল বিন সাঈদ রয়েছেন। তার সম্পর্কে ইমাম বুখারীর জারাহ মুনকারুল হাদীস বিদ্যমান।

প্রবল ধারণা এটাই বলছে যে, ইমাম মিযযী রহিমাহুল্লাহ ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ্‌র জারাহ বর্ণনা করতে গিয়ে ভুল করেছেন। আর দৃষ্টিভ্রমের কারণে পরের রাবীর সাথে সম্পৃক্ত জারাহকে প্রথম রাবীর সাথে সম্পৃক্ত ভেবে নিয়েছেন।

ইবনু মাঈন কি সাওরী হতে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে মুআম্মালকে যঈফ বলেছেন?

ইমাম ইবনু মাঈনের একজন মাজহূলুল হাল এবং অজ্ঞাত তাওসীক ও তাদীল ছাত্র ইবনু মুহরিয ইবনু মাঈন হতে বর্ণনা করেছেন,

قبيصة ليس بحجة فى سفيان ولا ابو حذيفة ولا يحي بن آدم ولا مؤمل-

'কাবীসা সুফিয়ানের বর্ণনার মধ্যে হুজ্জত নন। তিনি হুযায়ফা, ইয়াহ্ইয়া বিন আদম এবং মুআম্মালের ক্ষেত্রেও হুজ্জত নন'।[৩৫২]

ইবনু মুহরিযের এই বর্ণনা দ্বারা দলীল পেশ করে বলা হয় যে, সুফিয়ান সাওরী হতে মুআম্মালের বর্ণনা যঈফ হয়ে থাকে। আরয রইল যে, এ কথাটি একেবারেই ভুল। এর কয়েকটি কারণ অধ্যয়ন করুন-

প্রথমত : ইমাম ইবনু মাঈন হতে উল্লিখিত উক্তিটির নকলকারী হলেন ইবনু মুহরিয। যিনি মাজহূলুল হাল রাবী। তার তাওসীক ও তাদীল কোথাও পাই নি। এমনকি ইমামগণ তার সাথে ইলমী ও তারীফী উপাধীসমূহও ব্যবহার করেননি। অবশ্য তিনি ইমাম ইবনু মাঈন হতে প্রমুখ হতে যে সকল উক্তি বর্ণনা করেছেন তাতে জানা যায় যে, তিনি ইলমী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। এজন্য সাধারণ অবস্থায় তার বর্ণনার উপর নির্ভর করাতে কোন দোষ নেই।

কিন্তু তার যে বর্ণনা অন্যান্য প্রমাণিত বর্ণনার বিরোধী হয়; যেমন তিনি ইবনু মাঈন হতে এমন কিছু বর্ণনা করেন যেগুলি ইবনু মাঈন হতে তার প্রসিদ্ধ ছাত্রদের বর্ণনাকৃত বিষয়ের বিরোধী হয়। তাহলে এমতাবস্থায় ইবনু মুহরিযের কথা নিশ্চিৎভাবে গ্রহণযোগ্য হবে না। আর এখানেও বিষয়টি এমনই। কেননা

---

৩৫২. ঐ ১/১৪৪।

www.boimate.com

ইবনু মুহরিয যে কথাটি বর্ণনা করেছেন তা ইমাম ইবনু মাঈনের সিকাহ ও প্রসিদ্ধ ছাত্র ইমাম ওসমান দারেমীর বর্ণনাকৃত কথার বিরোধী।

যেমন ইমাম ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণনা করতে গিয়ে তার ছাত্র ইমাম ওসমান দারেমী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৮০ হি.)[৩৫৩] বলেছেন,

قلت ليحي بن معين أي شئ حال المؤمل في سفيان فقال هو ثقة قلت هو ثقة قلت هو أحب إليك أو عبيد الله فلم يفضل احدا على الآخر-

'আমি ইমাম ইয়াহইয়া বিন মাঈনকে বললাম, সুফিয়ান সাওরীর হাদীসে মুআম্মালের অবস্থান কেমন? তখন ইমাম ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহ বললেন, তিনি সিকাহ রাবী। আমি বললাম, তিনি সিকাহ। তাহলে এটা বলুন যে, আপনার কাছে তিনি অধিক প্রিয় নাকি উবায়দুল্লাহ? তখন ইমাম ইবনু মাঈন উভয়ের মধ্য হতে কাউকেও কারো উপর প্রাধান্য দিলেন না'।[৩৫৪]

এ উক্তিকে ইবনু আবী হাতিম স্বীয় উস্তাদ 'ইয়াকূব বিন ইসহাক' হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি সিকাহ। কেননা ইমাম আবূ হাতেম রহিমাহুল্লাহ তার বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। আর তিনি স্রেফ সিকাহ রাবী হতেই বর্ণনা করতেন। এছাড়াও তার উপর কোন জারাহ নেই।

ইমাম ইবনু রজব রহিমাহুল্লাহ এই উক্তি ওসমান বিন সাঈদের কিতাব হতে বর্ণনা করেছেন।[৩৫৫]

ইমাম ইবনু আসাকির রহিমাহুল্লাহ স্বীয় সহীহ সনদে উসমান দারেমীর সূত্রে ইবনু মাঈনের অনুরূপ উক্তি বর্ণনা করেছেন।[৩৫৬]

প্রতীয়মান হল, ইমাম ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহ হতে এই কথাটি প্রমাণিত-ই নেই যে, তিনি মুআম্মালকে সুফিয়ানের সনদে যঈফ বলেছেন। বরং এর

---

৩৫৩. সুনানে দারেমীর লেখক আর উল্লিখিত দারেমী একই ব্যক্তি নন। উল্লিখিত দারেমী হলেন 'আর-রদ্দু আলাল-জাহমিয়া' নামক প্রসিদ্ধ আকীদার গ্রন্থের লেখক। অন্যদিকে সুনানে দারেমীর লেখক ইমাম দারেমী ২৫৫ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেছেন।

৩৫৪. ইবনু আবী হাতিম, আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল ৮/৩৭৪, সনদ সহীহ।

৩৫৫. ইবনু রজব, শারহু ইলালিত তিরমিযী পৃ. ২৭৪।

৩৫৬. ইবনু আসাকির, তারীখে দিমাশক ১১/১৭১, সনদ সহীহ।

www.boimate.com

বিপরীতে এটা প্রমাণিত আছে যে, ইমাম ইবনু মাঈন মুআম্মালকে সুফিয়ান সাওরীর সূত্রে সিকাহ আখ্যা দিয়েছেন।

'একই মানের' আখ্যা দিয়েছেন। লক্ষ্য করুন-

ইমাম ইবনু আসাকির রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৫৭১ হি.) বলেছেন,

أخبرنا أبو القاسم الواسطي نا أبو بكر الخطيب لفظا أنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إبراهيم بن حميد قال سمعت أحمد بن عبدوس قال سمعت عثمان بن سعيد الداري يقول قلت ليحي بن معين فعبد الرزاق في سفيان فقال مثلهم يعني ثقة كالمؤمل بن إسماعيل وعبيد الله بن موسى وابن يمان وقبيصة والفريابي-

'ওসমান বিন সাঈদ আদ-দারেমী বলেছেন, আমি ইয়াহইয়া বিন মাঈন রহিমাহুল্লাহকে বললাম, সুফিয়ান হতে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে আব্দুর রাযযাক কেমন? তখন ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহ বললেন, তাদের ন্যায়। অর্থাৎ (সুফিয়ান সাওরী হতে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে আব্দুর রাযযাক) মুআম্মাল বিন ইসমাঈল, উবায়দুল্লাহ বিন মূসা, ইবনু ইয়ামান, কবীসা এবং ফিরইয়াবীর ন্যায় সিকাহ'।[৩৫৭]

সিকাহ আখ্যাদানকারীর ২৫ জন বিদ্বানের উক্তি

(১) ইমাম ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৩৩ হি.) তাকে সিকাহ বলেছেন।[৩৫৮]

(২) ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৩৪ হি.) মুআম্মাল হতে বর্ণনা গ্রহণ করতেন।[৩৫৯] অন্যদিকে ইমাম ইবনুল মাদীনী স্রেফ সিকাহ হতেই বর্ণনা গ্রহণ করতেন।[৩৬০]

(৩) ইমাম ইসহাক বিন রাহাওয়াই রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৩৮ হি.) বলেছেন, 'তিনি সিকাহ ছিলেন'।[৩৬১]

---

৩৫৭. তারীখে দিমাশক ১১/১৭১, সনদ সহীহ।
৩৫৮. তারীখু ইবনু মাঈন (দূরীর বর্ণনা) ৩/৬০।
৩৫৯. বুখারী, আত-তারীখুল কাবীর ১/২৮৮।
৩৬০. ইবনু হাজার, তাহযীবুত তাহযীব ৯/১১৪।

www.boimate.com

(৪) ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৪১ হি.) মুআম্মাল হতে বর্ণনা করতেন।[৩৬২] তিনিও শুধু সিকাহ রাবী থেকে বর্ণনা করতেন।

* আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ বিন হাম্বল রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

-كان اذا رضي عن انسان و كان عنده ثقة-حدث عنه

'আমার পিতা যখন কোন মানুষের প্রতি সন্তুষ্ট হতেন এবং তিনি তার কাছে সিকাহ হতেন; তখন তিনি তার থেকে বর্ণনা গ্রহণ করতেন'।[৩৬৩]

* ইমাম হায়সামী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'আহমাদ তার থেকে বর্ণনা করতেন। আর তার শায়েখগণ সিকাহ'।[৩৬৪]

* জনাব যাফর আহমাদ থানবী হানাফী বলেছেন, 'অনুরূপভাবে ইমাম আহমাদের উস্তাদগণ সিকাহ'।[৩৬৫]

(৫) ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৫৬ হি.) সহীহ বুখারীতে তার থেকে সাক্ষীস্বরূপ দলীল গ্রহণ করেছেন।[৩৬৬] ইমাম মিযযী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'তার দ্বারা বুখারী ইসতিশহাদরূপে বর্ণনা করেছেন'।[৩৬৭]

ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ যার থেকে সাক্ষীস্বরূপ দলীল গ্রহণ করতেন তিনি সাধারণত সিকাহ হন।

হাফেয মুহাম্মাদ বিন তাহের ইবনুল কায়সারানী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৫০৭ হি.) বলেছেন, 'ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ (হাম্মাদ বিন সালামা) হতে সহীহ বুখারীতে কয়েকটি স্থানে সাক্ষীস্বরূপ বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। এটা নির্দেশ করার জন্য যে, তিনি একজন সিকাহ রাবী'।[৩৬৮]

---

৩৬১. আবূ ইসহাক আল-মুযাক্কী, আল-মুযাক্কিয়াত পৃ. ৮২, সনদ হাসান।

৩৬২. মুসনাদু আহমাদ ১/২৬৯।

৩৬৩. আল-ইলাল ওয়া মারিফাতুর রিজাল ১/২৩৮।

৩৬৪. মাজমাউয যাওয়ায়েদ ১/১৯৯।

৩৬৫. কওয়ায়েদ ফী উলূমিল হাদীস পৃ. ২১৮।

৩৬৬. সহীহ বুখারী হা/২৭০০।

৩৬৭. মিযযী, তাহযীবুল কামাল ২৯/১৭৯।

৩৬৮. শুরূতুল আয়িম্মাতিস সিত্তাহ পৃ. ১৮।

www.boimate.com

(৬) ইমাম আবূ দাঊদ রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৭৫ হি.) হতে আবূ উবায়দা উদ্ধৃত করে বলেছেন যে,

سألت أبا داود عن مؤمل بن إسماعيل، فعظمه ورفع من شأنه إلا أنه يهم في الشيء-

'আমি ইমাম আবূ দাঊদকে মুআম্মাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি সেই রাবীর মাহাত্ম বর্ণনা করলেন এবং বললেন, কিন্তু তিনি কিছু বিষয়ে ভুল করেছেন'।[৩৬৯]

ইমাম আবূ দাঊদ স্রেফ মামুলী জারাহ করেছেন। আর এর সাথে সাথে তিনি তার মর্যাদা বর্ণনা করেছেন। এ কথাগুলি এ বিষয়টির দলীল যে, ইমাম আবূ দাঊদের কাছে মুআম্মাল সিকাহ রাবী।

(৭) ইমাম তিরমিযী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৭৯ হি.) মুআম্মালের একটি হাদীস সম্পর্কে বলেছেন, 'এ হাদীসটি হাসান সহীহ'।[৩৭০]

(৮) ইমাম ইবনু জারীর আত-তাবারী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩১০ হি.) মুআম্মাল বিন ইসমাঈলের একটি বর্ণনা সম্পর্কে বলেছেন, 'এ হাদীসটির সনদ আমাদের কাছে সহীহ'।[৩৭১]

(৯) ইমাম ইবনু খুযায়মাহ রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩১১ হি.) মুআম্মালের কয়েকটি হাদীসকে স্বীয় সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। যার মধ্যে আলোচ্য হাদীসটিও অন্যতম।

মাওলানা ইজায আহমাদ আশরাফী সাহেব লিখেছেন, 'ইমাম ইবনু খুযায়মাহ স্বীয় পুরো গ্রন্থে কোন স্থানে মুআম্মাল বিন ইসমাঈল রহিমাহুল্লাহ্‌র তাওসীক করেননি। সুতরাং ইবনু খুযায়মাকে প্রশংসাকারীদের মধ্যে গণ্য করা ভুল'।[৩৭২]

আরয রইল যে, ইমাম ইবনু খুযায়মাহ রহিমাহুল্লাহ মুআম্মাল বিন ইসমাঈলের হাদীসকে সহীহ বলেছেন। আর সমালোচক ইমামের পক্ষ হতে কোন রাবীর হাদীসকে তাসহীহ করার অর্থ তিনি সেই রাবীকে তাওসীক করেছেন।

৩৬৯. মিযযী, তাহযীবুল কামাল ২৯/১৭৮।
৩৭০. সুনানে তিরমিযী ২/২৭৪।
৩৭১. তাহযীবুল আসার মুসনাদে ওমর ১/৮।
৩৭২. নামায মেঁ হাথ বাঁধনে কা মাসনূন তারীকা পৃ. ১৫৬।

Salate hath badha-11

www.boimate.com

হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৮৫২ হি.) বলেছেন,

قلت صحح بن خُزَيْمَة حَدِيثه وَمُقْتَضَاهُ أَن يكون عِنْده من الثِّقَات-

'আমি বলছি যে, ইবনু খুযায়মাহ তার হাদীসকে সহীহ বলেছেন। তার দাবী এই যে, তার কাছে তিনি সিকাহ রাবী'।[৩৭৩]

(১০) ইমাম বাগাবী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩১৭ হি.) মুআম্মালের একটি হাদীস সম্পর্কে বলেছেন, 'সহীহ'।[৩৭৪]

(১১) ইমাম ইবনু হিব্বান রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৫৪ হি.) তাকে স্বীয় সিকাত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[৩৭৫]

(১২) ইমাম আবু বকর ইসমাঈলী (মৃ. ৩৭১ হি.) মুসতাখরাজ আলা সহীহ বুখারী গ্রন্থে মুআম্মালের হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন।[৩৭৬]

(১৩) ইমাম দারাকুতনী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৮৫ হি.) মুআম্মালের একটি হাদীস সম্পর্কে বলেছেন, 'এর সনদ সহীহ'।[৩৭৭]

(১৪) ইমাম ইবনু শাহীন রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৮৫ হি.) বলেছেন, 'মুআম্মাল মাক্কী সিকাহ রাবী। ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন এমনটি বলেছেন।[৩৭৮]

(১৫) ইমাম হাকেম রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪০৫ হি.) মুআম্মালের একটি হাদীস সম্পর্কে বলেছেন, 'এ হাদীসটি সহীহুল ইসনাদ'।[৩৭৯]

(১৬) ইমাম ইবনু হাযম রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪৫৬ হি.) মুহাল্লা গ্রন্থে তার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন।[৩৮০] তিনি তার এ গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন,

وَلْيَعْلَمْ مَنْ قَرَأَ كِتَابَنَا هَذَا أَنَّنَا لَمْ نَحْتَجَّ إِلَّا بِخَبَرٍ صَحِيحٍ مِنْ رِوَايَةِ الثِّقَاتِ-

---

৩৭৩. ইবনু হাজার, তা'জীলুল মানফাআহ পৃ. ২৪৮।
৩৭৪. বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ ৬/২৭৭।
৩৭৫. ইবনু হিব্বান, আস-সিকাত ৯/১৮৭।
৩৭৬. ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ১৩/৩৩।
৩৭৭. সুনানে দারাকুতনী ২/১৮৬।
৩৭৮. ইবনু শাহীন, তারীখুল আসমায়িস সিকাত পৃ. ২৩১।
৩৭৯. হাকেম, আল-মুসতাদরাক ২/৬৪৮।
৩৮০. ইবনু হাযম, আল-মুহাল্লা ৪/৭৪।

www.boimate.com

'আমার এই গ্রন্থের পাঠক জেনে রাখুক যে, শুধু সিকাহ রাবীর সহীহ বর্ণনাগুলি দ্বারা আমি দলীল পেশ করেছি'।[৩৮১]

(১৭) ইমাম ইবনুল কাত্তান রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৬২৮ হি.) বলেছেন, তিনি মুআম্মালের একটি হাদীস সম্পর্কে বলেছেন, 'এর সনদ হাসান'।[৩৮২]

(১৮) ইমাম যিয়াউল মাকদেসী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৬৪৩ হি.) আল-আহাদীসুল মুখতারাহ গ্রন্থে তার হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন।[৩৮৩]

(১৯) ইমাম মুনযিরী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৬৫৬ হি.) মুআম্মালের একটি হাদীস সম্পর্কে বলেছেন, 'এটা বাযযার বর্ণনা করেছে হাসান সনদে'।[৩৮৪]

(২০) ইমাম ইবনু কাইয়েম রহিমাহুল্লাহ মুআম্মালের একটি হাদীস সম্পর্কে বলেছেন, 'এটি ইবনু মাজাহ হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন'।[৩৮৫]

(২১) ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'তিনি সিকাহ বসরী রাবী ছিলেন'।[৩৮৬]

মাওলানা ইজায আহমাদ আশরাফী সাহেব ইমাম যাহাবীর তাওসীক বাতিল করার জন্য বলেছেন যে, 'ইমাম যাহাবী কাশিফ ও অন্যান্য গ্রন্থে তার উপর জারাহ উদ্ধৃত করেছেন'।[৩৮৭]

আরয রইল যে, অন্যদের উক্তি উদ্ধৃত করা ইমাম যাহাবীর নিজের ফায়সালা নয়। বরং তিনি স্বীয় ফায়সালায় মুআম্মাল বিন ইসমাঈলকে সিকাহ বলেছেন। এটা এ বিষয়ের দলীল যে, ইমাম যাহাবীর দৃষ্টিতে মুআম্মাল বিন ইসমাঈল হলেন সিকাহ। আর তাকে তাযঈফকারী উক্তিগুলি সঠিক নয়। উপরন্তু ইমাম যাহাবী মুআম্মাল বিন ইসমাঈলের উল্লেখ স্বীয় 'মান তুকুল্লিমা ফীহি ওয়াহুয়া মুআস্সাক' গ্রন্থে করেছেন।[৩৮৮]

---

৩৮১. ঐ ১/২১।
৩৮২. বায়ানুল ওয়াহমি ওয়াল-ঈহাম ৫/৮৪।
৩৮৩. আল-আহাদীসুল মুখতারাহ হা/৭৭৪। মুহাক্কিক বলেছেন, 'এর সনদ হাসান'।
৩৮৪. মুনযিরী, আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব ৪/১১৮।
৩৮৫. ইগাসাতুল লাহফান ১/৩৪২।
৩৮৬. আল-ইবার ১/৩৫০।
৩৮৭. নামায মে হাথ বাধনে কা মাসনূন তারীকা পৃ. ১৫৭।
৩৮৮. মান তুকুল্লিমা ফীহি ওয়াহুয়া মুওয়াস্সাক পৃ. ১৮৩।

www.boimate.com

এই গ্রন্থে ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ এমন রাবীদেরকে উল্লেখ করেছেন যাদের উপর জারাহ করা হয়েছে; তারপরও তারা সিকাহ। এটাও এ কথাটির দলীল যে, ইমাম যাহাবীর তাহকীকে মুআম্মাল বিন ইসমাঈল সিকাহ রাবী। আর তার উপর কৃত জারাহগুলি দ্বারা তিনি যঈফ প্রমাণিত হন না।

(২২) ইমাম ইবনু কাসীর রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৭৪ হি.) মুআম্মালের একটি বর্ণনা সম্পর্কে বলেছেন, 'এ সনদটি সহীহ'।[৩৮৯]

(২৩) ইমাম ইবনুল মুলাক্কিন রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৮০৪ হি.) বলেছেন, 'মুআম্মাল বিন ইসমাঈল হলেন সদূক। তাকে নিয়ে সমালোচনা করা হয়েছে'।[৩৯০]

(২৪) ইমাম হায়সামী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'মুআম্মাল বিন ইসমাঈল হলেন সিকাহ রাবী। তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে'।[৩৯১]

ইমাম হায়সামী মুআম্মাল বিন ইসমাঈলের সনদ সংক্রান্ত একটি বর্ণনা সম্পর্কে বলেছেন, এর রাবীগুলিকে সিকাহ বলা হয়েছে। আর কতিপয়ের সম্পর্কে এমন কথা বলা হয়েছে যা ক্ষতিকর নয়।[৩৯২]

(২৫) ইমাম বূসীরী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৮৪০ হি.) মুআম্মালের একটি হাদীস সম্পর্কে বলেছেন, 'এ সনদটি হাসান'।[৩৯৩]

যারা মুআম্মালকে অধিক ভুলকারী বলেছেন

(১) ইমাম আবূ হাতেম অত্যধিক ভুলকারী বলেছেন। (২) ইমাম ইবনু সাদ বেশী ভুল করতেন বলেছেন। (৩) ইমাম মারওয়াযী অত্যধিক ভুলকারী বলেছেন। (৪) ইমাম নাসাঈ অত্যধিক ভুলকারী বলেছেন। (৫) ইমাম সাজী অত্যধিক ভুলকারী বলেছেন। (৬) ইমাম ইবনু আম্মার আশ-শাহীদ অত্যধিক ভুলকারী বলেছেন।

এর বিপরীতে নিম্নের ইমামগণ 'তিনি সামান্য ভুল করতেন' বলেছেন-

---

৩৮৯. তাফসীর ইবনু কাসীর ৩/৫২।
৩৯০. ইবনুল মুলাক্কিন, আল-বাদরুল মুনীর ৪/৬৫২।
৩৯১. মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৮/১১১।
৩৯২. মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৭/২০২।
৩৯৩. ইতহাফুল খাইরাতিল মাহরাহ ৬/১৬৫।

www.boimate.com

(১) ইমাম ইবনু মাঈন বলেছেন, 'তিনি তার হিফয হতে অতিরিক্ত বর্ণনা করতেন'। অর্থাৎ মাঝে মাঝে এমন ভুল করতেন।

(২) ইমাম আহমাদ বলেছেন, 'মুআম্মাল ভুল করতেন।

(৩) ইমাম আবূ দাউদ বলেছেন, 'তিনি কিছু বিষয়ে ভ্রমে পতিত হতেন'।

(৪) ইমাম ইবনু হিব্বান বলেছেন, 'তিনি কদাচিৎ ভুল করতেন'।

(৫) ইমাম হায়সামী বলেছেন, 'তিনি সিকাহ রাবী। তার মাঝে দুর্বলতা আছে'। দুর্বলতা দ্বারা সামান্য ভুল করা বুঝানো হয়েছে।

(৬) ইবনু কানে বলেছেন, 'তিনি সৎ। ভুল করতেন'। অর্থাৎ মাঝে মাঝে ভুল করতেন।

(৭) ইমাম যাহাবী বলেছেন, 'তিনি হাফেয, আলেম এবং ভুল করতেন'।

এ সকল উক্তির বরাত পূর্বোক্ত পৃষ্ঠাগুলিতে পেশ করা হয়েছে।

চিন্তা করুন! যে সকল মুহাদ্দিস তার উপর জারাহ মুফাস্সার করেছেন তারা একে অপরের সাথে একমত নন। বরং কিছু ইমাম তাকে অত্যধিক ভুলকারী বলেছেন। আবার কেউ তাকে সামান্য ভুলকারী বলেছেন। এখন দেখতে হবে যে, এ দুটি দলের মধ্যে কোন্ দলটির কথা অধিক গ্রহণযোগ্য? নিম্নোক্ত বিষয়াবলীর ভিত্তিতে সামান্য ভুলকারী বলে আখ্যায়িত করেছেন যারা তাদের বক্তব্যই অগ্রগণ্য।-

প্রথমত : অত্যধিক ভুল করার জারাহ যারা করেছেন তাদের অধিকাংশই মুতাশাদ্দিদ হিসেবে গণ্য হন। আর মুতাদিলদের বিপরীতে মুতাশাদ্দিদদের জারাহ গ্রহণযোগ্য নয়।

দ্বিতীয়ত : কম ভুলকারী জারাহ যারা করেছেন তাদের ইমাম ইবনু মাঈন এবং ইমাম ইবনু হিব্বানের ন্যায় মুতাশাদ্দিদ ইমামও রয়েছেন। আর মুতাশাদ্দিদ যখন তাওসীক করেন তখন তার তাওসীক অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। একারণে যখন ইবনু হিব্বানের ন্যায় মুতাশাদ্দিদ ইমামও সাধারণ ভুলকারী হিসেবে আখ্যা দিচ্ছেন তখন এটা এ কথার দলীল যে, তিনি বেশীমাত্রায় ভুল করতেন না। নতুবা ইবনু হিব্বান রহিমাহুল্লাহ্র ন্যায় মুতাশাদ্দিদ ইমাম তার উপর কেবল সাধারণ জারাহ করতেন না।

www.boimate.com

এখান হতে এটাও প্রতীয়মান হল যে, ইমাম ইবনু হিব্বান তার তাওসীকের ক্ষেত্রে তাসাহুল করেননি। বরং তার বর্ণনাকে যাচাই-বাছাই করার পর তিনি তাকে সিকাহ বলেছেন। আর তাকে অল্পভুলকারী হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। ইমাম ইবনু হিব্বানের এই ধরনের তাওসীককে 'তাসাহুলের উপর ভিত্তিশীল' বলা যাবে না। কেননা এই তাওসীক তার শায উসূলের উপর ভিত্তিশীল নয়। বরং ইসতিকরা-এর উপর ভিত্তিশীল।'[৩৯৪]

তৃতীয়ত : 'সাধারণ ভুল করেছেন' বলে যারা উল্লেখ করেছেন তাদের মধ্যে ইমাম আহমাদ রয়েছেন। যিনি মুআম্মাল বিন ইসমাঈলের ছাত্র। অর্থাৎ তিনি মুআম্মাল সম্পর্কে ভালমত অবগত আছেন। অন্যদিক বেশীমাত্রায় যারা সমালোচনা তাদের মধ্যে মুআম্মালের কোনই ছাত্র নেই। এজন্য যাহির হয় যে, তারা মুআম্মালের ব্যাপারে মুআম্মালের ছাত্রদের চেয়ে উত্তম রায় দিতে সক্ষম নন।

চতুর্থত : সমালোচক ইমামদের মধ্য হতে দুজন জলীলুল কদর ইমাম যাহাবী এবং ইমাম হায়সামী রহিমাহুল্লাহ মুআম্মাল বিন ইসমাঈলকে কম ভুলকারী বলেছেন। উপরন্তু সাথে এটাও বলেছেন যে, তার উপর কৃত জারাহ দ্বারা তিনি যঈফ রাবী প্রমাণিত হন না। অধ্যয়ন করুন-

(১) ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'তিনি হাদীসের হাফেয, আলেম। ভুল করতেন'।[৩৯৫]

মাওলানা আমীর আলী লিখেছেন, 'যাহাবী রহিমাহুল্লাহ তাকে হাদীসের হাফেয বলেছেন। তিনি বলেছেন যে, তার থেকে ভুল সংঘটিত হত। তিনি তার একটি মুনকার হাদীসও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি ইকরিমাকে নাকারাতের কারণ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন'।[৩৯৬]

ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ মুআম্মাল বিন ইসমাঈলের উল্লেখ স্বীয় 'মান তুকুল্লিমা ফীহি ওয়াহুয়া মুওয়াস্‌সাক' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[৩৯৭] এ গ্রন্থে ইমাম

---

৩৯৪. আত-তানকীল ২/৬৬৯।
৩৯৫. যাহাবী, মীযানুল ইতিদাল ৪/২২৮।
৩৯৬. আত-তাকীব পৃ. ৫১৫; শায়েখ ইরশাদুল হক আসারী হাফিযাহুল্লাহ প্রণীত তাওযীহুল কালাম (পৃ. ৫৫৮) গ্রন্থের বরাতে।
৩৯৭. মান তুকুল্লিমা ফীহি ওয়াহুয়া মুওয়াস্‌সাক পৃ. ১৮৩।

www.boimate.com

যাহাবী রহিমাহুল্লাহ এমন রাবীদের উল্লেখ করেছেন যাদের উপর জারাহ করা হলেও তারা সিকাহ। এটা এ কথার দলীল যে, ইমাম যাহাবীর তাহকীক মোতাবেক মুআম্মাল বিন ইসমাঈল হলেন সিকাহ রাবী। আর তার উপর কৃত জারাহ দ্বারা তিনি যঈফ প্রমাণিত হন না।

(২) ইমাম হায়সামী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'মুআম্মাল বিন ইসমাঈল হলেন সিকাহ রাবী। আর তার মাঝে দুর্বলতা আছে' (অর্থাৎ তিনি কখনো কখনো ভুল করতেন)।[৩৯৮]

ইমাম হায়সামী মুআম্মাল বিন ইসমাঈলের সনদে একটি রেওয়ায়াত সম্পর্কে বলেছেন যে, 'এ রেওয়ায়াতের রাবীদেরকে সিকাহ বলা হয়েছে। আর এর কয়েকজন রাবীর উপর জারাহ করা হয়েছে। যা ক্ষতিকর নয়'।[৩৯৯]

এটা এর দলীল যে, ইমাম হায়সামী রহিমাহুল্লাহ-এর তাহকীক মোতাবেক মুআম্মাল বিন ইসমাঈল হলেন সিকাহ রাবী। আর তার উপর কৃত জারাহ দ্বারা তিনি যঈফ প্রমাণিত হন না।

প্রকাশ থাকে যে, ইমাম হায়সামী সম্পর্কে মাওলানা সফদর সাহেব বলেছেন, 'আল্লামা হায়সামী রহিমাহুল্লাহ্‌র সহীহ-যঈফ যাচাইয়ের যোগ্যতা যদি না থাকে তাহলে আর কার রয়েছে'।[৪০০]

প্রতীয়মান হল যে, দুজন জলীলুল কদর সমালোচক ইমামও এ কথাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন যে, মুআম্মাল বিন ইসমাঈলের কম ভুল হত। আর তার উপর 'বেশী ভুল করতেন' অপবাদটি সঠিক নয়। এজন্য মুআম্মাল বিন ইসমাঈল হলেন সিকাহ রাবী।

এ দুজন সমালোচক ইমামের বিপরীতে আধুনিক যুগের লোকদের অগ্রাধিকার প্রদানের কোনই মূল্য নেই।

জমহূরের দৃষ্টিকোণ থেকে

জারাহ-তাদীলের উক্তিগুলির মধ্যে তাআরুয হলে তাতবীক কিংবা তারজীহ দেয়া সম্ভব না হলে জমহূরের উক্তি অগ্রাধিকার পাবে। এজন্য এ দৃষ্টিকোণ

৩৯৮. মাজমা ৮/১১১।
৩৯৯. মাজমা ৭/২০২।
৪০০. আহসানুল কালাম ১/২৩৩।

www.boimate.com

থেকে দেখা গেলেও মুআম্মাল বিন ইসমাঈলের তাওসীক-ই অগ্রাধিকার পাবে। কেননা তাকে সিকাহ আখ্যাদানকারীর সংখ্যা তার উপর জারাহকারীদের সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশী।

আহনাফের সাক্ষ্য

আহনাফের মধ্য হতেও কয়েকজন মুআম্মাল বিন ইসমাঈলকে সিকাহ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

(১) মাওলানা যাফর আহমাদ ওসমানী হানাফী 'মুআম্মাল বর্ণনা করেছেন সুফিয়ান সাওরী হতে' সনদ সম্পর্কে লিখেছেন, 'এর রাবীগণ সিকাহ'।[৪০১]

(২) আল্লামা আইনী হানাফী রহিমাহুল্লাহ মুআম্মালের একটি হাদীস সম্পর্কে লিখেছেন, 'এর সনদ সহীহ'।[৪০২]

(৩) দেওবন্দী আলেমদের বই 'হাদীস আওর আহলে হাদীস'-এর কয়েকটি স্থানে মুআম্মাল বিন ইসমাঈলের হাদীসকে স্বপক্ষের দলীল হিসেবে পেশ করা হয়েছে। যেমন দেখুন 'হাদীস আওর আহলে হাদীস' (হা/৩ পৃ. ২৭০)। এ হাদীসের সনদে মুআম্মাল বিন ইসমাঈল রয়েছেন।[৪০৩]

(৪) দেওবন্দীদের 'নামাযে পায়াম্বর' (পৃ. ২৫০) বইতেও পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পূর্বে এবং পরের সুন্নতসমূহ সম্পর্কে উম্মে হাবীবা রাযিআল্লাহু আনহার একটি হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে। যার সনদের মধ্যেও মুআম্মাল বিন ইসমাঈল আছেন।[৪০৪]

৪০১. ইলাউস সুনান ২/৯১৫।
৪০২. উমদাতুল কারী ৮/১৯৭।
৪০৩. শারহু মাআনিল আসার ১/১৯৬।
৪০৪. সুনানে তিরমিযী হা/৪১৫।

www.boimate.com

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তাফসীর

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

ইমাম আবুশ শায়েখ আল-আসবাহানী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৬৯ হি.) বলেছেন,

ثنا أَبُو الْحَرِيشِ الْكِلَابِيُّ، ثنا شَيْبَانُ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ثنا عَاصِمٌ الْجَحْدَرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ صُهْبَانَ كَذَا قَالَ: إِنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} قَالَ: وَضْعُ يَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى وَسَطِ يَدِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ وَضَعَهَا عَلَى صَدْرِهِ-

রাসূলের সাহাবী আনাস রাযিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা আছে যে, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াতের তাফসীরে বলেছেন, এর দ্বারা নামাযের মধ্যে স্বীয় ডান হাত বাম হাতের বাহুতে (কনুই থেকে হাতের কব্জি পর্যন্ত) রেখে বুকের উপর রাখা বুঝানো হয়েছে। বায়হাকীর বর্ণনায় রাবীর সন্দেহ আছে যে, এটা আনাস রাযিআল্লাহু আনহু-এর তাফসীর নাকি তিনি আল্লাহর তাফসীরকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন'।[৪০৫]

সুনানে বায়হাকীতে রাবীর সন্দেহের বিষয়টি বর্ণিত আছে যে, এ তাফসীরটি আনাস রাযিআল্লাহু আনহু করেছেন নাকি আনাস রাযিআল্লাহু আনহু এটি নবী মুকাররম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে করেছেন। কিন্তু ইমাম সুয়ূতী এই বর্ণনা ইমাম আবুশ শায়েখ আসবাহানী রহিমাহুল্লাহর কিতাব হতে মারফূ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এবং সাথে সাথে বায়হাকীরও উদ্ধৃতি দিয়েছেন। কিন্তু তিনি সনদে কোন সন্দেহের উল্লেখ করেননি। যদ্দারা প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম আবুশ শায়েখ আসবাহানী রহিমাহুল্লাহর কিতাবে এ সনদটি কোনরূপ সন্দেহ ব্যতীত মারফূ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। আর তার সনদটি 'আলী' স্তরের। সুতরাং একেই অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।

আল্লামা বদীউদ্দীন রাশিদী রহিমাহুল্লাহ লিখেছেন, 'জানার বিষয় এই যে, সুয়ূতী স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে মারফূ হিসেবে সন্দেহ ব্যতীত এটি উল্লেখ করেছেন'।[৪০৬]

---

৪০৫. সুনানে কুবরা বায়হাকী হা/২৩৩৭; আবুশ শায়েখ আসবাহানী, কিতাবুত তাফসীর; দুর্রে মানসূরের বরাতে ৮/৬৫০। হাদীসটি শাহেদের কারণে সহীহ।
৪০৬. আত-তা'লীকুল মানসূর পৃ. ৩৪।

www.boimate.com

এ সনদে আনাস রাযিআল্লাহু আনহু-এর ছাত্রের নাম উল্লেখ নেই। এ জন্য তার সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি। তিনি ব্যতীত অবশিষ্ট রাবীগণ মারূফ ও সিকাহ। বিস্তারিত অধ্যয়ন করুন।-

(১) আসেম বিন সুলায়মান আল-আহওয়াল

তিনি সহীহাইন সহ সুনানে আরবাআর অন্যতম রাবী। তাকে সকল মুহাদ্দিস সিকাহ বলেছেন। শুধু ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান তাকে কোন শক্তিশালী সনদ ব্যতীত যঈফ বলেছেন। যা নির্ভরযোগ্য নয়। এজন্য হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

ثقة من الرابعة لم يتكلم فيه إلا القطان فكأنه بسبب دخوله في الولاية-

'তিনি সিকাহ, চতুর্থ স্তরের রাবী। তার সম্পর্কে কেউ সমালোচনা করেননি, ইবনুল কাত্তান ব্যতীত। আর তিনি তাকে বেলায়াতের মধ্যে তার দাখিল হওয়ার কারণে এমনটা বলেছেন'।[৪০৭]

নোট : ইমাম উকায়লী তাকে স্বীয় কিতাবুয যুআফা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[৪০৮] এরপরও হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, তাকে ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান ব্যতীত আর কেউ যঈফ বলেন নি। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয়েছে যে, হাফেয ইবনু হাজারও যঈফ রাবীদের জীবনচরিতে থাকার কারণে কোন রাবীর ক্ষেত্রে এটা মনে করতেন না যে, লেখকের মতে তিনি যঈফ। নতুবা হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ ইয়াহইয়া বিন কাত্তানের সাথে ইমাম উকায়লীকেও তাকে যঈফ আখ্যাদানকারী বলতেন।

সুতরাং যে লোক যঈফ রাবীদের গ্রন্থে কোন রাবীর থাকার দ্বারা এটা বলেন যে, যুআফা গ্রন্থের লেখকগণ তাদেরকে যঈফ বলেছেন; তা পুরোপুরি ভুল। আরও বিস্তারিত দেখার জন্য দেখুন আমার গ্রন্থ 'ইয়াযীদ বিন মুআবিয়া পার ইলযামাত কা তাহকীকী জায়েযাহ'।[৪০৯]

---

৪০৭. ইবনু হাজার, তাকরীবুত তাহযীব, রাবী নং ৩০৬০।
৪০৮. উকায়লী, আয-যুআফাউল কাবীর ৩/৩৩৬।
৪০৯. পৃ. ৬৬৯-৬৭০।

www.boimate.com

হ্যাঁ, যুআফা রচয়িতা কোন লেখকের মানহাজ যদি এটা হয় যে, তিনি এতে স্রেফ যঈফ ও মাতরূক রাবীদের জীবনী পেশ করবেন তাহলে এমন গ্রন্থের বিষয়টি ভিন্ন। যেমন দারাকুতনীর 'আয-যুআফা' গ্রন্থটি।

জ্ঞাতব্য : হানাফী আলেমগণ অসংখ্য স্থানে এ রাবীর হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন। যেমন দেখুন 'হাদীস আওর আহলে হাদীস'।[৪১০] এর সনদে এই রাবীই বিদ্যমান রয়েছেন।[৪১১]

(২) হাম্মাদ বিন যায়েদ বিন দিরহাম

তিনি সহীহাইন সহ সুনানে আরবাআর অন্যতম রাবী। তিনি অনেক বড় মাপের সিকাহ ও সাবত ইমাম। তার সিকাহ হওয়ার পক্ষে সকল ইমামের ঐকমত রয়েছে। ইমাম আবূ ইয়ালা খলীলী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪৪৬ হি.) বলেছেন, 'তিনি ঐকমতানুসারে সিকাহ। সহীহাইনের মধ্যে তার হাদীস রয়েছে। আর ইমামগণ তার উপর সন্তুষ্ট ছিলেন'।[৪১২]

জ্ঞাতব্য : হানাফী আলেমগণ অসংখ্য স্থানে এই রাবী দ্বারা দলীল গ্রহণ করেন। যেমন দেখুন 'হাদীস আওর আহলে হাদীস'।[৪১৩] এ সনদেও এই রাবী বিদ্যমান।[৪১৪]

(৩) শায়বান বিন ফার্রূখ

তিনি সহীহ মুসলিম, সুনানে আবী দাউদ এবং নাসাঈর অন্যতম রাবী এবং তিনি সিকাহ রাবী।

(১) ইমাম আবূ যুরআহ আর-রাযী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৬৪ হি.) বলেছেন, 'তিনি সত্যবাদী রাবী'।[৪১৫] (২) ইমাম ইবনু হিব্বান রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৫৪ হি.) তাকে সিকাহ রাবীদের মধ্যে উল্লেখ করেছেন।[৪১৬] (৩) ইমাম আবূ আলী

৪১০. হা/৪ পৃ. ২৭১।
৪১১. বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা হা/২৬৩২, ২/১৪৩।
৪১২. খলীলী, আল-ইরশাদ ফী মারিফাতি উলামায়িল হাদীস ২/৪৯৮।
৪১৩. হা/৪ পৃ. ৪৩৮।
৪১৪. সহীহ বুখারী হা/৮১৪।
৪১৫. ইবনু আবী হাতিম, আল-জারহ ওয়াত-তাদীল ৪/৩৫৭।
৪১৬. ইবনু হিব্বান, আস-সিকাত ৮/৩১৫।

www.boimate.com

গাস্সানী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪৯৮ হি.) বলেছেন, 'তিনি সিকাহ রাবী'।[৪১৭] (৪) **ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ** বলেছেন, 'শায়বান বিন ফার্রূখ হলেন ইমাম, সিকাহ, বসরার মুহাদ্দিস'।[৪১৮]

জ্ঞাতব্য : হানাফী আলেমগণ অসংখ্য স্থানে এই রাবী দ্বারা দলীল গ্রহণ করেন। যেমন দেখুন 'হাদীস আওর আহলে হাদীস'।[৪১৯] এ সনদেও এই রাবী বিদ্যমান আছেন।[৪২০]

(৪) আহমাদ বিন ঈসা বিন মাখলাদ আল-কিলাবী আবুল হুরাইশ

তিনি সিকাহ রাবী। কেননা ইমাম আবূ বকর ইসমাঈলীর উস্তাদ তিনি। তার থেকে একটি বর্ণনা ইমাম আবূ বকর ইসমাঈলী স্বীয় মুজাম গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। আর তিনি তার গ্রন্থের ভূমিকায় স্পষ্টভাবে আলোচনা করেছেন যে, 'যদি কোন রাবী এসে যান তাহলে তিনি তার সম্পর্কে স্পষ্টভাবে আলোচনা করবেন'।[৪২১]

উপরন্তু ইমাম হায়সামীর কায়েদা মোতাবেকও তিনি সিকাহ। কেননা তিনি ইমাম তাবারানীর উস্তাদ।[৪২২] ইমাম যাহাবী 'মীযান' গ্রন্থে তার উল্লেখ করেননি। আল্লামা বদীউদ্দীন শাহ রাশেদী রহিমাহুল্লাহ লিখেছেন, 'যাহাবী তাকে (আহমাদ বিন ঈসা আবুল হুরাইশ) মীযান গ্রন্থে উল্লেখ করেননি। এজন্য তিনি মাজমাউয যাওয়ায়েদ গ্রন্থে[৪২৩] ইমাম হায়সামীর কায়েদা মোতাবেক সিকাহ ছিলেন। ইমাম হায়সামী বলেছেন, 'তাবারানীর উস্তাদদের মধ্যে যে রাবী মীযান গ্রন্থে উল্লেখিত হবেন তার দুর্বলতার বিষয়টি জানিয়ে দিব। আর মীযান গ্রন্থে যে রাবীর উল্লেখ নেই আমি তাকে সিকাহ রাবীদের সাথে সংযুক্ত করব'।[৪২৪]

মনে রাখতে হবে যে, এই তাওসীকের বিপরীতে কোন মুহাদ্দিস তার উপর কোনরূপ জারাহ করেননি। সুতরাং তিনি একজন সিকাহ রাবী।

---

৪১৭. আলী আল-গাস্সানী, তাসমিয়াতু শুয়ূখি আবী দাউদ পৃ. ১২৯।
৪১৮. যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায ২/৪৪৩।
৪১৯. হা/১ পৃ. ১৭৫।
৪২০. সহীহ মুসলিম হা/২৪১, ১/২১৪।
৪২১. মুজামু আসামী শুয়ূখি আবী বকর ইসমাঈলী ১/৩০৯।
৪২২. আল-মুজামুল আওসাত হা/১৫৮৩, ২/১৬২।
৪২৩. ১/৭।
৪২৪. আত-তালীকুল মানসূর পৃ. ২৬-২৭।

www.boimate.com

এ বিস্তারিত আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হয়েছে যে, এ সনদের সকল রাবী সিকাহ; আনাস রাযিআল্লাহু আনহু-এর ছাত্র ব্যতীত। কেননা তার নাম সনদে উল্লেখ হয় নি। কিন্তু যেহেতু তিনি এমন কোন বর্ণনা উদ্ধৃত করেননি যার মর্মের সমর্থন নেই। বরং কয়েকটি বর্ণনা একে সমর্থন করছে। সেহেতু তার এই বর্ণনাটি অন্যান্য শাহেদের আলোকে সহীহ আখ্যা পাবে।

যেমন এই বর্ণনায় আল্লাহ্‌র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে যে তাফসীর বর্ণিত আছে; সেই একই তাফসীর আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহু হতেও সহীহ সনদের সাথে প্রমাণিত আছে। যেমনটা বিস্তারিতভাবে আসছে। আবার এই তাফসীরটি এমনও নয় যে, যার মাঝে ইজতিহাদ ও রায়ের অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে। কেননা স্রেফ রায় ও ইজতিহাদ দ্বারা 'তুমি সলাত পড় ও তোমার রবের জন্য নহর কর'-এর মর্ম আদৌ অবগত হওয়া সম্ভব নয়। এজন্য এটা 'হুকমান মারফূ' বর্ণনা। সুতরাং হাকীকী মারফূ-এর জন্য অর্থাৎ আনাস রাযিআল্লাহু আনহুর হাদীসটির জন্য এই বর্ণনাটি শাহেদ হিসেবে আখ্যা পাবে।

আল্লামা আলবানী রহিমাহুল্লাহ অসংখ্য স্থানে হুকমান মারফূর জন্য হাকীকী মারফূ বর্ণনাকে শাহেদ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। অথচ আল্লামা আলবানী রহিমাহুল্লাহ স্রেফ মাওকূফ বর্ণনাকে কোন মারফূ বর্ণনার জন্য শাহেদ হিসেবে গ্রহণ করেন না।[৪২৫]

'ওয়ানহার'-এর অর্থ সংশয় নিরসন

কিছু আলেম এই অভিযোগ করেন যে, 'ওয়ানহার'-এর অর্থ কুরবানী করা। তাহলে এতে বুকের উপর হাত বাঁধার মর্ম আসল কোথা হতে?

জবাব : আরয রইল যে, কুরবানী সম্পর্কে অন্য অনেক দলীল রয়েছে। যেগুলির দ্বারা কুরবানীর শারঈ ইবাদত হওয়া প্রমাণিত হয়। কিন্তু সূরা কাওসারের মধ্যে 'ওয়ানহার' শব্দটির মর্ম হিসেবে কুরবানীর অর্থ গ্রহণ করা যাবে না। কেননা এখানে এই মর্ম আল্লাহ্‌র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবা রাযিআল্লাহু আনহুমদের মর্মের বিরোধী। 'ওয়ানহার'-এর অর্থ কুরবানী করা আল্লাহ্‌র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। এমনকি কোন সাহাবী হতেও সহীহ সনদে প্রমাণিত নেই।

৪২৫. সিলসিলা সহীহা ১/১৩৫।

www.boimate.com

'ওয়ানহার'-এর তাফসীরের মধ্যে আল্লাহ্‌র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবা হতে স্রেফ এটাই প্রমাণিত আছে যে, এর দ্বারা নামাযে বুকে হাত বাঁধা উদ্দেশ্য।[৪২৬]

এর বিপরীত কোন তাফসীর আল্লাহ্‌র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবা রাযিআল্লাহু আনহুম থেকে প্রমাণিত নেই। সুতরাং এ মতটিকেই গ্রহণ করা জরুরী। রইল কুরবানীর বিষয়টি। তো এ সম্পর্কে অন্য অনেক দলীল বিদ্যমান।

ওয়ানহার-এর তাফসীরে কুরবানী তাহকীক :

কিছু মানুষ ইবনু আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহুর বরাতেও বলেছেন যে, তিনি ওয়ানহার-এর তাফসীরে কুরবানীর কথা বলেছেন। বায়হাকী, মারিফাতুস সুনানি ওয়াল আসার ১৪/২০।

তাহকীক : এ বর্ণনার সনদ 'সিলসিলাতুল কাযিব'। ইবনু আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহু-এর নিচের রাবীগণ সকলেই সমালোচিত। তাদের একজন হলেন মুহাম্মাদ বিন সায়েব আল-কালবী। যাকে অসংখ্য মুহাদ্দিস মিথ্যুক বলেছেন। স্বয়ং ইমাম বায়হাকী তার সম্পর্কে বলেছেন, 'এই আবূ সালেহ, কালবী এবং মুহাম্মাদ বিন মারওয়ান সবাই মুহাদ্দিসদের কাছে মাতরূক। তাদের কোন বর্ণনা দ্বারা মুহাদ্দিসগণ দলীল গ্রহণ করেননি। কেননা তাদের বর্ণনায় অত্যধিকহারে মুনকার ও মিথ্যা কথা পাওয়া যায়'।[৪২৭]

ইমাম ইবনু হিব্বান রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৫৪ হি.) বলেছেন, 'কালবী সাবাঈ ছিল। সে আব্দুল্লাহ বিন সাবার অন্যতম একজন সাথী ছিল'।[৪২৮] বরং স্বয়ং কালবী সুফিয়ান সাওরী রহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে বলেছে, 'তোমাকে যখন আমার উদ্ধৃতিতে আবূ সালেহ হতে, তিনি ইবনু আব্বাস হতে-সূত্রে বলা হবে তখন সেটি বর্ণনা করবে না। কেননা সেটি মিথ্যা'।[৪২৯] প্রতীয়মান হল, এই তাফসীরটি মিথ্যা। ইবনু আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহু এই তাফসীর আদৌ করেননি। বরং তার বরাতে মিথ্যাচার করা হয়েছে।

৪২৬. আত-তানীকুল মানসূর আলা ফাতহিল গফূর পৃ. ৩১।
৪২৭. বায়হাকী, আল-আসমা ওয়াস-সিফাত ২/৩১২।
৪২৮. ইবনু হিব্বান, আল-মাজরূহীন ২/২৫৩।
৪২৯. ইবনু আবী হাতিম, আল-জারহ ওয়াত-তা'দীল ৭/২৭০, সনদ সহীহ।

www.boimate.com

সাহাবীদের আসার সমূহ

আসার-১

ইবনু আব্বাস (রা)-এর হাদীস 'فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ'

ইমাম ইবরাহীম বিন ইসহাক আল-হারবী (মৃ. ২৮৫ হি.) বলেছেন,

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ الْكَلْبِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} قَالَ : وَضْعُ يَدِهِ عِنْدَ النَّحْرِ-

কুরআনের মুফাসসির আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা আছে যে, {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [তুমি তোমার রবের জন্য সলাত পড় ও নহর কর]-এর তাফসীরে তিনি বলেছেন, নামাযে নহরের কাছে (বুকের কাছে) হাত রাখা উদ্দেশ্য।[৪৩০]

ইমাম সুয়ূতী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق أبي الجوزاء عن ابن عباس في قوله : {وَانْحَرْ} قال وضع اليمين على الشمال عند النحر في الصلاة، ففي الآية مشروعية ذلك-

'কুরআনের মুফাসসির আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা আছে যে, {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [তুমি তোমার রবের জন্য সলাত পড় ও নহর কর]-এর তাফসীরে তিনি বলেছেন, এতে নামাযের মধ্যে নহরের কাছে তথা বুকের উপর হাত রাখা উদ্দেশ্য। সুতরাং এই আয়াতে এ কথাটির শরীয়তসম্মত হওয়া ও প্রমাণ রয়েছে'।[৪৩১]

---

৪৩০. হারবী, গরীবুল হাদীস ২/৪৪৩, সনদ সহীহ।
৪৩১. আল-ইকলীল ফী ইসনাতিত তানযীল পৃ. ৩০০।

www.boimate.com

তাহকীক : এ বর্ণনাটি হুকমী মারফূ। কেননা স্রেফ রায় ও ইজতিহাদ দ্বারা {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} -এর এই তাফসীর করা যেতে পারে না। আর এই হুকমী মারফূ হাদীসটি পূর্বে আলোচিত আনাস রাযিআল্লাহু আনহু-এর মারফূ হাদীসের জন্য সহীহ শাহেদ হয়েছে। কেননা এর সনদটি একেবারেই সহীহ। বিস্তারিত অধ্যয়ন করুন।-

ারিত অধ্যয়ন করুন।-

রাবী-১ : আবুল জাওযা আওস বিন আব্দুল্লাহ আর-রিবঈ

(১) ইমাম আবূ যুরআহ আর-রাযী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'তিনি বসরী, সিকাহ রাবী'।[৪৩২]

(২) ইমাম আবূ হাতেম আর-রাযী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'তিনি সিকাহ রাবী'।[৪৩৩]

(৩) ইমাম ইবনু হিব্বান রহিমাহুল্লাহ তাকে সিকাত গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন, 'তিনি আবেদ ও ফাযেল ছিলেন'।[৪৩৪]

(৪) হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'তিনি সিকাহ রাবী'।[৪৩৫]

একটি সংশয় নিরসন

কিছু মানুষ কোনরূপ ভিত্তি ব্যতীতই এই দাবী করে যাচ্ছেন যে, আবুল জাওযা রহিমাহুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহু হতে শ্রবণ করেছেন মর্মে প্রমাণিত নেই।[৪৩৬]

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহু হতে আবুল জাওযার সামার বিষয়টি প্রমাণ করছি।- যেমন ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

---

৪৩২. ইবনু আবী হাতিম, আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল ২/৩০৪, সনদ সহীহ।
৪৩৩. ঐ ২/৩০৪।
৪৩৪. ইবনু হিব্বান, আস-সিকাত ৪/৪২।
৪৩৫. ইবনু হাজার, তাকরীবুত তাহযীব, রাবী নং ৫৭৭।
৪৩৬. দিরহামুস সুর্রা পৃ. ২৮।

www.boimate.com

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَلِيٍّ الرَّبَعِيُّ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْجَوْزَاءِ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُفْتِي فِي الصَّرْفِ-

আবুল জাওযা বলেছেন যে, 'আমি ইবনু আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহু হতে শুনেছি, তিনি সোনা-রূপার ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে ফতওয়া দিতেন'।[৪৩৭]

তাহকীক : এ বর্ণনায় আবুল জাওযা স্পষ্ট করেছেন যে, তিনি আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস হতে শ্রবণ করেছেন। আর আবুল জাওযা পর্যন্ত এর সনদ একেবারেই সহীহ। আবুল জাওযা বুখারী ও মুসলিম সহ কুতুবে সিত্তার শক্তিশালী সিকাহ রাবী। সুতরাং তার বর্ণনা নির্ভরযোগ্য।

এই দলীল দ্বারা সূর্যের রশ্মির চেয়েও স্পষ্ট হয়ে গেল যে, আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহু হতে আবুল জাওযার সামা প্রমাণিত। উপরন্তু ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'আবুল জাওযা বলেছেন, আমি বারো বছর পর্যন্ত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহু-এর কাছে ছিলাম। আর কুরআনের এমন কোন আয়াত নেই যে সম্পর্কে আমি ইবনু আব্বাসকে জিজ্ঞাসা করি নি'।[৪৩৮]

রওহ বিন মুসাইয়েব আল-বসরী

১. ইমাম ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'আবূ রাজা কুলাইবী একজন সিকাহ রাবী'।[৪৩৯]

২. ইসহাক বিন আবী ইসরাঈল রহিমাহুল্লাহ তাকে সিকাহ বলেছেন।[৪৪০]

৩. ইমাম ইজলী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'তিনি বসরী সিকাহ রাবী'।[৪৪১]

৪. ইমাম আবূ দাউদ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'তাকে নিয়ে কোন অসুবিধা নেই'।[৪৪২]

৫. ইমাম বাযযার রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'তিনি সিকাহ রাবী'।[৪৪৩]

---

৪৩৭. মুসনাদু আহমাদ ৩/৪৮, সনদ সহীহ।
৪৩৮. আল-ইলাল লি-আহমাদ ২/৪২, সনদ সহীহ।
৪৩৯. তারীখে ইবনু মাঈন (দূরীর বর্ণনা) ৪/৮০।
৪৪০. তারীখে আসমায়িস সিকাত পৃ. ৮৭, সনদ সহীহ।
৪৪১. ইজলী, তারীখুস সিকাত পৃ. ১৬২।
৪৪২. সুওয়ালাত আবী উবায়েদ আল-আজুর্রী পৃ. ১৭৩।

Salate hath badha-12

www.boimate.com

বিশেষ দ্রষ্টব্য-১

ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'ইবনু আদী বলেছেন, তার হাদীসগুলি গায়ের মাহফূয'।[৪৪৩]

জবাব : আরয রইল, ইমাম ইবনু আদীর আসল বাক্যটি এই যে, 'তিনি সাবেত ও ইয়াযীদ আর-রক্বাশী হতে গায়ের মাহফূয হাদীস সমূহ উদ্ধৃত করতেন'।[৪৪৪]

অর্থাৎ ইমাম ইবনু আদী এ জারাহ রওহ ইবনুল মুসাইয়েব-এর ঐ বর্ণনাগুলির উপর করেছেন যেগুলি সাবেত ও ইয়াযীদ আর-রক্বাশীর সূত্রে রয়েছে। আর আলোচ্য তাহক্বীকটি এ সূত্রে নয়। এ ব্যতীত এ জারাহটিও অন্য মুহাদ্দিসদের বিরোধী।

ইমাম ইবনু হিব্বান রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

وَكَانَ رَوح مِمَّن يَرْوِي عَن الثِّقَات الموضوعات ويقلب الْأَسَانِيد وَيرْفَع الْمَوْقُوفَات-

'রওহ সিকাহ রাবীদের থেকে মাওযূ হাদীস বর্ণনা করতেন। তিনি সনদ সমূহকে উলট-পালট করতেন। আর তিনি মাওকূফ হাদীস সমূহকে মারফূ বানিয়ে দিতেন'।[৪৪৫]

জবাব : প্রথমত : ইবনু হিব্বান রহিমাহুল্লাহ জারাহ-এর মধ্যে মুতাশাদ্দিদ। এজন্য মুওয়াসসিকদের বিরুদ্ধে তার জারাহ অগ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে।

দ্বিতীয়ত : ইবনু হিব্বান রহিমাহুল্লাহ আরেকজন রাবী 'আবূ রাজা আব্দুল্লাহ বিন ওয়াকিদ খুরাসানী'কেও 'আবূ রাজা রওহ ইবনুল মুসাইয়েব' মনে করে নিয়েছেন। আর এই ভুলকেও তিনি এই রওহ বিন মুসাইয়েবের উপর চড়িয়ে দিয়েছেন। যেমন ইবনু হিব্বান রহিমাহুল্লাহ একটি স্থানে বলেছেন, অর্থাৎ এর সনদে বিদ্যমান আবূ রাজা খুরাসানী হলেন আবূ রাজা রওহ ইবনুল মুসাইয়েব'।[৪৪৬] যার কোনই মূল্য নেই।

—৮

৪৪৩. মুসনাদুল বাযযার ১৩/৩৩৯।
৪৪৪. মীযানুল ই'তিদাল ২/৬১।
৪৪৫. আল-কামিল ৪/৪৮।
৪৪৬. ইবনু হিব্বান, আল-মাজরূহীন ১/২৯৯।
৪৪৭. ঐ ২/১৬৮।

www.boimate.com

ইমাম দারাকুতনী রহিমাহুল্লাহ ইবনু হিব্বান রহিমাহুল্লাহ্‌র একটি ভুলের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছেন, 'এ সনদে আবূ রাজা হলেন আব্দুল্লাহ বিন ওয়াকিদ হারবী। রওহ ইবনুল মুসাইয়েব আব্বাস জারীরী হতে বর্ণনা করেননি। তার থেকেও আসবাত বিন মুহাম্মাদ বর্ণনা করেননি। উপরন্তু রওহ ইবনুল মুসাইয়েব হলেন বসরী রাবী। তার কুনিয়াত তথা উপনামও আবূ রাজা। ইনি কুলাইবী নামে প্রসিদ্ধ। আর তিনি সাবেত বুনানী হতে বর্ণনা করেছেন'।[448]

প্রতীয়মান হল যে, ইবনু হিব্বান রহিমাহুল্লাহ অন্য একজন রাবীর ভুলকেও এই রওহ ইবনুল মুসাইয়েবের ভুল ভেবেছেন। সুতরাং এমতাবস্থায় রওহ ইবনুল মুসাইয়েবের উপর তার তরফ হতে কৃত জারাহ নিশ্চিৎভাবে গ্রহণযোগ্য নয়।

আব্দুল্লাহ বিন আবুল আসওয়াদ আল-বসরী

তিনি সহীহ বুখারীর রাবী ও শক্তিশালী সিকাহ ও হাফেয ছিলেন। কোন ইমাম-ই তার উপর জারাহ করেননি।

(১) ইমাম ইবনু হিব্বান রহিমাহুল্লাহ তাকে সিকাত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[449]

(২) খতীব বাগদাদী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'তিনি হাদীসের হাফেয ও মুতকিন ছিলেন'।[450]

(৩) ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'তিনি ইমাম, হাদীসের হাফেয, সাবত'।[451]

(৪) নহাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'তিনি সিকাহ, হাদীসের হাফেয'।[452]

ইবনু মাঈন হতেই ইবনে আবুল আসওয়াদের তাওসীকও এভাবে বর্ণিত আছে, 'তাকে নিয়ে কোন অসুবিধা নেই'।[453] এছাড়াও ইবনু মাঈন হতেই

৪৪৮. তালীকাতুদ দারাকুতনী আলাল মাজরূহীন পৃ. ২০০।
৪৪৯. ইবনু হিব্বান, আস-সিকাত ৮/৩৪৮।
৪৫০. তারীখে বাগদাদ ১০/৬২।
৪৫১. সিয়ারু আলামিন নুবালা ১০/৬৪৮।
৪৫২. তাকরীবুত তাহযীব, রাবী নং ৩৫৮৭।

www.boimate.com

তাওসীকের উক্তি বর্ণিত আছে।[৪৫৩] যাহোক, তিনি সিকাহ রাবী। ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ সহীহ বুখারীতে তার থেকে বর্ণনা গ্রহণ করেছেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

আমরা এই বর্ণনার যে সনদ পেশ করেছি তাতে ইয়াহইয়া বিন আবী তালিব নেই। যা বায়হাকীর সনদে আছে। যার কারণে কিছু লোক এই বর্ণনাটিকে শক্তি খাটিয়ে যঈফ বলেছেন। উপরন্তু আমাদের পেশকৃত সনদের আলোকে সহীহ বুখারীর রাবী 'আব্দুল্লাহ বিন আবুল আসওয়াদ আল-বসরী' ইয়াহইয়া বিন আবী তালিব-এর 'মুতাবাতে তাম্মাহ' করেছেন। সুতরাং তার উপর জারাহ করা অনর্থক।

আসার-২

আলী (রা)-এর তাফসীর 'فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ'

ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, রাসূলের সাহাবী আলী রাযিআল্লাহু আনহু {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}-এর তাফসীরে বলেছেন, 'এর দ্বারা নামাযে স্বীয় ডান হাত বাম হাতের বাহুর মধ্যখানে বুকের উপর রাখা উদ্দেশ্য'।[৪৫৫]

ব্যাখ্যা : 'সায়েদ' বাহু হতে কালাঈ পর্যন্ত অংশকে বলা হয়। যেমন লিসানুল আরব গ্রন্থে আছে, লিসানুল আরব ৩/২১৪ وَالسَّاعِدُ : مُلْتَقَى الزَّنْدَيْنِ مِنْ لَدُنِ المِرْفَقِ إِلَى الرُّسْغِ-

কামূসুল ওয়াহীদের লেখক 'আস-সায়েদ'-এর অর্থ এভাবে লিখেছেন, 'বাহু (কনুই হতে শুরু করে হাতের তালুর শেষ পর্যন্ত)')আল-কামূসুল ওয়াহীদ পৃ. ৭৬৯)

৪৫৩. তারীখে বাগদাদ ১০/৬২। এর সনদে বকর বিন সাহল নামক রাবী রয়েছে।
৪৫৪. আত-তানকীল বিমা ফী তানীবিল কাওসারী মিনাল-আবাতীল ২/৫২৭।
৪৫৫. বুখারী, আত-তারীখুল কাবীর ৬/৪৩৭, সনদ সহীহ।

www.boimate.com

সাইয়েদুনা আলী রাযিআল্লাহু আনহু -এর এ বর্ণনাটিও হুকমান মারফূ। কেননা কেবল রায় ও ইজতিহাদ দ্বারা {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}-এর তাফসীর করা সম্ভব নয়। আর যখন এটা হুকমান মারফূ তখন পূর্বোক্ত আনাস রাযিআল্লাহু আনহু -এর মারফূ হাদীসের জন্য এটা দ্বিতীয় শাহেদ হিসেবে পরিগণিত হবে। কেননা এর সনদ একেবারেই সহীহ।

হানাফীদের মধ্য হতে দলীল

আহনাফের মধ্য হতেও কিছু আলেম সাইয়েদুনা আলী রাযিআল্লাহু আনহু -এর তাফসীর হতে দলীল গ্রহণ করতে গিয়ে বলেছেন যে, নামাযে বুকের উপর হাত বাঁধা কুরআন মাজীদ দ্বারাও প্রমাণিত। এমনকি কিছু হানাফী আলেম এরই ভিত্তিতে শীআদের খন্ডন করে থাকেন। যারা নামাযে হাত-ই বাঁধে না। যেমন দেওবন্দী মাযহাবের রঈসুল মুনাযিরীন মাওলানা আবুল ফযল মুহাম্মাদ কারামুদ্দীন সাহেব স্বীয় প্রসিদ্ধ 'আফতাবে হেদায়াত' গ্রন্থে লিখেছেন, 'এখানে নহরের এই অর্থ প্রতীয়মান হয় যে, ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে নামায পড়। ইমাম ফখরুদ্দীন আর-রাযী তাফসীরে কাবীর গ্রন্থে (৮/৭১২) উল্লিখিত আয়াতটির তাফসীরে মদীনাতুল ইলম জনাবে আলী মুরতাযার উক্তি এভাবে উদ্ধৃত করেছেন যে, وَضْعُهَا عَلَى النَّحْرِ عَادَةُ الْخَاضِعِ الْخَاشِعِ 'ওয়ানহার এর প্রসিদ্ধতর ও স্পষ্টতর অর্থ এই যে, বুকের উপর হাত বেঁধে নামায পড়তে হবে। এটাই খুশূ ও খুযূ প্রকাশের তরীকা'।

অনুরূপভাবে তাফসীর দুর্রে মানসূর, মাআলিমুত তানযীল, তানবীরুল মিকবাস হুসাইনী ইত্যাদি এবং বুখারী, তিরমিযী, দারাকুতনী প্রভৃতি গ্রন্থগুলিতে সাইয়েদুনা আলী রাযিআল্লাহু আনহু এবং ইবনু আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহু ও অন্যান্য জলীলুল কদর সাহাবী রাযিআল্লাহু আনহুম -এর বর্ণনাগুলি থেকে এ অর্থই লেখা হয়েছে। অতঃপর এমন সরীহ ও পরিষ্কার আয়াত থাকার পরও অন্য কোন দলীলের দরকার নেই'।[৪৫৬]

পাঠকগণ! লক্ষ্য করুন। দেওবন্দীদের রঈসুল মুনাযিরীন স্পষ্টভাবে ঘোষণা করছেন যে, ওয়ানহার এর প্রসিদ্ধ ও প্রকাশ্য অর্থ এটাই যে, বুকের উপর হাত বেঁধে নামায পড়তে হবে। যেভাবে খুশূ ও খুযূ প্রকাশ করা হয়। শুধু এখানেই

৪৫৬. আফতাবে হেদায়াত পৃ. ৪৩০।

www.boimate.com

শেষ নয়। বরং এটাও বলেছেন যে, এমন স্পষ্ট ও পরিষ্কার আয়াত থাকার পর অন্য কোন দলীলের দরকার নেই। শায়েখ ইরশাদুল হক আসারী হাফিযাহুল্লাহ লিখেছেন, 'আমাদের হানাফী আলেমরাও আশ্চর্যজনকভাবে রাফেযীদের মোকাবেলায় নামাযে হাত বাঁধার প্রমাণ কুরআন মাজীদের {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} দ্বারা পেশ করেন। বরং তারা বুকের উপর হাত বাঁধার উল্লেখ করেন। কিন্তু আহলে হাদীসের মোকাবেলায় বুকের উপর হাত বাঁধাকে তারা অস্বীকার করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।[৪৫৭]

এরপর হানাফী মুনাযিরের উল্লিখিত কথাটি উদ্ধৃত করে লিখেছেন, 'এখানে অন্যান্য আলোচনা হতে দৃষ্টি সরিয়ে দেখুন যে, বুকের উপর হাত বেঁধে নামায পড়াকে খুশূ ও খুযূর তরীকা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। আর খুশূ ও খুযূর এই তরীকাকে প্রমাণস্বরূপ মাওলানা যিয়াউল্লাহ সাহেব এই প্রবন্ধে বর্ণনা করেছেন। রাফেযীদের মোকাবেলায় যদি এ মাসলাটি (নামাযে হাত বাঁধা) সরীহ ও পরিষ্কার আয়াত দ্বারা প্রমাণিত থাকে তাহলে আহলে হাদীসদের থেকে অন্য দলীল নেয়ার প্রয়োজন অনুভব হয় কেন? {اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} তোমরা ন্যায়-পরায়ণতা প্রদর্শন কর। এটি তাকওয়ার অধিক নিকটবর্তী'।[৪৫৮]

'আলী রাযি বুকের উপর হাত বাঁধতেন'

আহলে ইলমগণ বুকের উপর হাত বাঁধার উক্তিকে সাইয়েদুনা আলী রাযিআল্লাহু আনহু-এর প্রতি সম্বন্ধ করেছেন। যেমন ইমাম ইবনুল মুনযির রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩১৯ হি.) বলেছেন,

وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ وَضَعَهُمَا عَلَى صَدْرِهِ-

'আলী রাযিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বুকের উপর হাত বাঁধতেন'।[৪৫৯]

৪৫৭. নামায মেঁ হাথ কাহা বাঁধে পৃ. ৯।
৪৫৮. ঐ।
৪৫৯. ইবনুল মুনযির, আল-আওসাত ৩/৯৩।

www.boimate.com

সনদের তাহকীক

হাদীসটির সনদ একেবারেই সহীহ। এর সকল রাবী সিকাহ। বিস্তারিত নিম্নরূপ-

রাবী-১ : উকবাহ বিন যবিয়ান

আলী রাযিআল্লাহু আনহু হতে এই বর্ণনাটির রাবী হলেন উকবাহ বিন যবিয়ান। তাকে উকবাহ বিন যহীরও বলা হয়। তিনি আলী রাযিআল্লাহু আনহু-এর ছাত্র এবং আসেম জাহদারীর পিতার উস্তাদ ছিলেন। ইমাম আবু হাতেম আর-রাযী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

তিনি একজন সিকাহ রাবী। যেমন ইমাম ইবনু হিব্বান রহিমাহুল্লাহ তাকে সিকাত গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন,

عقبة بن ظبيان يروي عن علي رَوَى عَنْهُ عَاصِم الجحدري-

'আলী রাযিআল্লাহু আনহু হতে উকবাহ বিন যবিয়ান বর্ণনা করেছেন। তার থেকে আসেম জাহদারী বর্ণনা করেছেন'।[৪৬০]

* ইমাম যিয়া মাকদেসী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৬৪৩ হি.) 'আল-মুসতাখরাজ মিনাল আহাদীস আল-মুখতারা' গ্রন্থে তার থেকে বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। আর তিনি তার গ্রন্থে কেবল (তার মতে) সিকাহ রাবী হতেই বর্ণনা সন্নিবেশ করতেন। এটা এ কথার দলীল যে, ইমাম যিয়া মাকদেসীর কাছেও তিনি সিকাহ রাবী ছিলেন।[৪৬১]

এই দুজন মুহাদ্দিসের তাওসীকের বিপরীতে কোন একজন মুহাদ্দিসও উকবাহ বিন যবিয়ানের উপর কোনরূপ জারাহ করেননি। সুতরাং তিনি নিঃসন্দেহে ও আশঙ্কা ব্যতীতই সিকাহ রাবী।

রাবী-২ : আব্দুল্লাহ বিন রুবাহ আল-আজ্জাজ আল-বসরী

উকবাহ বিন যবিয়ান হতে এই বর্ণনাকে উদ্ধৃত করেছেন আসেম জাহদারীর পিতা। যেমনটা সনদের মধ্যে (তার পিতা হতে) বাক্যটি স্পষ্টভাবে

---

৪৬০. ইবনু হিব্বান, আস-সিকাত ৫/২২৭।
৪৬১. আল-আহাদীসুল মুখতারা ২/২৯২।

www.boimate.com

বিদ্যমান। এজন্য এতটুকু নির্দিষ্ট হয়ে গেল যে, এ রাবী হলেন আসেম জাহদারীর পিতা। এখন এটা প্রতীয়মান করতে হবে যে, তার বাবা কে ছিলেন এবং তিনি কোন স্তরের?

এর জবাবে আরয করছি যে, তার বাবার নাম ছিল আজ্জাজ।

* ইমাম ইবনু আবী হাতিম রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'আসেম জাহদারী হলেন বসরী রাবী। আর তিনি হলেন আসেম বিন আজ্জাজ'।[৪৬২]

* ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'তিনি আসেম বিন আজ্জাজ আবূ মাহশার জাহদারী'।[৪৬৩] এখন এটা দেখতে হবে যে, আজ্জাজ কে ছিলেন? তাহলে এর জবাবে আরয রইল যে, তিনি হলেন আব্দুল্লাহ বিন রুবাহ আজ্জাজ আল-বসরী। কেননা আজ্জাজ-এর উপাধী হিসেবে এটাই প্রসিদ্ধ। ইমাম ইবনু আসাকির রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৫৭১ হি.) তার সম্পর্কে বলেছেন, 'তিনি (আব্দুল্লাহ বিন রুবাহ) আজ্জাজ (উপাধীতে) প্রসিদ্ধ'।[৪৬৪] হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'এই আজ্জাজ প্রসিদ্ধ কবি হিসেবে পরিচিত'।[৪৬৫]

আব্দুল্লাহ বিন রুবাহও বসরী রাবী। যেমন হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ তাকে 'আত-তামীমী আস-সাদী' বলেছেন। বরং তিনি সহ তার অধস্তন সকল রাবী হলেন বসরার অধিবাসী।[৪৬৬] আজ্জাজ উপাধীর প্রসিদ্ধতা, আসেম জাহদারী ও আজ্জাজের একই এলাকার হওয়া এ কথাটির দলীল যে, আসেম জাহদারীর পিতা আব্দুল্লাহ বিন রুবাহ-ই হলেন আজ্জাজ। আল্লামা বদীউদ্দীন শাহ রাশেদী রহিমাহুল্লাহ লিখেছেন, 'আসেমের বাবা আজ্জাজ হলেন আব্দুল্লাহ বিন রুবাহ বিন লাবীদ বিন সখর বিন কানীফ বিন উমাইরা'।[৪৬৭] আল্লামা মুহাম্মাদ রঈস নদবী রহিমাহুল্লাহ লিখেছেন, 'আজ্জাজ-এর আসল নাম হল আব্দুল্লাহ বিন রুবাহ জাহদারী'।[৪৬৮] * ইমাম ইবনু হিব্বান রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৫৪ হি.) তাকে সিকাহ রাবী বলেছেন।[৪৬৯]

---

৪৬২. আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল ৬/৩৪৯।
৪৬৩. যাহাবী, তারীখুল ইসলাম ৮/১৪১।
৪৬৪. তারীখে ইবনু আসাকির ২৮/১২৮।
৪৬৫. ইবনু হাজার, আল-ইসাবাহ ৫/৮৭।
৪৬৬. আল-ইসাবাহ ৫/৮৭।
৪৬৭. আত-তা'লীকুল মানসূর পৃ. ২৭।
৪৬৮. নামায মেঁ হাথ বাঁধনে কা হুকুম আওর মাকাম (পাণ্ডুলিপি) পৃ. ২৬।
৪৬৯. আস-সিকাত ৫/২৮৭।

www.boimate.com

আসেম আল-জাহদারী আল-বসরী

* ইমাম ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, তিনি সিকাহ রাবী।[৪৭০]

* ইমাম ইবনু হিব্বান রহিমাহুল্লাহ তাকে সিকাত গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন, 'আসেম ইবনুল আজ্জাজ আল-জাহদারী বসরার অন্যতম একজন আবেদ ছিলেন'।[৪৭১]

এ দুজন ইমামের বিপরীতে অন্য কোন মুহাদ্দিস হতে তার উপর কোন জারাহ বর্ণিত নেই।

হাম্মাদ বিন সালামা বিন দীনার আল-বসরীর পরিচিতি

তিনি কুতুবে সিত্তার রাবী। অবশ্য বুখারীতে তার বর্ণিত হাদীসগুলি তালীক হিসেবে উদ্ধৃত আছে। তিনিও সিকাহ রাবী। ইমাম ইজলী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'তিনি বসরার সিকাহ রাবী'।[৪৭২] ইমাম ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'তিনি সিকাহ-সাবত রাবী'।[৪৭৩] ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ তার থেকে বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। ইমাম ইবনু মাঈন বলেছেন, 'ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ মৃত্যু পর্যন্ত হাম্মাদ বিন সালামা হতে বর্ণনা করতেন'।) দূরী, তারীখে ইবনু মাঈন ৪/৩৪৭ (ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ স্রেফ সিকাহ রাবী হতে বর্ণনা করতেন। ইমাম ইজলী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৬১ হি.) বলেছেন,

يحي بن سعيد القطان يكنى أبا سعيد : بصري ثقة، نقي الحديث، وكان لا يحدث إلا عن ثقة-

'ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ-তার উপনাম হল আবূ সাঈদ। তিনি বসরী ও সিকাহ রাবী। আর তিনি অত্যন্ত চমৎকার হাদীস বর্ণনা করতেন। তিনি স্রেফ সিকাহ রাবী থেকেই বর্ণনা করতেন'।)তারীখুস সিকাত ৪/৪৭২(

জ্ঞাতব্য : হাম্মাদ বিন সালামার উপর ইখতিলাতের অপবাদ সঠিক নয়। ইমাম ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহ এ অপবাদের খন্ডন করেছেন। তিনি

৪৭০. আল-জারহু ওয়াত-তাদীল ৬/৩৪৯, সনদ সহীহ।
৪৭১. আস-সিকাত ৫/২৪০।
৪৭২. ইজলী, তারীখুস সিকাত পৃ. ২৬১, ১৩১।
৪৭৩. সুওয়ালাত ইবনুল জুনাইদ পৃ. ৩১৬।

www.boimate.com

বলেছেন.حديث حماد بن سلمة في أول أمره وآخر أمره واحد—হাম্মাদ বিন সালামার সূচনা ও শেষের সকল হাদীস একই মানের'।"[৪৭৪] প্রতীয়মান হল যে, ইমাম ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহর কথানুসারে হাম্মাদ বিন সালামাহ শুরু হতে শেষ পর্যন্ত সিকাহ রাবী ছিলেন।

কিছু মানুষ হাম্মাদ বিন সালামা সম্পর্কে তাদলীসের ব্যাপারে ভুলের শিকার হয়েছেন। অথচ এটি একেবারেই ভুল। কেননা হাম্মাদ বিন সালামা এই বর্ণনাটি আরেকটি সনদে স্বীয় উস্তাদ হতে সামার সাথে বর্ণনা করেছেন।"[৪৭৫])দেখুন আনওয়ার রাশিদী, তা'লীক আলাল ফাতহিল মুবীন, টিকা নং ১৫(

মূসা বিন ইসমাঈল আল-বসরী

তিনি বুখারী ও মুসলিম সহ কুতুবে সিত্তার মারূফ ও মাশহূর এবং অত্যন্ত বড় মাপের সিকাহ রাবী। সকল মুহাদ্দিস ঐকমতানুসারে তাকে সিকাহ বলেছেন।

* ইমাম ইবনু সাদ রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৩০ হি.) আত-তাবাকাতুল কুবরা ৭/৩০৬ বলেছেন, 'তিনি সিকাহ ও অত্যধিক হাদীস বর্ণনাকারী ছিলেন'। ইমাম ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'তিনি সিকাহ মামূন'। ইবনু আবী হাতিম, আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল ৮/১৩৬, সনদ সহীহ। ইমাম আবূ হাতেম আর-রাযী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'তিনি সিকাহ ও হাজ্জাজ আনমাতীর চেয়ে অধিক দূরদর্শী ছিলেন। আমি বসরায় আবূ সালামার চেয়ে অধিক হাদীসের জ্ঞানী আর কাউকে জানি না'।) আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল ৮/১৩৬(ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'তিনি হাদীসের হাফেয, ইমাম, হুজ্জত এবং শায়খুল ইসলাম ছিলেন'।"[৪৭৬]

হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

مُوسَى بن إِسْمَاعِيل التَّبُوذَكِي أَبُو سَلَمَة أحد الْأَثْبَات الثِّقَات اعْتَمدهُ البُخَارِيّ فروى عَنهُ كثيرا-

---

৪৭৪. দূরী, তারীখে ইবনু মাঈন ৪/৩১২।
৪৭৫. মুসনাদে আহমাদ হা/২৮৫০, ৫/৪৭।
৪৭৬. সিয়ারু আলামিন নুবালা ১০/৩৬০।

www.boimate.com

'মূসা বিন ইসমাঈল আত-তাবূযাকী আবূ সালামা হলেন অন্যতম সিকাহ-সাবত রাবী। ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ তার উপর নির্ভর করেছেন। তিনি তার থেকে অত্যধিক হারে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন'।[৪৭৭]

মতনের মধ্যে ইযতিরাবের দাবী ও তার পর্যালোচনা

আল্লামা ইবনুত তুরকুমানী প্রমুখেরা এই বর্ণনার মতনে ইযতিরাব থাকার দাবী করেছেন। যা ঠিক নয়। বিষয়টি স্পষ্ট করণের জন্য প্রতিটি সনদের মতনগুলির পর্যালোচনা আমরা নিচে পেশ করছি।-

এ বর্ণনার প্রধান রাবী হলেন 'আসেম জাহদারী'। তার থেকে নিম্নোক্ত দুটি সনদে এই বর্ণনাটি বর্ণিত।-

প্রথমত : হাম্মাদ বিন সালামা বিন দীনার বসরী।

দ্বিতীয়ত : ইয়াযীদ বিন যিয়াদ বিন আবুল জাদ কূফী।

প্রথম সনদ (হাম্মাদ বিন সালামা বিন দীনার বসরী)

প্রথম সনদ অর্থাৎ হাম্মাদ বিন সালামার সূত্রে হাম্মাদ বিন সালামা হতে এই বর্ণনাকে নিম্নোক্ত রাবীগণ বর্ণনা করেছেন- (১) মূসা বিন ইসমাঈল। (২) হাজ্জাজ বিন মিনহাল। (৩) আবূ সালেহ খুরাসানী। (৪) শায়বান বিন ফার্রূখ। (৫) মিহরাব বিন আবী ওমর। (৬) আবূ ওমর, ওমর আয-যরীর। (৭) আবুল ওয়ালীদ আত-তায়ালিসী। (৮) মুআম্মাল বিন ইসমাঈল। (৯) আব্দুর রহমান বিন মাহদী।

এ নয়জন রাবী হতে ছয়জন রাবী ঐকমতানুসারে একই শব্দ 'তার বুকের উপর' বর্ণনা করেছেন। যেমন লক্ষ্য করুন-

১-মূসা বিন ইসমাঈলের বর্ণনা

ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

قَالَ مُوسَى حَدَّثَنَا حماد بْن سلمة: سَمِعَ عاصما الجحدري عَنْ أَبِيهِ عَنْ عقبة بْن ظبيان : عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عنه : فصل لربك وانحر- وضع يده اليمنى على وسط ساعده على صدره-

৪৭৭. মুকাদ্দামা ফাতহুল বারী পৃ. ৪৪৬।

আলী রাযিআল্লাহু আনহু { فصل لربك وانحر } -এর তাফসীরে বলেছেন, 'এর দ্বারা সালাতে ডান হাত বাম হাতের বাহুর মধ্যখানে রেখে বুকের উপর রাখা বুঝানো হয়েছে'।[৪৭৮]

২-হাজ্জাজ বিন মিনহাল আল-আনমাতীর বর্ণনা

ইমাম ইবনুল মুনযির রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

حَدَّثَنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ : ثنا حَجَّاجٌ، قَالَ : ثنا حَمَّادٌ، عَنْ عَاصِمٍ الْجَحْدَرِيِّ، عَنْ أَبِي عُقْبَةَ بْنِ ظَبْيَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِ : أَنَّهُ قَالَ فِي الْآيَةِ (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى سَاعِدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ وَضَعَهَا عَلَى صَدْرِهِ-

আলী রাযিআল্লাহু আনহু {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} -এর তাফসীরে বলেছেন, 'এর দ্বারা সালাতে ডান হাত বাম হাতের বাহুর মধ্যখানে রেখে বুকের উপর রাখা বুঝানো হয়েছে'।[৪৭৯]

৩-আবূ সালেহ খুরাসানীর বর্ণনা

ইমাম ইবনু জারীর আত-তাবারী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

حدثنا ابن حميد، قال : ثنا أبو صالح الخراساني، قال : ثنا حماد، عن عاصم الجحدري، عن أبيه، عن عقبة بن ظبيان، أن علي بن أبي طالب رضى الله عنه قال في قول الله : (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) قال : وضع يده اليمنى على وسط ساعده الأيسر، ثم وضعهما على صدره-

আলী রাযিআল্লাহু আনহু {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} -এর তাফসীরে বলেছেন, 'এর দ্বারা সালাতে ডান হাত বাম হাতের বাহুর মধ্যখানে রেখে বুকের উপর রাখা বুঝানো হয়েছে'।[৪৮০]

---

৪৭৮. বুখারী, আত-তারীখুল কাবীর ৬/৪৩৭, সনদ সহীহ।
৪৭৯. ইবনুল মুনযির, আল-আওসাত হা/১২৮৪, ৩/৯১, সনদ সহীহ।
৪৮০. তাফসীরুত তাবারী ২৪/৬৫২, ইবনু হুমাইদের মুতাবাআতের কারণে মতন সহীহ।

www.boimate.com

৪-শায়বান বিন ফার্রূখ-এর বর্ণনা

ইমাম বায়হাকী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أنبأ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ أَبُو الشَّيْخِ، ثنا أَبُو الْحَرِيشِ الْكِلَابِيُّ، ثنا شَيْبَانُ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ثنا عَاصِمٌ الْجَحْدَرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ صُهْبَانَ كَذَا قَالَ: إِنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} قَالَ: وَضْعُ يَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى وَسَطِ يَدِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ وَضَعَهَا عَلَى صَدْرِهِ-

আলী রাযিআল্লাহু আনহু {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}-এর তাফসীরে বলেছেন, 'এর দ্বারা সালাতে ডান হাত বাম হাতের বাহুর মধ্যখানে রেখে বুকের উপর রাখা বুঝানো হয়েছে'।[৪৮১]

বিশেষ দ্রষ্টব্য

এ বর্ণনাকে আবুল হারীশ কিলাবী হতে 'আহমাদ বিন জানাহ আল-মুহারিবী' বর্ণনা করেছেন। তিনি মতনে পরিবর্তন করে ফেলেছেন। যেমন ইমাম বায়হাকী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

أَخْبَرَنَا جناح بن نذير بالكوفة، ثنا عمي أحمد بن جناح، ثنا أَبُو الْحَرِيشِ، ثنا شَيْبَانُ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ثنا عَاصِمٌ الْجَحْدَرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ صُهْبَانَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} قَالَ: وَضْعُ يَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى وَسَطِ يَدِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ وَضَعَهَا عَلَى سرته-

আলী রাযিআল্লাহু আনহু {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}-এর তাফসীরে বলেছেন, 'এর দ্বারা সালাতে ডান হাত বাম হাতের বাহুর মধ্যখানে রেখে নাভীর নিচে রাখা বুঝানো হয়েছে'।[৪৮২]

৪৮১. বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা হা/২৩৩৭, সনদ হাসান।
৪৮২. বায়হাকী, আল-খিলাফিয়াত হা/১৪৮১, ২/২৫৩।

www.boimate.com

আরয রইল, এ বর্ণনাটি বাতিল ও মুনকার। কেননা এ বর্ণনাটিকে শায়বান হতে বর্ণনাকারী আহমাদ বিন জানাহ হলেন আহমাদ বিন জানাহ আল-মুহারিবী। দেখুন বায়হাকী প্রণীত 'আয-যুহদুল কাবীর'।[৪৮৩]

তিনি মাজহুল রাবী। এই মাজহুল রাবী শায়বানের সিকাহ, সাবত, মুতকিন ও হাফেয ছাত্র এবং একাধিক গ্রন্থের লেখক ইমাম আবু মুহাম্মাদ বিন হাইয়ানের বিপরীত বর্ণনা করেছেন। এ জন্য ইমাম বায়হাকী রহিমাহুল্লাহ এই মাজহুল রাবীর বর্ণনার পর পরই সতর্ক করেছেন এই বলে যে, 'আহমাদ বিন জানাহ আল-মুহারিবী ব্যতীত হাফেয আবূ মুহাম্মাদ হাইয়ান আবুল হুরাইশ হতে তার বুকের উপর বাক্যটি বর্ণনা করেছেন'।[৪৮৪]

সুতরাং এ মাজহুল রাবীর উক্ত বর্ণনাটি বাতিল ও মুনকার। এর কোনই মূল্য নেই।

৫-মিহরান বিন আবূ ওমর আত্তার-এর বর্ণনা

ইমাম ইবনু জারীর আত-তাবারী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

حدثنا ابن حميد، قال : ثنا مهران، عن حماد بن سلمة عن عاصم الجحدري عن عقبة بن ظهير عن أبيه عن علي رضى الله عنه (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) قال : وضع يده اليمنى على وسط ساعده الأيسر، ثم وضعهما على صدره-

আলী রাযিআল্লাহু আনহু {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}-এর তাফসীরে বলেছেন, 'এর দ্বারা সালাতে ডান হাত বাম হাতের বাহুর মধ্যখানে রেখে বুকের উপর রাখা উদ্দেশ্য'।[৪৮৫]

৬-আবূ ওমর হাফস বিন ওমর আয-যরীর রহিমাহুল্লাহ্‌র বর্ণনা

ইমাম তাহাবী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩১১ হি.) বলেছেন,

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو الضَّرِيرُ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَنَّ عَاصِمًا الْجَحْدَرِيَّ أَخْبَرَهُمْ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ، فِي قَوْلِهِ : {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} قَالَ : وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى السَّاعِدِ الْأَيْسَرِ، ثُمَّ وَضَعَهُمَا عَلَى صَدْرِهِ-

৪৮৩. হা/৭৮১ পৃ. ২৯৫।
৪৮৪. বায়হাকী, আল-খিলাফিয়াত হা/১৪৮১, ২/২৫৩।
৪৮৫. তাফসীরুত তাবারী ২৪/৬৫২, মতন সহীহ।

www.boimate.com

রাসূলের সাহাবী আলী রাযিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা আছে যে, তিনি {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}-এর তাফসীরে বলেছেন, এর দ্বারা নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর বাহুর মাঝামাঝি রেখে সেটি বুকের উপর রাখা উদ্দেশ্য'।[৪৮৬]

সম্মানিত পাঠক! লক্ষ্য করুন যে, এই রাবীগণ ঐকমতানুসারে عَلَى صَدْرِهِ 'বুকের উপর' বাক্যটি বর্ণনা করেছেন। অবশিষ্ট রইল সাতজন রাবী। তো তারাও অর্থের দৃষ্টিকোণ থেকে এ কথাটিই বর্ণনা করেছেন। যেমন লক্ষ্য করুন-

৭-আবুল ওয়ালীদ আত-তায়ালিসীর বর্ণনা

খতীব বাগদাদী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّد بن أَحْمد بن رزقويه حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الدَّقَّاقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ الْجَحْدَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ ظَبْيَانَ سَمِعَ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ (فصل لِرَبِّكَ وانحر) قَالَ وَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى تَحْتَ الثَّنْدُوَةِ-

রাসূলের সাহাবী আলী রাযিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা আছে যে, তিনি {فصل لِرَبِّكَ وانحر}-এর তাফসীরে বলেছেন, এর দ্বারা নামাযে ডান হাত বাম হাতে রেখে সেটি ছাতির (স্তনের) উপর রাখা উদ্দেশ্য'।[৪৮৭]

এ বর্ণনায় الثَّنْدُوَةِ শব্দটি রয়েছে। যার অর্থ 'ছাতি'। 'লিসানুল আরব' গ্রন্থে আছে,

والثَّنْدُوَةُ لِلرَّجُلِ : بِمَنْزِلَةِ الثَّدْيِ للمرأة-

'এর দ্বারা পুরুষের ছাতিকে (স্তন) বুঝানো হয়। যেভাবে নারীর ছাতিকে সাদিয়া বলা হয়'।[৪৮৮] দেওবন্দীদের অভিধান 'আল-কামূসুল ওয়াহীদ' বলা

৪৮৬. তাহাবী, আহকামুল কুরআন হা/৩২৩, মতন সহীহ। সনদ শায।
৪৮৭. মুওয়াযযিহ হা/৩৭৯, সনদ সহীহ।
৪৮৮. লিসানুল আরব ১/৪১।

www.boimate.com

হয়েছে, 'এর অর্থ হল পুসতান'।[৪৮৯] এর উপর বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে। যাহোক {النَّنْدُوَةُ} শব্দটি 'ছাতি' অর্থে আসে। {تَحْتَ النَّنْدُوَةِ} -এর উদ্দেশ্য হল 'ছাতির নিচে'। অর্থাৎ বুক। এর জন্য এ বর্ণনাতেও অর্থের দৃষ্টিকোণ হতে ঐ বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে যেখানে বাকী ছয়জন রাবী ঐকমত হয়ে যেটি বর্ণনা করেছেন। 'রেওয়ায়াত বিল-মানা'র ক্ষেত্রে এভাবে শব্দগত পার্থক্য হয়ে থাকে। কিন্তু অর্থ একই থাকে। এমন অবস্থাকে ইযতিরাব বলা হয় না।

'আত-তামহীদ এর পান্ডুলিপি

আবুল ওয়ালীদের এমন বর্ণনাকে আসরামের-ই বরাতে ইমাম ইবনু আব্দুল বার্র 'আত-তামহীদ লিমা ফিল-মুওয়াত্তা মিনাল মাআনি ওয়াল-আসানীদ' গ্রন্থে (২০/৭৮) বর্ণনা করেছেন। আর এতেও পান্ডুলিপিতে تَحْتَ النَّنْدُوَةِ বাক্যটিই রয়েছে। কিন্তু এ গ্রন্থের মুহাক্কিক {النَّنْدُوَةَ}-কে {السرة} বানিয়ে এই বর্ণনার মধ্যে প্রকাশ্য বিকৃতি ঘটিয়েছেন। আর মজার বিষয় এই যে, তিনি টীকাতে এটা লিখেও দিয়েছেন যে, {السرة}-কে তিনি নিজেই বানিয়ে যুক্ত করেছেন। অথচ মূল পান্ডুলিপিতে {السرة}-এর পরিবর্তে {النَّنْدُوَة} রয়েছে। এর উপর পূর্ণাঙ্গ আলোচনা সামনে আসছে। আপাতত এটুকুই আরয করছি যে, 'আত-তামহীদ' গ্রন্থের কলামী নুসখার সাথে সাথে খতীব বাগদাদীর বর্ণনাতেও {النَّنْدُوَة} শব্দটি রয়েছে। যা এ কথাটির শক্তিশালী দলীল যে, এ বর্ণনার মধ্যে মূলত {النَّنْدُوَة} শব্দটি রয়েছে। সুতরাং 'আত-তামহীদ' গ্রন্থের প্রকাশিত নুসখায় মুহাক্কিকের স্বীয় মর্জিতে একে {السرة} বানিয়ে দেয়া খুবই আশ্চর্যজনক কাজ। এর বিস্তারিত আলোচনা আহনাফের দলীলসমূহের মধ্যে আলোচিত হবে। আপাতত (এটাই জেনে রাখুন যে) এ বর্ণনার মধ্যেও অর্থগতভাবে বুকের উপর হাত বাঁধারই উল্লেখ রয়েছে। এখন অবশিষ্ট রইল দুটি বর্ণনা। তো জেনে রাখা ভাল যে, শুধু এ দুটি বর্ণনার মধ্যেই হাত বাঁধার কোন উল্লেখ নেই। যেমন লক্ষ্য করুন-

---

৪৮৯. আল-কামূসুল ওয়াহীদ পৃ. ২২৪।

www.boimate.com

(১) মুআম্মাল বিন ইসমাঈলের বর্ণনা

আবূ জাফর তাহাবী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩২১ হি.) বলেছেন-

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْجَحْدَرِيُّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ صُهْبَانَ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} ، قَالَ : وَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ-

রাসূলের সাহাবী আলী রাযিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা আছে যে, তিনি {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} -এর তাফসীরে বলেছেন, 'এর দ্বারা নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা উদ্দেশ্য'।[৪৯০]

(২) আব্দুর রহমান বিন মাহদীর বর্ণনা

حدثنا ابن بشار، قال : ثنا عبد الرحمن، قال : ثنا حماد بن سلمة، عن عاصم الجحدري، عن عقبة بن ظبيان عن أبيه، عن علي رضى الله عنه (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) قال : وضع اليد على اليد في الصلاة-

রাসূলের সাহাবী আলী রাযিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা আছে যে, তিনি {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} -এর তাফসীরে বলেছেন, 'এর দ্বারা নামাযে ডান হাতকে বাম হাতে রেখে সেটি ছাতির (স্তনের) উপর রাখা বুঝানো হয়েছে'।[৪৯১]

পাঠকগণ! লক্ষ্য করুন! নয়টি বর্ণনার মধ্য হতে সাতটি বর্ণনার মধ্যে হাত বাঁধার স্থানের উল্লেখ আছে। এর বিপরীতে কেবল দুটি বর্ণনাতেই হাত বাঁধার কোন উল্লেখ নেই। সুতরাং সাতটি বর্ণনার বিরুদ্ধে কেবল দুটি বর্ণনা দ্বারা কিছু যায় আসে না।[৪৯২]

৪৯০. তাহাবী, আহকামুল কুরআন ১/১৮৪।

৪৯১. তাফসীরুত তাবারী ২৪/৬৫২।

৪৯২. আসলে এ দুটি বর্ণনা উক্ত ৭টি বর্ণনার বিরোধী নয়। কেননা অনুল্লেখ থাকা উল্লেখ থাকার বিরোধী নয়।-অনুবাদক।

Salato hath badha-12

www.boimate.com

এছাড়াও এই সাতটি বর্ণনা এবং উপরোক্ত দুটি বর্ণনার মধ্যে কোনই বিরোধপূর্ণ ইখতিলাফ নেই। বরং অর্থগতভাবে বুকে হাত বাঁধার উল্লেখ এখানেও রয়েছে। কেননা হাত বাঁধার কথাটি {وَانْحَرْ}-এর তাফসীরের মধ্যে বলা হচ্ছে। আর এ শব্দটির আভিধানিক অর্থ এটাই দাবী করে যে, হাত বুকে থাকতে হবে। এর দিকেই ইশারা করতে গিয়ে আল্লামা মুহাম্মাদ হায়াত সিন্ধী বলেছেন, 'কেননা নহর শব্দটির মূল অর্থই এর প্রতি প্রমাণ বহন করছে যে, এখানে বুকে হাত বাঁধা উদ্দেশ্য'।[৪১৩]

ড. মুহাম্মাদ যিয়াউর রহমান আযামীর তাহকীকৃত নুসখাতে مادة-এর পরিবর্তে مادن লেখা হয়েছে। যা লেখনীজনিত ভুল। কেননা বেনারসের হস্তলিখিত নুসখাতেও স্পষ্টভাবে {مادة} শব্দটি রয়েছে। দেখুন 'আত-তালীকুল মানসূর'।[৪১৪]

দ্বিতীয় সনদ

ইয়াযীদ বিন যিয়াদ বিন আবুল জাদ-এর সনদ :

দ্বিতীয় সূত্রটি 'ইয়াযীদ বিন যিয়াদ বিন আবুল জাদ' বর্ণিত। আর তার সূত্রে হাত বাঁধার স্থানের উল্লেখ নেই। যেমন ইমাম ইবনু আবী শায়বাহ রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৩৫ হি.) বলেছেন,

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ عَاصِمٍ الْجَحْدَرِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ ظُهَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ، فِي قَوْلِهِ : {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} قَالَ : وَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ-

রাসূলের সাহাবী আলী রাযিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা আছে যে, তিনি {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}-এর তাফসীরে বলেছেন, 'এর দ্বারা নামাযে ডান হাতকে বাম হাতে রেখে সেটি ছাতির (স্তনের) উপর রাখা'।[৪১৫]

---

৪১৩. ফাতহুল গফূর পৃ. ৩।

৪১৪. পৃ. ৩০।

৪১৫. মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ১/৩৪৩।

www.boimate.com

কিন্তু এ ইখতেলাফের ভিত্তিতে মতনকে মুযতারিব বলা যেতে পারে না। কেননা- **প্রথমত :** এ বর্ণনাগুলির মধ্যে কোনরূপ পরস্পর বিরোধী মতানৈক্য নেই। বরং অর্থগতভাবে বুকের উল্লেখ এই বর্ণনার মধ্যেও রয়েছে। যেমনটা শায়েখ মুহাম্মাদ হায়াত সিন্ধী রহিমাহুল্লাহ্‌র বরাতে আলোচিত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত : এ দুটি সূত্র শক্তিশালী হবার দিক থেকে এক নয়। বরং হাম্মাদ বিন সালামার সূত্রটি ইয়াযীদ বিন যিয়াদ বিন আবুল জাদের সূত্র হতে অধিক শক্তিশালী ও মযবূত।

حَدِيث حَمَّاد بن سَلَمَة فِي أول أمره وَآخر أمره وَاحِد-

'হাম্মাদ বিন সালামার প্রথম ও শেষ জীবনের সকল হাদীস একই ছিল'।[৪৯৬]

প্রতীয়মান হল যে, ইমাম ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহ 'হাম্মাদ বিন সালামা' শুরু হতে শেষ পর্যন্ত সিকাহ ছিলেন। উপরন্তু ইমাম ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহ এটাও বলেছেন যে,

إذا رأيت إنسانا يقع في عكرمة وفي حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام-

'যখন তুমি এমন কোন লোককে দেখ যে ইকরিমা ও হাম্মাদ বিন সালামা সম্পর্কে বাজে কথা বলছে; তখন বুঝে নিবে যে, তার ইসলাম ঠিক নেই'।[৪৯৭]

সুতরাং হাম্মাদ বিন সালামা রহিমাহুল্লাহ-এর ন্যায় ইমাম; বরং আমীরুল মুমিনীন ফিল-হাদীসের বিরুদ্ধে ইয়াযীদ বিন যিয়াদ বিন আবুল জাদের কথা বিন্দুমাত্র গ্রহণযোগ্য নয়।

দ্বিতীয় কারণ

হাম্মাদ বিন সালামার উস্তাদ আসেম জাহদারী বসরী রাবী।[৪৯৮]

ইমাম আবূ দাঊদ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'বসরায় হাম্মাদ বিন সালামার চেয়ে উত্তম হাদীস আর কেউই বর্ণনা করেননি'।[৪৯৯]

---

৪৯৬. তারীখুদ দূরী ৪/৩১২।
৪৯৭. ইবনু আসাকির, তারীখে দিমাশক ৪১/১০৩, সনদ সহীহ।
৪৯৮. ইবনু হিব্বান, আস-সিকাত ৫/২৪০।
৪৯৯. সুওয়ালাত আবূ উবাইদ আল-আজুররী পৃ. ১৮০।

www.boimate.com

ইমাম আবূ দাউদের এ কথার আলোকে বসরায় হাম্মাদ বিন সালামার চেয়ে উত্তম হাদীস আর কারোর নেই। এ কারণগুলির ভিত্তিতে ইয়াযীদ বিন যিয়াদ বিন আবুল জাদের মোকাবেলায় ইমাম হাম্মাদ বিন সালামা রহিমাহুল্লাহর বর্ণনাই অগ্রগণ্য। ইমাম ইবনু দাকীক আল-ঈদ রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭০২ হি.) ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ ইমাম ইবনুস সালাহ রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৬৪৩ হি.) বলেছেন, আর যখন দুটি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা দুজনের সমমান ও সমশক্তিশালী না হয় তখন ইযতিরাবের হুকুম লাগানো যাবে না। বরং অগ্রগণ্য ও অনগ্রগণ্য-এর হুকুম লাগাতে হবে। (ইহকামুল আহকাম ২/১৩৯, আত-তাকরীব পৃ. ৬, ফাতহুল বারী ৫/৩১৮, মুকাদ্দামা ইবনুস সালাহ পৃ. ৯৪)

সুতরাং হাম্মাদ বিন সালামার সূত্রটি নিম্নোক্ত কারণগুলির ভিত্তিতে রাজেহ আখ্যা পাবে। আর এ অনুযায়ী এ বর্ণনাটি সহীহ আখ্যা পাবে।

প্রকাশ থাকে যে, এ তারজী-এর বিষয়টি তখন বলা হবে যখন ধরে নেয়া হবে যে, উভয়টির মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। কিন্তু আমরা প্রথমে স্পষ্ট করেছি যে, এ বর্ণনাগুলির মধ্যে কোন সাংঘর্ষিক ইখতেলাফ নেই। বরং অর্থের দৃষ্টিকোণ থেকে বুকের উল্লেখ এ বর্ণনাতেও বিদ্যমান।

সনদে ইযতিরাবের দাবী ও তার পর্যালোচনা

ইবনুত তুরকুমানী সহ অন্যরা এ বর্ণনার সনদের মধ্যে ইযতিরাবের দাবী করেছেন। যা ঠিক নয়। এটি স্পষ্ট করার জন্য আমরা সকল সনদের পর্যালোচনা করব।

এ বর্ণনার প্রধান রাবী হলেন 'আসেম জাহদারী'। তার থেকে নিম্নোক্ত দুটি সূত্রে এ বর্ণনাটি উদ্ধৃত হয়েছে-

প্রথমত : হাম্মাদ বিন সালামা বিন দীনার বসরী।

দ্বিতীয়ত : ইয়াযীদ বিন যিয়াদ বিন আবুল জাদ।

প্রথম সনদ (হাম্মাদ বিন সালামা বিন দীনার বসরী)

প্রথম সনদ অর্থাৎ হাম্মাদ বিন সালামার সূত্রে হাম্মাদ বিন সালামা হতে এই বর্ণনাকে নিম্নোক্ত নয়জন রাবী বর্ণনা করেছেন-

www.boimate.com

(১) মূসা বিন ইসমাঈল। (২) হাজ্জাজ বিন মিনহাল। (৩) আবূ সালেহ আল-খুরাসানী। (৪) শায়বান বিন ফার্রূখ। (৫) মিহরান বিন আবূ ওমর। (৬) আবূ ওমর, ওমর আয-যরীর। (৭) আবুল ওয়ালীদ আত-তায়ালিসী। (৮) মুআম্মাল বিন ইসমাঈল। (৯) আব্দুর রহমান বিন মাহদী।

মতানৈক্যের অবস্থাসমূহ ও তারজীহ

এ সকল রাবীর বর্ণনাকৃত সনদগুলিকে আমরা মতনের ইযতিরাবের আলোচনায় পূর্বে উদ্ধৃত করেছি। সেই আলোচনাগুলি পর্যবেক্ষণ করলে এ কথাটি সামনে আসবে যে, আসেম জাহদারীর ছাত্ররা সনদটিকে পাঁচটি সূত্রে বর্ণনা করেছেন। যার বিবরণ নিম্নরূপ-

সনদের প্রথম ধরন

হাম্মাদ (বর্ণনা করেছেন) আসেম হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি উকবা বিন যবিয়ান হতে, তিনি আলী রাযিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন। সনদের এ ধরনটি সবচেয়ে বেশী সংখ্যক রাবী বর্ণনা করেছেন। যা নিম্নরূপ-

(১) মূসা বিন ইসমাঈল। (২) হাজ্জাজ বিন মিনহাল। (৩) আবুল ওয়ালীদ আত-তায়ালিসী।

(৪) আবূ সালেহ খুরাসানী।

সর্বমোট চারজন ছাত্র। এনাদের সবার বর্ণনাকৃত বাক্যগুলি পূর্বে পেশ করা হয়েছে। এনারা সকলেই একমত হয়ে উপরোক্ত সনদটি বর্ণনা করেছেন। এর বিপরীতে এত বেশী সংখ্যক অন্য কোন সনদ বর্ণিত হয় নি। সুতরাং এটা এ কথাটির শক্তিশালী দলীল যে, সনদের এই ধরনটিই অগ্রগণ্য।

সনদের দ্বিতীয় ধরন

[আসেম জাহদারীর উস্তাদ, তার পিতা ব্যতীত অন্য কেউ] সনদের এই ধরনটির মধ্যে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয় যে, আসেম জাহদারীর উস্তাদের স্থানে তার বাবার উল্লেখের পরিবর্তে অন্য আরেকজনের উল্লেখ করা হয়েছে। এভাবে সনদ বর্ণনাকারী মাত্র তিনজন রয়েছেন।-

(১) মিহরান বিন আবী ওমর। (২) মুআম্মাল বিন ইসমাঈল। (৩) আব্দুর রহমান বিন মাহদী।

www.boimate.com

এ তিনজনের বর্ণিত হাদীসের বাক্যগুলি একরকম নয়। এঁদের মধ্যে মিহরান বিন আবূ ওমর আসেমের উপরে উকবা বিন যহীরের নাম উল্লেখ করেছেন। আর মুআম্মাল বিন ইসমাঈল আসেমের উপরে উকবা বিন সহবানের নাম উল্লেখ করেছেন। অন্যদিকে আব্দুর রহমান বিন মাহদী আসেমের উপরে উকবা বিন যবিয়ানের উল্লেখ করেছেন। যেমনটা এদের বর্ণিত বাক্যগুলি উদ্ধৃত করা হয়েছে। মনে রাখতে হবে, উকবা বিন যহীর ও উকবা বিন যবিয়ান একই ব্যক্তির দুটি নাম।

এ তিনজনের বিপরীতে পাঁচজন ছাত্র একত্রে আসেমের উপরের রাবী হিসেবে তার পিতার নাম উল্লেখ করেছেন। পাঁচজন হলেন (১) মূসা বিন ইসমাঈল। (২) হাজ্জাজ বিন মিনহাল। (৩) আবুল ওয়ালীদ আত-তায়ালিসী। (৪) আবূ সালেহ খুরাসানী। (৫) আবূ ওমর হাফস আয-যরীর। এই পাঁচজনের বাক্যগুলি পূর্বেই গত হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, পাঁচজন ছাত্রের একমত কৃত বর্ণনার বিপরীতে তিনজনের বিরোধীতার কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই। বিশেষভাবে এ তিনজনের বিরোধীতাও ভিন্ন ভিন্ন বাক্যে রয়েছে।

সনদের তৃতীয় ধরন

উকবার উস্তাদের স্থানে আলী রাযিআল্লাহু আনহু-এর পরিবর্তে উকবার পিতার নাম রয়েছে। সনদের এই ধরনের মধ্যে মতানৈক্য করার পদ্ধতিটি এমন যে, উকবার উস্তাদের স্থলে আলী রাযিআল্লাহু আনহু-এর উল্লেখ থাকার পরিবর্তে তার পিতার উল্লেখ রয়েছে। এভাবে স্রেফ দুজন রাবী বর্ণনা করেছেন- (১) মিহরান বিন আবূ ওমর। (২) আব্দুর রহমান বিন মাহদী। এ দুজনের বিপরীতে ছয়জন ছাত্র একমত হয়ে উকবার উপরে আলী রাযিআল্লাহু আনহু-এর উল্লেখ করেছেন। এই ছয়জন ছাত্র নিম্নরূপ-

(১) মূসা বিন ইসমাঈল। (২) হাজ্জাজ বিন মিনহাল। (৩) আবুল ওয়ালীদ আত-তায়ালিসী।

(৪) আবূ সালেহ খুরাসানী। (৫) শায়বান বিন ফার্রূখ। (৬) মুআম্মাল বিন ইসমাঈল।

এই ছয়জন ছাত্রের বাক্যগুলি পূর্বে আলোচিত হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, ছয়জন ছাত্রের একমত হয়ে কৃত বর্ণনার বিপরীতে কেবল দুজন ছাত্রের বিরোধীতার কোনই মূল্য নেই।

www.boimate.com

সনদের চতুর্থ ধরন

আসেম ও আলীর মধ্যভাগে ইত্তিসাল রয়েছে কিংবা ইনকিতা। সনদের এ ধরনের মধ্যে ইখতিলাফ এই যে, আসেমের পিতা ও আলী রাযিআল্লাহু আনহু-এর মধ্যখানে উকবার উল্লেখ বাদ পড়েছে। এ পদ্ধতি বর্ণনাকারী কেবল একজন রাবী। তিনি হলেন আবূ ওমর হাফস বিন ওমর আয-যরীর।

এর বিপরীতে পাঁচজন ছাত্র একমত হয়ে আসেমের পিতা ও আলী রাযিআল্লাহু আনহু-এর মধ্যখানে উকবার উল্লেখ করেছেন। সেই পাঁচজন ছাত্র নিম্নরূপ-

(১) মূসা বিন ইসমাঈল। (২) হাজ্জাজ বিন মিনহাল। (৩) আবুল ওয়ালীদ আত-তায়ালিসী। (৪) আবূ সালেহ আল-খুরাসানী। (৫) শায়বান বিন ফার্রূখ।

এই পাঁচজন ছাত্রের বাক্যগুলি পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, পাঁচজন ছাত্রের একমত হয়ে বর্ণনাকৃত হাদীসের মোকাবেলায় শুধু একজন ছাত্রের বিরোধীতার কোনই গ্রহণযোগ্যতা নেই।

সনদের ৫ম ধরন

উকবার পিতা যবিয়ান কিংবা সহবান :

সনদের এ বর্ণনাভঙ্গির মধ্যে ইখতিলাফের ধরনটি এই যে, উকবার পিতার নাম হিসেবে যবিয়ানের পরিবর্তে সহবানের নাম বলা হয়েছে। এভাবে শুধু দুজন রাবী বর্ণনা করেছেন।-

(১) শায়বান বিন ফার্রূখ। (২) মুআম্মাল বিন ইসমাঈল।

এ দুজনের বিপরীতে পাঁচজন ছাত্র একমত হয়ে উকবার পিতার নাম হিসেবে যবিয়ান নামটি উল্লেখ করেছেন। পাঁচজন ছাত্র নিম্নরূপ-

(১) মূসা বিন ইসমাঈল। (২) হাজ্জাজ বিন মিনহাল। (৩) আবুল ওয়ালীদ আত-তায়ালিসী।

(৪) আবূ সালেহ আল-খুরাসানী। (৫) আব্দুর রহমান বিন মাহদী।

www.boimate.com

এ পাঁচজন ছাত্রের বাক্যগুলি পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, পাঁচজন ছাত্রের একমত হয়ে কৃত বর্ণনার বিপরীতে শুধু দুজন ছাত্রের বিরোধীতার কোনই গ্রহণযোগ্যতা নেই।

বস্তুত এই ইখতেলাফের কোনই গুরুত্ব নেই। কেননা মূলত রাবীর নাম হিসেবে উকবা নামটি নির্দেশ করার ব্যাপারে রাবীগণ একমত হয়েছেন। এক্ষণে তার পিতার নামের মধ্যে মতানৈক্য দ্বারা কিছু যায় আসে না। কেননা দুটি নামের মধ্যে যবিয়ান ও সহবান-এর মধ্যে খুব বেশী পার্থক্য নেই। এজন্য এক/দুজন রাবীর সংশয়ে পতিত হয়ে যাওয়া কোন আশ্চর্যজনক কথা নয়। এছাড়াও এ দুজন রাবী সিকাহ। সুতরাং তাদের যে কোন একজন হোক না কেন তাতে সনদের শুদ্ধতা বহাল থাকবে।

যাহোক, যদি তারজীহ প্রদান করা যায় তাহলে যবিয়ান নামটিই প্রাধান্য পাবে। কেননা সহবান নামটি কেবল দুজনই নির্দেশ করেছেন। তাদের মোকাবেলায় পাঁচজন রাবী একমত হয়ে যবিয়ানের নাম উল্লেখ করেছেন। প্রকাশ থাকে যে, পাঁচজন লোকের বিপরীতে কেবল দুজনের বর্ণনার কোনই মূল্য নেই।

দ্বিতীয় সনদ : ইয়াযীদ বিন আবুল জাদ

অন্য সনদটি 'ইয়াযীদ বিন আবুল জাদ'-এর বর্ণিত। আর এতে আসেম জাহদারী এবং উকবা বিন যবিয়ানের মধ্যে 'তার পিতা' সূত্রটি নেই। যেমনটা পূর্বোক্ত পৃষ্ঠাগুলিতে মতনের ইযতিরাবের উপর আলোচনা করতে গিয়ে পেশ করা হয়েছে। আর সেখানে এটাও বলা হয়েছে যে, ইয়াযীদ বিন যিয়াদ বিন আবুল জাদের এই বর্ণনাটি হাম্মাদ বিন সালামার বর্ণনার সমমানের নয়। বরং দুটি কারণে হাম্মাদ বিন সালামার বর্ণনা-ই প্রাধাণ্যপ্রাপ্ত।

সুতরাং যেখানে প্রাধাণ্যদানের দলীল-দালায়েল পাওয়া যাবে সেখানে ইযতিরাবের হুকুম লাগানো যাবে না। যেমনটা এ প্রসঙ্গে ইমাম ইবনু সালাহ, ইমাম নববী এবং হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুমুল্লাহ প্রমূখদের আলোচনা পেশ করা হয়েছে।

www.boimate.com

فَوْقَ السُّرَّةِ - দ্বারা 'বুকের উপর' বুঝানো হয়ে থাকে

ইমাম আবূ দাউদ রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৭৫ হি.) বলেছেন,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ يَعْنِي ابْنَ أَعْيَنَ، عَنْ أَبِي بَدْرٍ، عَنْ أَبِي طَالُوتَ عَبْدِ السَّلَامِ، عَنِ ابْنِ جَرِيرٍ الضَّبِّيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيًّا، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُمْسِكُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ عَلَى الرُّسْغِ فَوْقَ السُّرَّةِ- قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فَوْقَ السُّرَّةِ-

ইবনু যারীর আয-যব্বী স্বীয় পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, 'আমি সাইয়্যেদুনা আলী রাযিআল্লাহু আনহু-কে দেখেছি, তিনি স্বীয় বাম হাতের কব্জি ডান হাত দ্বারা ধরে নাভীর উপর রাখতেন'।[৫০০]

এ বর্ণনায় আলী রাযিআল্লাহু আনহু সম্পর্কে এটি বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি {فَوْقَ السُّرَّةِ} অর্থাৎ নাভীরে উপরে হাত বাঁধতেন। {فَوْقَ السُّرَّةِ} -এর দ্বারা 'বুকের উপর' অর্থকেই বুঝানো হয়ে থাকে। যেমনটা এই তাফসীরী বর্ণনায় স্পষ্টভাবে রয়েছে। যা সামনে আসছে।

কিছু মানুষ কুটতর্ক ও কাট-হুজ্জতী করতে গিয়ে এটা বিশ্বাস করাতে চেষ্টা করেন যে, {فَوْقَ السُّرَّةِ}-এর দ্বারা 'কোন বস্তুর উপর' বুঝানো হয়। এর দ্বারা 'কোন বস্তু হতে উপরে' বুঝানো হয় না। এ অর্থে {فَوْقَ السُّرَّةِ}-এর দ্বারা নাভীর নিচেই হাত বাঁধা বুঝতে হবে। নাভীর উপরে নয়। আরয রইল যে, {فَوْقَ السُّرَّةِ}-এর অর্থকে শুধু এ অর্থের মধ্যে নির্দিষ্ট করার কোনই দলীল নেই। কেননা আরবী ভাষা ও অভিধানে {فَوْقَ} শব্দটি দ্বারা কোন বস্তুর চেয়ে উপরের বস্তুকে বুঝানোর জন্যও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বরং কুরআনে মাজীদেও এ অর্থে {فَوْقَ} শব্দটি বর্ণিত হয়েছে। যেমন-

وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ .....

'আর (স্মরণ কর) যখন আমি তাদের মাথার উপর ছাতার ন্যায় পাহাড় উত্তোলন করেছিলাম এবং তারা ভয় পেয়েছিল যে, সেটি তাদের উপর পতিত হবে। আমি তাদেরকে বললাম যে, তোমাদেরকে যা দিয়েছি তা দৃঢ়ভাবে

৫০০. আবূ দাউদ হা/৭৫৭, সনদ হাসান।

www.boimate.com

ধারণ কর এবং তাতে যা রয়েছে তা ভালভাবে স্মরণ কর। যাতে তোমরা বাঁচতে পার' (আরাফ ৭/১৭১)।

أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا-

'তারা কি তাদের উপর আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে না কিভাবে আমি সেটি নির্মাণ করেছি ও তাকে সুশোভিত করেছি'? (সূরা ক-ফ ৫০/৬)।

এ সকল আয়াতে যদি {فَوْقَ} শব্দটির ঐ অর্থ নেয়া হয় যা হানাফীরা নিয়ে থাকেন; তাহলে এর অর্থ হবে যে, আল্লাহ বনূ ইসরাঈলের মাথার উপর পাহাড় রেখে দিয়েছিলেন এবং আসমানকে লোকদের মাথার উপর রেখে দিয়েছিলেন। আর এ মর্ম যে বাতিল তা সূর্যের কিরণের চেয়েও স্পষ্ট।মনে রাখতে হবে, কতিপয় হানাফী আলেমও বুকের উপর হাত বাঁধার জন্য {فَوْقَ السُّرَّةِ} শব্দদ্বয় ব্যবহার করেছেন। যেমন আবুল হাসান আলী ইবনুল হাসান বিন মুহাম্মাদ সুগদী হানাফী (মৃ. ৪৬১ হি.) লিখেছেন,

يَنْبَغِي للرِّجَال ان يضعوا الْيَمين على الشمَال تَحت السُّرَّة وَالنِّسَاء يَضعن فَوق السُّرَّة-

'পুরুষদের জন্য উপযোগী হল, তারা ডান হাত নাভীর নিচে রাখবে এবং মহিলারা নাভীর উপর রাখবে'।[৫০১]

এ বাক্যে হানাফীদের শায়খুল ইসলাম নারীদেরকে নাভীর উপর হাত বাঁধতে বলেছেন। আর হানাফীরা নারীদেরকে বুকে হাত বাঁধতে বলেন। যার অর্থ এটাই হয় যে, এ বাক্যে {فَوْقَ السُّرَّةِ} অর্থাৎ নাভীর উপর দ্বারা বুকের উপর হাত বাঁধা বুঝানো হয়েছে। ঠিক অনুরূপভাবে আলী রাযিআল্লাহু আনহু-এর উপরোক্ত আসারটিতেও {فَوْقَ السُّرَّةِ} অর্থাৎ নাভীর উপর হাত বাঁধার দ্বারা বুকের উপর হাত বাঁধা বুঝানো হয়েছে।

আরও বেশী মানসিক প্রশান্তির জন্য আরয রইল যে, হানাফীদের দৃষ্টিতে অত্যন্ত উচ্চ সম্মানের অধিকারী মাওলানা আশরাফ আলী থানবী সাহেবও এ বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন যে, {فَوْقَ السُّرَّةِ} অর্থাৎ নাভীর উপর দ্বারা হাত বাঁধার মাধ্যমে বুকের উপর হাত বাধাঁ উদ্দেশ্য করা হয়েছে। যেমন মাওলানা

৫০১. আন-নাতফু ফিল-ফাতাওয়া পৃ. ৭১।

www.boimate.com

আশরাফ আলী থানবী লিখেছেন, 'উত্তম ও অনুত্তম নিয়ে এ মতানৈক্য শুরু হয়েছে। কিছু সাহাবী নাভীর উপর হাত বাঁধতেন। অর্থাৎ বুকের উপর। যেমনটা অন্যান্য হাদীসে বুক শব্দটি স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। আর কিছু সাহাবী নাভীর নিচে হাত বাঁধতেন। সুতরাং সবাই স্ব স্ব মাশায়েখের গৃহীত তরীকা গ্রহণ করবে'।[৫০২]

সারকথা : এ বর্ণনায় আলী রাযিআল্লাহু আনহু হতে {فَوْقَ السُّرَّةِ} অর্থাৎ বুকের উপর হাত বাঁধার বিষয়টি বর্ণিত। আর এর সনদ সহীহ। এ বিস্তারিত আলোচনা লক্ষ্য করুন-

জারীর আয-যব্বী

* ইমাম ইবনু হিব্বান রহিমাহুল্লাহ তাকে সিকাত গ্রন্থে উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন,

جرير الضَّبِّيّ يروي عَن علي روى عَنْهُ ابْنه غَزوَان بن جرير–

'জারীর যব্বী আলী রাযিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন। তার থেকে তার পুত্র গযওয়ান বিন জারীর বর্ণনা করেছেন'।[৫০৩]

ইমাম বায়হাকী রহিমাহুল্লাহ তার সনদ সম্পর্কে বলেছেন, 'এ সনদটি হাসান'।[৫০৪] হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ তার সনদ সম্পর্কে বলেছেন, 'এ সনদটি হাসান'।[৫০৫]

গযওয়ান বিন জারীর

* ইমাম ইবনু হিব্বান রহিমাহুল্লাহ তাকে সিকাত গ্রন্থে উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন,

غَزوَان بن جرير يروي عَن أَبِيه روى عَنْهُ عبد السَّلَام بن شَدَّاد–

৫০২. তাকরীরে তিরমিযী পৃ. ৭০।
৫০৩. ইবনু হিব্বান, আস-সিকাত ৪/১০৮।
৫০৪. বায়হাকী কুবরা ২/৪৬।
৫০৫. তাগলীকুত তা'লীক ২/৪৪৩।

www.boimate.com

'সাওয়ান বিন জারীর তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তার থেকে আব্দুস সালাম বিন শাদ্দাদ বর্ণনা করেছেন'।[৫০৬] ইমাম বায়হাকী রহিমাহুল্লাহ তার সনদ সম্পর্কে বলেছেন, 'এ সনদটি হাসান'।[৫০৭] হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ তার সনদ সম্পর্কে বলেছেন, 'এ সনদটি হাসান'।[৫০৮] কোন রাবীর সনদকে তাসহীহ বা তাহসীন করা সেই সনদের রাবীদের তাওসীক হয়ে থাকে। যেমনটা একাধিক মুহাদ্দিস স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। পূর্বে কয়েকজন মুহাদ্দিসের বক্তব্য পেশ করা হয়েছে।

(৩) আবূ তালূত আব্দুস সালাম বিন শাদ্দাম

তিনি সুনানে আবূ দাউদের রাবীদের একজন। আর তিনি সিকাহ রাবী।

* ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'আমি তাকে সিকাহ হিসেবেই জানি'।[৫০৯]

* ইমাম ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণিত আছে, 'তিনি বসরার সিকাহ রাবী'।[৫১০]

এ তাওসীক উদ্ধৃতকারী দূলাবী হানাফী আমাদের মতে একজন মাজরূহ রাবী। কিন্তু তিনি আহনাফের কাছে সিকাহ হিসেবে বরিত।

* ইমাম ইবনু হিব্বান তাকে সিকাত গ্রন্থে উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন,

عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ شَدَّادٍ الْقَيْسِيُّ الْبَصْرِيُّ-

'আব্দুস সালাম বিন শাদ্দাদ আল-কায়সী আল-বসরী'।[৫১১]

* হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'তিনি সিকাহ রাবী'।[৫১২]

---

৫০৬. ইবনু হিব্বান, আস-সিকাত ৭/৩১২।
৫০৭. বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা ২/৪৬।
৫০৮. তাজরীদুল মানফাআহ ২/৪৪৩।
৫০৯. ইবনু আবী হাতিম, আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল ৬/৪৫।
৫১০. দূলাবী, আল-কুনা ওয়াল-আসমা ২/৬৯০, দূলাবী না থাকলে সনদটি হাসান হত। তবে তিনি হানাফীদের নিকটে সিকাহ রাবী।
৫১১. ইবনু হিব্বান, আস-সিকাত ৫/১৩১।
৫১২. তাক্বরীবুত তাহযীব, রাবী নং ৪০৬৬।

www.boimate.com

(৪) আবু বদর শুজা ইবনুল ওয়ালীদ বিন কায়েস

তিনি বুখারী ও মুসলিম এবং সুনানে আরবাআর রাবী। আর তিনি একজন সিকাহ রাবী।

ইমাম ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'আবু বদর শুজা বিন ওয়ালীদ একজন সিকাহ রাবী'। (তারীখু ইবনু মাঈন (দূরীর বর্ণনা) ৩/২৭০) **ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল** রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'আবু বদর শুজা অর্থাৎ ইবনুল ওয়ালীদ একজন সালেহ শায়েখ ও সত্যবাদী'। (তারীখে বাগদাদ ৯/২৪৯, সনদ সহীহ) **ইমাম ইজলী** রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'তাকে নিয়ে কোন অসুবিধা নেই'। (ইজলী, তারীখুস সিকাত পৃ. ২১৫) **ইমাম আবু যুরআহ আর-রাযী** রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'তাকে নিয়ে কোন অসুবিধা নেই'। (আল-জারহ ওয়াত-তা'দীল ৪/৩৭৮) **ইমাম ইবনু হিব্বান** রহিমাহুল্লাহ তাকে সিকাত গ্রন্থে উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন, 'শুজা ইবনুল ওয়ালীদ বিন কায়েস আস-সাকূনী আবু বদর'। (আস-সিকাত ৬/৪৫১) **ইমাম যাহাবী** রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'তিনি হাদীসের হাফেয, সিকাহ এবং ফকীহ'। (যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায ১/৩২৮)

এই সকল মুহাদ্দিসের বিপরীতে কেবল ইমাম আবু হাতেম বলেছেন, 'তিনি মতীন শায়েখ নন। তার থেকে দলীল গ্রহণ করা যাবে না'।[৫১৩] আরয রইল যে, মুহাদ্দিসদের ঐকমত্যকৃত এবং স্পষ্ট তাওসীকের মোকাবেলায় ইমাম আবু হাতেম রহিমাহুল্লাহ-এর এ জারাহ গায়ের মাসমূ। উপরন্তু ইমাম আবু হাতেমের কঠোর হওয়া এবং সিকাহ রাবীদের সম্পর্কেও অনুরূপ জারাহ তার পক্ষ আসতে থাকে। যেমন ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, (যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১৩/২৬০)

ইমাম যায়লাঈ রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৬২ হি.) বলেছেন,

وَقَوْلُ أَبِي حَاتِمٍ : لَا يُحْتَجُّ بِهِ، غَيْرُ قَادِحٍ أَيْضًا، فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ السَّبَبَ، وَقَدْ تَكَرَّرَتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ مِنْهُ فِي رِجَالٍ كَثِيرِينَ مِنْ أَصْحَابِ الثِّقَاتِ الْأَثْبَاتِ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ السَّبَبِ، كَخَالِدٍ الْحَذَّاءِ، وَغَيْرِهِ۔

৫১৩. আল-জারহ ওয়াত-তা'দীল ৪/৩৭৮।

www.boimate.com

'ইমাম আবূ হাতেমের বলা যে, {তার থেকে দলীল গ্রহণ করা যাবে না} গায়ের কাদেহ। কেননা তিনি কারণ উল্লেখ করেননি। আর অনুরূপ জারাহ তিনি কোন ব্যাখ্যা ব্যতীতই বড় বড় সিকাহ ইমামদের ক্ষেত্রে করেছেন। যেমনটা খালেদ আল-হায্যা সম্পর্কে বলেছেন ইত্যাদি'।[৫১৪]

উপরন্তু হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ আলোচ্য রাবীর উপর আবূ হাতেমের এই জারাহ সম্পর্কে বলেছেন,

شُجَاع بن الْوَلِيد أَبُو بدر السكوني تكلم فِيهِ أَبُو حَاتِم بعنت-

'শুজা বিন ওয়ালীদ আবূ বদর আস-সাকূনীর উপর আবূ হাতেমের সমালোচনা কঠোরতার উপর ভিত্তিশীল'। (মুকাদ্দামা ফাতহুল বারী পৃ. ৪৬২)

প্রতীয়মান হল যে, উক্ত রাবীর উপর আবূ হাতেমের এই জারাহ-এর কোনই গ্রহণযোগ্যতা নেই। কেননা এ রাবী সিকাহ।

(৫) মুহাম্মাদ বিন কুদামা বিন আয়ুন আল-মিস্সীসী

(১) তিনি ইমাম আবূ দাউদের সিকাহ উস্তাদ ছিলেন। ইমাম আবূ দাউদ রহিমাহুল্লাহ তার কয়েকটি রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন। সেগুলির মধ্য একটি রেওয়ায়াত হল উপরোক্ত বর্ণনাটি। আর ইমাম আবূ দাউদ রহিমাহুল্লাহ কেবল সিকাহ রাবী হতেই বর্ণনা করতেন।

ইমাম ইবনুল কাত্তান রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'আর আবূ দাউদ তার কাছে সিকাহ হিসেবে পরিগণিত এমন রাবী ব্যতীত অন্য কারো থেকে বর্ণনা করতেন না'।[৫১৫] **হাফেয ইবনু** হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আবূ দাউদ কেবল সিকাহ রাবী হতেই বর্ণনা করতেন'। (তাহযীবুত তাহযীব ৩/১৮০) ইমাম আবূ দাউদের সাথে অন্য ইমামগণও ঐকমতানুসারে তার তাওসীক করেছেন।

ইমাম নাসাঈ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'তিনি সালেহ রাবী'। (তাসমিয়াতু শুয়ূখ লিন-নাসাঈ পৃ. ৫০) **ইমাম ইবনু হিব্বান** রহিমাহুল্লাহ সিকাত গ্রন্থে তাকে উল্লেখ করেছেন। (আস-সিকাত ৯/১১১) **ইমাম দারাকুতনী** রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'তিনি সিকাহ রাবী'। (ইলালুদ দারাকুতনী ১০/১৩৭) **ইমাম আবূ**

৫১৪. নাসবুর রায়াহ ২/৩১৭।
৫১৫. বায়ানুল ওয়াহমি ওয়াল-ঈহাম ফী কিতাবিল আহকাম ৩/৪৬৬।

www.boimate.com

আলী আল-গাস্সানী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'মুহাম্মদ বিন কুদামা বিন আয়ুন মিস্সীসী একজন সিকাহ রাবী'। (তাসমিয়াতু শুয়ূখি আবী দাউদ পৃ. ৯৭) ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'তিনি সিকাহ রাবী'। (যাহাবী, আল-কাশিফ ২/২১২) হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'তিনি সিকাহ'। (তাকরীবুত তাহযীব, রাবী নং ৬২৩৩)

জ্ঞাতব্য

'আমি ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈনকে মুহাম্মদ বিন কুদামা আল-জাওহারী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেন, তিনি কিছুই নন'।[৫১৬]

আরয রইল যে, উক্ত মুহাম্মদ বিন কুদামা আল-জাওহারীও আলোচ্য রাবী ব্যতীত অন্য আরেকজন ব্যক্তি। যিনি যঈফ রাবী। হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ আলোচ্য রাবীর উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেছেন, 'মুহাম্মদ বিন কুদামা, জাওহারী, আনসারী, আবূ জাফর বাগদাদী। তার মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। তিনি দশম স্তরের রাবী। ২৩৭ হিজরীতে তিনি মারা গেছেন। আর যারা এই রাবীকে এর পূর্বের রাবীর সাথে গুলিয়ে ফেলেছেন তারা ভ্রমের শিকার'। (তাকরীবুত তাহযীব, রাবী নং ৬২৩৪)

প্রকাশ থাকে যে, ইবনু মাঈন হতে এ উক্তিটি বর্ণনাকারী ইবনু মুহরিয হলেন মাজহূল রাবী। এজন্য তার উদ্ধৃতি নির্ভরযোগ্য নয়।

মোটকথা : মুহাম্মদ বিন কুদামা বিন আয়ুন আল-মিস্সীসী ঐকমতানুসারে সিকাহ রাবী। কোন মুহাদ্দিস-ই তার উপর কোনরূপ জারাহ করেননি।

মুহাদ্দিস-ই তার উপর কোনরূপ জারাহ করেননি।

একটি সংশয়ের নিরসন

যদি বলা যায় যে, সাইয়েদুনা আলী রাযিআল্লাহু আনহু-এর এ বর্ণনা শুধু একটি সূত্রে {فوق السرة} -এর উল্লেখ আছে। অথচ এর পূর্ণ তিনটি সনদ রয়েছে। যার মধ্যে দুটি সূত্রের মধ্যে এর (নাভীর উপর) উল্লেখ নেই। তাহলে আরয রইল যে, এটি সিকাহ রাবীর যিয়াদত। আর পূর্বোক্ত পৃষ্ঠাগুলিতে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে যে, সিকাহ রাবীর যিয়াদাত গ্রহণ-বর্জনের ফায়সালা বিভিন্ন আলামতের ভিত্তিতে হয়ে থাকে। সিকাহ রাবীর

---

৫১৬. মারিফাতুর রিজাল লি-ইবনি মাঈন ১/৫৭।

www.boimate.com

যিয়াদত গ্রহণযোগ্য হবার ক্ষেত্রে শাহেদকেও সম্মুখে রাখা হয়। আর আলী রাযিআল্লাহু আনহু হতেই অন্য বর্ণনাগুলি সহীহ সনদে বর্ণিত আছে। যদ্বারা আলী রাযিআল্লাহু আনহু-এর বুকের উপর হাত বাঁধা প্রমাণিত হয়। এ শাহেদগুলির ভিত্তিতেও এখানে বর্ধিত অংশটুকু গ্রহণযোগ্য হবে।

(৪) আব্দুল্লাহ বিন জাবের (রা)-এর হাদীস

ইমাম ইবনু হিব্বান রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

ثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدَنِيِّ قَالَ ثَنَا عَبْد اللهِ بْن سُفْيَانَ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَدِّي عُقْبَةَ بْنَ أَبِي عَائِشَةَ يَقُولُ رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَابِرِ الْبَيَاضِيَّ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى ذِرَاعِهِ فِي الصَّلَاةِ-

উকবা বিন আবী আয়েশা বলেন, আমি রাসূলের সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন জাবের রাযিআল্লাহু আনহু-কে দেখলাম। তিনি নামাযে নিজের একটি হাত বাহুর উপর রাখলেন'।[৫১৭]

ব্যাখ্যা

এ হাদীসেও ডান হাতকে বাম হাতের যিরার উপর রাখার আমল বর্ণিত হয়েছে। এক্ষণে যদি ডান হাত বাম হাতের যিরা-এর উপর রাখেন তাহলে উভয় হাত স্বতন্ত্রভাবেই বুকের উপর এসে যাবে। বাস্তবে পরীক্ষা করে দেখুন। সুতরাং এ হাদীসেও নামাযে বুকের উপর হাত বাঁধার দলীল রয়েছে। এ হাদীসের সনদটিও সহীহ। বিস্তারিত দেখুন-

রাবী-১ : উকবা বিন আবী আয়েশা তিনি সিকাহ রাবী। **ইমাম ইবনু হিব্বান** রহিমাহুল্লাহ তাকে সিকাহ রাবীদেরকে উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন, 'উকবা বিন আবী আয়েশা একজন সিকাহ রাবী'। (ইবনু হিব্বান, আস-সিকাত ৫/২২৮) **ইমাম হায়সামী** রহিমাহুল্লাহ তার আলোচ্য হাদীসটি সম্পর্কেই বলেছেন, 'এর সনদ হাসান'।(মাজমাউয যাওয়ায়েদ ২/১০৫) সমালোচক মুহাদ্দিসদের পক্ষ হতে সনদের তাসহীহ কিংবা তাহসীন সনদের রাবীদের তাওসীক হয়ে থাকে।

৫১৭. ইবনু হিব্বান, আস-সিকাত ৫/২২৮।

www.boimate.com

রাবী-২ : আব্দুল্লাহ বিন সুফিয়ান বিন উয়াইনা তিনি সিকাহ রাবী, **হিশাম বিন আম্মার আস-সুলামী** বলেছেন, 'তিনি সিকাহ লোকদের অন্যতম'। (ইবনু আবী আসিম, আল-আহাদ ওয়াল-মাসানী ৪/২৫৪, সনদ সহীহ) **ইমাম আবূ হাতেম আর-রাযী** রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'তাকে নিয়ে কোন অসুবিধা নেই'। (ইবনু আবী হাতিম, আল-জারহু ওয়াত-তাদীল ৫/৬৬) **ইমাম ইবনু হিব্বান** রহিমাহুল্লাহ তাকে সিকাহ রাবীদের জীবনচরিতে উল্লেখ করেছেন।(ইবনু হিব্বান, আস-সিকাত ৮/৩৩৮)

রাবী-৩ : ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী তিনি অনেক বড় মুহাদ্দিস এবং জারাহ-তাদীলের উচ্চ মাপের ইমাম ছিলেন। হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'তিনি অনেক বড় মাপের সিকাহ-সাবত ও ইমাম ছিলেন। স্বীয় যামানার হাদীস ও ইলাল সম্পর্কে সর্বাধিক জানতেন'। (ইবনু হাজার, তাকরীবুত তাহযীব, রাবী নং ৪৭৬০)

রাবী-৪ : আবূ খলীফা ফযল বিন হুবাব বিন আমর, 'তিনি মুহাদ্দিস ও সিকাহ রাবী ছিলেন' ইমাম ইবনু হিব্বান রহিমাহুল্লাহ তাকে সিকাত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[৫১৮] ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'তিনি মুহাদ্দিস ও সিকাহ রাবী ছিলেন'।[৫১৯] ইবনুল ইমাদ রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১০৮৯ হি.) বলেছেন, 'তিনি মুহাদ্দিস, মুতকিন ও সাবত ছিলেন'।[৫২০]

* কিছু ইমাম তার উপর রাফেযী হবার অপবাদ আরোপ করেছেন। কিন্তু এ অপবাদ প্রমাণিত নেই। যেমন ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

ما علمت فيه لينا إلا ما قال السليماني : إنه من الرافضة-فهذا لم يصح عن أبي خليفة-

'আমি তার সম্পর্কে কোন দুর্বলতা জানি না। তবে সুলাইমানী বলেছেন যে, তিনি রাফেযী আকীদার ছিলেন। কিন্তু আবূ খলীফা ফযল বিন হুবাব সম্পর্কে এ কথাটি প্রমাণিত নেই'।[৫২১]

---

৫১৮. আস-সিকাত ৯/৭।
৫১৯. তারীখুল ইসলাম ৭/৯২।
৫২০. ইবনুল ইমাদ, শাযারাতুয যাহাব ৪/২৭।
৫২১. যাহাবী, মীযানুল ই'তিদাল ৩/৩৫০।

Salate hath badha-14

www.boimate.com

আহনাফের দলীলসমূহ

প্রথম অধ্যায়

অনুচ্ছেদ-১ : মারফূ বর্ণনা

হাদীস-১

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা)-এর প্রতি সম্বন্ধিত একটি সরীহ মারফূ বর্ণনা

নাভীর নিচে হাত বাঁধা সম্পর্কে হানাফী আলেমদের কাছে একটিও 'সরীহ মারফূ মুসনাদ' বর্ণনা নেই। না সহীহ রয়েছে। আর না যঈফ। বরং পূর্বের যামানার কোন বড় কাযযাবও এমন একটি মারফূ মুসনাদ বর্ণনা বানিয়ে যাননি।

নাভীর নিচে হাত বাঁধা সম্পর্কে আহনাফের বানানো এ হাদীসটি লক্ষ্য করুন। যেমনটা **'দিরহামুস সুর্রা'** গ্রন্থের লেখক লিখেছেন, 'নাভীর নিচে হাত বাঁধার দলীলগুলির মধ্যে একটি দলীল এটাও যেটাকে সাহেবুল মুহীত আল-বুরহানী এবং সাহেবুল মাজমাউল বাহরাঈনের ব্যাখ্যা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহু বলেছেন,

-من السنة وضع اليدين على الشمال تحت السرة

আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে নাভীর নিচে স্থাপন করা সুন্নত'।[৫২২]

মোটকথা : আরয রইল যে, দুনিয়ার কোন গ্রন্থেই এ হাদীসের অস্তিত্ব নেই। এ হাদীসের উপর নযর পড়তেই আমি মনে করেছিলাম, সম্ভবত মাজমাউল

৫২২. দিরহামুস সুর্রাহ পৃ. ৩১; ফাওয়ুল কিরাম (পান্ডুলিপি) পৃ. ১৮।

www.boimate.com

বাহরাঈনের কোন নুসখাতে ভুলক্রমে ইবনু আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহু-এর প্রতি মারফূ হিসেবে সম্বন্ধ করা হয়েছে। মূলত এটা আলী রাযিআল্লাহু আনহু -এর একটি মাওকূফ বর্ণনা হবে। কিন্তু আমি শারহু মাজমাউল বাহরাঈনের চারটি পাণ্ডুলিপি অধ্যয়ন করেছি। চারটি পাণ্ডুলিপিতেই এ হাদীসটি অনুরূপভাবে পেয়েছি।[৫২৩]

প্রতীয়মান হল যে, এটা নাসেখের ভুল নয়। বরং স্বীয় মাসলাকের সমর্থনে একে বানানো হয়েছে। এজন্য এ বর্ণনাটির কোন সনদ উল্লেখ করা হয় নি। অর্থাৎ সনদবিহীন। এজন্য 'দিরহামুস সুর্রাহ'-এর লেখক যখন এ হাদীসকে নাভীর নিচে হাত বাঁধার দলীল হিসেবে পেশ করেছেন তখন শায়েখ মুহাম্মাদ হায়াত সিন্ধী রহিমাহুল্লাহ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় একে 'সনদবিহীন' বলেছেন।[৫২৪]

এর সনদবিহীন হওয়ার সাথে সাথে এর বাক্যটিও নির্দেশ করছে যে, এ হাদীসটি মনগড়া।

* এ বর্ণনাটির মতনের উপর চিন্তা করুন। এতে বলা হচ্ছে যে, আল্লাহ্‌র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'এটি অন্যতম সুন্নত'। অথচ এমন কথা সাহাবী ও তাবেঈরা বলে থাকেন।

* এছাড়াও এ হাদীসে বলা হয়েছে যে, {وضع اليدين علي الشمال} উভয় হাতকে বাম হাতের উপর রাখা!

এটা আবার কোন্ ধরনের মুসীবত! উভয় হাত কিভাবে বাম হাতের উপর রাখা যাবে? মানুষের কি তিনটি হাত? যদি এটা বলা হত যে, {হাতকে হাতের উপর রাখতে হবে}। তাহলে এর তাবীল হিসেবে এটা বলা যেত যে, সকল মানুষের জন্য তালীম রয়েছে, ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখতে হবে। কিন্তু এখানে দ্বিবচনের সাথে রয়েছে যে, উভয় হাতকে বাম হাতের উপর রাখতে হবে। এটা খুবই আশ্চর্যজনক ও অদ্ভুত কথা। এ সকল কথাই এ বিষয়টির দলীল যে, এ বর্ণনাটি বানোয়াট।

এ বর্ণনাটির মনগড়া হওয়ার আরেকটি দলীল এটাও যে, স্বয়ং আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহু হতেই সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, ইবনু

৫২৩. নুসখাহ মাকাতাবা আল-আযহারিয়া (কাফ/২৭ 'বা')।
৫২৪. দুর্রাহ ফী ইযহারি গশশি নাকদিস সুর্রাহ পৃ. ৬৬।

www.boimate.com

আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহু এর তাফসীরে বলেছেন যে, {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} -এর দ্বারা নামাযে হাতকে নহরের কাছে (বুকের উপর) রাখা উদ্দেশ্য'।[৫২৫]

পূর্বে এ বর্ণনাটি পূর্ণ সনদের সাথে তাহকীক সহ পেশ করা হয়েছে।

মনে রাখতে হবে, বর্তমান সময়ে কিছু মানুষ মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বার একটি মারফূ হাদীসের মধ্যে তাহরীফ করে এতে 'নাভীর নিচে' বাক্যটি সংযোজন করেছেন। সুতরাং কেউ যেন মনে না করেন যে, এটা হল নাভীর নিচে হাত বাঁধার মারফূ সরীহ হাদীস। কেননা এ সরীহ মারফূ হাদীসের মধ্যে 'নাভীর নিচে' -এর সংযোজন রয়েছে। যা বানোয়াট। আমরা ইনশাআল্লাহ এ অধ্যায়ের শেষে এ বর্ণনার উপর বিস্তারিত আলোচনা করব।

সাহাবীদের আসার

ইমাম আবূ দাউদ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ : مِنَ السُّنَّةِ وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ-

'সাইয়েদুনা আলী রাযিআল্লাহু আনহু বলেছেন যে, নামাযে কব্জির উপর কব্জি রেখে নাভীর নিচে রাখা সুন্নত'।[৫২৬]

তাহকীক : এ হাদীসটি খুব দুর্বল। পুরো উম্মতের কোন আলেমই একে সহীহ বলেন নি। বরং এর যঈফ হবার উপর সমগ্র উম্মতের ঐকমত রয়েছে। যেমনটা ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ্‌র বর্ণনা সামনে আসছে।

নিচে আমরা ১২ জন মুহাদ্দিস এবং অন্যান্য হানাফী আলেমদের বরাত পেশ করছি। যারা এ হাদীসকে যঈফ ও বাতিল বলেছেন।

৫২৫. হারবী, গরীবুল হাদীস ২/৪৪৩।
৫২৬. সুনানে আবূ দাউদ হা/৭৫৬।

www.boimate.com

* ইমাম আবূ দাউদ রহিমাহুল্লাহ আব্দুর রহমান বিন ইসহাকের এ বর্ণনাকে এবং তার আরও কিছু বর্ণনা উল্লেখ করার পর বলেছেন,

سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ: يُضَعِّفُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ إِسْحَاقَ الْكُوفِيَّ-

'আমি ইমাম আহমাদ আহমাদ বিন হাম্বল রহিমাহুল্লাহকে আব্দুর রহমান বিন ইসহাককে যঈফ আখ্যা দিতে শুনেছি'।[৫২৭]

প্রতীয়মান হল, ইমাম আবূ দাউদ রহিমাহুল্লাহ এ হাদীসটি বর্ণনা করার পর এর রাবীর উপর জারাহ করেছেন। তার মানে হল, ইমাম আবূ দাউদ রহিমাহুল্লাহ নিজেও এ হাদীসকে সহীহ মানেন নি। বরং তিনি একে যঈফ মনে করতেন।

* ইমাম বায়হাকী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

وَالَّذِي رُوِيَ عَنْهُ، تَحْتَ السُّرَّةِ، لَمْ يَثْبُتْ إِسْنَادُهُ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ الْوَاسِطِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ-

'আলী রাযিআল্লাহু আনহু হতে নাভীর নিচে হাত বাঁধার যে বর্ণনাটি রয়েছে তার সনদ প্রমাণিত নয়। একে বর্ণনাকারী আব্দুর রহমান বিন ইসহাক আল-ওয়াসিতী একক রয়েছেন। আর তিনি মাতরূক রাবী'।[৫২৮]

* ইমাম ইবনু আব্দুল বার্র রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَالنَّخَعِيِّ وَلَا يَثْبُتُ ذَلِكَ عَنْهُمْ-

'নাভী নিচের হাত বাঁধার উক্তি আলী রাযিআল্লাহু আনহু, আবূ হুরায়রা রাযিআল্লাহু আনহু এবং ইবরাহীম নাখাঈ রহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণিত আছে। কিন্তু এগুলি তাদের থেকে প্রমাণিত নেই'।[৫২৯]

* ইমাম ইবনুল জাওযী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

وَهَذَا لَا يَصِحُّ قَالَ أَحْمَدُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ يَحْيَى مَتْرُوكٌ-

৫২৭. সুনানে আবী দাউদ হা/৭৫৬।
৫২৮. বায়হাকী, মারিফাতুস সুনান ওয়াল-আসার ২/৩৪১।
৫২৯. আত-তামহীদ লিমা ফিল-মুওয়াত্তা মিনাল মাআনিল আসানীদ ২০/৭৫।

www.boimate.com

'এ বর্ণনাটি সহীহ নয়। ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, আব্দুর রহমান বিন ইসহাকের কোনই মূল্য নেই। আর ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, তিনি মাতরূক রাবী'।[৫৩০]

* ইমাম ইবনুল কাত্তান রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'তিনি যঈফ রাবী'।[৫৩১]

* ইমাম যিয়াউল মাকদেসী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'এ হাদীসকে আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ বিন হাম্বল মুসনাদ গ্রন্থে স্বীয় পিতার সূত্র ব্যতীত এবং দারাকুতনী ও বায়হাকী আব্দুর রহমান বিন ইসহাক আবূ শায়বাহ ওয়াসিতীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, তার কোনই মূল্য নেই। তার হাদীসে নাকারাত রয়েছে। ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন ও ইমাম নাসাঈ বলেছেন, তিনি যঈফ রাবী। আর ইমাম ইয়াহইয়া বিন মাঈন একটি বর্ণনা অনুযায়ী বলেছেন, তিনি মাতরূক রাবী'।[৫৩২]

* ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'এ বর্ণনাটি যঈফ। এর যঈফ হওয়ার উপর ঐকমত রয়েছে'।[৫৩৩]

* ইমাম ইবনু আব্দুল হাদী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'এ বর্ণনাটি সহীহ নয়। ইমাম আহমাদ বলেছেন, আব্দুর রহমান বিন ইসহাকের কোনই মূল্য নেই'।[৫৩৪]

* ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'এ বর্ণনাটি সহীহ নয়। আব্দুর রহমান বিন ইসহাক খুবই দুর্বল রাবী'।[৫৩৫]

* হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'এর সনদ যঈফ'।[৫৩৬]

* আল্লামা ইবনু হাজার হায়তামী রহিমাহুল্লাহ লিখেছেন, 'এ হাদীসটি ঐকমতানুসারে যঈফ'।[৫৩৭]

---

৫৩০. আত-তাহকীক ফী মাসায়িলিল খেলাফ ১/৩৩৯।
৫৩১. বায়ানিল ওয়াহমি ওয়াল-ঈহাম ৫/৬৯০।
৫৩২. আস-সুনানু ওয়াল-আহকাম ২/৩৬।
৫৩৩. শারহুন নববী আলা মুসলিম ৪/১১৫।
৫৩৪. ইবনু আব্দুল হাদী, তানকীহুত তাহকীক ২/১৪৮।
৫৩৫. যাহাবী, তানকীহুত তাহকীক ১/১৪০।
৫৩৬. ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ২/২২৪; আদ-দিরায়া ১/১২৮।
৫৩৭. আল-ঈআব ফী শারহিল আবাব, রাবী নং ৫৫৪১।

www.boimate.com

* ইমাম যুরকানী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'এর সনদ যঈফ'।[৩৩৮]

প্রতীয়মান হল যে, অসংখ্য মুহাদ্দিস এ বর্ণনাকে যঈফ বলেছেন। আর ইমাম নববীর কথানুপাতে এর যঈফ হবার উপর ঐকমত রয়েছে।

আব্দুর রহমান বিন ইসহাক্ব আল-ওয়াসিত্বী আল-কূফী- আসমাউর রিজালের আলেমদের দৃষ্টিতে

(১) আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেছেন, لَيْسَ بِقَوِيٍ 'তিনি শক্তিশালী নন' (আল-জারহু ওয়াত-তাদীল ৫/২১৩)।

(২) আবূ হাতিম আর-রাযী বলেছেন, هو ضعيف الحديث منكر الحديث يكتب حديثه ولا يحتج به 'তিনি যঈফুল হাদীছ, মুনকারুল হাদীছ। তার হাদীছ লেখা যাবে। আর তার দ্বারা হুজ্জাত তথা দলীল পেশ করা যাবে না' (আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল, ৫/২১৩)।

(৩) ইবনে খুযায়মাহ বলেছেন, ضعيف الحديث 'তিনি যঈফ হাদীছ বর্ণনাকারী' (কিতাবুত তাওহীদ,পৃ. ২২০)।

(৪) ইবনে মা'ঈন বলেছেন, ضعيف ليس بشئ 'তিনি য'ঈফ, কিছুই নন' (আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল, ৫/২১৩,এর সনদ ছহীহ; তারীখে ইবনে মা'ঈন, জীবনী ক্রমিক নং ১৫৫৯,৩০৭০)।

(৫) আহমাদ বিন হাম্বল বলেন, منكر الحديث 'তিনি মুনকারুল হাদীছ' (ইমাম বুখারী, কিতাবুয যু'আফা, জীবনী ক্রমিক নং ২০৩; আত-তারীখুল কাবীর, ৫/২৫৯)।

(৬) বাযযার বলেছেন, ليس حديثه حديث حافظ 'তার (বর্ণিত) হাদীছ হাফেযের হাদীছের মত নয়' (কাশফুল আসতার, জীবনী ক্রমিক নং ৮৫৯)

(৭) ই'য়াকূব বিন সুফিয়ান বলেছেন, ضَعِيفٌ 'তিনি যঈফ' (কিতাবুল মা'রিফাতি ওয়াত-তারীখ, ৩/৫৯)।

৩৩৮. শারহুয যারকানী আলাল মুওয়াত্তা ১/৫৪৯।

www.boimate.com

(৮) উক্বায়লী বলেছেন, ذكره في كتاب الضعفاء তিনি তাকে 'কিতাবুয যু'আফা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন (২/৩২২)।

(৯) 'ইজলী বলেছেন, جائز الحديث 'তিনি য'ঈফ, জায়েযুল হাদীছ। তার হাদীছ লিপিবদ্ধ করা যাবে' (তারীখুল ইজলী, জীবনী ক্রমিক নং ৯৩০)।

(১০) বুখারী বলেছেন, ضعيف الحديث 'তিনি যঈফুল হাদীছ' (ইমাম তিরমিযী, আল-ইলাল, ১/২২৭)।

এবং তিনি বলেছেন, فيه نظر 'তার মাঝে চিন্তার অবকাশ আছে' তথা তার বর্ণনা ভুল (ইমাম ইবনে আদী, আল-কামিল, ৪/১৬১৩, এর সনদ ছহীহ)।

(১১) নাসাঈ বলেছেন, ضعيف 'তিনি যঈফ' (ইমাম নাসাঈ, কিতাবুয যু'আফা, নাসাঈ, জীবনী ক্রমিক নং ৩৫৮)।

এবং বলেছেন, ليس بثقة 'তিনি নির্ভরযোগ্য নন' (সুনানে নাসাঈ, ৬/৯, হা/ ৩১০১)।

(১২) ইবনে সাদ বলেছেন, ضَعِيف الحَدِيث 'তিনি যঈফুল হাদীছ' (ত্বাবাক্বাতে ইবনে সাদ, ৬/৩৬১)।

(১৩) ইবনে হিব্বান বলেছেন, كَانَ مِمَّنْ يقلب الأَخْبَار والأسانيد وينفرد بِالْمَنَاكِيرِ عَنِ الْمَشَاهِير لا يحل الِاحْتِجَاج بِخَبَرِهِ 'তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত যারা হাদীছ এবং সনদসমূহ পরিবর্তন করে ফেলতেন। আর তিনি এককভাবে প্রসিদ্ধদের হতে মুনকার রেওয়াতসমূহ বর্ণনা করতেন। তার হাদীছ দ্বারা দলীল গ্রহণ করা হালাল নয়' (কিতাবুল মাজরূহীন, ২/৫৪)।

(১৪) দারাকুৎনী বলেছেন, ضَعِيف 'তিনি যঈফ' (সুনানে দারাকুৎনী, ২/১২১, হা/ ১৯৮২)।

(১৫) বায়হাক্বী বলেছেন, مَتْرُوكٌ 'তিনি মাতরূক' তথা পরিত্যাজ্য (আস-সুনানুল কুবরা, ২/৩২)।

(১৬) ইবনু জাওযী তাকে 'আয-যু'আফা ওয়াল-মাতরূকীন' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এবং বলেছেন, وَيحدث عَن النُّعْمَان عَن الْمُغيرَة أَحَادِيث مَنَاكِير তিনি 'নু'মান হতে, তিনি মুগীরাহ হতে'- (সনদে) মুনকার হাদীছসমূহ বর্ণনা করতেন' (২/৮৯, নং ১৮৫০)।

www.boimate.com

আর বলেছেন, وَالْمُتَّهَمُ بِهِ عبد الرحمن بن إسحاق 'আব্দুর রহমান বিন ইসহাক্ব (হাদীছ জালকরণের দোষে) অভিযুক্ত' (আল-মাউযূ'আত, ৩/২৫৭)।

(১৭) যাহাবী বলেছেন, ضَعَّفُوهُ 'মুহাদ্দিছগণ তাকে যঈফ বলেছেন' (আল-কাশিফ, ২/২৬৫)।

(১৮) ইবনে হাজার বলেছেন, كوفي ضعيف 'তিনি কূফার অধিবাসী, যঈফ' (তাক্বরীবুত তাহযীব, জীবনী ক্রমিক নং ৩৭৯৯)।

(১৯) নববী বলেছেন, وَهُوَ ضَعِيفٌ بِالِاتِّفَاقِ 'তিনি ঐক্যমতানুসারে যঈফ' (শরহে মুসলিম, ৪/১১৫; নাছবুর রায়াহ, ১/৩১৪)।

(২০) ইবনুল মুলাক্কিন বলেছেন, فإنّه ضعيف 'কেননা নিশ্চয়ই তিনি যঈফ' (আল-বাদরুল মুনীর, ৪/১৭৭)।

আয-যারক্বানীও 'শরহে মুয়াত্ত্বা ইমাম মালেক' গ্রন্থে (১/৩২১) বলেছেন, وإسناده ضعيف 'এবং এর সনদ যঈফ'।

এই পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা হতে প্রতীয়মাণ হল যে, 'আব্দুর রহমান বিন ইসহাক্ব' জমহূর মুহাদ্দিছ কেরামদের নিকটে যঈফ এবং সমালোচিত। কতিপয় তাকে (হাদীছ জাল করার দোষে) অভিযুক্ত এবং পরিত্যাজ্য-ও বলেছেন। সুতরাং তার রেওয়াত প্রত্যাখ্যাত।

এ জন্যই হাফেয ইবনে হাজার বলেছেন, وإسناده ضعيف 'এবং এর সনদ যঈফ' (আদ-দিরায়াহ, ১/১২৮)।

বায়হাক্বী বলেছেন, لا يثبت إسناده 'তার সনদ সাব্যস্ত নয়'।

নববী বলেছেন, هُوَ حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى تَضْعِيفِهِ 'এই হাদীছকে যঈফ আখ্যানানের উপর ঐক্যমত রয়েছে' (নাছবুর রায়াহ, ১/৩১৪)।

যায়লাঈ হানাফী তো এর কোন খণ্ডন করেননি। কিন্তু 'নাছবুর রায়াহ' গ্রন্থে চরমপন্থী টীকাকার বলেন, "তিরমিযী আব্দুর রহমান বিন ইসহাক্বের হাদীছকে হাসান এবং হাকেম ছহীহ বলেছেন।" অথচ তিরমিযী এবং হাকেম-উভয়ই এই লোকদের কাছে শৈথিল্যবাদীতার সাথে প্রসিদ্ধ। তিরমিযী 'কাছীর বিন আব্দুল্লাহ'র হাদীছকে ছহীহ বলেছেন, অথচ 'কাছীর'কে মিথ্যুক-ও বলা

হয়েছে। এ জন্যই হাফেয যাহাবীর বক্তব্যানুপাতে- 'আলেমগণ তিরমিযীর 'তাছহীহ'-এর উপর নির্ভর করতেন না' (মীযানুল ই'তিদাল, ৩/৪০৭)।

হাকেম 'মুসতাদরাক' গ্রন্থে আব্দুর রহমান বিন যায়েদ বিন আসলাম-এর হাদীছকে 'ছহীহ' বলেছেন। অথচ এই হাকেমই স্বীয় 'আল-মাদখলু ইলাছ ছহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন, روى عَن أبِيهِ أحَادِيثَ مَوْضُوعَةً لا يَخفى على من تأملها من اهل الصَّنْعَة أن الحمل فِيهَا عَلَيْهِ 'তিনি তার পিতা হতে মাউযূ' হাদীছসমূহ বর্ণনা করতেন। আহলে ছন'আদের (মুহাদ্দিছগণ) মধ্যে যারা পর্যবেক্ষণ করেছেন তাদের নিকটে এ কথা গোপন নেই যে, এখানে তাকেই (আব্দুর রহমান বিন যায়েদ আসলামকে) বুঝানো হয়েছে' (পৃ. ১০৪)।

যায়লাঈ হানাফী লিখেছেন, وَتَصْحِيحُ الْحَاكِمِ لا يُعْتَدُّ بِهِ، আর হাকেমের 'তাছহীহ' ধর্তব্য হয় না। (নাছবুর রায়াহ, ১/৩৪৪)।

অর্থাৎ হানাফীদের নিকটে হাকেম-এর 'তাছহীহ' কোন বিবেচনায় থাকে না; এর কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই।

ইবনে খুযায়মাহ আব্দুর রহমানের উপর 'জারহ' করেছেন (দ্রঃ কিতাবুত তাওহীদ,পৃ. ২২০)।

স্মর্তব্য যে, উপরোল্লিখিত আব্দুর রহমানের নাভীর নীচের বর্ণনাটিকে কোন মুহাদ্দিছ এবং ইমাম ছহীহ বা হাসান বলেননি। সুতরাং ইমাম নববীর কথা ঠিক যে, এই হাদীছটি ঐক্যমতানুসারে যঈফ।

আব্দুর রহমানের উস্তাদদের মধ্যে 'যিয়াদ বিন যায়েদ' হ'লেন 'মাজহূল'* (তাক্বরীবুত তাহযীব, ১০/৪০৫)।

এ হাদীসটির অত্যন্ত যঈফ হবার কারণসমূহ

এ হাদীসটি খুবই দুর্বল। এর কারণ এই যে, 'এর মধ্যে কয়েকটি ইল্লত রয়েছে। যেগুলির মধ্যে কয়েকটি খুবই মারাত্মক। নিচে এগুলির বিস্তারিত আলোচনা লক্ষ্য করুন-

প্রথম ইল্লত এ হাদীসের কেন্দ্রীয় রাবী হলেন আব্দুর রহমান (বিন) ইসহাক আল-ওয়াসিতী আল-কূফী। যিনি অত্যন্ত যঈফ ও মাতরূক। বরং কিছু আলেম তাকে মুত্তাহাম বলেছেন।

www.boimate.com

আব্দুর রহমান বিন ইসহাক সম্পর্কে তাওসীকের পর্যালোচনা

ইমাম ইজলী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'তিনি যঈফ রাবী। তার থেকে বর্ণনা গ্রহণ করা যাবে। তার হাদীস লেখা যাবে'।[৫৩৯]

ইমাম তিরমিযী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৭৯ হি.) বলেছেন,

وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الحَدِيثِ فِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ هَذَا مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ، وَهُوَ كُوفِيٌّ-

'কিছু অভিজ্ঞ আলেম উক্ত আব্দুর রহমান বিন ইসহাককে তার হিফযের দৃষ্টিকোণ থেকে সমালোচনা করেছেন। তিনি একজন কূফী নাগরিক'।[৫৪০]

প্রকাশ থাকে যে, যে সকল আহলে ইলম হিফযের দৃষ্টিকোণ থেকে জারাহ করেছেন তারা হিফযের উপর 'সাধারণ জারাহ' করেননি। বরং কঠোর জারাহ করতে গিয়ে তাকে 'মাতরূক' পর্যন্তও বলেছেন। সুতরাং ইমাম তিরমিযীর কথায় হিফযের যে জারাহ উল্লেখিত হয়েছে তার দ্বারা কঠিণ জারাহ বুঝানো হয়েছে।

এটাও মনে রাখতে হবে যে, ইমাম তিরমিযী যে কতিপয় মুহাদ্দিসের কথার প্রতি ইশারা করেছেন; সে সকল মুহাদ্দিসের বিপরীতে কোন একজন মুহাদ্দিসের উক্তিও বিদ্যমান নেই। সুতরাং কিছু মুহাদ্দিসের এ কথাগুলি ঐকমতকৃত। এ জন্যই ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ তার উপর কৃত জারাহ-তাদীলের ইমামদের ঐকমত উদ্ধৃত করেছেন। ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'তিনি যঈফ রাবী। এ সম্পর্কে জারাহ-তাদীলের ইমামদের ঐকমত রয়েছে'।[৫৪১]

'ইমাম রাযী তাম্মাম তার দ্বারা দলীল পেশ করেছেন'।[৫৪২]

আমাদের কাছে যে নুসখা রয়েছে তাতে এই নম্বরের অধীনে এই রাবীর কোনই নাম-নিশানা নেই। অবশ্য অন্য স্থানে তাম্মাম রাযী রহিমাহুল্লাহ এই সনদের দ্বারা বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন। এক্ষণে এখানে দলীল পেশ করার দ্বারা তাওসীক করার মর্মার্থ আসল কোথা হতে?

৫৩৯. ইবনু হাজার, তাহযীবুত তাহযীব ৬/১৩৭।
৫৪০. সুনানে তিরমিযী ৪/৬৭৩, তাহকীক : আহমাদ শাকের।
৫৪১. আল-মাজমূ ৩/২৬০।
৫৪২. ঐ।

www.boimate.com

যদি এমন হয় ইতহিজাজ 'তাওসীক' হয়ে থাকে তাহলে প্রত্যেক ঐ রাবী - যার বর্ণনা কোন মুহাদ্দিস স্বীয় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন- তিনি সেই মুহাদ্দিসের কাছে মুহতাজ্জ বিহী হয়ে সিকাহ হয়ে গিয়েছেন? এই আশ্চর্য বক্তব্য উসূলে হাদীসের কোন্ গ্রন্থে রয়েছে কিংবা কোন্ মুহাদ্দিস এমন বক্তব্য প্রদান করেছেন?

'ডক্টর আব্দুল মালেক বলেছেন, 'হাদীসটি হাসান'।[৫৪৩]

প্রথমত : ডক্টর আব্দুল মালেকও বর্তমান যুগের। সুতরাং তার বরাত দেয়া মৌলিকভাবে ভুল।

দ্বিতীয়ত : ড. আব্দুল মালেকও এই বরাতগুলির মধ্যে 'আব্দুর রহমান বিন ইসহাক আল-ওয়াসিতী আল-কূফী'-এর হাদীসকে হাসান বলেন নি। বরং তিনি আব্দুর রহমান বিন ইসহাক আল-কুরাশী অর্থাৎ আব্দুর রহমান বিন ইসহাক বিন আব্দুল্লাহ বিন হারিস বিন কিনানা আল-কুরাশী আল-আমিরী আল-মাদানীর হাদীসকে হাসান বলেছেন।[৫৪৪]

সুতরাং এই উদ্ধৃতিটিও ভিত্তিহীন।

'আল্লামা আলবানী এ হাদীসকে হাসান বলেছেন'।[৫৪৫]

আল্লামা আলবানী রহিমাহুল্লাহ শাহেদের ভিত্তিতে এই তাহসীন করেছেন। আর তিনি তিরমিযীর এই হাদীসকে আব্দুর রহমান বিন ইসহাকের কারণে যঈফ-ই গণ্য করেছেন। আল্লামা আলবানী রহিমাহুল্লাহ মিশকাতুল মাসাবীহ গ্রন্থে এর সনদ সম্পর্কে লিখেছেন,

'ইমাম তিরমিযী এটা বলতে গিয়ে তাকে যঈফ বলেছেন যে, এ হাদীসটি গরীব। আমরা একে কেবল আব্দুর রহমান কূফীর সূত্রেই জানি। আর একাধিক মুহাদ্দিস তাকে সমালোচনা করেছেন- **আমি আলবানী বলছি :** কিন্তু এর পূর্বে যে হাদীসটি রয়েছে তা এটার জন্য শাহেদস্বরূপ। আর অন্যটি যা আমি একটু আগেই উল্লেখ করেছি'।[৫৪৬]

---

৫৪৩. নামায মে হাথ বাধনে কা মাসনূন তারীকা পৃ. ২৩৮।
৫৪৪. আল-আহাদীসুল মুখতারা-এর ৪৮৯, ৪৯০ নং টিকা দ্র.
৫৪৫. নামায মে হাথ বাধনে কা মাসনূন তারীকা পৃ. ২৩৮।
৫৪৬. আলবানী, তাহকীক মিশকাত ১/৩৮৮-৩৮৯; হিদায়াতুর রুওয়াত ২/৪৮।

www.boimate.com

স্পষ্টভাবে যাহির রয়েছে যে, আল্লামা আলবানী রহিমাহুল্লাহ এর সনদকে সহীহ বলেন নি। বরং তিনি এর মতনকে সহীহ লি-গাইরিহ বলেছেন।

তিরমিযীর যে নুসখাটি শায়েখ হাসান মশহূর (হাফিযাহুল্লাহ) আল্লামা আলবানীর তাহকীকসহ প্রকাশ করেছেন তাতে এ হাদীসটির নিচে লেখা রয়েছে-

'এ হাদীসটি পূর্বের হাদীসটির সাথে একত্র হয়ে সহীহ'।[৫৪৭]

প্রতীয়মান হল, আল্লামা আলবানীও এই দুটি বরাতের মধ্যে আব্দুর রহমান বিন ইসহাককে সিকাহ বলেন নি। বরং অন্যত্র তো আল্লামা আলবানী তাকে ঐকমতানুসারে যঈফ বলতে গিয়ে লিখেছেন, 'ইনি সবার ঐকমতে যঈফ'।[৫৪৮]

দ্বিতীয় ইল্লত এর সনদে 'যিয়াদ বিন যায়েদ' নামক আরেকজন মাজহূল রাবী রয়েছেন। যাকে কোন ইমামই সিকাহ বলেন নি।

* ইমাম আবূ হাতেম আর-রাযী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'তিনি মাজহূল রাবী'।[৫৪৯]

* হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'তিনি মাজহূল রাবী'।[৫৫০]

হাদীস-২ : আনাস রাযিআল্লাহু আনহুর হাদীস

ইমাম বায়হাকী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪৫৮ হি.) বলেছেন,

أخبرنا أبو الحسن بن الفضل ببغداد، أنبا أبو عمر بن السماك، ثنا محمد بن عبيد الله بن المنادي، ثنا أبو حذيفة ثنا سعيد بن زَرْبِي عَن ثَابت عَن أنس قَالَ: من أَخْلَاق النُّبُوَّة تَعْجِيل الْإِفْطَار وَتَأْخِير السّحُور ووضعك يَمِينك على شمالك فِي الصَّلَاة تَحت السُّرَّة-

---

৫৪৭. সুনানে তিরমিযী হা/২৯০৯।
৫৪৮. সিলসিলা সহীহা ১/৫৩৪।
৫৪৯. ইবনু আবী হাতিম, আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল ৩/৫৩২।
৫৫০. তাকরীবুত তাহযীব, রাবী নং ২০৭৮।

www.boimate.com

রাসূলের সাহাবী আনাস রাযিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা আছে যে, তিনি বলেছেন, 'দ্রুত ইফতার করা, সেহরীতে দেরী করা এবং নামাযে ডান হাতকে বাম হাতের উপর রেখে নাভীর নিচে স্থাপন করা নবীদের আখলাক ছিল'।[৫৫১]

তাহকীক : এ বর্ণনাটি মওযূ ও মনগড়া। এতে সাঈদ বিন যারবী নামক একজন রাবী রয়েছেন। তিনি মাতরূক, অত্যন্ত সমালোচিত। মুহাদ্দিসগণ তাকে মওযূ ও মনগড়া হাদীস বর্ণনাকারী আখ্যায়িত করেছেন। নিচে তার সম্পর্কে মুহাদ্দিসদের উক্তিসমূহ পেশ করা হল।–

* ইমাম ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৩৩ হি.) বলেছেন, 'সাঈদ বিন যারবী কিছুই নন'।[৫৫২]

* ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৫৬ হি.) বলেছেন, 'তিনি শক্তিশালী ছিলেন না'।[৫৫৩]

তিনি আরও বলেছেন, 'তিনি আজব ও অদ্ভুত বর্ণনা উদ্ধৃত করতেন'।[৫৫৪]

* ইমাম মুসলিম রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৭৫ হি.) বলেছেন, 'তিনি আজব ও অদ্ভুত বর্ণনা উদ্ধৃত করতেন'।[৫৫৫]

* ইমাম আবূ দাঊদ রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৭৫ হি.) বলেছেন, 'তিনি যঈফ রাবী'।[৫৫৬]

* ইমাম আবূ হাতেম আর-রাযী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৭৭ হি.) বলেছেন, 'সাঈদ বিন যারবী যঈফুল হাদীস, মুনকারুল হাদীস। তার কাছে আজীব ও গরীব মুনকার বর্ণনা রয়েছে'।[৫৫৭]

* ইমাম ইয়াকূব বিন সুফিয়ান আল-ফাসাবী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৭৭ হি.) বলেছেন, 'সাঈদ বিন যারবী যঈফ রাবী'।[৫৫৮]

৫৫১. বায়হাকী, খিলাফিয়াত ২/২৫৩-২৫৪।
৫৫২. তারীখে ইবনু মাঈন (দূরীর বর্ণনা) ৪/৮৮।
৫৫৩. বুখারী, আত-তারীখুল কাবীর ৩/৩৬৯।
৫৫৪. ঐ ৩/৪৭৩।
৫৫৫. মুসলিম, আল-কুনা ওয়াল-আসমা ২/৭৫৮।
৫৫৬. সুওয়ালাতে আবূ উবাইদ আল-আজুর্রী পৃ. ৩১০।
৫৫৭. ইবনু আবী হাতিম, আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল ৪/২৩।
৫৫৮. ফাসাবী, আল-মারিফাতু ওয়াত-তারীখ ২/৬৬০।

www.boimate.com

* ইমাম নাসাঈ রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩০৩ হি.) বলেছেন, 'সাঈদ বিন আবী যারবী আবূ মুআবিয়া সিকাহ রাবী নন'।[৫৫৯]

* ইমাম ইবনু হিব্বান রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৫৪ হি.) বলেছেন, 'তিনি অল্প বর্ণনা উদ্ধৃতকারী হওয়ার সাথে সাথে সিকাহ রাবীদের থেকে মওযূ ও মনগড়া বর্ণনা উদ্ধৃত করতেন'।[৫৬০]

* ইমাম ইবনু আদী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৬৫ হি.) বলেছেন, 'তিনি প্রত্যেকের কাছ থেকে এমন সব হাদীস বর্ণনা করতেন যেগুলির মুতাবাআত কেউ করতেন না। তার বর্ণিত অধিকাংশ হাদীসই এমন'।[৫৬১]

* ইমাম আবূ আহমাদ আল-হাকেম রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৭৮ হি.) বলেছেন, 'তিনি খুবই মুনকারুল হাদীস'।[৫৬২]

* ইমাম দারাকুতনী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৮৫ হি.) বলেছেন, 'তিনি মাতরূক রাবী'।[৫৬৩]

ইমাম ইবনু হামকান (মৃ. ৩৮০ হি. পূর্বে) এবং ইমাম বুরকানী রহিমাহুল্লাহও (মৃ. ৪২৫ হি.) ইমাম দারাকুতনীর এ কথাটির সাথে একমত হয়েছেন।[৫৬৪]

ইমাম বায়হাকী (মৃ. ৪৫৮ হি.) বলেছেন, 'তিনি যঈফ'।[৫৬৫] এছাড়াও তিনি তার অন্য একটি গ্রন্থে বলেছেন, 'সাঈদ বিন যারবী যঈফ রাবীদের অন্যতম'।[৫৬৬]

---

৫৫৯. নাসাঈ, আয-যুআফা ওয়াল-মাতরূকূন পৃ. ৫৩।
৫৬০. আল-মাজরূহীন ১/৩১৮।
৫৬১. আল-কামিল ৪/৪১২।
৫৬২. ইবনু হাজার, তাহযীবুত তাহযীব ৪/২৮।
৫৬৩. দারাকুতনী, আয-যুআফা ওয়াল-মাতরূকূন ২/১৫৬।
৫৬৪. মুকাদ্দামা কিতাব আয-যুআফা ওয়াল-মাতরূকূন পৃ. ৬৩।
৫৬৫. ইমাম বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা ১/৫৬৩।
৫৬৬. বায়হাকী, শুআবুল ঈমান ৪/৩২৪।

www.boimate.com

বিশেষ দ্রষ্টব্য

ইমাম বায়হাকী রহিমাহুল্লাহ খেলাফিয়াত গ্রন্থেই এই বর্ণনাটি উদ্ধৃত করার পর তাৎক্ষণিকভাবে বলেছেন, 'যারবী শক্তিশালী রাবী নন'।[৫৬৭]

কিন্তু এ সনদে যারবী নন। বরং সাঈদ বিন যারবী নামক রাবী রয়েছেন। সম্ভবত ইমাম বায়হাকী লিখতে গিয়ে ভুল করেছেন কিংবা কপিকারক ভুল করে ফেলেছেন।

'নসুরাতুল হক' গ্রন্থের ব্রেলভী লেখক ইমাম বায়হাকীর এই জারাহ 'তিনি শক্তিশালী রাবী নন' -এর জবাব দিতে গিয়ে উস্তাদ শায়েখ ইরশাদুল হক আসারী হাফিযাহুল্লাহ্‌র কথা উদ্ধৃত করেছেন। যার সারাংশ হল যে, 'তিনি শক্তিশালী নন' -জারাহ দ্বারা যঈফ হওয়া বুঝানো হয় না'।[৫৬৮]

আরয রইল যে, সাধারণ নিয়ম হিসেবে এটা একেবারেই ঠিক যে, 'তিনি শক্তিশালী নন' দ্বারা যঈফ হওয়া বুঝায় না। কিন্তু এখানে বিষয়টি এমন নয়। কেননা ইমাম বায়হাকী রহিমাহুল্লাহ-এরই অন্যান্য বক্তব্য দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তিনি এখানে যঈফ অর্থেই 'তিনি শক্তিশালী নন' বলেছেন। যেমন স্বয়ং ইমাম বায়হাকী রহিমাহুল্লাহ অন্যত্র তাকে ليس بقوي 'তিনি শক্তিশালী নন' বলেছেন। আর এর দারা রাবীকে তাযঈফ করা হয়। যেমন ইমাম বায়হাকী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'যিয়াদ আন-নুমাইরী ও ইয়াযীদ আর-রাক্কাশী, সাঈদ বিন যারবী শক্তিশালী রাবী ছিলেন না'।[৫৬৯]

বরং অন্য একটি স্থানে তিনি স্পষ্টভাষায় তাকে যঈফ বলেছেন।[৫৭০]

বি. দ্র. কিছু মানুষ এই বর্ণনাটি ইবনু হাযমের 'মুহাল্লাহ' গ্রন্থ হতে পেশ করেন। আরয রইল যে, 'মুহাল্লা' গ্রন্থে এই বর্ণনাটির সনদ-ই বিদ্যমান নেই।[৫৭১] সুতরাং এই বরাতটি অনির্ভরযোগ্য।

এই বর্ণনাটি ইবনু আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহু ও অন্য সাহাবীগণ মারফূ রূপে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাদের বর্ণনায় 'নাভীর নিচে' বাক্যটি নেই। আর এর সনদটিও সহীহ।[৫৭২]

---

৫৬৭. বায়হাকী, আল-খিলাফিয়াত পৃ. ৩৭।
৫৬৮. নুসরাতুল হক ১/৩৭৬।
৫৬৯. আত-তাখবীফ্ মিনান নার পৃ. ২৩৪।
৫৭০. বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা ১/৫৬৩।
৫৭১. ইবনু হাযম, আল-মুহাল্লা ৩/৩০।

www.boimate.com

হাদীস-৩

আলী (রা)-এর হাদীস (মুসনাদে যায়েদ)

মহামিথ্যুক আবূ খালেদ ওমর বিন খালেদ আল-ওয়াসতী (মৃ. ১২০ হি.) বলেছেন,

حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي رضي الله عنه قال : ثلاث من اخلاق النبوة- تعجيل الافطار-وتأخير السحور-ووضع الكف علي الكف تحت السرة-

রাসূলের সাহাবী আলী রাযিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা আছে যে, তিনি বলেছেন, তিনটি বস্তু আম্বিয়া কেরামের আখলাকের অন্তর্ভুক্ত। ১. দ্রুত ইফতার করা। ২. দেরীতে সেহরী করা। ৩. ডান হাতের কব্জি বাম হাতের কব্জির উপর রেখে নাভীর নিচে রাখা।[৫৭৩]

তাহকীক : এই বর্ণনাটি বাতিল ও মিথ্যা। কেননা এটা এমন গ্রন্থ হতে উদ্ধৃত করা হয়েছে যা মনগড়া ও বানোয়াট। মুসনাদে যায়েদ বিন আলী নামে পরিচিত এই গ্রন্থটি যায়েদ বিন আলী বিন হুসাইন বিন আলী বিন আবী তালিব আল-কুরাশী আল-হাশিমীর (মৃ. ১২২ হি.) প্রতি মানসূব করা হয়েছে। যেখানে যায়েদ বিন আলী স্বীয় বাবা ও দাদা {তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা আলী (রা)} সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন মর্মে দৃষ্ট হয়। কিন্তু এই নিসবতকরণ মিথ্যা। কেননা কোনভাবেই এটা প্রমাণিত নেই যে, যায়েদ বিন আলী রাযিআল্লাহু আনহু এমন কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। মুসনাদে যায়েদ বিন আলীর যে নুসখা রয়েছে তাতে দুটি স্থানে গ্রন্থটির সনদ বিদ্যমান রয়েছে। যা নিম্নরূপ-

তাহকীক : এ সনদের প্রতিটি রাবী বিতর্কিত। বরং কিছু রাবী হলেন মাতরূক, নিকৃষ্ট মাযহাবের অনুসারী। কিন্তু সবার বিস্তারিত আলোচনা পেশ করার পরিবর্তে আবূ খালেদ বিন খালেদ আল-ওয়াসিতীর হাকীকত বর্ণনা করাই যথেষ্ট হবে। কেননা তিনিই সেই ব্যক্তি যিনি নিজের পক্ষ হতে এই সংকলনটি

---

৫৭২. সহীহ ইবনু হিব্বান হা/১৭৭০।

৫৭৩. মুসনাদে যায়েদ বিন আলী পৃ. ১৮৩।

Salate hath badha-15

www.boimate.com

বানিয়ে একে যায়েদ বিন আলী রাযিআল্লাহু আনহু-এর প্রতি সম্বন্ধ ক আবূ খালেদ আমর বিন খালেদ আল-ওয়াসিতী যায়েদ বিন আলী (রা)-এর গ্রন্থ বর্ণনা করেননি। বরং তিনি নিজেই এ গ্রন্থটি রচনা করেছেন। মনে রাখতে হবে, যায়েদ বিন আলী (রা) কোন গ্রন্থই প্রণয়ন করেননি। কোন মুহাদ্দিস তাকে গ্রন্থের লেখক বলেও অভিমত দেন নি। এটা এ কথার দলীল যে, এ সংকলনটির রচয়িতা হলেন উক্ত আবূ খালেদ আমর বিন খালেদ আল-ওয়াসিতী। আর তিনি তার পক্ষ হতে মিথ্যা ও বানোয়াট বর্ণনা দিয়ে কার্য হাসিল করতে গিয়ে এ বইটি প্রণয়ন করে যায়েদ বিন আলী (রা)-এর প্রতি সম্বন্ধ করেছেন।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৪১ হি.) বলেছেন,

كذاب، يروي عن زيد بن علي، عن آبائه، أحاديث موضوعة، يكذب-

'তিনি অনেক বড় মিথ্যুক। তিনি {যায়েদ বিন আলী হতে, তার বাবা ও দাদা হতে} বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করতেন। তিনি খুব মিথ্যা বলতেন'।[৫৭৪]

একই কথা ইমাম ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহও (মৃ. ২৩৩ হি.) বলেছেন। যেমন তিনি বলেছেন,

شيخ كُوفِي كَذَّاب يروى عَن زيد بن عَليّ عَن ابائه عَن عَليّ-

'তিনি কূফী শায়েখ এবং খুব বড় মাপের মিথ্যুক। তিনি {যায়েদ বিন আলী হতে, তিনি তার বাবা ও দাদা হতে} সূত্রে আলী (রা) হতে বর্ণনা করতেন'।[৫৭৫]

এর দ্বারা প্রতীয়মান হল, মুসনাদে যায়েদ বিন আলী নামে আবূ খালেদ আমর বিন খালেদ আল-ওয়াসিতীর সাজানো এই পুরো সংকলনটিই মওযূ ও মনগড়া। যেটি আবূ খালেদ আমর বিন খালেদ আল-ওয়াসিতী বানিয়েছেন। এই সংলকলনটির বিরুদ্ধে বিশেষ সমালোচনার সাথে সাথে আরও একাধিক দলীল রয়েছে। যদ্বারা এই সংকলনটির মওযূ ও মনগড়া হওয়া প্রমাণিত হয়। যেমন-

৫৭৪. মিযযী, তাহযীবুল কামাল ২১/৬০৫। তিনি ইমাম আসরামের গ্রন্থ হতে বর্ণনা করেছেন। এছাড়াও উকায়লীর আয-যুআফা গ্রন্থটিও দেখুন (৩/২৬৮)। এর সনদ সহীহ।
৫৭৫. তারীখে ইবনু মাঈন (দারেমীর বর্ণনা) পৃ. ১৬০।

www.boimate.com

ইলমে রিজালের সাধারণ ছাত্রও কোন গ্রন্থের সনদের এই ধরন দেখা মাত্রই বলে উঠবেন যে, এর লেখক একজন কাযযাব ও বড় মিথ্যুক। এটাই কারণ যে, অসংখ্য মুহাদ্দিস এই গ্রন্থের লেখক আবূ খালেদ আমর বিন খালেদ আল-ওয়াসিতীকে একমত হয়ে হাদীস জালকারী ও কাযযাব আখ্যা দিয়েছেন।

ইমাম আহমাদ ও ইমাম ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহর বক্তব্য আলোচিত হয়েছে। আরও উদ্ধৃতি নিম্নরূপ-

(১) ইমাম ওয়াকী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৯৬ হি.) বলেছেন, 'তিনি খুব বড় মাপের মিথ্যুক'।[৫৭৬]

(২) ইমাম ইসহাক বিন রাহাওয়াইহ রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৩৭ হি.) বলেছেন, 'তিনি হাদীস জাল করেন'।[৫৭৭]

(৩) ইমাম আবূ যুরআহ আর-রাযী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৬৪ হি.) বলেছেন, 'তিনি হাদীস জাল করতেন'।[৫৭৮]

(৪) ইমাম আবূ দাউদ রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৭৫ হি.) বলেছেন, 'তিনি খুব বড় মিথ্যুক।[৫৭৯]

(৫) ইমাম দারাকুতনী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৮৫ হি.) বলেছেন, 'আমর বিন খালেদ আবূ খালেদ আল-ওয়াসিতী অনেক বড় মিথ্যুক'।[৫৮০]

(৬) ইমাম বায়হাকী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪৫৮ হি.) বলেছেন, 'আমর বিন খালেদ আল-ওয়াসিতী হাদীস জাল করায় প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন'।[৫৮১]

(৭) মুহাম্মাদ বিন তাহের বিন কায়সারানী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৫০৭ হি.) বলেছেন, 'আমর বিন খালেদ অনেক বড় কাযযাব'।[৫৮২]

(৮) ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৪৮ হি.) বলেছেন, 'মুহাদ্দিসগণ তাকে কাযযাব বলেছেন'।[৫৮৩]

৫৭৬. আল-মারিফাতু ওয়াত-তারীখ ১/৭০০।
৫৭৭. ইবনু আবী হাতিম, আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল ৬/২৩০, সনদ সহীহ।
৫৭৮. ঐ ৬/২৩০, সনদ সহীহ।
৫৭৯. মিযযী, তাহযীবুল কামাল ২১/৬০৬। তিনি আজুর্রী হতে বর্ণনা করেছেন।
৫৮০. কিতাবুয যুআফা ওয়াল-মাতরূকীন পৃ. ১৫৯।
৫৮১. বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা ১/৩৪৯।
৫৮২. ইবনুল কায়সারানী, যাখীরাতুল হুফফায ২/৮৯২।
৫৮৩. যাহাবী, আল-কাশিফ ২/৭৫।

www.boimate.com

(৯) হাফেয ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৮৫২ হি.) বলেছেন, 'আমর বিন খালেদ আল-ওয়াসিতী অনেক বড় মাপের মিথ্যুক'।[৫৮৪]

আরও বিস্তারিত ও অন্য উক্তিগুলি অধ্যয়নের জন্য রিজালের গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করুন।[৫৮৫]

প্রতীয়মান হল, এ বর্ণনাটি মিথ্যায় পূর্ণ ও মনগড়া। যেটি আমর বিন খালেদ আল-ওয়াসিতী বানিয়েছেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

ইমাম সুয়ূতী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৯১১ হি.) বলেছেন,

عن علي قال : ثلاثة من أخلاق النبوة : تعجيل الإفطار- وتأخير السحور- ووضع الأكف على الأكف تحت السرة في الصلاة-

আলী রাযিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, 'তিনটি বস্তু আম্বিয়ায়ে কেরামের আখলাকের অন্তর্ভুক্ত। ১. দ্রুত ইফতার করা। ২. দেরীতে সেহরী করা। ৩. আর নামাযে কব্জির উপর কব্জি স্থাপন করে নাভীর নিচে রাখা'।[৫৮৬]

ইমাম সুয়ূতী রহিমাহুল্লাহ-এর উক্ত গ্রন্থ হতে এ বর্ণনা উদ্ধৃত করে আল্লামা আলাউদ্দীন মুত্তাকী আল-হিন্দী (মৃ. ৯৭৫ হি.) এটি কানযুল উম্মাল গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[৫৮৭]

আরয রইল, ইমাম সুয়ূতী এর সনদ উল্লেখ করেননি। আর সনদবিহীন বক্তব্য দলীল হয় না। ইমাম সুয়ূতী ইবনু শাহীন, আবূ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ বিন আতা আল-ইবরাহীমী এবং আবুল কাসেম ইবনু মান্দার গ্রন্থাবলীর বরাত দিয়েছেন। কিন্তু এ গ্রন্থগুলি পাওয়া যায় না।

---

৫৮৪. ইবনু হাজার, তালখীসুল হাবীর ১/২৫৯।
৫৮৫. মাকালাতে ইরশাদুল হক আসারী ২/৭৩-৭৭।
৫৮৬. আল-জামেউল কাবীর হা/৭৮২, ১৭/৬০৩।
৫৮৭. কানযুল উম্মাল হা/৩৩২৭১।

www.boimate.com

হাদীস-৪

আলী (রা)-এর হাদীসে বর্ণিত {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} আয়াতের তাফসীরে বিকৃত বর্ণনা

ذَكَرَ الْأَثْرَمُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ الْجَحْدَرِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ صُهْبَانَ سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ قَالَ وَضْعُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى تَحْتَ السُّرَّةِ-

আলী (রা) {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} আয়াতটির তাফসীরে বলেছেন, 'এর দ্বারা নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে নাভীর নিচে রাখা উদ্দেশ্য'।[৫৮৮]

আরয রইল, তামহীদের এই কপিতে গ্রন্থটির মুহাক্কিক 'নাভী' শব্দটি নিজের পক্ষ হতে যুক্ত করে দিয়েছেন। মূল নুসখা -যে কপি হতে এ গ্রন্থটি ছাপানো হয়েছে- তাতে এই বর্ণনাটির শেষে {السرة} 'নাভী' শব্দটি নেই। বরং { } শব্দটি রয়েছে। {الثندوة}-এর অর্থ হল ছাতি। লিসানুল আরবে রয়েছে, 'পুরুষের বুকের ছাতিকে {الثندوة} বলা হয়। যেভাবে নারীর ছাতিকে {الثدي} বলা হয়'।[৫৮৯]

দেওবন্দীদের অভিধান 'আল-কামূসুল ওয়াহীদ' গ্রন্থে বলা আছে, 'পুরুষের স্তন'।[৫৯০]

{تحت الثندوة}-এর অর্থ বুকের ছাতির নিচে। আর ছাতির নিচে বুক-ই হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, হানাফীদের নারীরা নামাযে বুকের উপর হাত বাঁধার হুকুম দেন। আর তাদের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আদ-দুররুল মুখতার'-এর মধ্যে রয়েছে যে,

---

৫৮৮. আত-তামহীদ ২০/৭৮।
৫৮৯. লিসানুল আরব ১/৪১।
৫৯০. আল-কামূসুল ওয়াহীদ পৃ. ২২৪।

www.boimate.com

تَضَعُ الْمَرْأَةُ وَالْخُنْثَى الْكَفَّ عَلَى الْكَفِّ تَحْتَ ثَدْيَيْهَا-

নারী এবং হিজড়ারা কব্জির উপর কব্জি রেখে তা বুকের উপর হাত বাঁধবে।[৫৯১]

অনুরূপভাবে হানাফীদের আরেকটি গ্রন্থে আছে, وَتَضَعُ يَمِينَهَا عَلَى شِمَالِهَا تَحْتَ ثَدْيَيْهَا- নারীরা ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে স্তনের নিচ বরাবর রাখবে'।[৫৯২]

এছাড়াও হানাফীদের আরেকটি গ্রন্থে আছে, المرأة تضعهما تحت ثدييها- নারীরা উভয় হাতকে ছাতির নিচে রাখবে'।[৫৯৩]

আহনাফদের উপরিল্লিখিত গ্রন্থসমূহে বলা হয়েছে যে, নারীরা তাদের ছাতির নিচে হাত বাঁধবে। অথচ হানাফীদের কিছু গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, নারীরা তাদের বুকের উপর হাত বাঁধবে। যেমন আল-বাহরুর রায়েক গ্রন্থে বলা হয়েছে, فانها تضع علي صدرها- নারীরা তাদের বুকের উপর হাত বাঁধবে'।[৫৯৪]

অনুরূপভাবে হানাফীদের আরেকটি গ্রন্থে রয়েছে,

وَإِذَا كبر وضع يَمِينه على يسَاره تَحت سرته وَالْمَرْأَة تضع على صدرها-

'পুরুষেরা তাকবীর দিয়ে স্বীয় ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে নাভীর নিচে রাখবে। আর নারীরা বুকের উপর রাখবে'।[৫৯৫]

আহনাফদের এই গ্রন্থাবলীতে এটা বলা হয়েছে যে, নারী স্বীয় বুকের উপর হাত বাঁধবে। অন্যদিকে এর পূর্বে উল্লিখিত গ্রন্থাবলীতে এটা বলা হয়েছে যে, নারীরা স্বীয় ছাতির নিচে হাত বাঁধবে। প্রকাশ থাকে যে, আহনাফরা এটাই বলবেন যে, এ দুটি কথার মধ্যে অর্থগত দৃষ্টিকোণ থেকে একই কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ উভয় বাক্যের অর্থ এই যে, নারী স্বীয় বুকের উপর হাত বাঁধবে।

৫৯১. আদ-দুর্রুল মুখতার ১/৪৮৭, ইবনু আবেদীনের টিকা সহ।
৫৯২. আল-বাহরুর রায়েক শরহে কানযুদ দাকায়েক ১/৩৩৯।
৫৯৩. মুনিয়াতুল মুসল্লী পৃ. ৯৫।
৫৯৪. আল-বাহরুর রায়েক শরহে কানযুদ দাকায়েক ১/৩২০।
৫৯৫. তুহফাতুল মুলূক পৃ. ৬৯।

www.boimate.com

আমরাও এটাই বলছি যে, এ বর্ণনায় যে ছাতির নিচে হাত বাঁধার বাক্যগুলি রয়েছে এবং অন্য বর্ণনাগুলিতে যে বুকের উপর হাত বাঁধার উল্লেখ রয়েছে- উভয়ের মধ্যে অর্থের দৃষ্টিকোণ থেকে একই কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ উভয়ের উদ্দেশ্য হল বুকে হাত বাঁধা।

মোটকথা : আলী (রা)-এর এই বর্ণনাটিও নাভীর নিচে হাত বাঁধার দলীল নয়। বরং বুকের উপর হাত বাঁধার দলীল। কেননা এ বর্ণনার শেষে 'নাভী' শব্দটিই নেই। বরং 'সুন্দুওয়া' (ছাতি) শব্দটি রয়েছে। নিচে এ কথাটির পক্ষে দশটি দলীল পেশ করা হল-

প্রথম দলীল : মুহাক্কিকের স্বীকারোক্তি

'আত-তামহীদ' গ্রন্থে মুহাক্কিক টিকায় এ কথাটি স্বীকার করেছেন যে, এ বর্ণনার শেষে নাভী শব্দটি তিনি স্বয়ং যোগ করেছেন। আর আসল পাণ্ডুলিপিতে 'নাভী' শব্দটি নেই। বরং এর স্থলে 'সুন্দুওয়া' শব্দটি রয়েছে। যেমন যে পৃষ্ঠায় এই বর্ণনাটি রয়েছে সেই পৃষ্ঠায় এ শব্দটির পরে ৪২ লিখে টিকাতে মুহাক্কিক লিখেছেন, 'নুসখায়ে ইস্তাম্বুলের মধ্যে সুন্দুওয়া শব্দটি রয়েছে। আর আওকাফের নুসখার মধ্যে ত্রুটি রয়েছে। সম্ভবত সহীহ এটাই যেটি আমি বানিয়েছি। যেমনভাবে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে'।[৫৯৬]

আত-তামহীদ গ্রন্থের যে পৃষ্ঠায় মুহাক্কিক 'নাভী' শব্দটি নিজের পক্ষ হতে বানিয়েছেন। আর টিকায় তিনি সেটি উল্লেখও করেছেন।

আমাদের ধারণা মুহাক্কিক সাহেব পাণ্ডুলিপিতে থাকা এই শব্দটি সহীহভাবে পড়তে-ই সক্ষম হন নি। মূলত এ শব্দটি 'সুন্দুওয়া'। যেমনটা খতীব বাগদাদীর বর্ণনা সামনে আসছে। আর 'সুন্দুওয়া'র অর্থ ছাতি। যেমনটা পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

যেহেতু মাখতূতাত ও কলমী নুসখার মধ্যে অসংখ্য বর্ণনার উপর নুকতা লেখাই হত না। কিংবা লেখা হলেও তিন নুকতা ও দু নুকতাকে কখনো কখনো এমনভাবে লেখা হত যে, পড়ার সময় উভয়টিকে একই রকম প্রতিভাত হত। এক্ষণে আসল পাণ্ডুলিপিতে আসল পাণ্ডুলিপিতে 'সুন্দুয়া'

৫৯৬. আত-তামহীদ ২০/৭৮, টিকা নং ৪২।

www.boimate.com

শব্দটির 'সা'-এর উপর তিনটি নুকতা স্পষ্টভাবে ছিল না হয়তো। এজন্য মুহাক্কিক এই হরফ-এর উপর দুটি নুকতা বিদ্যমান মনে করেছেন। আর এরই ভিত্তিতে তিনি এই শব্দকে 'আত-তুন্দুয়া' পড়েছেন।

প্রকাশ থাকে যে, এ খন্ডের তাহকীকের মধ্যে মুহাক্কিকের সামনে স্রেফ দুটি নুসখাই ছিল। একটি মাকতাবা ইস্তাম্বুলের নুসখা। যেটি মুহাক্কিক 'আলিফ' আলামত ব্যবহার করেছেন। অপরটি 'ইদারাতুল আওকাফ'-এর নুসখা। যেটির ক্ষেত্রে মুহাক্কিক 'কাফ'-এর আলামত ব্যবহার করেছেন।

এ দুটি নুসখার মধ্যে স্রেফ একটি নুসখার মধ্যে এ শব্দটি বিদ্যমান। যেমনটা তিনি টিকায় ইশারা করেছেন। আর যে নুসখায় এ শব্দটি রয়েছে সেটি তুরস্কের মাকতাবা ইস্তাম্বুলের নুসখা। যেখানে কতিপয় হরফ-এর নিশানা মুছে গেছে। যেগুলি পড়ার যোগ্য নয়। যেমনটা স্বয়ং মুহাক্কিক লিখেছেন, 'এখানে কয়েকটি হরফ মুছে গিয়েছে। আর কতিপয় অংশ পুরোটাই পড়ার অযোগ্য'।[৫৯৭]

মুহাক্কিকের এ কথাটির উল্লেখের পর এটা মনে হচ্ছে যে, এখানেও শব্দটি খুব একটা পরিষ্কার ছিল না। যার কারণে মুহাক্কিক সাহেব একে পরিপূর্ণভাবে পড়তে-ই পারেন নি। ফলে তিনি 'সুন্দুওয়া'-কে 'তুন্দুওয়া' পড়েছেন। আর যেহেতু 'তুন্দুওয়া' শব্দটি অর্থহীন সেহেতু মুহাক্কিক সাহেব একে অর্থপূর্ণ করার জন্য একে বদলে দিয়ে 'সুর্রা' শব্দটি যোগ করেছেন।

আরয রইল, যদি মুহাক্কিক এ শব্দটি দেখতে না পেয়ে থাকেন তাহলে তার তাসহীহ এভাবে হত যে, কোনরূপ পরিবর্তন ব্যতীত স্রেফ তা বর্ণে একটি নুকতা বাড়িয়ে দিয়ে তাকে 'সুন্দুওয়া' করা যেত। এ ব্যতীত এতে কোনরূপ পরিবর্তন সাধিত করার কোনই সুযোগ নেই। কারণ-

প্রথমত : 'তুন্দুওয়া'-এর তা বর্ণে স্রেফ একটি নুকতা বৃদ্ধি করলে শব্দটি অর্থবোধক হয়ে যায়। সুতরাং আসল শব্দটির মধ্যে আরও বেশী পরিবর্তন সাধন করার কোনই বৈধতা রইল না।

দ্বিতীয়ত : একটি নুকতার সংযোজনের পর এ বর্ণনাটির অর্থও অন্য সনদের মধ্যে বর্ণিত শব্দের সাথে মিলে যায়। যেমনটা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

৫৯৭. আত-তামহীদ, ভূমিকা পৃ. ৪ 'দাল'।

www.boimate.com

তৃতীয়ত : খতীব বাগদাদীর 'মুওয়াযযিহু আওহামিল জাময়ি ওয়াত-তাফরীক' গ্রন্থে এ বর্ণনাটি ঠিক অনুরূপ সনদ ও মতনে রয়েছে। আর এতে স্পষ্টভাবে আস-সুদ্দুওয়া শব্দটি রয়েছে। এটাও শক্তিশালী দলীল যে, এই বর্ণনার মধ্যে মূলত এ শব্দটিই রয়েছে। বর্ণনাটি সামনে আসছে।

চতুর্থত : আভিধানিক অর্থে 'আস-সুদ্দুওয়া'-এর তাফসীরের মধ্যে 'আস-সুদ্দুওয়া' শব্দটি অর্থগতভাবে উপযুক্ত। কিন্তু আভিধানিকভাবে 'আস-সুর্রা' (নাভী) শব্দটি ওয়ানহারের সাথে সামান্যতমও সম্পর্ক রাখে না। বরং ওয়ানহারের তাফসীরের মধ্যে আস-সুর্রা (নাভী) শব্দটি নিয়ে আসা অত্যন্ত হাস্যকর।

মুহাক্কিক সামনে অগ্রসর হয়ে বলেছেন, 'যেমনটি বর্ণিত আছে'। এর দ্বারা মুহাক্কিক সাহেব সম্ভবত আবূ দাউদ ইত্যাদিতে বিদ্যমান আব্দুর রহমান বিন ইসহাক কূফী নামী ঐকমতকৃত যঈফ ব্যক্তির বর্ণনাকে বুঝিয়েছেন। এখানে তিনি তাফসীরী কোন বর্ণনাকে বুঝান নি। কেননা আলী (রা)-এর তাফসীরী এমন কোন বর্ণনা কোনও গ্রন্থে সরাসরি বিদ্যমান নেই। দুনিয়ার সমগ্র হানাফী মিলেও দুনিয়ার কোন একটি কোণ থেকেও আলী (রা)-এর এমন তাফসীরী বর্ণনা আদৌ দেখাতে সক্ষম হবেন না। কস্মিনকালেও নয়।

যদি মুহাক্কিক তাফসীরী বর্ণনাকে বুঝিয়ে থাকেন তাহলে এমন তাফসীরী বর্ণনা কোথাও নেই। তাছাড়া মুহাক্কিক সাহেব কোন বরাতও দেন নি। যদি মুহাক্কিকের উদ্দেশ্য আবূ দাউদে আব্দুর রহমান বিন ইসহাক আল-কূফী নামক ঐকমতকৃত যঈফ রাবীর বর্ণনা হয়ে থাকে তাহলে আরয রইল যে, এ বর্ণনাটি সবার ঐকমতে যঈফ। সাথে সাথে এটি কোন তাফসীরী বর্ণনাও নয়। উপরন্তু এর সনদও একেবারেই ভিন্ন। আর এর রাবীগণও ভিন্ন ভিন্ন।

সুতরাং সবার ঐকমতে যঈফ এই ভিন্ন বর্ণনা ও ভিন্ন উদ্ধৃতির ভিত্তিতে এই তাফসীরী বর্ণনার মধ্যে পরিবর্তন করা খুবই আশ্চর্যজনক। কেননা কোন বর্ণনার শব্দাবলীর তাসহীহ-এর জন্য সেই বর্ণনাটিকে একই সনদে একই মতনে অন্যান্য একাধিক গ্রন্থে অনুসন্ধান করতে হবে। এরপর তাসহীহ করতে হবে। এ উসূলের আলোকে মুহাক্কিকের উচিৎ ছিল যে, এ তাফসীরী বর্ণনাকে উক্ত মতন ও সনদের সাথে অন্য গ্রন্থে অনুসন্ধান করা। এমনটা করলে তিনি নিজেই প্রতীয়মান হতেন যে, এ বর্ণনার অন্যান্য অসংখ্য সনদে স্পষ্টভাবে

www.boimate.com

বুকের উপর হাত বাঁধার উল্লেখ রয়েছে। এজন্য মুহাক্কিক সাহেবকে যদি শব্দটিকে তাসহীহ করাই দরকার ছিল তাহলে তা-এর উপর স্রেফ একটি নুকতা বাড়িয়ে আস-সুদ্দুওয়া করে দিতেন। কেননা এমনটা করার দ্বারা অর্থগতভাবে এ শব্দটি এই বর্ণনাটির অন্যান্য সনদে বর্ণিত শব্দের সাথে মিলে যায়।

বরং খতীব বাগদাদীর গ্রন্থে এই বর্ণনাটি একই সনদ ও মতনের সাথে রয়েছে। আর এতে স্পষ্টভাবে আস-সুদ্দুওয়া শব্দটি বিদ্যমান। যেমনটা সামনে আসছে।

এছাড়াও এই বর্ণনায় কুরআনী শব্দ 'ওয়ানহার'-এর তাফসীর রয়েছে। আর অভিধানের দৃষ্টিকোণ থেকে সুদ্দুওয়া (ছাতির নিচে)-এর মর্ম 'নাহর' গলার নিচের দিকের অংশের সাথে মিল রাখে। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা করুন যে, নাভী-এর সাথে নহরের সম্পর্ক কোথায়? কোথায় নহর আর কোথায় নাভী? নহর তো শরীরের উপরাংশে এবং নাভী শরীরের নিচের অংশে বিদ্যমান। তাহলে এ দুটির মধ্যে কী সম্পর্ক রয়েছে? এ দুটির মধ্যে পূর্ব-পশ্চিমের ন্যায় পার্থক্য থাকার পরও কোন বিবেক ও যুক্তিবলে মুহাক্কিক সাহেব ওয়ানহারের তাফসীরের মধ্যে নাভী শব্দটি নিয়ে এসেছেন তা বোধগম্য নয়।

যাহোক, প্রথমত : মুহাক্কিক সাহেব এ শব্দটি সহীহভাবে পড়তে সক্ষম হন নি। দ্বিতীয়ত : তিনি তো ভুলই পড়েছিলেন। কিন্তু তাসহীহ করার সমাপে এই শব্দটিকে 'সুদ্দুওয়া' করা উচিত ছিল। যেমন তার তাহকীকের পর এই গ্রন্থটির তাহকীক আরেকজন মুহাক্কিক ড. আব্দুল্লাহ আত-তুর্কী করেছেন। তিনি স্বীয় মুহাক্কাক নুসখায় 'আস-সুদ্দুওয়া' লিখেছেন। আর তিনি টিকাতেও এ সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। তার পূর্বের মুহাক্কিক স্বীয় নুসখায় একে নাভী লিখে দিয়েছিলেন। নুসখাটির ছবি লক্ষ্য করুন-

আত-তামহীদ গ্রন্থের অন্য একটি মুহাক্কাক নুসখা যেখানে মুহাক্কিক সঠিকভাবে আস-সুদ্দুওয়া লিখেছে-

ড. আব্দুল্লাহ আত-তুর্কী পরে তাহকীক করেছেন। আর তিনি অবগতও হয়েছেন যে, তার পূর্বে একজন মুহাক্কিক সাহেব এখানে 'নাভী' শব্দটি যোগ করেছেন। এরপরও ডক্টর আব্দুল্লাহ তুর্কী এখানে 'আস-সুর্রা' শব্দটি লিখেন নি। বরং 'আস-সুদ্দুওয়া' শব্দটি-ই লিখেছেন।

www.boimate.com

প্রকাশ থাকে, ডক্টর আব্দুল্লাহ আত-তুর্কী টিকায় লিখেছেন, (মীম) আস-সুর্রা। এর দ্বারা কেউ যেন এটা মনে না করেন যে, কোন পান্ডুলিপির আলামত এটি। কেননা ডক্টর আত-তুর্কী নিজের কাছে থাকা পান্ডুলিপিসমূহের মধ্য হতে কোনটিতেই মীম আলামতটি ব্যবহার করেননি। বরং তিনি এই আলামতটি মুদ্রিত নুসখা বুঝাতে ব্যবহার করেছেন। আর এর দ্বারা ঐ মুদ্রিত নুসখাটি উদ্দেশ্য যেটির মুহাক্কিক এ শব্দটিকে ভুলক্রমে আস-সুর্রা বানিয়ে দিয়েছেন। যেমনটা ডক্টর আব্দুল্লাহ আত-তুরর্কী স্বীয় তাহকীকের ভূমিকায় স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, তিনি সেই মুদ্রিত নুসখাটির প্রতি ইশারা করার জন্য আলামত হিসেবে মীম বর্ণটি ব্যবহার করবেন।

এই পুরো আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হল, এ বর্ণনাতেও নাভীর নিচে শব্দটি নেই। বরং কিতাবের মুহাক্কিক স্বীয় তরফ হতে আস-সুর্রা বানিয়ে দিয়েছেন।

দলীল-২ : আবুল ওয়ালীদ এবং তার ছাত্র আসরামের সূত্রেই খতীব বাগদাদীর বর্ণনা

আত-তামহীদ গ্রন্থে ইবনু আব্দুল বার্র এই বর্ণনাকে আবুল ওয়ালীদের ছাত্র আসরামের বরাতে বর্ণনা করেছেন। আর আসরামের সনদ দিয়েই খতীব বাগদাদী রহিমাহুল্লাহ এ বর্ণনাটিকে স্বীয় সহীহ সনদের সাথে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন,

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّد بن أَحْمد بن رزقويه حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الدَّقَّاقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الأَثْرَمُ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ الْجَحْدَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ ظَبْيَانَ سَمِعَ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ {فصل لِرَبِّك وانحر} قَالَ وَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى تَحْتَ الثَّنْدُوَةِ-

আলী (রা) {فصل لِرَبِّك وانحر}-এর তাফসীরে বলেছেন যে, এর দ্বারা নামাযে স্বীয় ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে ছাতির নিচে (বুকের উপর) রাখা উদ্দেশ্য।[৫৯৮]

---

৫৯৮. মুওয়াযযিহু আওহামিল জাময়ি ওয়াত-তাফরীক হা/৩৭৯, সনদ সহীহ।

www.boimate.com

খতীব বাগদাদী রহিমাহুল্লাহ্‌র এই সহীহ বর্ণনাটি আবুল ওয়ালীদের ছাত্র আসরামের সূত্রেই রয়েছে। আর তাতে বর্ণনার শেষে স্পষ্টভাবে تَحْتَ السُّرَّةِ শব্দটি বিদ্যমান। এ বর্ণনাটি অকাট্যভাবে ফায়সালা করে দিয়েছে যে, আত-তামহীদ গ্রন্থে বর্ণিত বর্ণনাটির শেষে تَحْتَ السُّرَّةِ শব্দদ্বয় থাকা উচিৎ।

প্রকাশ থাকে, আত-তামহীদ গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপিতে খুব বেশী ভুল পরিলক্ষিত হয়। যেমনটা স্বয়ং মুহাক্কিক সাহেব ভূমিকায় স্বীকার করেছেন। খতীব বাগদাদীর এই বর্ণনাটি সম্মুখে আসার পর এটাও প্রতীয়মান হয়েছে যে, আত-তামহীদ গ্রন্থে এ বর্ণনাটির সনদের মধ্যে আসেম আল-জাহদারীর উপর 'তার পিতা হতে' সূত্রটি বাদ পড়েছে। যার কারণে আত-তামহীদ সংক্রান্ত বিকৃত বর্ণনাটি থাকার সাথে সাথে মুনকাতি-ও প্রমাণিত হয়েছে। অথচ খতীব বাগদাদীর এই বর্ণনার মতনটিও নিরাপদে রয়েছে। আর সনদটিও সহীহ। আল-হামদুলিল্লাহ।

তৃতীয় দলীল : হাম্মাদের ছাত্র মূসা বিন ইসমাঈলের বর্ণনা

তামহীদ গ্রন্থে বর্ণিত আলী (রা)-এর এ বর্ণনাটিকে হাম্মাদ বিন সালামার আরেকজন ছাত্র মূসা বিন ইসমাঈলও বর্ণনা করেছেন। তার বর্ণনায় বুকের উপর হাত বাঁধার উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৫৬ হি.) বলেছেন,

قَالَ مُوسَى حَدَّثَنَا حماد بْن سلمة : سَمِعَ عاصما الجحدري عَنْ أَبِيهِ عَنْ عقبة بْن ظبيان : عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللَّهُ عنه : فصل لربك وانحر وضع يده اليمني على وسط ساعده على صدره-

আলী রাযিআল্লাহ আনহু {فصل لِرَبِّكَ وانحر}-এর তাফসীরে বলেছেন যে, 'এর দ্বারা নামাযে স্বীয় ডান হাতকে বাম হাতের বাহুর মধ্যখানে স্থাপন করে বুকে রাখা উদ্দেশ্য'।৫৯৯

৫৯৯. বুখারী, আত-তারীখুল কাবীর ৬/৪৩৭; বায়হাকী কুবরা ২/৪৫, সনদ সহীহ।

www.boimate.com

এ বর্ণনাটিও এর দলীল যে, আত-তামহীদ গ্রন্থে বর্ণিত আলী (রা)-এর এই তাফসীরী বর্ণনাতে ঐ শব্দটি থাকাই সঠিক। যা বুকের উপর হাত বাঁধার পক্ষে দলীল বহন করছে। নাভীর নিচে হাত বাঁধার পক্ষে নয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : এ বর্ণনাকে শায়বানের ছাত্র আবুল হুরাইশ আল-কিলাবী হতে আহমাদ বিন জুনাহ আল-মুহারিবী বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি মতনে পরিবর্তন সাধন করেছেন। ইমাম বায়হাকী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'আলী (রা) এই আয়াত {فصل لربك وانحر}-এর তাফসীরে বলেছেন, এর দ্বারা নামাযে স্বীয় ডান হাতকে বাম হাতের বাহুর মধ্যখানে রেখে সেটি নাভীর নিচে রাখা উদ্দেশ্য'।[৬০০]

আরয রইল যে, এ বর্ণনাটি বাতিল ও মুনকার। কেননা এই বর্ণনাটিকে শায়বান হতে বর্ণনাকারী আহমাদ বিন জুনাহ হলেন আহমাদ বিন জুনাহ আল-মুহারিবী।[৬০১] তিনি মাজহূল রাবী। এই মাজহূল রাবী শায়বানের সিকাহ-সাবত, মুতকিন এবং হাফেয ছাত্র ও একাধিক গ্রন্থের লেখক ইমাম আবূ মুহাম্মাদ বিন হাইয়ানের বিপরীতমুখী বর্ণনা করেছেন। এজন্য ইমাম বায়হাকী রহিমাহুল্লাহ এ মাজহূলের বর্ণনা উদ্ধৃত করার পর সাথে সাথে সতর্ক করে বলেছেন, 'আহমাদ বিন জুনাহ ব্যতীত (হাফেয মুহাম্মাদ বিন হাইয়ান) আবুল হুরাইশ হতে বুকের উপর শব্দগুলি বর্ণনা করেছেন'।[৬০২]

সুতরাং এই মাজহূল রাবীর বর্ণনা বাতিল ও মুনকার। এর কোন মূল্য নেই।

চতুর্থ দলীল : হাম্মাদের ছাত্র মূসা বিন ইসমাঈলের বর্ণনা এবং একটি সনদ

তামহীদ গ্রন্থে বর্ণিত আলী (রা)-এর এই বর্ণনায় হাম্মাদ বিন সালামাহ্‌র ছাত্র মূসা বিন ইসমাঈল-এর বর্ণনাটি ইমাম বায়হাকীও বর্ণনা করেছেন। আর এতেও বুকের উপর হাত বাঁধার স্পষ্ট বিবরণ রয়েছে। যেমন ইমাম বায়হাকী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

---

৬০০. বায়হাকী, খিলাফিয়াত হা/১৪৮১।
৬০১. বায়হাকী, আয-যুহদুল কাবীর হা/৭৮১।
৬০২. বায়হাকী, খিলাফিয়াত হা/১৪৮১।

www.boimate.com

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ فِي تَرْجَمَةِ عُقْبَةَ بْنِ ظَبْيَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ سَمِعَ عَاصِمًا الْجَحْدَرِيَّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ ظَبْيَانَ، عَنْ عَلِيٍّ (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) وَضَعُ يَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى وَسَطِ سَاعِدِهِ عَلَى صَدْرِهِ• أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ الْفَارِسِيُّ أنبأ أَبُو إِسْحَاقَ الْأَصْبَهَانِيُّ أنبأ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ فَارِسٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: أنبأ مُوسَى، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ فَذَكَرَهُ-

আলী (রা) {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}-এর তাফসীরে বলেছেন যে, 'এর দ্বারা নামাযে স্বীয় ডান হাত বাম হাতের উপর বাহুর মধ্যখানে রেখে বুকের উপর স্থাপন করা উদ্দেশ্য'।[৬০৩]

এ বর্ণনাটিও এর দলীল যে, আত-তামহীদ গ্রন্থে বর্ণিত আলী (রা)-এর এই তাফসীরী বর্ণনার মধ্যে ঐ শব্দটিই সঠিক যা বুকের উপর হাত বাঁধার উপর দলীল নির্দেশক। নাভীর নিচে হাত বাঁধার বর্ণনাটি সঠিক নয়।

পঞ্চম দলীল : হাম্মাদের ছাত্র হাজ্জাজ বিন মিনহাল আল-আনমাতীর বর্ণনা

তামহীদ গ্রন্থে বর্ণিত আলী (রা)-এর এই বর্ণনাকে হাম্মাদ বিন সালামার আরেকজন ছাত্র হাজ্জাজ বিন মিনহাল আল-আনমাতীও বর্ণনা করেছেন। আর তার বর্ণনায় হাত বাঁধার উল্লেখ রয়েছে।

যেমন ইমাম ইবনুল মুনযির রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩১৯ হি.) বলেছেন,

حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ : ثنا حَجَّاجٌ، قَالَ : ثنا حَمَّادٌ، عَنْ عَاصِمٍ الْجَحْدَرِيِّ، عَنْ أَبِي عُقْبَةَ بْنِ ظَبْيَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِ : أَنَّهُ قَالَ فِي الْآيَةِ (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى سَاعِدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ وَضَعَهَا عَلَى صَدْرِهِ-

আলী রাযিআল্লাহু আনহু {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}-এর তাফসীরে বলেছেন যে, 'এর দ্বারা নামাযে স্বীয় ডান হাত বাম হাতের উপর বাহুর মধ্যখানে রেখে বুকের উপর স্থাপন করা উদ্দেশ্য'।[৬০৪]

৬০৩. বায়হাকী কুবরা ২/৪৫, সনদ সহীহ।

www.boimate.com

এ বর্ণনাটিও এ কথাটির দলীল যে, আত-তামহীদ গ্রন্থে বর্ণিত আলী রাযিআল্লাহু আনহু -এর এই তাফসীরী বর্ণনাতে ঐ শব্দটি সহীহ যা বুকের উপর হাত বাঁধার পক্ষে দলীল প্রদান করছে। নাভীর নিচে হাত বাঁধার পক্ষে নয়।

ষষ্ঠ দলীল : হাম্মাদের ছাত্র হাজ্জাজ বিন মিনাহল আল-আনমাতীর বর্ণনাটির আরেকটি সনদ

আত-তামহীদ গ্রন্থে বর্ণিত আলী রাযিআল্লাহু আনহু -এর এই বর্ণনাটিকে হাম্মাদ বিন সালামার ছাত্র হাজ্জাজ বিন মিনহাল আনমাতীর বর্ণনাটিকে ইমাম আবূ ইসহাক আস-সালাবীও বর্ণনা করেছেন। আর এতেও তিনি বুকের হাত বাঁধা উল্লেখ করেছেন।

যেমন ইমাম আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আস-সালাবী আবূ ইসহাক রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪২৭ হি.) বলেছেন,

আলী রাযিআল্লাহু আনহু এই আয়াত {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}-এর তাফসীর বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, 'এর দ্বারা নামাযে ডান হাত বাম হাতের বাহুর মধ্যভাগে স্থাপন করে স্বীয় বুকে স্থাপন করা উদ্দেশ্য'।[৬০৫]

এ বর্ণনাটিও এর দলীল যে, আত-তামহীদ গ্রন্থে বর্ণিত আলী রাযিআল্লাহু আনহু -এর তাফসীরী বর্ণনাতে ঐ শব্দটিই সঠিক যা বুকে হাত বাঁধার পক্ষের দলীল; নাভীর নিচের পক্ষের নয়।

সপ্তম দলীল : হাম্মাদের ছাত্র শায়বান বিন ফার্রূখ-এর বর্ণনা

তামহীদ গ্রন্থে বর্ণিত আলী রাযিআল্লাহু আনহু-এর এই বর্ণনাকে হাম্মাদ বিন সালামার আরেকজন ছাত্র শায়বান বিন ফার্রূখও বর্ণনা করেছেন। আর তার বর্ণনায় বুকে হাত বাঁধার পক্ষে বক্তব্য রয়েছে। যেমন ইমাম বায়হাকী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪৫৮ হি.) বলেছেন,

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أنبا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ أَبُو الشَّيْخِ، ثنا أَبُو الْحَرِيشِ الْكِلَابِيُّ، ثنا شَيْبَانُ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ثنا عَاصِمٌ الْجَحْدَرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ،

---

৬০৪. ইবনুল মুনযির, আল-আওসাত হা/১২৮৩, ৩/৯১, সনদ সহীহ।
৬০৫. তাফসীরুস সালাবী ১০/৩১০, সনদ সহীহ।

www.boimate.com

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ صُهْبَانَ كَذَا قَالَ : إِنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} قَالَ : وَضْعُ يَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى وَسَطِ يَدِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ وَضْعُهَا عَلَى صَدْرِهِ-

আলী রাযিআল্লাহু আনহু এই আয়াত {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}-এর তাফসীর বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, 'এর দ্বারা নামাযে ডান হাত বাম হাতের বাহুর মধ্যভাগে স্থাপন করে স্বীয় বুকে স্থাপন করা উদ্দেশ্য'।[৬০৬]

এ বর্ণনাটিও এ কথাটির দলীল যে, আত-তামহীদ গ্রন্থে বর্ণিত আলী রাযিআল্লাহু আনহু -এর এই তাফসীরী বর্ণনার মধ্যে ঐ শব্দটিই সঠিক যা বুকে হাত রাখার পক্ষে বলছে। নাভীর নিচে নয়।

অষ্টম দলীল : হাম্মাদের ছাত্র আবূ আমর আয-যারীরের বর্ণনা

আত-তামহীদ গ্রন্থে বর্ণিত আলী রাযিআল্লাহু আনহু-এর এই বর্ণনাটিকে হাম্মাদ বিন সালামার আরেকজন ছাত্র আবূ আমর আয-যারীরও বর্ণনা করেছেন। আর তার বর্ণনায় বুকে হাত রাখার কথা রয়েছে। যেমন তাহাবী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩২১ হি.) বলেছেন,

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو الضَّرِيرُ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَنَّ عَاصِمًا الْجَحْدَرِيَّ أَخْبَرَهُمْ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ، فِي قَوْلِهِ : {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} قَالَ : وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى السَّاعِدِ الْأَيْسَرِ، ثُمَّ وَضَعَهُمَا عَلَى صَدْرِهِ-

আলী রাযিআল্লাহু আনহু এই আয়াত {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}-এর তাফসীর বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, এর দ্বারা নামাযে ডান হাত বাম হাতের বাহুর মধ্যভাগে স্থাপন করে স্বীয় বুকে স্থাপন করা উদ্দেশ্য'।[৬০৭]

এ বর্ণনাটিও এ কথাটির দলীল যে, আত-তামহীদ গ্রন্থে বর্ণিত আলী রাযিআল্লাহু আনহু -এর এই তাফসীরী বর্ণনাটির ঐ শব্দই সঠিক যা বুকের উপর হাত বাঁধার পক্ষে দলীল প্রদান করছে; নাভীর নিচের পক্ষে নয়।

৬০৬. বায়হাকী কুবরা হা/২৩৩৭, ২/৪৬, সনদ হাসান।
৬০৭. তাহাবী, আহকামুল কুরআন হা/৩২৩, ১/১৮৪। হাদীসটির মতন সহীহ। আর এর রাবীগণ সিকাহ। কিন্তু সনদ থেকে উকবা বিন যবিয়ান বাদ পড়েছেন।

www.boimate.com

নবম দলীল : হাম্মাদের ছাত্র আবূ সালেহ আল-খুরাসানীর বর্ণনা

'আত-তামহীদ' গ্রন্থে বর্ণিত আলী রাযিআল্লাহু আনহু-এর এই বর্ণনাটিকে হাম্মাদ বিন সালামার আরেকজন ছাত্র আবূ সালেহ খুরাসানীও বর্ণনা করেছেন। আর তার বর্ণনায় বুকে হাত রাখার কথা রয়েছে। যেমন ইমাম ইবনু জারীর তাবারী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩১০ হি.) বলেছেন,

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا أبو صالح الخراساني، قال: ثنا حماد، عن عاصم الجحدري، عن أبيه، عن عقبة بن ظبيان، أن علي بن أبي طالب رضى الله عنه قال في قول الله: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) قال: وضع يده اليمنى على وسط ساعده الأيسر، ثم وضعهما على صدره-

আলী রাযিআল্লাহু আনহু এই আয়াত {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}-এর তাফসীর বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, 'এর দ্বারা নামাযে ডান হাতকে বাম হাতের বাহুর মধ্যভাগে স্থাপন করে স্বীয় বুকে স্থাপন করা উদ্দেশ্য'।[৬০৮]

এ বর্ণনাটিও এ কথাটির দলীল যে, আত-তামহীদ গ্রন্থে বর্ণিত আলী রাযিআল্লাহু আনহু -এর এই তাফসীরী বর্ণনাটির ঐ শব্দই সঠিক যা বুকের উপর হাত বাঁধার পক্ষে দলীল প্রদান করছে; নাভীর নিচের পক্ষে নয়।

দশম দলীল : হাম্মাদের ছাত্র মিহরান বিন আবী ওমর আত্তার-এর বর্ণনা

আত-তামহীদ গ্রন্থে বর্ণিত আলী রাযিআল্লাহু আনহু-এর এই বর্ণনাটিকে হাম্মাদ বিন সালামার আরেকজন ছাত্র মিহরান বিন আবূ ওমর আল-আত্তারও বর্ণনা করেছেন। আর তার বর্ণনায় বুকে হাত রাখার কথা রয়েছে। যেমন তাবারী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩১০ হি.) বলেছেন,

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن حماد بن سلمة، عن عاصم الجحدري، عن عقبة بن ظهير، عن أبيه، عن علي رضى الله عنه (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) قال: وضع يده اليمنى على وسط ساعده اليسرى، ثم وضعهما على صدره-

৬০৮. তাফসীরুত তাবারী ২৪/৬৫২। হাদীসটির মতন ইবনু হুমাইদের মুতাবাআতের কারণে সহীহ।

Salate hath badha-16

www.boimate.com

আলী রাযিআল্লাহু আনহু এই আয়াত {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}-এর তাফসীর বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, 'এর দ্বারা নামাযে ডান হাতকে বাম হাতের বাহুর মধ্যভাগে স্থাপন করে স্বীয় বুকে স্থাপন করা উদ্দেশ্য'।[৬০৯]

এ বর্ণনাটিও এ কথাটির দলীল যে, আত-তামহীদ গ্রন্থে বর্ণিত আলী রাযিআল্লাহু আনহু -এর এই তাফসীরী বর্ণনাটির ঐ শব্দই সঠিক যা বুকের উপর হাত বাঁধার পক্ষে দলীল প্রদান করছে; নাভীর নিচের পক্ষে নয়।

এই সকল দলীলের সাথে এ বিষয়টিও গভীরভাবে ভাবুন যে, পূর্ববর্তী হানাফীদের মধ্য হতে একজনও এ বর্ণনাটিকে নাভীর নিচে হাত বাঁধার দলীলের মধ্যে পেশ করেননি। এমনকি ইবনুত তুরকুমানী হানাফী এই বর্ণনাটিকে মুযতারিব বললেও এ শব্দটিকে ইযতিরাব বলেন নি। বরং কিছু সনদে হাত বাঁধার উল্লেখ নেই এবং কিছু সনদে আছে; আর কিছু সনদে {كرسوع} শব্দটি রয়েছে- ব্যাস এসব কারণে তিনি 'মতনে ইযতিরাব আছে' বলেছেন। কেননা তিনি কোথাও এ বর্ণনায় এ শব্দটি উদ্ধৃত করেননি।

এছাড়াও ইমাম বায়হাকী রহিমাহুল্লাহ যখন আবূ মিজলায হতে 'নাভীর উপরে' বর্ণনাটি পেশ করেছেন তখন ইবনুত তুরকুমানী 'আত-তামহীদ' গ্রন্থের-ই বরাতে তাৎক্ষণিকভাবে বলে দিয়েছেন যে, তার থেকে নাভীর নিচে হাত বাঁধাও বর্ণিত আছে। কিন্তু তিনি আলী রাযিআল্লাহু আনহু-এর এই তাফসীরী বর্ণনার বিরুদ্ধে 'নাভীর নিচে' বর্ণনাটি 'আত-তামহীদ' গ্রন্থ হতে মোটেও বর্ণনা করেননি। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, 'তামহীদ' গ্রন্থে এমন কোন বর্ণনা আদৌ ছিল না। প্রকাশ থাকে যে, সনদ ও মতনের উপর ইযতিরাবের দাবীর জবাব আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি।

হাদীস-৫ : মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ গ্রন্থে বিকৃত বর্ণনা

মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ গ্রন্থে তাহরীফ করে লেখা হয়েছে,

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ تحت السرة-

---

৬০৯. তাফসীরুত তাবারী ২৪/৬৫২। হাদীসটির মতন ইবনু হুমাইদের মুতাবাআতের কারণে সহীহ।

www.boimate.com

ওয়ায়েল বিন হুজর রাযিআল্লাহু আনহু বলেছেন, 'আমি আল্লাহর নবীকে দেখেছি। তিনি নামাযে ডান হাতকে বাম হাতের উপর রেখে নাভীর নিচে স্থাপন করেছিলেন'।[৬১০]

তাহকীক : আরয রইল, এ বর্ণনায় 'নাভীর নিচে' শব্দগুলি নেই। বরং হানাফীরা নিজের মাসলাক প্রমাণ করার জন্য এ হাদীসে তাহরীফ করেছেন। আর নিজেদের পক্ষ থেকে তারা এতে 'নাভীর নিচে' শব্দগুলি সংযুক্ত করেছেন।

এ কাজটি সর্বপ্রথম পাকিস্তানের হানাফী প্রতিষ্ঠান 'ইদারাতুল কুরআন ওয়াল-উলূম আল-ইসলামিয়া করাচী' করেছে। অতঃপর তাদেরকে অনুকরণ করে পাকিস্তানের মুলতানের অপর একটি প্রকাশনী 'তাইয়েব একাডেমী' মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বার অন্য একটি নুসখায় এই তাহরীফ করেছে। আর তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে গিয়ে পাকিস্তানের তৃতীয় আরেকটি প্রকাশনী 'ইমদাদিয়া মুলতান'ও এই নুসখায় বিকৃতি সাধন করেছে।

অতঃপর যখন আলেমগণ তাদেরকে ধরলেন তখন বেচারা মুহাম্মাদ আওয়ামা সাহেব মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ গ্রন্থে নিজের তাহকীকের মধ্যেও ভিত্তিহীন বস্তুর সাহায্য নিয়ে মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ গ্রন্থে এ বর্ণনার মধ্যেই নাভীর নিচে অংশটুকু যোগ করে দিলেন।

এর বিস্তারিত বিবরণ আমরা সামনে পেশ করব। কিন্তু এর পূর্বে আমরা মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ-এর কয়েকটি মুদ্রিত ও পাণ্ডুলিপি নুসখার বরাত দিচ্ছি। যেগুলিতে এ হাদীসটি নাভীর নিচে-এর সংযোজন ব্যতীত বিদ্যমান।

৬১০. মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ১/৩৯০।

www.boimate.com

প্রথম নুসখা : মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ, আবুল কালাম আযাদ একাডেমি হিন্দুস্তান হতে মুদ্রিত (১৩৮৬ হি.)।

(وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا)

الجزء الاول

من

مُصَنَّف

ابن ابی شیبه

فی

الاحاديث

والآثار واستنباط أئمة التابعين واتباع التابعين المشهودين لهم بالخير
للامام الحافظ المتقن التحرير الثبت الثقة الشهير ابی بكر عبد الله بن محمد بن
ابراهيم بن عثمان بن ابی شيبة الكوفی العبسی المتوفی سنة ٢٣٥ ھ وكنز
من مفاخره التی امتاز بها بين الأئمة المشهورين كونه من اساتذة البخاری
ومسلم وابی داود وابن ماجة وخلائق لا تحصى

(واعتنى بتصحيحه وتنسيقه ونشره محب السنة النبوية وخادمها)
(عبد الخالق خان الافغانی رئيس المصححين بدائرة المعارف العثمانية فی السابق)
ونائب صدر جمعية العلماء حيدرآباد - اے - پ (الهند)
عنی بطبعه واهتم بنشره خادم القوم
محمد جهانگير علی الانصاری
، عميد مولانا ابو الكلام الادبی ،
انصاری لاج: مدينه بلڈينگ، حيدرآباد (الهند)
فون: ٤٤٢٢٢ (حقوق الطبع محفوظة) سنة ١٣٨٦ ھ ١٩٦٦ م
ثم هناك كتب فی المطبعة العزيزية سنة ١٣٨٦ ھ بحيدرآباد (الهند)

www.boimate.com

مصنف ابن ابي شيبة — كتاب الصلوات ج ١

وضع اليمين على الشمال

حدثنا ابو بكر قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا معاوية بن صالح
قال حدثني يونس بن سيف العنسي عن الحارث بن غطيف أو غطيف بن الحارث
الكندي شك معاوية قال مهما رأيت نسيت لم أنس اني رأيت رسول الله ﷺ
وضع يده اليمنى على اليسرى يعني في الصلوة . حدثنا وكيع عن سفيان
عن سماك عن قبيصة بن هلب عن ابيه قال رأيت النبي ﷺ واضعا يمينه على
شماله في الصلوة . حدثنا ابن ادريس عن عاصم بن كليب عن ابيه عن وائل
ابن حجر قال رأيت رسول الله ﷺ حين كبر أخذ بشماله بيمينه . حدثنا
وكيع عن اسماعيل بن ابي خالد عن الاعمش عن مجاهد عن مورق العجلي
عن ابي الدرداء قال من اخلاق النبيين وضع اليمين على الشمال في الصلوة .
حدثنا وكيع عن يوسف بن ميمون عن الحسن قال قال رسول الله ﷺ كأني
أنظر الى أحبار بني اسرائيل واضعي أيمانهم على شمائلهم في الصلوة . حدثنا
وكيع عن موسى بن عمير عن علقمة بن وائل بن حجر عن ابيه قال رأيت
النبي ﷺ وضع يمينه على شماله في الصلوة . حدثنا وكيع عن ربيع عن
ابي معشر عن ابراهيم قال يضع يمينه على شماله في الصلوة تحت السرة .
حدثنا وكيع قال حدثنا عبد السلام بن شداد الجريري ابو طالوت قال ثنا غزوان
ابن جرير الضبي عن أبيه قال كان علي اذا قام في الصلوة وضع يمينه على
رسغ يساره ولا يزال كذلك حتى يركع متى ما ركع الا ان يصلح ثوبه

মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ (১/৩৯০), আবুল কালাম আযাদ একাডেমি হিন্দুস্তান হতে মুদ্রিত (১৩৮৬ হি.)।

www.boimate.com

দ্বিতীয় নুসখা : মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ, দারুস সালাফ মুম্বাই হতে মুদ্রিত, হিন্দুস্তান, (১৩৯৯ হি.)

الكتاب المصنف

فى

الأحاديث والآثار

للامام الحافظ عبد الله بن محمد بن أبى شيبة ابراهيم بن عثمان
ابى بكر بن أبى شيبة الكوفى العبسى
المتوفى سنة ٢٣٥هج

الجزء الأول

حققه وصححه
الاستاذ عبد الخالق الافغانى

واهتم بطباعته ونشره
مختار احمد الندوى السلفى

الدار السلفية
حامد بلدنك ، مومن پوره
بمبئ ١١٠٠٤ (الهند)

الطبعة الثانية
١٣٩٩هج - ١٩٧٩م

www.boimate.com

وضع اليمين على الشمال

حدثنا ابو بكر قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا معاوية بن صالح
قال حدثني يونس بن سيف العنسي عن الحارث بن غطيف أو غطيف بن الحارث
الكندي شك معاوية قال مهما رأيت نسيت لم أنس انى رأيت رسول الله ﷺ
وضع يده اليمنى على اليسرى يعني في الصلوة. حدثنا وكيع عن سفيان
عن سماك عن قبيصة بن هلب عن ابيه قال رأيت النبي ﷺ واضعا يمينه على
شماله في الصلوة. حدثنا ابن ادريس عن عاصم بن كليب عن ابيه عن وائل
ابن حجر قال رأيت رسول الله ﷺ حين كبر أخذ بشماله بيمينه. حدثنا
وكيع عن اسماعيل بن ابي خالد عن الاعمش عن مجاهد عن مورق العجلي
عن ابي الدرداء قال من اخلاق النبيين وضع اليمين على الشمال في الصلوة.
حدثنا وكيع عن يوسف بن ميمون عن الحسن قال قال رسول الله ﷺ كأني
انظر الى احبار بني اسرائيل واضعي أيمانهم على شمائلهم في الصلوة. حدثنا
وكيع عن موسى بن عمير عن علقمة بن وائل بن حجر عن ابيه قال رأيت
النبي ﷺ وضع يمينه على شماله في الصلوة. حدثنا وكيع عن ربيع عن
ابي معشر عن ابراهيم قال يضع يمينه على شماله في الصلوة تحت السرة.
حدثنا وكيع قال حدثنا عبد السلام بن شداد الجريري ابو طالوت قال نا غزوان
ابن جرير الضبي عن أبيه قال كان علي اذا قام في الصلوة وضع يمينه على
رسغ يساره ولا يزال كذلك حتى يركع متى ما ركع الا أن يصلح ثوبه
او يحك جسده. حدثنا وكيع قال حدثنا يزيد بن زياد عن ابي الجعد عن
عاصم الجحدري عن عقبة بن ظهير عن علي في قوله فصل لربك وانحر قال
وضع اليمين على الشمال في الصلوة. حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا
الحجاج

মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ (১/৩৯০), দারুস সালাফ মুম্বাই হতে মুদ্রিত, হিন্দুস্তান, (১৩৯৯ হি.)।

www.boimate.com

তৃতীয় নুসখা : মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ, তাহকীক : হাবীবুর রহমান আযামী হানাফী, মাকতাবা ইমদাদিয়া, মক্কা মুকার্রমা হতে মুদ্রিত, (১৪০৩ হি.)।

المصنف

للإمام الكبير الحافظ الثقة الثبت

عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان ... ابن أبي شيبة

رحمه الله تعالى المتوفى ٢٣٥ هـ

حبيب الرحمن الأعظمي

المكتبة الإمدادية ... مكة المكرمة

المملكة العربية السعودية

মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ (২/৩৫১), তাহকীক : হাবীবুর রহমান আযামী হানাফী, মাকতাবা ইমদাদিয়া, মক্কা মুকার্রমা হতে মুদ্রিত, (১৪০৩ হি.)।

www.boimate.com

٣٩٠٤ - حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الأعمش عن مجاهد عن مورق عن أبي الدرداء قال : من أخلاق النبيين وضع اليمين على الشمال في الصلاة .

٣٩٠٥ - حدثنا وكيع عن يوسف بن ميمون عن الحسن قال : قال رسول الله ﷺ : كأني أنظر إلى أحبار بني إسرائيل واضعي أيمانهم على شمائلهم في الصلاة .

٣٩٠٦ - حدثنا وكيع عن موسى بن عمير عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه قال : رأيت النبي ﷺ وضع يمينه على شماله في الصلاة .

[٣٩٠٧[١] - حدثنا وكيع عن ربيع عن أبي معشر عن إبراهيم قال: يضع يمينه على شماله في الصلاة تحت السرة] .

٣٩٠٨ - حدثنا وكيع قال : حدثنا عبدالسلام بن شداد الجريري[٢] بوطالوت عن غزوان بن جرير الضبي عن أبيه قال : كان عليٌّ إذا قام في لصلاة وضع يمينه على رسغه ، ولايزال كذلك حتى يركع متى ماركع ، إلا ن يصلح ثوبه أو يحك جسده .

٣٩٠٩ - حدثنا وكيع قال : حدثنا يزيد بن زياد عن[٣] أبي الجعد عن عاصم الجحدري عن عقبة بن ظهير عن علي في قوله : ﴿فصلِّ لربك وانحر﴾ قال : وضع اليمين على الشمال في الصلاة .

---

(١) سقط من الأصل إلا آخره مدرجا فيما نرى . واستدركه من ب والمطبوعة منها .

(٢) كذا في الأصول ، ونسب في التهذيب جده لا أبيه وإن بعث بالمهري .

(٣) كذا في الأصول كلها ، ولعل الصواب (بن) لأن جده أبو الجعد ولا يروى عنه إنما يروى عن ابن أبي الجعد (مش) .

www.boimate.com

চতুর্থ নুসখা : মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ, তাহকীক : কামাল ইউসুফ হূত, দারুত তাজ হতে মুদ্রিত, বৈরূত (১৪০৯ হি.)।

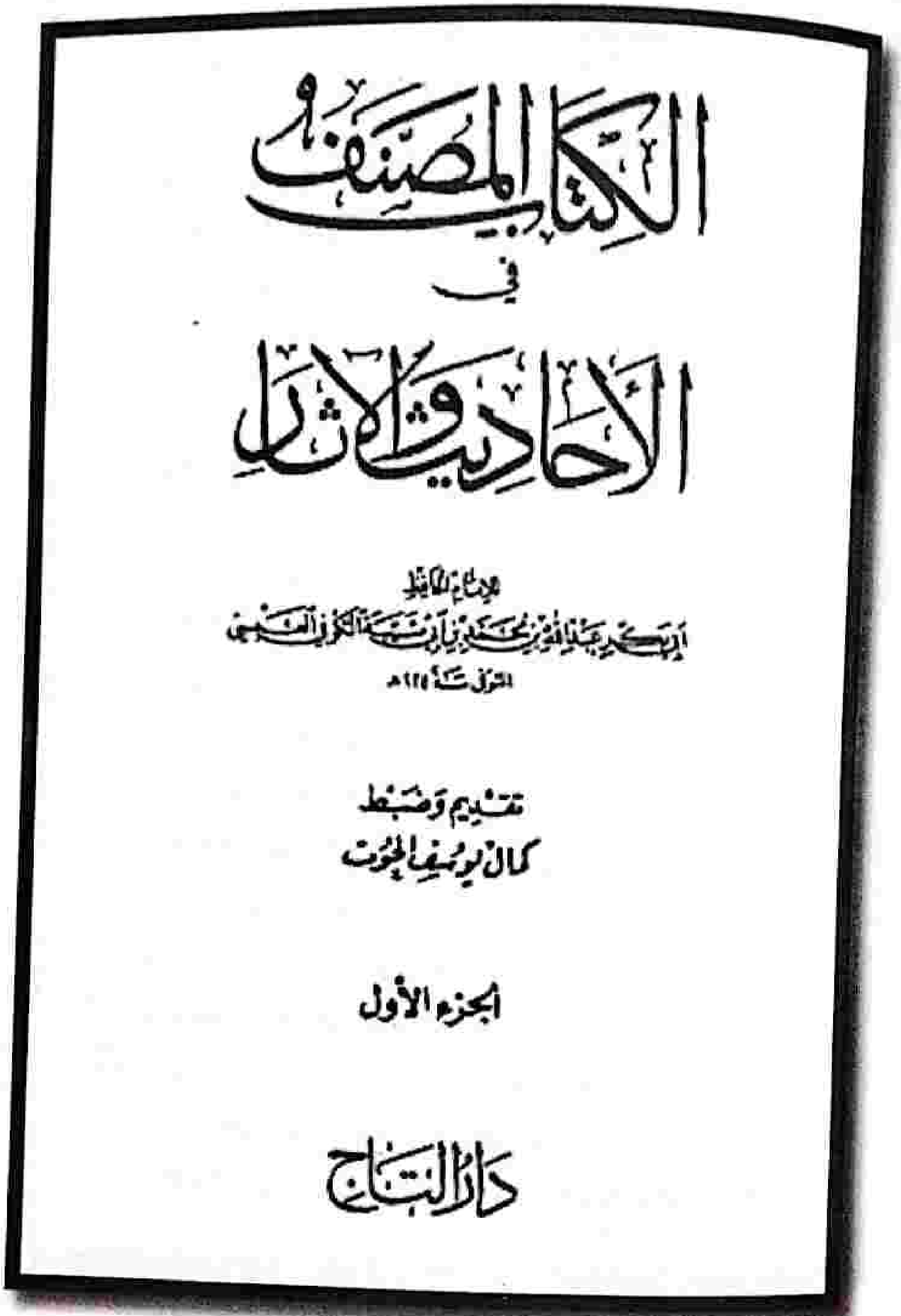
الكتاب المصنف
في
الأحاديث والآثار

للإمام الحافظ
أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي العبسي
المتوفى سنة ٢٣٥ هـ

تقديم وضبط
كمال يوسف الحوت

الجزء الأول

دار التاج

www.boimate.com

٢٩٣٧ - حدثنا وكيع عن يوسف بن ميمون عن الحسن قال: قال رسول الله ﷺ كأني أنظر إلى أحبار بني إسرائيل واضعي أيمانهم على شمائلهم في الصلاة.

٢٩٣٨ - حدثنا وكيع عن موسى بن عمير عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه قال رأيت النبي ﷺ وضع يمينه على شماله في الصلاة.

٢٩٣٩ - حدثنا وكيع عن ربيع عن أبي معشر عن إبراهيم قال يضع يمينه على شماله في الصلاة تحت السرة.

٢٩٤٠ - حدثنا وكيع قال حدثنا عبد السلام بن شداد الجريري أبو طالوت قال نا غزوان بن جرير الضبي عن أبيه قال كان علي إذا قام في الصلاة وضع يمينه على رسغ يساره ولا يزال كذلك حتى يركع متى ما ركع إلا أن يصلح ثوبه أو يحك جسده.

٢٩٤١ - حدثنا وكيع قال حدثنا يزيد بن [أبي] زياد عن أبي الجعد عن عاصم الجحدري عن عقبة بن ظهير عن علي في قوله ﴿فصل لربك وانحر﴾[1] قال وضع اليمين على الشمال في الصلاة.

٢٩٤٢ - حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الحجاج بن حسان قال سمعت أبا مجلز أو سألته قال قلت: كيف يصنع قال يضع باطن كف يمينه على ظاهر كف شماله ويجعلها أسفل من السرة.

٢٩٤٣ - حدثنا يزيد قال أخبرنا الحجاج بن أبي زينب قال حدثني أبو عثمان أن النبي ﷺ مر برجل يصلي وقد وضع شماله على يمينه فأخذ النبي ﷺ يمينه فوضعها على شماله.

٢٩٤٤ - حدثنا جرير عن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم قال لا بأس أن يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة.

٢٩٤٥ - حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن زياد بن زيد السوائي عن أبي جحيفة عن علي قال من سنة الصلاة وضع الأيدي على الأيدي تحت السرر.

٢٩٤٦ - حدثنا يحيى بن سعيد عن ثور عن خالد بن معدان عن أبي زياد مولى آل دراج ما رأيت فنسيت فإني لم أنس أبا بكر كان إذا قام في الصلاة قال هكذا فوضع اليمنى على اليسرى.

٢٩٤٧ - حدثنا أبو معاوية حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد أنه كان يكره أن يضع اليمنى على الشمال يقول على كفه أو على الرسغ ويقول فوق ذلك ويقول أهل الكتاب يفعلونه.

٢٩٤٨ - حدثنا عبد الأعلى عن المستمر بن الريان عن أبي الجوزاء أنه كان يأمر أصحابه أن يضع أحدهم يده اليمنى على اليسرى وهو يصلي.

---

(١) سورة الكوثر الآية (٢).

٣٤٣

মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ (১/৩৩৪), তাহকীক : কামাল ইউসুফ হূত, দারুত তাজ হতে মুদ্রিত, বৈরূত (১৪০৯ হি.)।

www.boimate.com

পঞ্চম নুসখা : মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ, তাহকীক : সাঈদ আল-লাহ্হাম, দারুল ফিকর হতে মুদ্রিত, বৈরূত (১৪০৯ হি.)।

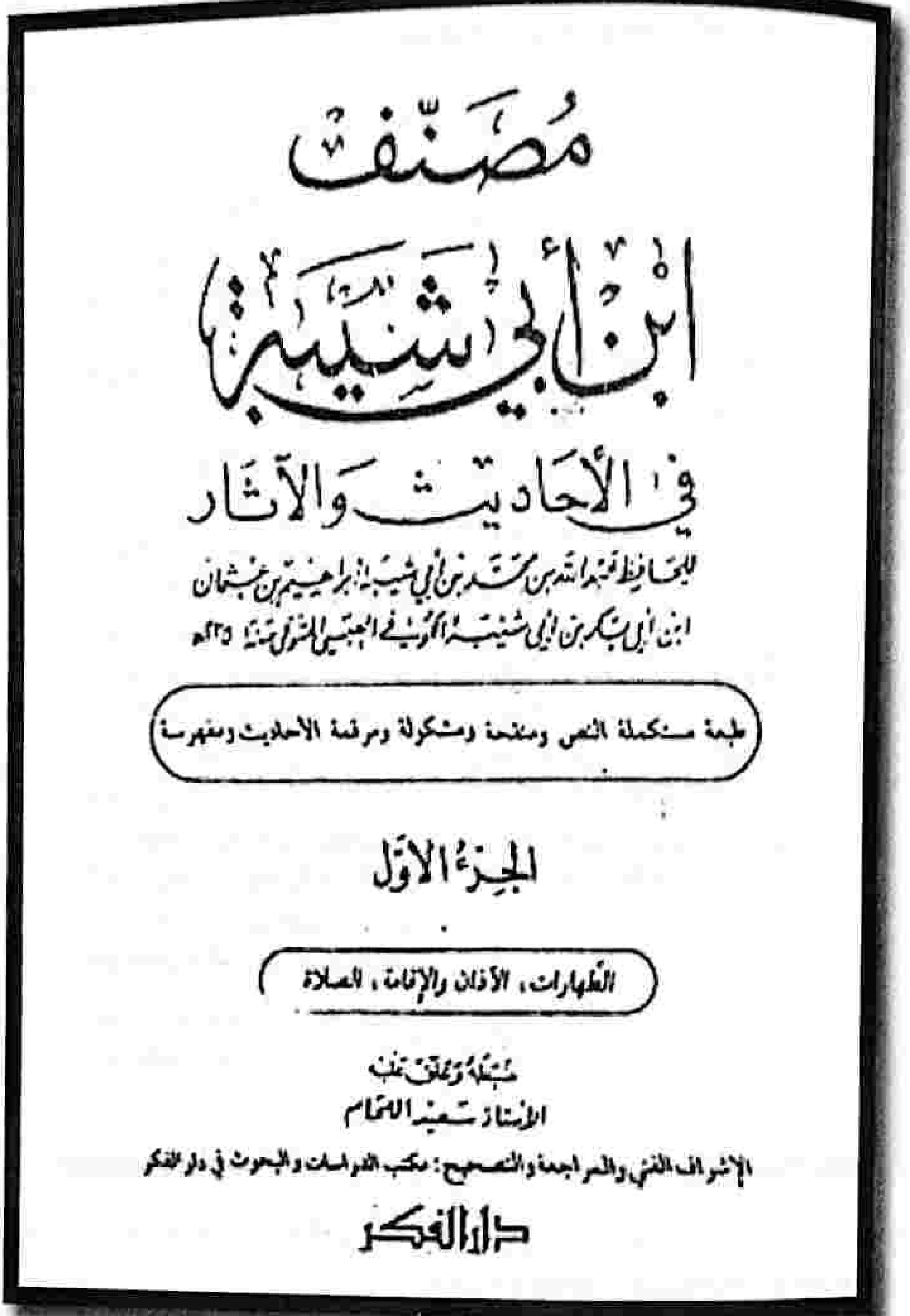

مُصَنَّف

ابْنِ أَبِي شَيْبَة

في الأحاديث والآثار

للحافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان
ابن أبي بكر بن أبي شيبة الكوفي العبسي المتوفى سنة ٢٣٥ هـ

طبعة مستكملة النص ومنقحة ومشكولة ومرقمة الأحاديث ومفهرسة

الجزء الأول

الطهارات، الأذان والإقامة، الصلاة

ضبطه وعلق عليه
الأستاذ سعيد اللحام

الإشراف الفني والمراجعة والتصحيح: مكتب الدراسات والبحوث في دار الفكر

دار الفكر

www.boimate.com

٤٠٢ .... كتاب الصلاة - وكتبنا القبر لعشبان - وضع اليمين على الشمال

(٤) حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الأعمش عن مجاهد عن مورّق العجلي عن أبي الدرداء قال: من أخلاق النبيين وضع اليمين على الشمال في الصلاة.

(٥) حدثنا وكيع عن يوسف بن ميمون عن الحسن قال: قال رسول الله ﷺ: كأني أنظر إلى أحبار بني إسرائيل واضعي أيمانهم على شمائلهم في الصلاة.

(٦) حدثنا وكيع عن موسى بن عمير عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه قال: رأيت النبي ﷺ وضع يمينه على شماله في الصلاة.

(٧) حدثنا وكيع عن ربيع عن أبي معشر عن إبراهيم قال: يضع يمينه على شماله في الصلاة تحت السرة.

(٨) حدثنا وكيع قال: حدثنا عبد السلام بن شداد الجريري أبو طالوت قال: ثنا غزوان بن جرير الضبي عن أبيه قال: كان علي إذا قام في الصلاة وضع يمينه على رسغ يساره ولا يزال كذلك حتى يركع متى ما ركع إلا أن يصلح ثوبه أو يحك جسده.

(٩) حدثنا وكيع قال: حدثنا يزيد بن زياد عن أبي الجعد عن عاصم الجحدري عن عقبة بن ظهير عن علي في قوله ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ قال: وضع اليمين على الشمال في الصلاة.

(١٠) حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حجاج بن حسان قال: سمعت أبا مجلز أو سألته قال، قلت كيف يضع؟ قال: يضع باطن كف يمينه على ظاهر كف شماله ويجعلها أسفل من السرة.

(١١) حدثنا يزيد قال: أخبرنا الحجاج بن أبي زينب قال: حدثني أبو عثمان أن النبي ﷺ مر برجل يصلي وقد وضع شماله على يمينه فأخذ النبي ﷺ يمينه فوضعها على شماله.

(١٢) حدثنا جرير عن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم قال: لا بأس بأن يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة.

(١٣) حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن زياد بن زيد السوائي عن أبي جحيفة عن علي قال: من سنة الصلاة وضع الأيدي على الأيدي تحت السرر.

(١٤) حدثنا يحيى بن سعيد عن ثور عن خالد بن معدان عن أبي زياد مولى آل دراج ما رأيت فنسيت فإني لم أنس أن أبا بكر كان إذا قام في الصلاة قال هكذا فوضع اليمنى على اليسرى.

মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ, তাহকীক : সাঈদ আল-লাহ্হাম, দারুল ফিকর হতে মুদ্রিত, বৈরূত (১৪০৯ হি.)।

www.boimate.com

ষষ্ঠ নুসখা : মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ, তাহকীক : মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম শাহীন, দারুল কুতুব ইলমিয়া হতে মুদ্রিত, বৈরূত (১৪১৬ হি.)।

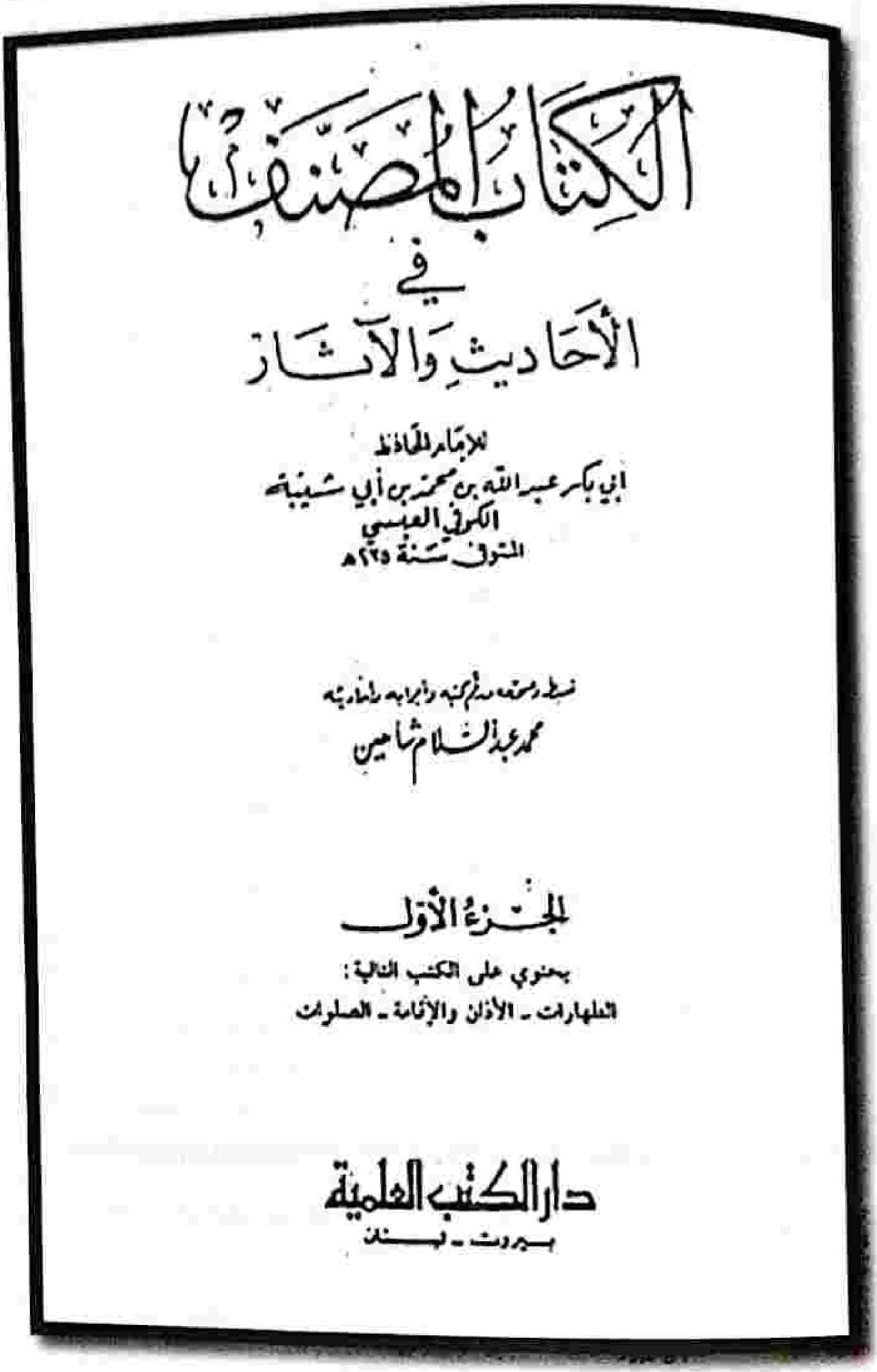

الكتاب المصنف
في
الأحاديث والآثار

للإمام الحافظ
أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة
الكوفي العبسي
المتوفى سنة ٢٣٥هـ

ضبطه وصححه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه
محمد عبد السلام شاهين

الجزء الأول
يحتوي على الكتب التالية:
الطهارات - الأذان والإقامة - الصلوات

دار الكتب العلمية
بيروت - لبنان

www.boimate.com

لا يصلي ركعتي الفجر في السفر.

٣٩٢٩ ــ حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه عن عائشة قالت: قلّ ما لم يدع ... سجدة ولا ... يومًا في سفر ولا حضر صحة ولا شغلا، تعني النبي ﷺ ركعتان قبل الفجر.

٣٩٣٠ ــ حدثنا هشيم قال أخبرنا حصين قال سمعت عمرو بن ميمون الأودي يقول: كانوا لا يكرهون أربعًا قبل الظهر وركعتين قبل الفجر على كل حال.

٣٩٣١ ــ حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن جابر عن أبي جعفر قال: كان رسول الله ﷺ لا يدع ركعتين بعد المغرب والركعتين قبل الفجر في حضر ولا سفر.

٣٩٣٢ ــ حدثنا هشيم قال أخبرنا ابن عون عن مجاهد قال سألت أكان ابن عمر يصلي ركعتي الفجر قال: ما رأيته يترك شيئا في سفر ولا حضر.

(١٦٥) وضع اليمين على الشمال

٣٩٣٣ ــ حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب قال: حدثنا معاوية بن صالح قال حدثني يونس بن سيف العنسي عن الحارث بن غطيف أو غطيف بن الحارث الكندي شك معاوية قال: مهما رأيت نسيت لم أنس أني رأيت رسول الله ﷺ وضع يده اليمنى على اليسرى يعني في الصلاة.

٣٩٣٤ ــ حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال: رأيت النبي ﷺ واضعا يمينه على شماله في الصلاة.

٣٩٣٥ ــ حدثنا ابن إدريس عن عاصم بن كليب عن وائل بن حجر قال: رأيت رسول الله ﷺ حين كبر أخذ شماله بيمينه.

٣٩٣٦ ــ حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الأعمش عن مجاهد عن مورق العجلي عن أبي الدرداء قال: من أخلاق النبيين وضع اليمين على الشمال في الصلاة.

٣٩٣٧ ــ حدثنا وكيع عن يوسف بن ميمون عن الحسن قال: قال رسول الله ﷺ: كأني أنظر إلى أحبار بني إسرائيل واضعي أيمانهم على شمائلهم في الصلاة.

٣٩٣٨ ــ حدثنا وكيع عن موسى بن عمير عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه قال: رأيت النبي ﷺ وضع يمينه على شماله في الصلاة.

٣٩٣٩ ــ حدثنا وكيع عن ربيع عن أبي معشر عن إبراهيم قال: يضع يمينه على شماله في الصلاة تحت السرة.

মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ, তাহকীক : মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম শাহীন, দারুল কুতুব ইলমিয়া হতে মুদ্রিত, বৈরুত (১৪১৬ হি.)।

www.boimate.com

সপ্তম নুসখা : মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ, তাহকীক : হামদ আল-জুমআ এবং মুহাম্মাদ লুহাইদান, মাকতাবাতুর রুশদ হতে মুদ্রিত, রিয়াদ (১৪২৫ হি.)।

المصنف

للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم
ابن أبي شيبة
١٥٩ - ٢٣٥هـ

تقديم
فضيلة الشيخ د. سعد بن عبد الله آل حميد

تحقيق
حمد بن عبد الله الجمعة   محمد بن إبراهيم اللحيدان

الجزء الثاني
الصلاة/١
٥٦٢٤ - ٢١٣٠

مكتبة الرشد
ناشرون

www.boimate.com

٣٩٥٣- حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الأعمش عن مجاهد عن مُوَرِّق (العِجْلي)[1] عن أبي الدرداء قال: «من أخلاق النبيين وضع اليمين على الشمال في الصلاة».

٣٩٥٤- حدثنا وكيع عن يوسف بن ميمون عن الحسن قال: قال رسول الله ﷺ: «كأني أنظر إلى أحبار بني إسرائيل واضعي أيمانهم على شمائلهم في الصلاة».

٣٩٥٥- حدثنا وكيع عن موسى بن عُمير عن علقمة بن[2] وائل بن حُجْر عن أبيه قال: رأيت النبي ﷺ وضع يمينه على شماله في الصلاة[3].

٣٩٥٦- (حدثنا وكيع عن ربيع عن أبي معشر عن إبراهيم قال: «يضع يمينه على شماله في الصلاة)[4] تحت السُّرَّة».

٣٩٥٧- حدثنا وكيع قال: حدثنا عبدالسلام بن شداد الجُرَيري[5] أبو طالوت عن[6] غزوان بن جرير الضبي عن أبيه قال: «كان عليٌّ إذا قام في الصلاة وضع يمينه على رُسْغه[7] فلا يزال كذلك حتى يركع متى ما ركع، إلا أن يصلح ثوبه أو يحكّ جسده».

---

(١) سقطت من (ج) و(م) و(ك).
(٢) في (ج): «علقمة عن وائل ...» وهو خطأ.
(٣) في (م): «شماله في الصلاة تحت السرة» ولعله سبق نظره إلى الأثر الذي بعده فكتب منه: «تحت السرة».
(٤) سقط ما بين القوسين من (ج).
(٥) في (ط س) و(م): «الحريري» والضبط من حاشية «الإكمال» (٢/٢٠٨)، و«الجرح» (٦/٤٥).
(٦) في (ط س): «قال: نا غزوان».
(٧) في (ط س): «رسغ يساره» والرسغ من الإنسان: مفصل ما بين الكف والساعد والقدم إلى الساق «المصباح» (٢٢٦).

٣٣٤

মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ (২/৩৩৪), তাহকীক : হামদ আল-জুমআ এবং মুহাম্মাদ লুহাইদান, মাকতাবাতুর রুশদ হতে মুদ্রিত, রিয়াদ (১৪২৫ হি.)।

Salate hath badha-17

www.boimate.com

অষ্টম নুসখা : মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ, তাহকীক : উসামা বিন ইবরাহীম, দারুল ফারূক হতে মুদ্রিত, মিসর (১৪২৯ হি.)।

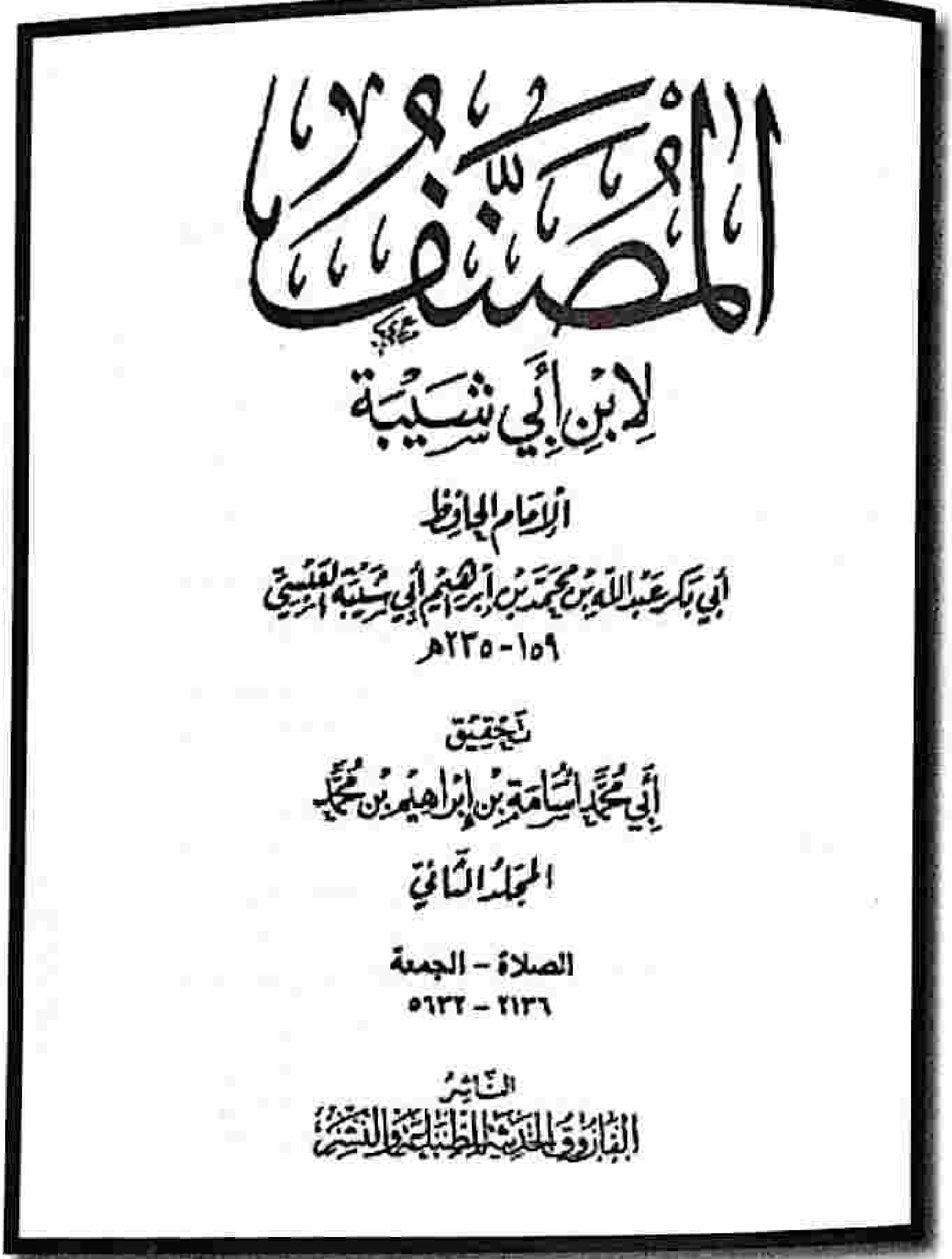

المصنف

لابن أبي شيبة

الإمام الحافظ

أبي بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم أبي شيبة العبسي

١٥٩ - ٢٣٥هـ

تحقيق

أبي محمد أسامة بن إبراهيم بن محمد

المجلد الثاني

الصلاة - الجمعة

٢١٣٦ - ٥٦٣٢

الناشر

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

www.boimate.com

٣٩٦١- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَحْبَارِ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَاضِعِي أَيْمَانِهِمْ عَلَى شَمَائِلِهِمْ فِي الصَّلَاةِ»[1].

٣٩٦٢- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ[2].

٣٩٦٣- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ رَبِيعٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: يَضَعُ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ.

٣٩٦٤- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ شَدَّادٍ [الجريري][3] أَبُو طَالُوتَ، عن[4] غزوان بن جرير الضبي، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى [رُسْغِهِ فَلَا][5] يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يَرْكَعَ مَتَى مَا رَكَعَ إِلَّا أَنْ يُصْلِحَ ثَوْبَهُ أَوْ يَحُكَّ جَسَدَهُ[6].

٣٩٦٥- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ، [بْنِ][7] أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ عَاصِمٍ الْجَحْدَرِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ ظُهَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ فِي قَوْلِهِ: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ①﴾، قَالَ: وَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ[8].

---

(١) هذا مرسل، ومراسيل الحسن من أضعف المراسيل، وفي إسناده أيضًا يوسف بن ميمون وهو ضعيف.

(٢) إسناده مرسل. علقمة بن وائل لم يسمع من أبيه.

(٣) وقع في الأصول، والمطبوع بالحاء المهملة، وما أثبتناه هو الموافق لترجمته في الجرح: (٦/٤٥).

(٤) كذا في الأصول، ووقع في المطبوع: (قال نا).

(٥) كذا في الأصول، ووقع في المطبوع: (رسغ يساره ولا).

(٦) في إسناده جرير الضبي، وهو مجهول لا يعرف، وابنه حاله قريبًا منه .

(٧) كذا في الأصول، ووقع في المطبوع، و(د): (عن) خطأ، أنظر ترجمة يزيد بن زياد بن أبي الجعد من «التهذيب».

(٨) هذا الحديث قال أبو حاتم عنه: اختلف حماد بن سلمة ويزيد بن زياد بن أبي الجعد فيه

মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্, তাহকীক : উসামা বিন ইবরাহীম, দারুল ফারূক হতে মুদ্রিত, মিসর (১৪২৯ হি.)।

নবম নুসখা : মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ, তাহকীক : সাদ বিন নাসির আশ-শাতরী, দারু কুনূযি ইশবীলিয়া, রিয়াদ (১৪৩৬ হি.)।

المصنف لابن أبي شيبة

الإمام أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي
ولد سنة ١٥٩ هـ - وتوفي سنة ٢٣٥ هـ

تقديم معالي الشيخ
ناصر بن عبد العزيز أبو حبيب الشثري

تحقيق
أ. د. سعد بن ناصر بن عبد العزيز أبو حبيب الشثري

المجلد الثالث
كتاب الصلوات، (سجود السهو والعمل في الصلاة)
(٢٣٩٩ - ٤٧٩٨)

دار كنوز إشبيليا

www.boimate.com

٣٩٦١- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَحْبَارِ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَاضِعِي أَيْمَانِهِمْ عَلَى شَمَائِلِهِمْ فِي الصَّلَاةِ»[١].

٣٩٦٢- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ[٢].

٣٩٦٣- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ رَبِيعٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: يَضَعُ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ.

٣٩٦٤- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ شَدَّادٍ [الجريري][٣] أَبُو طَالُوتَ، عن[٤] غزوان بن جرير الضبي، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى [رُسْغِهِ فلا][٥] يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يَرْكَعَ مَتَى مَا رَكَعَ إِلَّا أَنْ يُصْلِحَ ثَوْبَهُ أَوْ يَحُكَّ جَسَدَهُ[٦].

٣٩٦٥- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زِيَادِ، [بْنِ][٧] أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ عَاصِمٍ الْجَحْدَرِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ ظُهَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ فِي قَوْلِهِ: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۝﴾، قَالَ: وَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ[٨].

---

(١) هذا مرسل، ومراسيل الحسن من أضعف المراسيل، وفي إسناده أيضًا يوسف بن ميمون وهو ضعيف.

(٢) إسناده مرسل. علقمة بن وائل لم يسمع من أبيه.

(٣) وقع في الأصول، والمطبوع بالحاء المهملة، وما أثبتناه هو الموافق لترجمته في الجرح: (٦/ ٤٥).

(٤) كذا في الأصول، ووقع في المطبوع: (قال نا).

(٥) كذا في الأصول، ووقع في المطبوع: (رسغ يساره ولا).

(٦) في إسناده جرير الضبي، وهو مجهول لا يعرف، وابنه حاله قريبًا منه .

(٧) كذا في الأصول، ووقع في المطبوع، و(د): (عن) خطأ، أنظر ترجمة يزيد بن زياد بن أبي الجعد من «التهذيب».

(٨) هذا الحديث قال أبو حاتم عنه: أختلف حماد بن سلمة ويزيد بن زياد بن أبي الجعد فيه

মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ (৩/৩৬৪), তাহকীক : সাদ বিন নাসির আশ-শাতরী, দারু কুনূযি ইশবীলিয়া, রিয়াদ (১৪৩৬ হি.)।

www.boimate.com

পাঠক! লক্ষ্য করুন! দুনিয়াব্যাপী হকপ্রিয় মুহাক্কিকগণ মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ গ্রন্থের তাহকীক করছেন ও প্রকাশ করছেন। কিন্তু তারা কেউই আলোচ্য হাদীসটির 'নিচে নাভীর' নিচে অংশটুকু যোগ করেননি। এমনকি তাদের মধ্য হতে কিছু মুদ্রিত নুসখা হানাফী আলেমরাই প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এতেও 'নাভীর নিচে' বর্ধিতাংশটুকু নেই।

শুধু মুদ্রিত গ্রন্থাবলী-ই নয়। বরং পান্ডুলিপিতেও সাঁড়াশী অভিযান চালান। পুরো দুনিয়াতে এ গ্রন্থটি সহজলভ্য। আর সমগ্র দুনিয়াব্যাপী এর নির্ভরযোগ্য পান্ডুলিপিও বিদ্যমান। কিন্তু এর কোন নির্ভরযোগ্য পান্ডুলিপিতে আলোচ্য হাদীসটির মধ্যে 'নাভীর নিচে'-এর সংযোজন নেই।

কেবল দুটি পান্ডুলিপিতে এ সংযোজন পাওয়া যায়। কিন্তু এ পান্ডুলিপিদ্বয় নির্ভরযোগ্য নয়। এছাড়াও নুসখা কপিকারক ভুলক্রমে এ সংযোজনটি যুক্ত করেন। অন্যান্য সাক্ষ্য ও আলামত যেমনটা দলীল নির্দেশ করছে। যার বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে।

পাঠকবৃন্দ! লক্ষ্য করুন! সমগ্র দুনিয়ায় ইনসাফ প্রিয় মুহাক্কিকগণ মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ গ্রন্থটির তাহকীক করছেন এবং প্রকাশ করছেন। কিন্তু কেউই আলোচ্য হাদীসটির মধ্যে 'নাভীর নিচে' সংযোজন করছেন না। এমনকি এর কতিপয় মুদ্রণ হানাফী প্রকাশরা করেছেন। কিন্তু সেগুলিতেও নাভীর নিচে সংযোজন নেই।

শুধু মুদ্রিত কপিগুলি নয়। বরং পান্ডুলিপিগুলিও ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করুন। সমগ্র বিশ্বে এ গ্রন্থটি ব্যাপক প্রসিদ্ধ। আর পুরো দুনিয়ায় এর নির্ভরযোগ্য পান্ডুলিপিও বিদ্যমান। কিন্তু এর কোন একটি নির্ভরযোগ্য পান্ডুলিপিতেও আলোচ্য হাদীসটির মধ্যে নাভীর নিচে সংযোজন নেই।

শুধু দুটি পান্ডুলিপিতে এই সংযোজন পাওয়া যায়। কিন্তু এ পান্ডুলিপিদ্বয় নির্ভরযোগ্য নয়। উপরন্তু কপিকারক ভুলক্রমে এই সংযোজন করে দিয়েছেন। যেমনটা অন্যান্য সাক্ষ্য ও আলামত এর পক্ষে দলীল প্রদান করছে। যার বিস্তারিত আলোচনা আসছে।

ইমাম ইবনু আব্দুল বার্র রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৪৬৩ হি.)-এর কাছেও মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্র একটি নুসখা ছিল। তিনি এই গ্রন্থটি থেকে অসংখ্য বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। এমনকি আলোচ্য হাদীসটির পর ইবরাহীম নাখঈর

www.boimate.com

যে বর্ণনাটি রয়েছে সেটিও তিনি সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এর পূর্বে তিনি মারফূ হাদীসের কোন-ই উল্লেখ করেননি।[৬১১]

এর দ্বারা প্রতীয়মান হল, এই প্রাচীন নুসখার এ বর্ণনাতেও উক্ত সংযোজন নেই। হানাফীদের নন্দিত আল্লামা ইবনুত তুরকুমানীও (মৃ. ৭৪৫ হি.) মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্‌র কয়েকটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। বরং তিনি হাত বাঁধা সম্পর্কে মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হতেই ইবরাহীম নাখাঈর এই আসারটি নিজের সমর্থনে পেশ করেছেন।[৬১২]

কিন্তু এ আসারটির পূর্বে ওয়ায়েল বিন হুজর রাযিআল্লাহু আনহু-এর হাদীসটি নিজের সমর্থনে তিনি উদ্ধৃত করেননি। যা এ কথাটির দলীল যে, তার সম্মুখে থাকা মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ-এর যে নুসখাটি ছিল তাতেও এ হাদীসের মধ্যে উপরোক্ত সংযোজনটি ছিল না।

আল্লামা মুহাম্মাদ হায়াত সিন্ধী হানাফী (মৃ. ১১৬৩ হি.) রহিমাহুল্লাহও বলেছেন,

في ثبوت زيادة تحت السرة نظر، بل هي غلط، منشأه السهو فإني راجعت نسخةصحيحة للمصنف فرأيت فيها هذا الحديث بهذا السند، وبهذا الألفاظ، إلا أنه ليس فيها تحت السرة-

'নাভীর নিচে শব্দদ্বয় প্রমাণের ক্ষেত্রে আপত্তি রয়েছে। বরং এটি ভুল ও ভ্রমের ফসল। কেননা আমি মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ-এর সহীহ নুসখা দেখেছি। আর তাতে আমি উপরোক্ত বাক্যেই এ হাদীসটি দেখেছি। কিন্তু তাতে আমি [নাভীর নিচে] শব্দাবলী পাই নি'।[৬১৩]

এখানে শায়েখ মুহাম্মাদ হায়াত সিন্ধী স্পষ্টভাবে সহীহ নুসখার বরাত দিয়েছেন যে, এতে এই সংযোজন নেই।

মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী হানাফী রহিমাহুল্লাহও মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ-এর তিনটি পাণ্ডুলিপি দেখেছেন। কিন্তু তিনি তার একটিতেও নাভীর

৬১১. আত-তামহীদ ২০/৭৫।
৬১২. আল-জাওহারুন নাকী ২/৩১।
৬১৩. ফাতহুল গফূর পৃ. ৫২।

www.boimate.com

নিচে সংযোজনটি পান নি। যেমন মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী হানাফী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৩৫৩ হি.) স্বয়ং লিখেছেন, 'কোন আশ্চর্যজনক ব্যাপার নেই যে বিষয়টি অনুরূপই হতে হবে। কেননা আমি মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ-এর তিনটি নুসখা দেখেছি। এ তিনটির মধ্য হতে একটিতেও এই সংযোজন আমি পাই নি'।[৬১৪]

এ ব্যতীত বর্তমান যামানার মুহাক্কিকগণ মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ-এর যে পরিমাণ নির্ভরযোগ্য পাণ্ডুলিপি একত্র করেছেন তার একটির মধ্যেও উক্ত সংযোজন নেই। স্বয়ং আওয়ামা স্বীকার করেছেন যে, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ-এর চারটি নুসখার মধ্যে এই সংযোজন নেই।[৬১৫]

উপরোক্ত সবগুলির নুসখা আমার (লেখকের) কাছে নেই। নতুবা সবগুলি হতে ছবি তুলে দিতাম। তবে এ ব্যাপারে আমি চেষ্টা করে যাচ্ছি। যখুনি আমি নুসখাগুলি হাতে পাব; সাথে সাথে আলোচ্য বিষয়ের পৃষ্ঠার ছবি যুক্ত করে দিব। ইনশাআল্লাহ।

আপাতত একটি নুসখার ছবি আমরা পেশ করছি। এতে আলোচ্য হাদীসটির ভিতরে 'নাভীর নিচে' শব্দটি নেই। লক্ষ্য করুন-

মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ গ্রন্থে বিকৃতি সাধনের ইতিহাস

পূর্বের আলোচনা দ্বারা এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে যে, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ গ্রন্থের কোনও নির্ভরযোগ্য নুসখাতে আলোচ্য হাদীসটির ভিতরে 'নাভীর নিচে' সংযোজন নেই। এজন্য মুহাক্কিগণ স্ব স্ব তাহকীক কৃত নুসখায় এ হাদীসের ভিতরে 'নাভীর নিচে' শব্দটি যোগ করেননি। কিন্তু হানাফীগণ চূড়ান্ত বাড়াবাড়ি ও প্রবৃত্তির অনুসরণের প্রদর্শন করতে গিয়ে এখান (ভারতবর্ষ) হতে যখন মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ প্রকাশ করলেন তখন এ হাদীসের ভিতরে 'নাভীর নিচে' অংশটুকু নিজেদের পক্ষ থেকে বাড়িয়ে যোগ করে এতে বিকৃতি সাধন করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। নিচে এ বিকৃতি সাধনের পুরো ঘটনা অধ্যয়ন করুন-

৬১৪. ফায়যুল বারী ২/২৬৭।
৬১৫. মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ৩/৩২১।

www.boimate.com

বিকৃতসাধনের প্রথম চেষ্টা

সমগ্র দুনিয়ায় সর্ব প্রথম ইদারাতুল কুরআন আল-উলূমিয়া আল-ইসলামিয়া করাচীর হানাফী আলেমগণ এই ঘৃন্যতম বিকৃতি সাধন করেছেন। তারা আদ-দারুস সালাফিয়া মুম্বাইর মুদ্রিত নুসখাটি নিয়েছেন। আর সেটির ফটোকপি নিয়ে নিজেদের উক্ত প্রতিষ্ঠান হতে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু হাদীসটির মধ্যে 'নাভীর নিচে' শব্দটি তারা নিজের পক্ষ হতে জবরদস্তী সংযোজন করেন। অথচ দারুস সালাফিয়া মুম্বাইর নুসখায় এই সংযোজনের কোন নাম-নিশানাও নেই।

'আদ-দারুস সালাফিয়া মুম্বাই'র এই নুসখাটি মূলত ঐ নুসখাটির ফটোকপি ছিল যা সর্বপ্রথম 'আবুল কালাম আযাদ একাডেমি হিন্দুস্তান' হতে ১৩৮৬ হিজরীতে ছাপানো হয়েছিল। এর প্রথম মুদ্রণেও এ হাদীসটির মধ্যে 'নাভীর নিচে' অংশটুকু ছিল না। অথচ প্রথমবার যারা প্রকাশ করেছেন তারাও হানাফী-ই ছিলেন। এ দুটির ফটোকপির ছবি আমরা পূর্বেই পেশ করেছি।[৬১৬]

ছবিটি লক্ষ্য করুন এবং দেখুন যে, এ দুটি মুদ্রণের মধ্যে কোন একটিতেও আলোচ্য হাদীসের অভ্যন্তরে 'নাভীর নিচে' শব্দাবলী নেই।

কিন্তু ইদারাতুল কুরআন ওয়াল-উলূম আল-ইসলামিয়া করাচী-এর কর্নধারেরা এই নুসখাটির কপি সংগ্রহ করে প্রকাশ করেন। আর তারা এ হাদীসের মধ্যে জোর করে 'নাভীর নিচে'-এর সংযোজন করেন। আর তাও আবার মোটা হরফে ও কোনরূপ টিকা-টিপ্পনী ও ব্যাখ্যা ব্যতিরেকেই!!

এ বিকৃতি সাধনের সময় মূল কিতাবের ইবারতের সাথে যে তামাশা করা হয়েছে সেটিও তাদের নুসখায় দেখা যেতে পারে। যেমন যে ইবারতের মধ্যে 'নাভীর নিচে'-এর সংযোজন রয়েছে সেই একই লাইনের শব্দাবলী ও হরফসমূহকে সম্পূর্ণভাবে রেখে দিয়েছেন তারা। কিন্তু এরপরও এর শেষে 'রবী' শব্দটির পর 'আন' শব্দটির জন্য কোন স্থান বাকী থাকে নি। সেজন্য তারা এই 'আন' শব্দটি সামনের ছত্রের শুরুতে রাখার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু এমনটা হওয়া সম্ভব হয় নি। আর এর 'আইন' বর্ণটি পুরোপুরি গায়েব হয়ে যায়। যেমনটা তাদের ছাপানো নুসখার মধ্যে পরিষ্কারভাবে দেখা যেতে পারে।

৬১৬. মূল গ্রন্থে সবগুলি নুসখার ছবি প্রদান করা হয়েছে। আমরা পরবর্তীতে সেগুলি যুক্ত করব ইনশাআল্লাহ। অনুবাদক।

www.boimate.com

নিচে আমরা দুটি লাইনের বিকৃতির আগে ও বিকৃতির পরের ছবি পেশ করছি। পাঠকগণ উভয়ের মাঝে পার্থক্য লক্ষ্য করুন-

পাঠকগণ লক্ষ্য করুন! কীভাবে জেনে-বুঝে হাদীসের মধ্যে বিকৃতি ঘটানো হয়েছে। আর এসবই চুপিচুপি করা হয়েছে। এ সম্পর্কে টিকা বা ভূমিকায় কোন স্পষ্ট বিবরণী প্রদান করা হয় নি যে, এই পরিবর্তনের পেছনে তাদের নিকটে বৈধতার কি দলীল ছিল। সুতরাং চুপচাপ এভাবে পরিবর্তন করাই হল তাদের পক্ষ থেকে বিকৃতি সাধনের দলীল। এই বিকৃত পৃষ্ঠাটির পূর্ণাঙ্গ ছবি সামনে লক্ষ্য করুন-

পাঠকবৃন্দ! খেয়াল করুন যে, অন্য প্রকাশনীর একটি মুদ্রিত গ্রন্থের ফটোকপি নিয়ে সেটি ছাপিয়ে ও চুপচাপ মতনে নিজেদের তরফ থেকে একটি শব্দ যোগ করে দেয়া কতই না নিকৃষ্ট কাজ!!

এই নিকৃষ্ট খেয়ানত সম্পর্কে আহলে হাদীস আলেমদের দৃষ্টি পড়ার সাথে সাথে তারা প্রতিবাদ করেন এবং পুরো ইসলামী বিশ্বকে তারা এ সম্পর্কে সাবধান করেন। যেমন পাকিস্তানের-ই শায়েখ ইরশাদুল হক আসারী হাফিযাহুল্লাহ এ বিষয়ে 'খেদমাতে হাদীস কে পারদে মেঁ তাহরীফে হাদীস' শিরোনামে লিখেছেন। যদ্বারা পুরো দুনিয়ার সামনে তাদের প্রতারণা প্রকাশিত হয়ে যায়।

বিকৃতসাধনের দ্বিতীয় অপচেষ্টা

যখন কোন ভাল মানুষ কোন ভাল কাজের সূচনা করেন তখন অন্যান্য ভাল লোকেরাও সেটির পুণরাবৃত্তি করেন। ঠিক অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি যখন কোন মন্দ পদ্ধতি আবিষ্কার করেন তখন অন্যান্য মন্দ লোকদের জন্য তা আদর্শ হয়ে যায়। যখন ইদারাতুল কুরআনের পরিচালকেরা অন্যদের থেকে মুদ্রিত নুসখা নিয়ে এসে তাতে 'নাভীর নিচে'-এর সংযোজন করল তখন তাদের সমমনা লোকরাও এই নীতি পালন করা শুরু করে।

যেমন পাকিস্তান 'তাইয়েব একাডেমী মুলতান'-এর পরিচালকেরা উস্তাদ সাঈদ আল-লাহ্হামের তাহকীককৃত দারুল ফিকর বৈরূত হতে প্রকাশিত মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ-এর নুসখাটি গ্রহণ করেন। আর সেই নুসখার যে পৃষ্ঠায় ওয়ায়েল বিন হুজর রাযিআল্লাহু আনহু-এর হাদীসটি ছিল তাতে বিকৃতি করতে গিয়ে তার শেষে 'একটি নুসখায় নাভীর নিচে রয়েছে' লিখে দিয়েছেন।

www.boimate.com

তারা বন্ধনীতে এটি লিখেছেন। অথচ উস্তাদ সাঈদ আল-লাহ্হামের মূল নুসখায় 'নাভীর নিচে' শব্দদ্বয় নেই যা দারুল ফিকর হতে মুদ্রিত হয়েছিল। যেমনটা আমরা পূর্বোক্ত পৃষ্ঠাগুলিতে ছবি পেশ করেছি।

কিন্তু লজ্জাহীনতার চূড়ান্তে পৌঁছে গিয়ে তারা অন্যের তাহকীককৃত মুদ্রিত নুসখা নিয়ে তার ফটোকপিতে সেটি গোপন রেখে হাদীসের মধ্যে নিজেদের তরফ হতে বিকৃতি সাধন করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

এই বিকৃত নুসখার ছবি দেখুন-

পাঠকগণ! আপনারা দেখলেন যে, কিভাবে ইদারাতুল কুরআনের পরিচালকদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে গিয়ে তাইয়েব একাডেমী মুলতানও অন্য একটি মুদ্রিত নুসখার সাথে একই চালাকী করলেন। এভাবে তাইয়েব নিজে তো 'নাপাক একাডেমী' প্রমাণিত হল; সাথে সাথে ইদারাতুল কুরআনকেও এই নাপাকী পৌঁছিয়ে দিল।

সহীহ মুসলিমের হাদীস রয়েছে। আল্লাহ্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ-

'যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে কোন উত্তম প্রথা বা কাজের প্রচলন করে সে তার এক কাজের নেকী পাবে। এবং তার পরে যারা তার এ কাজ দেখে তা করবে সে এর বিনিময়েও নেকী পাবে। তবে এতে তাদের নেকী কোন অংশে কমানো হবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে (ইসলামের পরিপন্থী) কোন খারাপ প্রথা বা কাজের প্রচলন করবে, তাকে তার এ কাজের বোঝা (গুনাহ এবং শাস্তি) বহন করতে হবে। তারপর যারা তাকে অনুসরণ করে এ কাজ করবে তাদের সমপরিমাণ বোঝাও তাকে বইতে হবে। তবে এতে তাদের অপরাধ ও শাস্তি কোন অংশেই কমবে না'।[৬১৭]

---

৬১৭. সহীহ মুসলিম হা/১০১৭।

www.boimate.com

বিকৃতি সাধনের তৃতীয় প্রচেষ্টা

গুনাহে জারিয়ার এই সিলসিলা এখানেই শেষ নয়। বরং পাকিস্তানেরই আরেকটি প্রকাশনী 'মাকতাবা ইমদাদিয়া মুলতান'-এর পরিচালকেরাও এ কাজে পরিপূর্ণরূপে সাহায্য করেন। তারাও উস্তাদ সাঈদ আল-লাহহামের তাহকীক কৃত নুসখাটি মুদ্রিত করেন এবং সেখানেও ওয়ায়েল বিন হুজর রাযিআল্লাহু আনহু-এর হাদীসের মধ্যে বন্ধনীতে 'নাভীর নিচে' সংযোজন করেছেন। মজার কথা এই যে, এই প্রকাশনীই যখন প্রথমবার এই গ্রন্থটি প্রকাশ করেন তখন তাতে কোন বিকৃতি ছিল না। কিন্তু যখন ইদারাতুল কুরআন-এর পক্ষ হতে সুন্নাতে সাইয়েআ জারী হল তখন তাঁরাও এর উপর আমল করতে অগ্রসর হলেন। আর নিজের গুনাহকে প্রসার করার সাথে সাথে ইদারাতুল কুরআনকেও এর সাথে শরীক করেন।

এই প্রকাশনীর পূর্বের মুদ্রিত নুসখার ছবি নিম্নরূপ-

বিকৃতসাধনের চতুর্থ প্রচেষ্টা

একদিকে বিকৃতি সাধনের যে ধারাবাহিকতা শুরু হয়েছে; অন্যদিকে ইদারাতুল কুরআনের কর্ণধারেরা -যারা এই বিকৃতি সাধনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন- তারা সমালোচিত হতে থাকে। সবদিক থেকে তাদের উপর ধিক্কার বর্ষণ হতে লাগল। এমনকি তাদের খেয়ানত ও তাহরীফ আরবী ভাষাতেও পেশ করা হল। আর তাদের বিকৃতি সাধনের ষড়যন্ত্রকে উন্মোচন করা হল। এক্ষণে এই বেচারাদের বড়ই অসুবিধার সৃষ্টি হল এবং কোথাও মুখ দেখানোর জো রইল না।

স্বীয় ভাইদের এই করুণ পরিস্থিতি দেখে কাওসারী সম্প্রদায়ের তৃতীয় রুকন মুহাম্মাদ আওয়ামা সাহেবের মন্দ আত্মা (তাকে এ পাপাচারে অগ্রসর হতে) প্ররোচনা দেয়। এরপর তিনি স্বীয় ভাইদের বিকৃতি সাধনকে আরেকধাপ এগিয়ে দিলেন। তিনি চতুর্থবারের মত এ হাদীসে বিকৃতি সাধনের অপচেষ্টা চালালেন।

যেহেতু এর পূর্বে তার ভাইয়েরা অন্যদের মুদ্রিত নুসখা নিয়ে তাতে বিকৃতি সাধন করছিলেন এজন্য তিনি অন্য রাস্তা ধরলেন। আর সেটি এভাবে যে, তিনি মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ-এর নিজের তাহকীককৃত নুসখায় দুটি

www.boimate.com

অনির্ভরযোগ্য নুসখার সাহায্য নিয়ে এই বিকৃতি সাধনের কাজটি সম্পন্ন করলেন।

মূলত মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ গ্রন্থে ইমাম ইবনু আবী শায়বাহ রহিমাহুল্লাহ 'কিতাবুর রদ্দি আলা আবী হানীফা' নামে শিরোনাম রচনা করেছেন। এতে ইমাম ইবনু আবী শায়বাহ রহিমাহুল্লাহ ইমাম আবূ হানীফা কোন কোন হাদীসের বিরোধীতা করেছেন তা উল্লেখ করেছেন। ইমাম ইবনু আবী শায়বাহ রহিমাহুল্লাহ-এর এই রদ্দ মুহাম্মাদ আওয়ামা বরদাশত করতে পারলেন না। ফলে তিনি মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহর নতুন মুদ্রণের বাহানা বানালেন। যার মূল উদ্দেশ্য ছিল ইমাম আবূ হানীফা রহিমাহুল্লাহর জান বাঁচানো। আর এসবের সাথে সাথেই তিনি নিজ হাতেই নাভীর নিচে- বিকৃতি সাধনের খেদমত পেশ করলেন।

যেহেতু হিন্দুস্তানের কিছু হানাফী ধোঁকাবাজীর চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে মুহাম্মাদ আওয়ামা সাহেবের তাহরীফকৃত নুসখা পেশ করে বলেন যে, দেখ দেখ! আরব মুলকে ছাপা হওয়া নুসখাতেও 'নাভীর নিচে' শব্দগুলি বিদ্যমান। এজন্য আমি জরুরী মনে করছি যে, এই নুসখা এবং এর তাহরীফকারী মুহাম্মাদ আওয়ামা সাহেব এবং তার দলের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি পেশ করি। যেন সরল-সোজা জনগণের আওয়ামার ফুঁসলানো ও তার ধোঁকাবাজীতে নিমজ্জিত হবার কোন পথ বাকী না থাকে।

কাওসারী সম্প্রদায়ের পরিচিতি

হিন্দ-পাক উপমহাদেশে একটি বিশেষ দল হাদীস ও মুহাদ্দিসীনদের বিরুদ্ধে ভর্ৎসনার বাজার খুলে রেখেছেন। হাদীসের খেদমতের নামে হাদীস ও মুহাদ্দিসদের উপর তিরস্কার করা তাদের নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসবই ইমাম আবূ হানীফা রহিমাহুল্লাহর প্রতি মজনূন সুলভ ভালবাসা ও ফিকহে হানাফীর ওয়াফাদারীত্বের কারণে হচ্ছে। যেমন বুখারীর ব্যাখ্যা রচনার বাহানায় 'আনওয়ারুল বারী' নামক বইতে হাদীস এবং মুহাদ্দিসদের বিরুদ্ধে যে বিষোদগার প্রচার করা হয়েছে তা এই সম্প্রদায়েরই কাজ।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আল্লামা মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ রঈস নদবী রহিমাহুল্লাহর উপর রহম করুন। যিনি 'আল-লামহাত ইলা মা ফী আনওয়ারিল বারী মিনায

www.boimate.com

যুলুমাত' নামক গ্রন্থ রচনা করে এই বিষময় গ্রন্থের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়েছেন। এবং তিনি এই সম্প্রদায়ের উৎসাহ দমিয়ে দিয়েছেন।

ঠিক অনুরূপভাবে একটি দল আরবের মধ্যেও উজ্জীবিত রয়েছে। তাদের মিশন হল, খেদমতে হাদীসের আড়ালে হাদীস এবং মুহাদ্দিসদের উপর তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করা এবং ফিকহে হানাফীর সাথে নিমক হালালী করা ও ইমাম আবূ হানীফা রহিমাহুল্লাহ্‌র প্রতি পাগলসুলভ ভালবাসার প্রদর্শনী করা। এ সম্প্রদায়ের মধ্যে তিনজনের নাম খুব বেশী প্রসিদ্ধ। তন্মধ্যে একজন হলেন যাহেদ কাওসারী। যিনি এই দলের প্রতিষ্ঠাতা। তাকে কিছু আলেম 'মাজনূনে আবূ হানীফা' উপাধী দিয়েছেন। আর শায়েখ বিন বায রহিমাহুল্লাহ তাকে {المجرم الآثم} 'অপরাধী, পাপাচারী' এবং {الأفاك الأثيم} 'মিথ্যুক ও পাপাচারী' বলেছেন।[৬১৮]

তিনি ইমাম আবূ হানীফা রহিমাহুল্লাহ্‌র ভালবাসায় একদিকে ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ্‌র কিতাব 'মাকামে আবূ হানীফা' স্বীয় ধোঁকাপূর্ণ টিকাসহ প্রকাশ করেছেন; অন্যদিকে মহান মুহাদ্দিস খতীব বাগদাদী রহিমাহুল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে তানীবুল কাওসারী নামক বই রচনা করেছেন। যেখনে হাদীস এবং মুহাদ্দিসদের বিরুদ্ধে ইচ্ছামত অপমানসূলভ কথা ও ভর্ৎসনা করেছেন।

আল্লাহ্‌র ফযল করমে এই বইটির জবাব আমীরুল মুমিনীন ফিল-জারহি ওয়াত-তাদীল খ্যাত আসমাউর রিজালের ফকীহ আল্লামা ও মুহাদ্দিস আব্দুর রহমান বিন ইয়াহ্‌ইয়া আল-ইয়ামানী আল-মুআল্লিমী রহিমাহুল্লাহ প্রদান করেছেন। যা আত-তানকীল বিমা ফী তানীবিল কাওসারী মিনাল আবাতীল' নামে শায়েখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ্‌র তাহকীক সহ দুটি খন্ডে মুদ্রিত হয়েছে। এ গ্রন্থটি কেবল যাহেদ কাওসীর জবাব তা কিন্তু নয়। বরং অসংখ্য রাবীর জীবনী, আসমাউর রিজালের পরিচিতি, ইলালের সুক্ষ্ম বিষয়াবলী, জারাহ-তাদীলের উসূল এবং অসংখ্য হাদীস বিষয়ক উপকারী তথ্যের উৎস। এ গ্রন্থটি কাওসারী সম্প্রদায়ের ইমারতকে ভেঙ্গে তছনছ করে রেখেছে।

মনে রাখতে হবে, যাহেদ কাওসারী শিরকী আকীদার ধারক ছিলেন। তিনি গাইরুল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য চাওয়া এবং কবরের উপর গম্বুজ ও মসজিদ বানানোর প্রবক্তা ছিলেন। ইমাম ও মুহাদ্দিসদের শানে তিনি চরম বেআদবী

৬১৮. বারাআতু আহলিস সুন্নাহ পৃ. ৩।

www.boimate.com

করেছেন। এমনকি তিনি রাসূলের সাহাবী আনাস রাযিআল্লাহু আনহু-কেও ছেড়ে দেন নি। এ সম্পর্কে আরও তথ্য জানতে শায়েখ ইরশাদুল হক আসারী হাফিযাহুল্লাহ্‌র একাধিক প্রবন্ধ মাকালাতে ইরশাদুল হক আসারী-এর মধ্যে অধ্যয়ন করুন।[৬১৯]

এই দলটির দ্বিতীয়জনের নাম হিসেবে আব্দুল ফাত্তাহ আবূ গুদ্দাহের নাম আসবে। ইনি যাহেদ কাওসারীর খাস শাগরেদ। এমনকি কিছু আলেম তাকে 'আল-কাওসারী আস-সাগীর' উপাধীও প্রদান করেছেন।[৬২০]

এই জনাব যাহেদ কাওসারীকে এতটাই ভালবাসতেন যে, তিনি নিজের পুত্রের নাম যাহেদ রেখেছিলেন। আল্লামা আলবানী রহিমাহুল্লাহ আকীদা তাহাবিয়ার তাহকীকের ভূমিকায় তার সম্পর্কে অধ্যয়নযোগ্য কিছু কথা বলেছেন।[৬২১]

যাহেদ কাওসারীর ছাত্র হবার উপর গর্ব করা, নিজের মাশরাবের লোকদের মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসা ও স্তুতি গাওয়া এবং নসের মধ্যে বিকৃতি সাধন করা তার প্রিয় কাজ ছিল।[৬২২]

অনুরূপভাবে এই দলের তৃতীয় রুকন হলেন মুহাম্মাদ আওয়ামা সাহেব। এই জনাব ছোট কাওসারীর সুযোগ্য ছাত্র তো বটেই; সাথে সাথে বড় কাওসারীরও দেওয়ানা ছিলেন। যেমন তিনি তার একাধিক বইতে কাওসারী আযমকে অতীব ভারী ভারী আদব ও উপাধী দ্বারা ভূষিত করেছেন। যেমন তিনি একটি স্থানে লিখেছেন, 'আমাদের শায়েখদের শায়েখ, আল্লামা আল-হুজ্জত শায়েখ মুহাম্মাদ যাহেদ আল-কাওসারী রহিমাহুল্লাহ'।[৬২৩]

তার বইগুলি অধ্যয়নের দ্বারা পরিষ্কারভাবে প্রতীয়মান হয় যে, বড় ও ছোট কাওসারী হতে তিনি পূর্ণরূপে উপকার হাসিল করেছেন। আর ধোঁকা, প্রতারণা, কপটতা, মানুষকে সংশয়ে পতিত করা, বাহানা ও ষড়যন্ত্রের কাজে

৬১৯. আরও দেখুন আল্লামা শায়েখ আব্দুর রাযযাক হামাহ প্রণীত আল-মুকাবালা বাইনাল হুদা ওয়ায-যলাল গ্রন্থটি।
৬২০. তাম্বীহুল আরীব আলা বাগি আখতায়ি তাহরীরি তাকরীবিত তাহযীব পৃ. ১৫৮।
৬২১. মুকাদ্দামা শারহুল আকীদা আত-তাহাবিয়া পৃ. ২১-৬২।
৬২২. তাহরীফুন নুসূস গ্রন্থটি দেখুন।
৬২৩. মুসনাদে ওমর বিন আব্দুল আযীয পৃ. ২৩৫, তাহকীক : আওয়ামাহ।

www.boimate.com

তিনি 'কাওসারী দক্ষতা' উত্তরাধিকারসূত্রে হাসিল করেছেন। সালাফ ও আহলে হাদীসদের দুশমনদেরকে বড় বড় উপাধী দিয়ে ভূষিত করা এবং সালাফী আলেমদেরকে তিরষ্কার-ভর্ৎসনা করা তার অভ্যাস ছিল। বরং সীমাহীনতার উদাহরণ দেখুন যে, একটি স্থানে তিনি আল্লামা আলবানী রহিমাহুল্লাহকে 'জাহেল' পর্যন্ত বলেছেন। যেমন তিনি স্বীয় নিকৃষ্টতম বই 'আসারুল হাদীস'-এ লিখেছেন, 'যার ব্যাপারে এই জাহেল (আলবানী) আল-আয়াতুল বাইয়িনাত গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন'।[৬২৪]

এ বইতে তিনি শুধু আল্লামা আলবানী রহিমাহুল্লাহকেই নয়; বরং আরও কয়েকজন আলেম; এমনকি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের বিরুদ্ধেও বিষোদগার করেছেন।[৬২৫] এজন্য শায়েখ মাশহূর হাসান সালমান তার এই গ্রন্থকে 'ঐ সকল গ্রন্থ যেগুলি পড়তে আলেমগণ সতর্ক করেছেন'-এর তালিকায় ভুক্ত করেছেন।[৬২৬]

শুধু এটাই নয়। বরং আওয়ামা এবং তার উস্তাদ আবূ গুদ্দাহ উভয়েই শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়া রহিমাহুল্লাহ এবং ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ-এর উপরও অপবাদ লেপন করেছেন। যার দাঁতভাঙ্গা জবাব ড. রবী বিন হাদী মাদখালী প্রদান করেছেন।[৬২৭]

এটাই হল আওয়ামা সাহেবের ইলমী নসবনামা। যিনি আলোচ্য হাদীসের মধ্যে 'নাভীর নিচে'-এর সংযোজনে চতুর্থবার অপচেষ্টা করেছেন। আর যার বরাতে সাধারণ জনতাকে ধোঁকা দেয়া হয় যে, আরব হতে প্রকাশিত নুসখাতেও 'নাভীর নিচে' সংযোজন রয়েছে। এক্ষণে আমরা সামনে আওয়ামা সাহেবের বিকৃতির বাস্তবতা স্পষ্ট করব। এর পূর্বে তার নুসখার আলোচ্য হাদীসের পৃষ্ঠার ছবি অধ্যয়ন করুন-

নোট : আওয়ামা সাহেবের নুসখার মধ্যে এ হাদীসটি তিন পৃষ্ঠাব্যাপী ছিল। নিচে তিনটি পৃষ্ঠার সূচনাংশের ছবি প্রদত্ত হল-

৬২৪. আসারুল হাদীস পৃ. ১০২।
৬২৫. আসারুল হাদীস পৃ. ১৩৬-১৩৭।
৬২৬. কুতুবুন হাযযারা মিনহাল উলামা ১/১৬৮।
৬২৭. 'তাকসীমুল হাদীস' গ্রন্থটি পড়ুন।

www.boimate.com

বিকৃতির প্রথম সাহায্য

আওয়ামা সাহেব এ হাদীসের মধ্যে তাহরীফ করার জন্য সর্বপ্রথম এ ছবিটি দিয়েছিলেন-

আওয়ামা সাহেব প্রথম নম্বরে যে পান্ডুলিপির সাহায্য নিয়েছিলেন তা হল শায়েখ আবেদ সিন্ধী হানাফী (মৃ. ১২৫৭ হি.)-এর পান্ডুলিপি। যা একেবারেই অনির্ভরযোগ্য।

মনে রাখতে হবে যে, এই নুসখাটি শায়েখ আবেদ সিন্ধী নিজ হাতে লেখেন নি। বরং অন্যকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছেন। যিনি বেপরোয়াভাবে এ ভুলটি করেছেন। আর এই নুসখাটি পূর্ণাঙ্গরূপে কপি করার পর আসল নুসখার সাথে মিলিয়ে দেখা হয়েছিল নাকি হয় নি? তারও কোন স্পষ্ট বিবরণ নেই। বরং যে আসল নুসখা হতে এ নুসখাটি নকল করা হয়েছিল তাতেও কোন হদিস পাওয়া যায় না। উপরন্তু এই নুসখায় নাসেখ অসংখ্য ভুল করেছেন। অসংখ্য সনদ ও মতনে গড়বড় করেছেন।[৬২৮]

এ কারণগুলির উপর ভিত্তি করে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এ নুসখাটি মোটেও নির্ভরযোগ্য নয়। বরং স্বয়ং আওয়ামা সাহেবই এই পান্ডুলিপির পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন যে, 'এই নুসখাটি ইসতিনাস-এর জন্য। এর উপর নির্ভর করার জন্য নয়'।[৬২৯]

চিন্তা করুন! যখন স্বয়ং আওয়ামা সাহেব এটা ঘোষণা করেছেন যে, এ নুসখাটি নির্ভরযোগ্য নয় তখন জনাব 'নাভীর নিচে'-এর সংযোজন মানার ক্ষেত্রে এর উপর নির্ভর করেন কিভাবে?

শুধুই আওয়ামা নন। বরং তার পূর্বে যতজন মুহাক্কিক মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ-এর তাহকীক করেছেন তারা কেউই এ নুসখাটির উপর নির্ভর করেননি। আর না কেউ এর সাহায্য নিয়ে ওয়ায়েল বিন হুজর রাযিআল্লাহু আনহু-এর হাদীসের মধ্যে 'নাভীর নিচে' অংশটি সংযোজন করেছেন।

—৮—

৬২৮. মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ১/৩৬৮, তাহকীক : হামদ আল-জুমআ এবং মুহাম্মাদ লুহাইদান।

৬২৯. মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ১/২৮, তাহকীক : আওয়ামাহ।

Salate hath badha-18

www.boimate.com

আওয়ামা সাহেবের পূর্বে শায়েখ হামদ বিন আব্দুল্লাহ আল-জুমুআ এবং শায়েখ মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আল-লুহাইদানও মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ-এর তাহকীক করেছেন। আর তারাও এটা প্রকাশ্যে বলেছেন যে, উক্ত নুসখাটি নির্ভরযোগ্য নয়।[৬৩০]

এ নুসখাটির অনির্ভরযোগ্য হবার সাথে সাথে এ বিষয়টির উপরও চিন্তা করুন যে, ওয়ায়েল বিন হুজর রাযিআল্লাহু আনহু-এর মারফূ হাদীসটির অব্যবহিত পরেই ইবরাহীম নাখাঈর আসারটি রয়েছে। মারফূ হাদীস ও আসার উভয়টি একসাথে লক্ষ্য করুন-

- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ **يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ**-

- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ رَبِيعٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يَضَعُ **يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ** تَحْتَ السُّرَّةِ-[৬৩১]

মারফূ ও আসার উভয়ের মধ্যে বোল্ড কৃত অংশটুকু গভীর মনোযোগ সহকারে দেখুন।

মারফূ হাদীসের শেষে {يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ} অংশটি রয়েছে। আর ইবরাহীম নাখাঈর আসারের মধ্যে {تحت السرة} -এর পূর্বে হুবহু একই শব্দাবলী রয়েছে।

এজন্য এটা অসম্ভব নয় যে, মারফূ হাদীসের এই শব্দাবলী লিখতে গিয়ে নুসখা কপিকারকের দৃষ্টি সামনের আসারের মধ্যে বিদ্যমান একই শব্দাবলীর উপর গিয়ে পড়ে। অতঃপর তিনি এখানে এই শব্দাবলীকে মারফূ হাদীসের শব্দসমূহ মনে করে নকল করেছেন। যেহেতু সেখানে 'নাভীর নিচে' ছিল তাই এখানেও সেটি নকল হয়ে গিয়েছে।

---

৬৩০. মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ১/৩৬৮-২৬৯, তাহকীক : হামদ আল-জুমুআহ এবং মুহাম্মাদ লুহাইদান।
৬৩১. মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ১/১৯০।

www.boimate.com

* মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ-এর তাহকীককারী শায়েখ হামদ বিন আব্দুল্লাহ আল-জুমুআ এবং শায়েখ মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীমও একই কথা বলেছেন। এ দুজন মুহাক্কিকই স্বীয় তাহকীককৃত নুসখায় ওয়ায়েল বিন হুজর (রা)-এর এ হাদীসটির টিকায় শায়েখ আবেদের নুসখায় বিদ্যমান 'নাভীর নিচে'-এর সংযোজনের বরাত প্রদান করে সেটিকে খণ্ডন করেছেন। আর তারা একে কাতিবের ভুল আখ্যায়িত করেছেন। তারা বলেছেন, 'শায়েখ আবেদের নুসখায় { شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ } এর সংযোজন রয়েছে। সম্ভবত লেখকের নযর এর পরে থাকা আসারের উপর পড়েছে। আর তিনি তা থেকে 'নাভীর নিচে' নকল করে দিয়েছেন'।[৬৩২]

* এ কথাটিই শায়েখ মুহাম্মাদ হায়াত সিন্ধী হানাফী রহিমাহুল্লাহও বলেছেন। তিনি লিখেছেন,

في ثبوت زيادة تحت السرة نظر، بل هى غلط، منشأه السهو فإني راجعت نسخة صحيحة للمصنف فرأيت فيها هذا الحديث بهذا السند، وبهذا الألفاظ، إلا أنه ليس فيها تحت السرة-

وذكر فيها بعد هذا الحديث أثر النخعي ولفظه قريب من لفظ هذا الحديث، وفي اخره (في الصلاة تحت السرة)-

فلعل بصر الكاتب زاغ من محل إلى آخر، فأدرج لفظ الموقوف في المرفوع-[৬৩৩]

* বরং মজার বিষয় এই যে, অন্যত্র একজন কাতেব হতে এ ধরনের একটি ভুল হয়েছিল। আর সেখানে স্বয়ং আওয়ামা সাহেবও অনুরূপ কথা বলেছিলেন। যেমন একজন কাতেব মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ-এর একটি নুসখার একটি স্থানে অনুরূপ ভুল করেছেন। আর সেখানে আওয়ামা সাহেবও এটাই বলেছেন যে, কাতিবের দৃষ্টিজনিত কারণে এমনটা লেখা হয়েছে। যেমনটা আমরা সামনে আওয়ামা সাহেবের বক্তব্যটি উদ্ধৃত করব।

৬৩২. মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ২/৩৩৪-২৬৯, তাহকীক : হামদ আল-জুমুআহ এবং মুহাম্মাদ লুহাইদান।

৬৩৩. ফাতহুল গফূর পৃ. ৫২, তাহকীক : ড. যিয়াউর রহমান আযামী রহিমাহুল্লাহ। [শায়েখ আসারীর প্রবন্ধটির পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ বইয়ের শেষে যুক্ত করা হয়েছে।-অনুবাদক]।

www.boimate.com

প্রতীয়মান হল, মুহাক্কিকগণ ও আলেমগণ এ নুসখাটিকে নির্ভরযোগ্য মনে করেননি। আর তারা এর উপর নির্ভরও করেননি। শুধু মুহাক্কিক ও আলেমগণই নন; অতীতে যারা কাতিব ছিলেন তারাও শায়েখ আবেদ সিন্ধীর এই নুসখার উপর নির্ভর করেননি। কেননা এ নুসখা হতে নকল করতে গিয়ে অসংখ্য কাতিব নিজের নুসখা বানিয়ে ফেলেছেন।[৬৩৪]

কিন্তু এ লোকেরা এ নুসখা হতে নকল করার পরও তাদের নিজেদের নুসখায় ওয়ায়েল বিন হুজর (রা)-এর মারফূ হাদীসের মধ্যে 'নাভীর নিচে' শব্দাবলী উদ্ধৃত করেননি। বস্তুত এ সকল কাতেবগণ উক্ত নুসখাটিকে ভুল নুসখা-ই মনে করতেন। সম্ভবত একটি নুসখা রয়েছে যার সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, এটা শায়েখ আবেদ সিন্ধীর নুসখা হতেই বর্ণিত হয়েছে। আর তাতে এ সংযোজনটি রয়েছে। সেই নুসখাটি হল মক্কার মুফতী আব্দুল কাদেরের নুসখা।

আওয়ামা সাহেব এ নুসখাটিরও বরাত দিয়েছেন। কিন্তু তিনি তার ছবিও দেননি এবং কোন পরিচিতিও প্রদান করেননি। আসলে এ নুসখাটি আওয়ামা সাহেবের হাতেই আসে নি। বরং 'দিরহামুস সুর্রা'-এর উদ্ধৃতিতে এর বরাত দিয়েছেন। আর এ গ্রন্থেও এ নুসখাটির কোন বিস্তারিত আলোচনা নেই।

শায়েখ ইরশাদুল হক আসারী হাফিযাহুল্লাহ এ ব্যাপারে চমৎকার লিখেছেন।[৬৩৫]

আরয রইল, খুব সম্ভাবনা রয়েছে যে, এ নুসখাটিও শায়েখ আবেদ সিন্ধীর নুসখা হতেই বর্ণিত। এর নাসেখ কোনরূপ বাছ-বিছার ব্যতীতই এ সংযোজনকে হুবহু উদ্ধৃত করেছেন। যদি বাস্তবতা এমনটিই হয়ে থাকে তাহলে এ নুসখাটিরও কোন-ই মূল্য নেই। আর যদি ঘটনা এমন না হয় তাহলে এটি 'মাজহূল নুসখা'। এর নাসেখের কোন কিছু জানা যায় না। এমনকি এ নুসখাটির মূল কোন্‌টি তাও জানা যায় না। মূল নুসখার সাথে মিলিয়ে এটা কপি করা হয়েছে কি না সেটারও কোন তথ্য পাওয়া যায় না। এ সকল কারণে শায়েখ আবেদ সিন্ধীর নুসখার যে অবস্থা এ নুসখাটিরও সেই একই অবস্থা। অর্থাৎ উভয় নুসখাটিই অনির্ভরযোগ্য ও গণনার অযোগ্য।

৬৩৪. মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ১/৩৬৯, তাহকীক : হামদ আল-জুমুআহ এবং মুহাম্মাদ লুহাইদান।

www.boimate.com

বিকৃতির দ্বিতীয় সহায়

আওয়ামা সাহেব এ হাদীসের মধ্যে বিকৃতি সাধন করার জন্য দ্বিতীয় যে ছবি দিয়েছেন তা নিম্নরূপ-

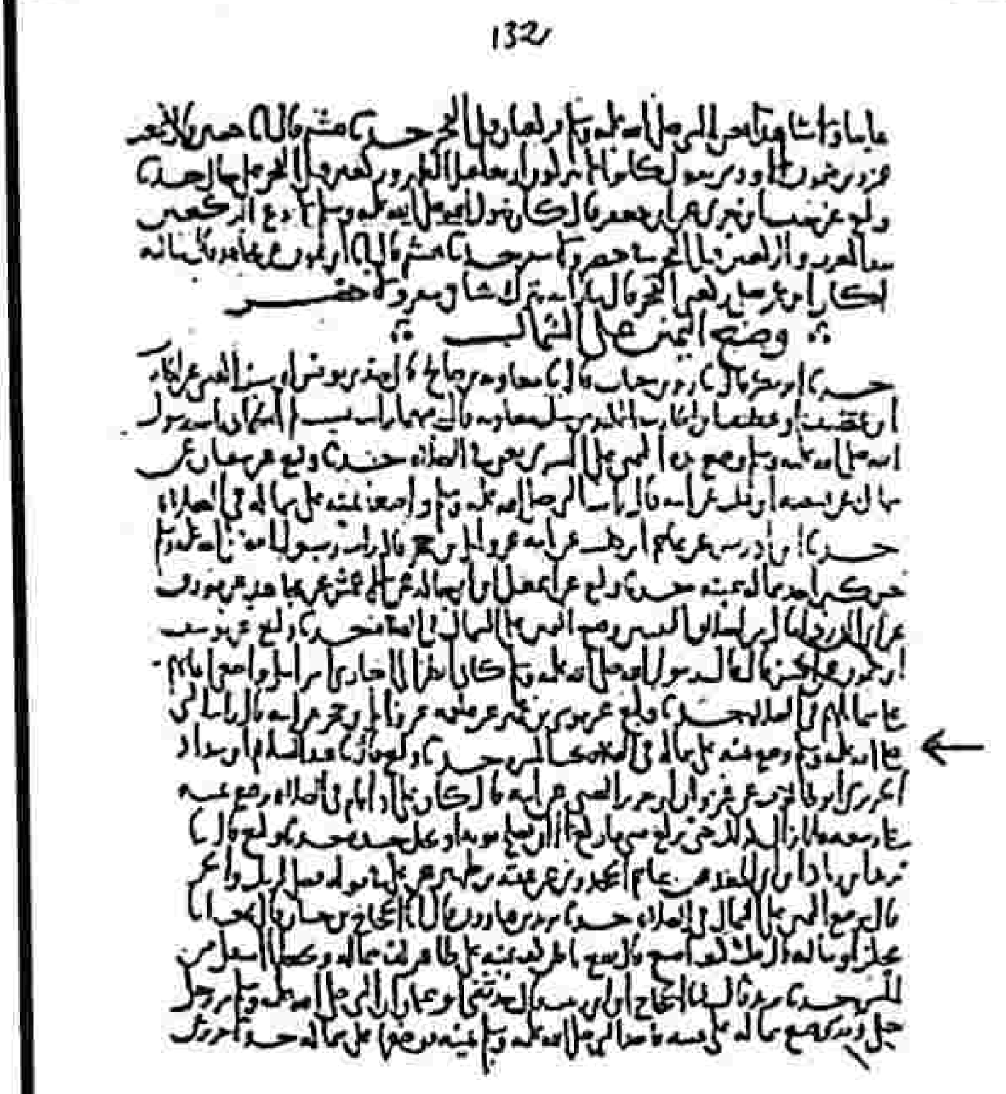

صورة الصفحة من نسخة (ت) التي فيها: «تحت السرة»

وهو الآتي برقم (٣٩٥٩)

আওয়ামা সাহেব যে দ্বিতীয় নুসখা সম্পর্কে ছবিটি দিয়েছেন সেটি শায়েখ মুহাম্মাদ মুরতাযা যুবায়দীর নুসখা। এজন্য আওয়ামা সাহেব 'তা'-এর আলামত ব্যবহার করেছেন।

www.boimate.com

আরয রইল যে, এ নুসখাটিও অনির্ভরযোগ্য। এর নির্ভরযোগ্য হবার শর্তগুলি অনুপস্থিত। এজন্য খোদ আওয়ামা সাহেবও এ নুসখা সম্পর্কে বলেছেন, 'এর উপর নির্ভর করা উপকারী'।[৬৩৬]

অর্থাৎ কেবল উপকারী। কিন্তু ইয়াকীনী নয়। সেটাও কেবল এজন্য যে, এতে আল্লামা আইনী রহিমাহুল্লাহ-এর টিকা রয়েছে। এবং শায়েখ যুবায়দী রহিমাহুল্লাহর মুরাজাআতে এ নুসখাটি রয়েছে।

আবারও আরয রইল যে, এমন কোন্ নুসখা রয়েছে যা কোন আলেমের মুরাজাআত হতে মুক্ত থাকে? কিন্তু কেবল এতটুকু বলার দ্বারা কোন নুসখার নির্ভরযোগ্য হওয়া প্রমাণিত হয় না। এজন্য খোদ আওয়ামা সাহেবও একে পূর্ণাঙ্গভাবে নির্ভরযোগ্য বলেন নি। বরং কেবল 'নির্ভরতা'কে উপকারী বলেছেন। সুতরাং এ নুসখাটিও নির্ভরযোগ্য নয়।

এ ব্যতীত এ নুসখা হতে যে পৃষ্ঠার ছবি আওয়ামা সাহেব দিয়েছেন সেই একই পৃষ্ঠায় দেখলে স্পষ্টভাবে নযরে আসবে যে, এ হাদীসের পর পরই ইবরাহীম নাখঈর 'নাভীর নিচ'-এর যে শব্দাবলী সম্বলিত যে আসার ছিল তা এই নুসখায় নেই!!

এটি এ বিষয়ের দলীল যে, এখানে নাসেখের দৃষ্টির ভুলের কারণে গাফেলতী হয়েছে। মারফূ হাদীসটি নকল করার সময় তার দৃষ্টি সামনে থাকা ইবরাহীম নাখঈর আসারের উপর পড়ে যায়। তিনি ইবরাহীম নাখঈর আসারটিকে মারফূ হাদীসের শেষের অংশ মনে করেছেন। ফলে তিনি মারফূ হাদীসের মধ্যে সেই আসারকে শামিল করে নিয়েছেন। এরপর তিনি সামনে অগ্রসর হয়েছেন। এরপর তিনি ইবরাহীম নাখঈর আসার ও সেটির সনদ লেখেন নি। কেননা যখন এই অংশকে তিনি মারফূ হাদীসের সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন তখন তার মনে হয়েছে যে, এ শব্দাবলী তো লেখা হয়েই গেছে। এজন্য ইবরাহীম নাখঈর আসারটি এখানে গায়েব।

স্বয়ং আহনাফের কয়েকজন আলেম হতেও এই বিবরণী পাওয়া যায়। যেমনটা শায়েখ মুহাম্মাদ হায়াত সিন্দী হানাফী রহিমাহুল্লাহ লিখেছেন।[৬৩৭]

---

৬৩৬. মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ১/৩০, তাহকীক : আওয়ামাহ।

৬৩৭. দুর্রাহ পৃ. ৬৮। [দেখুন হাদীস আওর আহলে তাকলীদ (পৃ. ৪২৭) তথা শায়েখ আসারীর প্রবন্ধটি-অনুবাদক]।

www.boimate.com

একজন অত্যন্ত বড় মাপের হানাফী আলেমের বক্তব্য এটি। যার মাঝে গোঁড়ামীর দখলদারী থাকতে পারে না। এটা যে শুধু একজন হানাফী আলেমের-ই বক্তব্য তা কিন্তু নয়। বরং হানাফীদের মধ্য হতে-ই কয়েকজন আলেম এমনটা বলেছেন মর্মে প্রতীয়মান হয়। যেমন মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী হানাফী রহিমাহুল্লাহও শায়েখ মুহাম্মাদ হায়াত সিন্ধী রহিমাহুল্লাহর সমর্থন করে লিখেছেন, 'বিষয়টি এমন হওয়াতে আশ্চর্যের কিছু নেই। কেননা আমি মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ-এর তিনটি নুসখা দেখেছি। আর এই তিনটি নুসখার মধ্য হতে একটিতেও এ সংযোজন আমি পাই নি'।[৬৩৮]

শুধু এতটুকুতেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং আধুনিককালের আহনাফেরই একজন বিখ্যাত আলেম মাওলানা হাবীবুর রহমান আযমী গত হয়েছেন। যাকে আহনাফ অত্যন্ত বড় মুহাদ্দিস ও অনেক বড় মুহাক্কিক মনে করেন। তিনিও মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ-এর তাহকীক করেছেন। আর তার সামনেও এ নুসখাটি ছিল। কিন্তু তিনি নাসেখের এই ভুলকে 'দৃষ্টির ভুল'-ই মনে করেছেন। আর স্বীয় নুসখায় এটি সংস্কার করে তিনি মারফূ হাদীসটি নাভীর নিচে-এর সংযোজন ব্যতিরেকেই লিপিবদ্ধ করেছেন। অতঃপর ইবরাহীম নাখাঈর যে আসারটি এই নুসখা হতে বাদ পড়েছিল তা বন্ধনীতে রেখে কিতাবের মধ্যে শামিল করেছেন। আর তিনি টীকায় পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করেছেন যে, মূল নুসখাতে নাসেখের ভুলের কারণে ইবরাহীম নাখাঈর আসারটি বাদ পড়েছে। আর এ আসারের শেষাংশটি মারফূ হাদীসের মধ্যে শামিল করা হয়েছিল। যার সংশোধন করা হল। যেমন মাওলানা হাবীবুর রহমান সাহেব স্বীয় মুহাক্কাক নুসখাতে এ স্থানে টিকা লিখেছেন, 'ইবরাহীম নাখাঈর আসারটি মূল নুসখা হতে বাদ পড়েছে। আর তার শেষের অংশটি উপরের মারফূ হাদীসের মধ্যে শামিল করা হয়েছে। আমি নুসখা {বা} এবং হায়দারাবাদের নুসখাটির মাধ্যমে এ আসারটি যুক্ত করেছি'।[৬৩৯]

চিন্তা করুন! এনারা সকলেই হানাফীদের বর্ষীয়ান আলেম। যারা একমত হয়ে বলছেন যে, এখানে নাসেখ ভুল করেছেন। কিন্তু আফসোস! আওয়ামা সাহেবের এ সত্য হজম হয় নি। তিনি এ ভুলকে 'ভুল' মানতেও প্রস্তুত নন।

৬৩৮. ফায়যুল বারী ২/২৬৭।
৬৩৯. মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ১/৩৫১, তাহকীক : হাবীবুর রহমান আযামী।

www.boimate.com

বরং তিনি তার নিজের আকাবেরদের 'এখানে নাসেখের ভুলের কারণে ইবরাহীম নাখাঈর আসারটির শেষ অংশ মারফূ হাদীসের মধ্যে শামিল করা হয়েছে' উক্তিটির জবাবে আবেগের বশবর্তী হয়ে বলেছেন, 'এর জবাব এই যে, এটি ধারণা ও সন্দেহ। যা আল্লাহ এবং তার রাসূলের দুশমনদের জন্য সন্তোষজনক। যদি এ দরজা খুলে দেয়া হয় তাহলে আমাদের দীনের কোন উৎসের-ই নির্ভরযোগ্যতা অবশিষ্ট থাকবে না'।[৬৪০]

আরয রইল, আওয়ামা সাহেবের এ কথাটি ঠিক অনুরূপ। যেমনভাবে কুরআনে কিছু কাফের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে,

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ-

'তারা অন্যায় ও উদ্ধতভাবে নিদর্শনগুলি প্রত্যাখ্যান করল। যদিও তাদের অন্তর এগুলিকে সত্য বলে গ্রহণ করেছিল। দেখ! বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কি হয়েছিল?' (নামল ২৭/১৪)।

আমরা এ কথাটি এজন্য বলছি যে, এখানে নিজের আকাবেরদের যে কথাটি আওয়ামা সাহেব আবেগের বশবর্তী হয়ে অস্বীকার করেছেন; ঠিক একই কথা আওয়ামা সাহেব একই গ্রন্থের অন্যত্র স্বীকার করে বসে আছেন!!

অন্যত্র একজন নাসেখ ঠিক এমন ভুলই করেছিলেন। তিনি সেখানে পিছনের বর্ণনাকে আগের বর্ণনার সাথে মিলিয়ে দিয়েছিলেন। আর তিনি সামনের মতন গায়েব করে দিয়েছেন। যেমন আওয়ামা সাহেবের তাহকীককৃত প্রকাশিত মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ-এর ৫ম খণ্ডে (হা/৭৭৬৩) এ আসারটি রয়েছে।

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْحَسْنَاءِ، أَنَّ عَلِيًّا أَمَرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِهِمْ فِي رَمَضَانَ عِشْرِينَ رَكْعَةً-[৬৪১]

এরপরেই রয়েছে-

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِهِمْ عِشْرِينَ رَكْعَةً-

---

৬৪০. মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ৩/৩২০, তাহকীক : আওয়ামাহ।
৬৪১. মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ৫/২২৩, তাহকীক : আওয়ামাহ।

www.boimate.com

আওয়ামা সাহেবের দৃষ্টিতে শায়েখ আবেদ সিন্ধীর নুসখা হতে অন্য আসারটি গায়েব। যেমনটা স্বয়ং আওয়ামা সাহেব টীকায় লিখেছেন। আর আওয়ামা সাহেবের কথানুপাতেই অন্য একটি নুসখায় এ আসারটি বিদ্যমান। কিন্তু তাতে এর মতনের স্থলে পূর্বের আসারের মতনটিই বিদ্যমান। এখানে আওয়ামা সাহেব এটি স্পষ্ট করেছেন যে, সম্ভবত নাসেখের নজর পরের আসারটির উপর পড়েছিল এবং তিনি পরের মতনটি এখানে দুবার লিপিবদ্ধ করেছেন।

যেমন আওয়ামা সাহেব এ পৃষ্ঠার টীকায় লিখেছেন, 'এ আসারটি আইন অর্থাৎ শায়েখ আবেদ সিন্ধীর নুসখাতে নেই। আর আলিফ অর্থাৎ মাকতাবা আহমাদ সালেস-এর নুসখাটিতে অনুরূপ রয়েছে,

وَكِيعٌ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ عَلِيًّا أَمَرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِهِمْ فِي رَمَضَانَ عِشْرِينَ رَكْعَةً-

এমনটা কাতিবের পক্ষ হতে প্রথম আসারটির প্রতি ভুলক্রমে দৃষ্টি পড়ার কারণে হয়েছে'।[৬৪২]

পাঠক! লক্ষ্য করেছেন যে, আওয়ামা সাহেব কি লিখছেন? এটা কি দ্বিমুখী নীতি নয়?

আমরা জিজ্ঞাসা করছি যে, আওয়ামা সাহেবের সেই আবেগী বক্তব্য কোথায় গেল? যেখানে তিনি বলেছিলেন যে, এভাবে ধারণা করলে আল্লাহ্‌র দুশমন খুশী হবে। আর এ দরজা যদি খুলে দেয়া হয় তাহলে দীনের উৎস সমূহের উপর নির্ভরতা উঠে যাবে। যদি এ ধরনের ধারণার সুযোগ না থাকত এবং এটি বন্ধ হওয়া উচিৎ ছিল; তাহলে খোদ আওয়ামা সাহেব এ স্থানে এই বদ ধারণা কিভাবে পেলেন এবং আল্লাহ্‌র দুশমনদের খুশীর জন্য এ দরজা কিভাবে উন্মুক্ত করে দিলেন?

পরিষ্কারভাবে যাহির হচ্ছে যে, আওয়ামা সাহেবও এটা মানেন যে, দৃষ্টির ভুলের কারণে কাতেবের পক্ষ হতে এ জাতীয় ভুল হয়ে থাকে। আর অন্যান্য নুসখার সাহায্যে সেটির সংস্কার করা তাহকীকের দাবী। কিন্তু যেহেতু আলোচ্য মাসলায় তার মাসলাক ও সাথীদের বাঁচানো উদ্দেশ্য ছিল; সেহেতু তিনি নিজের কাছে স্বীকৃত সত্যকেও অস্বীকার করে বসেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন।

৬৪২. মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ৫/২২৩, তাহকীক: আওয়ামাহ।

www.boimate.com

সম্ভবত আওয়ামা সাহেবও ধারণা করেছিলেন যে, এই পরিষ্কার বাস্তবতার বিপরীতে তার আবেগী আলোচনার মধ্যে কোনই মূল্য নেই। এজন্যই তিনি খড়কুটোর সাহায্য নেবার চেষ্টা করেছেন এবং বলেছেন, 'এছাড়াও এ সম্পর্কে কি বলবেন যে, শায়েখ আবেদ সিন্ধীর নুসখায় এসবই প্রমাণিত আছে। যেখানে মারফূ হাদীস ও আসার উভয়টি বিদ্যমান। আর উভয়টির শেষে নাভীর নিচে শব্দাবলী রয়েছে'।[৬৪৩]

আরয রইল, পূর্বের পৃষ্ঠাগুলিতে নির্দেশ করা হয়েছে যে, স্বয়ং আওয়ামা সাহেব এই নুসখাকে অনির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন। তাহলে এখানে এই অনির্ভরযোগ্য নুসখা হতে দলীল গ্রহণ করা 'ডুবন্ত ব্যক্তির খড়কুটোর সাহায্য গ্রহণ' ব্যতীত আর কি হতে পারে?

আরও জানার বিষয় এই যে, খোদ আওয়ামা সাহেব অন্যত্র নুসখার মধ্যে এ জাতীয় ভুলের উপর নির্ভর করেননি। যেমন আমরা আওয়ামা সাহেবের তাহকীককৃত নুসখার বরাতে অনুরূপ ভুলের যে উদাহরণ পেশ করেছি তা আরেকবার অধ্যয়ন করুন। আওয়ামা সাহেব হাশিয়ায় লিখেছেন যে, শায়েখ আবেদ সিন্ধীর নুসখাতে সাইয়েদুনা ওমর ফারূক (রা)-এর আসারটির সনদ ও মতন গায়েব। কিন্তু মাকতাবা আহমাদ আস-সালেসের নুসখাতে এই আসারটি সনদ ও মতন সহ বিদ্যমান। কিন্তু এতে ওমর ফারূক (রা)-এর পরিবর্তে আলী (রা)-এর নাম রয়েছে। অর্থাৎ আওয়ামা সাহেব স্বীকার করেছেন যে, এ নুসখায় আলী (রা)-এর পূর্বে থাকা আসারের সাথে সাথে তার থেকেই এই আসারটি দ্বিতীয়বার অন্য সনদ দ্বারা বর্ণিত আছে।

এখন কি আমরা আওয়ামা সাহেবকে জিজ্ঞাসা করতে পারি যে, এখানে তো আলী (রা)-এর প্রথম আসারের সাথেই অন্য আসার অন্য সনদে বর্ণিত। তাহলে এখানে কাতেবের ভুল হল কিভাবে?

এটা সুবিদিত যে, প্রত্যেক বিবেকবান ব্যক্তি এখানেও দৃষ্টি ভুলের কথা বলবেন যে, নজরের ভুলের কারণে নাসেখ সাহেব দ্বিতীয় আসারের মধ্যেও প্রথম আসারের মতন যুক্ত করে দিয়েছেন। আর আওয়ামা সাহেবও এখানে এমনটিই বলেছেন।

৬৪৩. মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ৫/২২০, তাহকীক : আওয়ামাহ।

www.boimate.com

একই কথা আমরাও নাভীর নিচে-এর মাসলায় বলছি। অর্থাৎ শায়েখ মুরতাযা যুবায়দীর নুসখাতে দৃষ্টির ভুলে নাসেখের দ্বারা ইবরাহীম নাখঈর আসারটি বাদ পড়েছে। আর এর শেষের অংশে প্রথম বর্ণনাটি যুক্ত গিয়ে গিয়েছে। শায়েখ আবেদ সিন্ধীর নুসখায় যদিও উভয়টি বিদ্যমান আছে। কিন্তু প্রথম বর্ণনার মধ্যে দৃষ্টির ভুলে নাসেখ সামনের বর্ণনাটির শেষ অংশটিও শামিল করে দিয়েছেন।

মজার ব্যাপার দেখুন যে, কাতেব হাত বাঁধার বর্ণনায় যেভাবে ভুল করেছেন ঠিক অনুরূপভাবেই তারাবীহ-এর বর্ণনার মধ্যেও ভুল করেছেন।

(১) যেমন একটি নুসখায় যেভাবে কাতেবের ভুলক্রমে নাভীর নিচে সংক্রান্ত মারফূ হাদীসের পর ইবরাহীম নাখঈর আসারটি গায়েব হয়েছে; ঠিক অনুরূপভাবেই কাতেবের ভুলের কারণে তারাবীহ সংক্রান্ত আলী (রা)-এর আসারের পর ওমর ফারূক (রা)-এর আসারটিও গায়েব রয়েছে।

(২) যেভাবে একটি নুসখায় হাত বাঁধা সংক্রান্ত হাদীস ও আসার বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু কাতেবের ভুলের কারণে আসারটির মতন হাদীসের মতনের মধ্যে শামিল হয়েছে। ঠিক অনুরূপভাবে তারাবীহ সম্পর্কে একটি নুসখার মধ্যে আলী ও ওমর ফারূক (রা) উভয়েরই আসার বিদ্যমান। কিন্তু কাতেবের ভুলের কারণে অন্য আরেকটি আসারের মধ্যে প্রথম আসারটির মতন শামিল হয়ে গিয়েছে।

মোটকথা : কাতেব ও নাসেখের পক্ষ হতে এ জাতীয় ভুল হয়ে থাকে। এর অসংখ্য উদাহরণ পেশ করা যেতে পারে। আমরা স্রেফ আওয়ামা সাহেবের বাক্যে-ই একটি উদাহরণ পেশ করেছি। অনুরূপ আরও কিছু উদাহরণের জন্য শায়েখ ইরশাদুল হক আসারীর একটি প্রবন্ধ যা 'হাদীস আওর আহলে তাকলীদ' (১/২৪৮-৪৩১) গ্রন্থে রয়েছে। সেটি অধ্যয়ন করুন।

আরও আরয রইল যে, এ নুসখাটি শায়েখ মুরতাযা যুবায়দীর। তিনি স্বয়ং এর উপর নির্ভর করেননি। শায়েখ ইরশাদুল হক আসারী হাফিযাহুল্লাহ এ ব্যাপারে বিস্তারিত লিখেছেন।[৬৪৪]

৬৪৪. হাদীস আওর আহলে তাকলীদ ১/৪৩৬-৪৩৭। [পরিশিষ্ট দ্র. -অনুবাদক]

www.boimate.com

প্রকাশ থাকে যে, শায়েখ মুরতাযা যুবায়দীর এ নুসখাটি শায়েখ কাসেম কুতলূবুগা হানাফীর যুগে ছিল। আর তিনি এর দ্বারা স্বীয় ইবনু আবী শায়বাহ্‌র এই বর্ণনাটি {নাভীর নিচে}-এর সংযোজন বর্ণনা করেছেন। প্রকাশ থাকে যে, যখন এই আসল নুসখাটিই অনির্ভরযোগ্য এবং তাতে কাতেবের ভুল হয়েছে তখন এই নুসখা দ্বারা শায়েখ কাসেমের বর্ণনা করার দ্বারা কিছু যায় আসে না। কেননা তিনি যেখান হতে বর্ণনা করেছেন সেখানেই তো ভুল সংঘটিত হয়ে আছে।

মনে রাখতে হবে, শায়েখ কাসেম বিন কুতলূবুগার এ নুসখা ব্যতীত অন্য কোন নুসখা দেখার নসীবই হয় নি। নতুবা তিনি নুসখার ইখতিলাফের বিষয়টি অবশ্যই উল্লেখ করতেন এবং এ সম্পর্কে আলোচনা করতেন। যেমনটা অন্য আলেমরা করেছেন।

হয়রানীর বিষয় এই যে, আওয়ামা সাহেব স্বয়ং স্বীকার করেছেন যে, শায়েখ কাসেম বিন কুতলূবুগার সামনে এই নুসখাটিই ছিল। আর তিনি সেই নুসখা হতেই এই বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু তারপরও তিনি এ বর্ণনার টিকায় নিজস্ব মতবাদ অনুপ্রবেশ করাতে গিয়ে কাসেম বিন কুতলূবুগার সামনে থাকা নুসখাটিকে আলাদা একটি নুসখা হিসেবে গণ্য করেছেন। এর বিস্তারিত জবাবের জন্য শায়েখ ইরশাদুল হক আসারী হাফিযাহুল্লাহ্‌র প্রবন্ধটি 'হাদীস আওর আহলে তাকলীদ' গ্রন্থে দেখুন (১/৪৩২)।

একটি ভুল ধারণার অপনোদন

একজন ব্যক্তি ভ্রমে পতিত হয়ে বলেছেন যে, শায়েখ কাসেম বিন কুতলূবুগা যখন এই বর্ণনাটি স্বীয় গ্রন্থে বর্ণনা করেছিলেন তখন সে সময়ের কোন আলেম তার উপর কোনরূপ সমালোচনা করেননি। এরপর একটি দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে। এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যেও কেউ তার খন্ডন করেননি। এর দ্বারা জানা যায় যে, লেখকের নুসখায় এ শব্দটি প্রমাণিত ছিল। নতুবা আল্লামা কাসেমের উপর সমালোচনা করা হত।

আরয হল-

প্রথমত : হানাফী ফিকহের এই গ্রন্থটিকে অসংখ্য আলেম দেখে থাকবেন মর্মে ধারণা করা খুবই হাস্যকর। ভাই! এটি কি লওহে মাহফূয হতে

www.boimate.com

অবতারিত কুরআনে মাজীদ নাকি কিতাবুল্লাহ্‌র পর সর্বাধিক বিশুদ্ধ গ্রন্থ যে, অস্তিত্ব লাভের সাথে সাথেই পুরো দুনিয়াতে সর্বজনীন হয়ে যাবে? এটা তো একজন গোঁড়া হানাফীর ফিকহে হানাফীর তাখরীজের কিতাব। দুনিয়ার আলেমগণ এটি নিয়ে মাথা ব্যাথা করবেন কেন?

অন্যান্য আলেমের কথা তো অনেক দূরের বিষয়। খোদ আহনাফ আলেমদের মাঝেও এ গ্রন্থটি সর্বজনীন হওয়া প্রমাণিত নয়। বর্তমান সময়ের যে মুহাক্কিক সাহেব এটির তাহকীক করেছেন তিনিও এ গ্রন্থের কেবল দুটি নুসখাই পেতে সক্ষম হয়েছেন। এর দ্বারাও ধারণা পাওয়া যায় যে, খোদ আহনাফের দৃষ্টি হতেও এ গ্রন্থটি অগোচরেই রয়ে গেছে। অন্য আলেমদের দৃষ্টিগোচর হওয়া তো অনেক পরের কথা।

অন্যান্য আলেমের কথা বাদ দি। খোদ আহনাফের আলেমদের থেকে প্রমাণ করুন যে, কাসেম বিন কুতলূবুগার এই ইবারতটি কতজন হানাফী আলেম পড়েছেন এবং সেটি প্রচার করেছেন? কাসেম বিন কুতলূবুগার পরও হানাফী আলেমগণ যুগ-যুগ যাবত এ মাসলাটির উপর আলোচনা করেছেন। কিন্তু কোন একজন হানাফী আলেমও কাসেম বিন কুতুলূবুগার এই অখ্যাত গ্রন্থটি হতে ইবারত নকল করেছেন কি?

যদি এ গ্রন্থের ইবারত অন্য আহনাফের দ্বারাও নকল করা হত এবং সেটি প্রচারিত হত তাহলে নিঃসন্দেহে আহলে ইলম এর খন্ডন করতেন। যেমন সম্প্রতি যখন কিতাবটির এই ইবারতটি জনসম্মুখে আনা হল তখন এর খন্ডনও রচিত হতে লাগল। বরং সর্ব প্রথম খোদ হানাফী আলেমরাই এর খন্ডন করেছেন। যেমনটা বরাত সহ আলোচিত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত : এটাও তো সম্ভব যে, যার দৃষ্টি এই ইবারতের উপর পড়েছিল তিনিও একে স্পষ্টভাবে ভুল ও প্রচলিত না হবার কারণে উপেক্ষা করেছিলেন। যেমনটা খোদ শায়েখ মুরতাযা যুবায়দীর ক্ষেত্রে হয়েছে। যার নুসখা হতে এ ইবারতটুকু উদ্ধৃত করা হয়েছে। তিনি তো স্বয়ং এ নুসখাটির মালিক। কিন্তু এরপরও তিনি এ মাসলায় কথা বলার সমাপে এ বর্ণনা দ্বারা দলীল গ্রহণ করেননি। অনুরূপভাবে আল্লামা আইনী এই নুসখা হতে উপকৃত হয়েছেন। কিন্তু তিনিও এ মাসলার উপর আলোচনা করতে গিয়ে এই বর্ণনার দ্বারা দলীল গ্রহণ করেননি। সাথে সাথে তারা এ নুসখাটির বিরুদ্ধে খন্ডনও রচনা করেননি। পরিষ্কারভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, তারা এই বর্ণনাটিকে স্পষ্ট

www.boimate.com

বাতিল হবার কারণে উপেক্ষা করেছিলেন। কাসেম বিন কুতলূবুগার ইবারতের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

তৃতীয়ত : আরেকটি মজার বিষয় দেখুন যে, ফিকহে হানাফীর-ই একটি গ্রন্থে ইবনু আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহু হতেই 'নাভীর নিচে' হাত বাঁধার মারফূ হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে।

দুনিয়ার কোন গ্রন্থেই এ হাদীসটি নেই। অথচ এখনও কোন গায়ের হানাফী এ কিতাবে বর্ণিত এ হাদীসের উপর সমালোচনা করেননি! তাহলে কি এটা মনে করতে হবে যে, এ হাদীসটি সহীহ সনদ দ্বারা হাদীসের গ্রন্থাবলীতে প্রমাণিত ছিল? এজন্যই কি এর বিরুদ্ধে রদ করার সাহস কেউ করতে পারেন নি?

পরিষ্কার যাহির হচ্ছে যে, এই সনদবিহীন বর্ণনার বাতিল হওয়া এতটাই স্পষ্ট ছিল যে, কেউই একে রদ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। আর হানাফীরাও এ মাসলায় কথা বলতে গিয়ে এটি উপেক্ষা করেছেন। তবে কেউই এর উপর সমালোচনা করেননি।

অবশ্য সম্প্রতি অতীতে শায়েখ মুহাম্মাদ হাশেম ঠাঠবী যখন এ হাদীসকে পুণরায় বর্ণনা করলেন তখন একজন হানাফী আল্লামা মুহাম্মাদ হায়াত সিন্ধী সাথে সাথে বলে দিয়েছেন যে, 'এ বর্ণনাটি সনদবিহীন'।[৬৪৫]

চতুর্থত : ইলযামী জবাব হিসেবে আবেদন রইল যে, হানাফী আলেমদের মধ্য থেকেই আল্লামা আব্দুল হক দেহলবী স্বীয় 'শারহু সিফরিস সাআদাহ' গ্রন্থে তিরমিযীর বরাতে হুলব আত-তাঈ (রা)-এর হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তাতে তিনি বুকের উপর হাত বাঁধার শব্দাবলীও বর্ণনা করেছেন।[৬৪৬]

অথচ তিরমিযীর প্রাপ্ত কোন নুসখাতেই এ হাদীসের ভিতরে বুকের উপর বাঁধার শব্দাবলী নেই। এ কথাটি উদ্ধৃত করার পর দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেছে। আজ পর্যন্ত কেউ এর রদ্দ করেননি। অথচ যিনি তিরমিযীর বরাতে এটি লিখেছেন তিনি হিন্দুস্তানের সাথে সম্পর্ক রাখতেন। আর হিন্দুস্তানে আহলে হাদীস ও আহনাফের মধ্যে যে মাসলাকী বিরোধ রয়েছে তা বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এরপরও আজ পর্যন্ত কোন হানাফীই এর কোনরূপ

৬৪৫. দুর্রাহ পৃ. ৬৬।
৬৪৬. শারহু সিফরিস সাআদাহ পৃ. ৪৪।

www.boimate.com

জবাব প্রদান করেননি। তাহলে কি এটা মনে করতে হবে যে, সুনানে তিরমিযীর মধ্যে এ হাদীসটি ঐ শব্দাবলীসহ প্রমাণিত আছে?

মোটকথা : শায়েখ কাসেম বিন কুতলূবুগার বরাত প্রদান করাই অনর্থক।

আওয়ামা সাহেব লিখেছেন, 'যিনি সংযোজন করেছেন তার রয়েছে ইলম, ইসবাত ও হুজ্জত। আর যারা নাকোচ করছেন তাদের সাথে কি রয়েছে?'[৬৪৭]

আমরা বলছি যে, সংযোজনকারী তো ইসবাত করেছেন। অর্থাৎ নাভীর নিচে- অংশটুকুর সংযোজন করেছেন। কিন্তু তার ইলম ও হুজ্জত হবার কোনই দলীল নেই। আওয়ামা সাহেবের কাছেও কোন দলীল নেই। সম্ভবত আওয়ামা সাহেব এখানে এই উসূলকে যুক্ত করতে চাইছেন যে, সিকাহ রাবীর সংযোজন গ্রহণযোগ্য হয়। যেমনটা তারই সমমনা লোকেরা এ কথা বলে থাকেন। এ প্রসঙ্গে নিবেদন রইল যে-

প্রথমত : আওয়ামা সাহেবেরই বরাতে পূর্বে উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, তার সম্মুখে একটি নুসখায় তারাবীহ সম্পর্কে আলী (রা)-এর আসার অন্য একটি সনদের সাথে দুবার বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ সেই নুসখায় এই সংযোজন রয়েছে। আর অন্যান্য নুসখায় এর উল্লেখ নেই। কিন্তু আওয়ামা সাহেব এখানে এই উসূল প্রয়োগ করে এই সংযোজন গ্রহণ করেননি। বরং সেই দ্বিতীয় সনদের আসারকে ভুল আখ্যা দিয়েছেন। এবং তিনি বলেছেন, এটি ওমরেরও আসার নয়; আলীরও আসার নয়। আর কাতেবের দৃষ্টির পদস্খলনের কারণেই এই ভুল হয়েছে।

আমরা বলছি যে, নাভীর নিচে মাসলাতেও কাতেবের থেকে দৃষ্টিচ্যুত হবার কারণে ভুল হয়েছে। এজন্য এখানেও এই উসূল প্রযোজ্য হবে না।

দ্বিতীয়ত : হাদীসের সাধারণ ছাত্রও জানে যে, সিকাহ রাবীর সংযোজন গ্রহণযোগ্য হয়। কিন্তু যে নুসখায় এ সংযোজনটি রয়েছে সেটির নাসেখদের সিকাহ হওয়া প্রতীয়মান নয়। বরং খোদ আওয়ামা সাহেবও এই নুসখাগুলিকে অনির্ভরযোগ্য বলেছেন। এমতাবস্থায় এ উসূলের শ্লোগান প্রদান করার মানে কি? যদি অনির্ভরযোগ্য নুসখার মধ্যেও অন্য কোন মতন দ্বারা সমর্থন হয় তাহলেও গ্রহণ করা যেত। কিন্তু এখানে এমন কোন ব্যাপার নেই।

---

৬৪৭. মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ৩/৩২০, তাহকীক : আওয়ামাহ।

www.boimate.com

তৃতীয়ত : মাজহূল রাবীর সংযোজন তো অনেক দূরের ব্যাপার। সিকাহ রাবীর সংযোজনও শর্তহীনভাবে গ্রহণ করা হয় না। বরং করীনা দেখে ফায়সালা করতে হবে। আর এখানে করীনা এটাই নির্দেশ করছে যে, কাতেবের ভুলের কারণে নাভীর নিচে-এর সংযোজন হয়েছে। সুতরাং যদিও সিকাহ কাতেব হতে হয়ে থাকে তবুও তা গ্রহণযোগ্য হবে না। আর এখানে তো এই ভুল মাজহূল কাতেব করেছেন।

চতুর্থত : এই বর্ণনাটি অন্য মুহাদ্দিসগণও স্ব স্ব সনদে এই মতনের সাথে উল্লেখ করেছেন। আর কেউই এই বর্ণনার মধ্যে নাভীর নিচে-সংযোজন উদ্ধৃত করেননি। যা এ কথাটির দলীল যে, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ গ্রন্থেও এই বর্ণনাটি অনুরূপভাবে থাকা উচিৎ। এ সম্পর্কে শায়েখ ইরশাদুল হক আসারী হাফিযাহুল্লাহ-এর প্রবন্ধটি অধ্যয়ন করা যেতে পারে।[৬৪৮]

কিছু মানুষ বলেন যে, মুসনাদে আহমাদে হুলব আত-তাঈ (রা)-এর হাদীসের মধ্যে বুকের উপর হাত বাঁধার যে সংযোজন রয়েছে তা নাকি অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসের মধ্যে নেই।

আরয রইল, এই দৃষ্টিকোণ থেকে মুসনাদে আহমাদের উপর অভিযোগ করা সঠিক নয়। কেননা মুসনাদে আহমাদের নুসখাগুলিতে এই সংযোজন সম্পর্কে কোনই মতানৈক্য নেই। বরং মুসনাদে আহমাদে ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ-এর সূত্রেই ইবনুল জাওযী ও অন্যরাও এই বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন। আর তাতেও বুকের উপর হাত বাঁধার উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং মুসনাদে আহমাদের বর্ণনাটির উপর একে কিয়াস করা যাবে না।

রইল এ বিষয়টি যে, মুসনাদে আহমাদের বর্ণনার মধ্যে উপরের স্তরে কিছু রাবী এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তারাও বুকের উপর হাত বাঁধার উল্লেখ করেননি। তাহলে জবাবে আরয রইল যে, এটা রাবীদের ইখতিলাফ। নুসখার ইখতিলাফ নয়। এর বিস্তারিত জবাব গত হয়েছে।

পঞ্চমত : সহীহ ইবনু খুযায়মার মধ্যে ওয়ায়েল বিন হুজর (রা) হতেই বুকের উপর হাত বাঁধার বর্ণনা প্রমাণিত আছে। সুতরাং মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ-তে তার বর্ণনায় নাভীর নিচে-এর সংযোজনটি তার প্রমাণিত বর্ণনার

৬৪৮. হাদীস আওর আহলে তাকলীদ ১/৪৩৭-৪৩৯।

www.boimate.com

বিরোধী। আর যখন সংযোজিত অংশ নিয়ে মতানৈক্য হয় তখন তা বাতিল হয়ে থাকে। যদিও তা সিকাহ হতেই বর্ণিত হোক না কেন। প্রতীয়মান হল, সিকাহ রাবীর সংযোজন বিষয়ক উসূলটি এখানে কোনভাবেই প্রয়োগ হতে পারে না।

সামনে অগ্রসর হয়ে আওয়ামা সাহেব আরও তিনটি নুসখার বরাত প্রদান করেছেন।-

১. কাসেম বিন কুতলূবুগার নুসখা।

২. মুফতী আব্দুল কাদের সিদ্দীকীর নুসখা।

৩. মুহাম্মদ আকরাম সিন্দীর নুসখা।[৬৪৯]

আরয রইল, কাসেম বিন কুতলূবুগার নুসখাটিই হল যুবায়দীর নুসখা। যেমনটা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। অবশিষ্ট দুটি নুসখা মাজহূল। খোদ আওয়ামা সাহেবও এর কোন পরিচিতি প্রদান করেননি। এজন্য এদুটি নুসখা অনির্ভরযোগ্য। এছাড়াও আব্দুল কাদের সিদ্দীকীর নুসখাটি আবেদ সিন্দীর নুসখার মত। এজন্য সম্ভবনা রয়েছে যে, এটি আবেদ সিন্দীর নুসখা হতেই বর্ণিত হয়ে থাকবে।

অনুরূপভাবে মুহাম্মদ আকরাম সিন্দীর নুসখাটি যুবায়দীর নুসখার মতই। কেননা এখানেও নাখাঈর আসারটি বাদ পড়েছে।[৬৫০] এজন্য সম্ভাবনা রয়েছে যে, এটাও যুবায়দীর নুসখা হতেই বর্ণিত। এমতাবস্থায় এই দুটি নুসখার আলাদা কোন মূল্য থাকে না।

সারকথা : মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ গ্রন্থে আহনাফ তাহরীফ করে এর একটি হাদীসের মধ্যে 'নাভীর নিচে' অংশটি বৃদ্ধি করেছেন।

যখন তাদের এই চুরি ধরা পড়ে গেল তখন তারা যত্রতত্র সাহায্য অনুসন্ধান করতে লাগলেন। যদি বাস্তবেই এই সব সাহায্যের কোন দম থাকত তাহলে এ লোকেরা তখুনি এগুলি পেশ করতেন। যখন তারা এ হাদীসে পরিবর্তন সাধন করেছিলেন তখন তারা চুপ ছিলেন। কিন্তু যখন তাদেরকে ধরা হল তখন তারা 'ভিত্তিহীন সমর্থন' অনুসন্ধান করতে লাগলেন।

৬৪৯. মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ৩/২২০, তাহক্বীক : আওয়ামাহ।
৬৫০. তারসীউদ দুর্রাহ পৃ. ৮৪-৮৫।

www.boimate.com

অধ্যায়-৩

তাবেঈনদের উক্তিসমূহ

আহনাফ যখন নিজেদের মাসলাক সম্পর্কে হাদীস পান না তখন তারা সাধারণ জনতার সরলতাকে পুঁজি করে তাবেঈনদের উক্তিসমূহ পেশ করে সেটি হাদীসের তালিকায় শামিল করেন। অথচ তাবেঈদের কথা ও কাজ ঐকমতানুসারে শারঈ হুজ্জত নয়। বরং খোদ ইমাম আবূ হানীফা হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি তাবেঈদের কথা ও আমলকে হুজ্জত মানতেন না। এ ব্যাপারে ইমাম ইবনু আব্দুল বার্র রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

حَدَّثَنَا حَكَمُ بْنُ مُنْذِرٍ قَالَ نَا أَبُو يَعْقُوبَ يُوسُفُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ نَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الجوهري وابو عبد الله مُحَمَّدُ بْنُ حِزَامٍ الْفَقِيهُ قَالَا نَا الْفَضْلُ بن عبد الجبار قَالَ نَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ نَا أَبُو حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ يَقُولُ إِذَا جَاءَنَا الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَخَذْنَا بِهِ وَإِذَا جَاءَنَا عَنِ الصَّحَابَةِ تَخَيَّرْنَا وَإِذَا جَاءَنَا عَنِ التَّابِعِينَ زَاحَمْنَاهُمْ-

'আবূ হামযা আস-সুক্কারী রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি আবূ হানীফাকে বলতে শুনেছি যে, যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে সহীহ হাদীস আসে তখন আমি সেটা গ্রহণ করি এবং সেটার বিরোধীতা করি না। আর যখন সাহাবা হতে আসে তখন আমি বাছাই করি। আর যখন কোন তাবেঈ হতে আসে তখন তা আমি ইজতিহাদ করি এবং তাদের উক্তি দ্বারা মাসলা বের করি না'।[৬৫১]

এই বর্ণনা মোতাবেক ইমাম আবূ হানীফা সহীহ হাদীস ও সাহাবার উক্তিসমূহ নিয়ে মুযাহামাত করতেন না। অর্থাৎ তিনি সেগুলিকে হুজ্জত মনে করতেন। কিন্তু তাবেঈনদের কথা নিয়ে তিনি মুযাহামাত করতেন। অর্থাৎ সেগুলির মোকাবেলায় তিনি স্বয়ং ইজতিহাদ করতেন। অবশ্য তিনি কোন নতুন উক্তি আবিষ্কার করতেন না।

এর অর্থ এটাই দাঁড়াল যে, তিনি তাবেঈদের উক্তিকে দলীল মনে করতেন না। আমার দৃষ্টিতে উপর্যুক্ত বর্ণনাটি সহীহ নয়। কিন্তু আহনাফ এ সনদের অনুরূপ

৬৫১. ইবনু আব্দুল বার্র, আল-ইনতিফা পৃ. ১৪৪।

www.boimate.com

সনদ দ্বারা ইমাম আবূ হানীফা রহিমাহুল্লাহ্‌র প্রতি মানসূব বিষয় দ্বারা দলীল গ্রহণ করে থাকেন। এজন্য ইলযামী জবাব আমি এটি পেশ করলাম। মজার বিষয় এই যে, এসব লোকেরা ইমাম আবূ হানীফাকে তাবেঈ বলেন যা ঠিক নয়। কিন্তু তারা এ বিষয়ে (হাত বাঁধার বিষয়ে) ইমাম আবূ হানীফা রহিমাহুল্লাহ্‌র কথা বা আমলকে দলীল হিসেবে পেশ করেন না।

যাহোক, যেহেতু তাবেঈদের উক্তিসমূহ দলীল নয়। এজন্য এ বিষয়ে আলোচনা করার দরকার নেই। কিন্তু তারপরও পাঠকদের সুবিধার্থে আমরা তাদের উক্তিসমূহও পেশ করছি।

(১) তাবেঈ আবূ মিজলায রহিমাহুল্লাহ-এর উক্তি

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ حَسَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مِجْلَزٍ، أَوْ سَأَلْتُهُ قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ : يَضَعُ بَاطِنَ كَفِّ يَمِينِهِ عَلَى ظَاهِرِ كَفِّ شِمَالِهِ وَيَجْعَلُهَا أَسْفَلَ مِنَ السُّرَّةِ-

হাজ্জাজ বিন হাস্‌সান বলেছেন, আমি আবূ মিজলায হতে শুনলাম কিংবা তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, আমি কিভাবে আমল করব? তখন তিনি বললেন, 'মুসল্লী তার ডান হাতের তালু বাম হাতের তালুর উল্টো পিঠে রেখে নাভীর নিচে রাখবে'।[৬৫২]

আরয রইল, এটি একজন তাবেঈর উক্তি। যা ঐকমতানুসারে দলীল নয়। উপরন্তু অন্য তাবেঈদের থেকে এর বিপরীতে 'নাভীর উপরে' হাত বাঁধার স্পষ্ট বর্ণনা উদ্ধৃত আছে। যেমনটা সামনে আসছে। বরং স্বয়ং আবূ মিজলায হতেও নাভীর উপরে হাত বাঁধার উক্তি বর্ণিত আছে। যেমন ইমাম বায়হাকী রহিমাহুল্লাহ প্রসিদ্ধ তাবেঈ সাঈদ বিন জুবায়ের (রা) হতে 'নাভীর উপর' হাত বাঁধার উক্তি উদ্ধৃত করে একই সনদে ইমাম আতার উক্তি নকল করে বলেছেন,

وَكَذَلِكَ قَالَهُ أَبُو مِجْلَزٍ لَاحِقُ بْنُ حُمَيْدٍ وَأَصَحُّ أَثَرٍ رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ أَثَرُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَأَبِي مِجْلَزٍ-

৬৫২. মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ১/৩৯০।

www.boimate.com

'আতা বলেছেন, আবূ মিজলায লাহেক বিন হুমাইদ অনুরূপ বলেছেন। আর এ ব্যাপারে সাঈদ বিন জুবায়ের ও আবূ মিজলাযের উক্তিদ্বয় সবচেয়ে সহীহ'।[৬৫৩]

এটি ইমাম আতার উক্তি। যা পূর্বের সনদের সাথে যুক্ত। সুতরাং ইবনুত তুরকুমানীর একে 'সনদবিহীন' বলা ঠিক নয়।[৬৫৪]

(২) তাবেঈ ইবরাহীম নাখাঈ রহিমাহুল্লাহ্‌র উক্তি

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ رَبِيعٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يَضَعُ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ-

ইবরাহীম নাখাঈ রহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণিত আছে যে, 'একজন মানুষ নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে নাভীর নিচে রাখবে'।[৬৫৫]

আরয রইল, এটি ইবরাহীম নাখাঈ হতে প্রমাণিতই নয়। কেননা এর সনদে রবী বিন সুবাইহ রয়েছেন। কতিপয় বিদ্বান তাকে সিকাহ বলেছেন। কিন্তু কতিপয় তার উপর জারাহও করেছেন। যেমন ইমাম ইবনু সাদ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'তিনি হাদীসে যঈফ ছিলেন'।[৬৫৬]

হাফেয ইয়াকূব বিন শায়বাহ (মৃ. ২৬২ হি.) সততার দৃষ্টিকোণ থেকে তাকে সিকাহ বলার পর তার বর্ণনার ব্যাপারে বলেছেন, 'তিনি অত্যন্ত যঈফ রাবী'।[৬৫৭]

ইজায আশরাফী সাহেব এই রাবীকে সিকাহ প্রমাণ করার জন্য ইমাম ইজলী, ইমাম আহমাদ, ইমাম আবূ যুরআহ, ইমাম ইবনু মাঈন, ইমাম ইবনু শাহীন-প্রমুখ বিদ্বানদের উক্তি সমূহ পেশ করেছেন। যার উপর পর্যালোচনা নিম্নরূপ-

* আশরাফী সাহেব লিখেছেন, 'ইমাম ইজলী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, তাকে নিয়ে কোন অসুবিধা নেই'।[৬৫৮]

৬৫৩. বায়হাকী কুবরা ২/৪৭।
৬৫৪. দারজুদ দুরার (পাণ্ডুলিপি) পৃ. ৬১।
৬৫৫. মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ১/৩৯০।
৬৫৬. আত-তাবাকাতুল কুবরা ৭/২৭৭।
৬৫৭. মিযযী, তাহযীবুল কামাল ৯/৯৩। তিনি ইয়াকূব হতে বর্ণনা করেছেন।
৬৫৮. নামায মেঁ হাথ বাঁধনে কা মাসনূন তারীকা পৃ. ৫৫।

www.boimate.com

জবাব : প্রথমত : ইমাম ইজলীর এ কথাটি সনদবিহীন ও জমহূর মুহাদ্দিসের খেলাফ।

দ্বিতীয়ত : ইমাম ইজলী রহিমাহুল্লাহ সততার বিষয়টির প্রতি নির্দেশ করতে গিয়েও এমন তাওসীক প্রদান করতেন। এ জন্য উক্তিটি তার যঈফ রাবী হওয়ার বিপরীত নয়।

* আশরাফী সাহেব লিখেছেন, 'ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, তাকে নিয়ে কোন সমস্যা নেই'।[৬৫৯]

জবাব : ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহও কেবল সততার দৃষ্টিকোণ থেকে তার তাওসীক করেছেন। যেমনটা তার বক্তব্য প্রমাণ করছে। যা সামনে আসছে। উপরন্তু এ কথাটির শক্তিশালী দলীল এটাও যে, অন্য উক্তি সমূহের মধ্যে খোদ ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ এ রাবীর উপর জারাহ করেছেন। তিনি রবী বিন সুবাইহকে উল্লেখ করেছেন এবং তার উপর সমালোচনা করতে গিয়ে বিরূপ মন্তব্য করেছেন।[৬৬০]

ইমাম আহমাদের অন্য ছাত্র বলেছেন, 'যেন ইমাম আহমাদ তাকে যঈফ বলেছেন'।[৬৬১]

এজন্য ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ্র এ উক্তিটিও তার যঈফ হওয়ার পরিপন্থী নয়।

* আশরাফী সাহেব লিখেছেন, 'আবূ যুরআহ বলেছেন, তিনি শায়েখ, সালেহ, সদূক'।[৬৬২]

জবাব : অন্য মুহাদ্দিসদের জারাহকে সম্মুখে রেখে এই বাক্যটিকেও সততার প্রতি নির্দেশকারী গণ্য করতে হবে। আর এটিকে তার উপর কৃত জারাহ-এর পরিপন্থী নয় মনে করতে হবে।

* আশরাফী সাহেব লিখেছেন, 'ইয়াহ্ইয়া বিন মাঈন রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, তার মাঝে কোন অসুবিধা নেই'।[৬৬৩]

---

৬৫৯. ঐ।
৬৬০. ইলালু আহমাদ (মারওয়াযীর বর্ণনা) পৃ. ৭৭।
৬৬১. ইলালু আহমাদ (মারওয়াযীর বর্ণনা) পৃ. ২৩৫।
৬৬২. নামায মে হাথ বাধনে কা মাসনূন তারীকা পৃ. ৫৫।

www.boimate.com

জবাব : ইবনু মাঈনও অন্য মুহাদ্দিসদের ন্যায় এই বাক্যটিতে শুধু তার সততার বিষয়ে ইশারা করেছেন। এর শক্তিশালী দলীল এই যে, অন্যান্য স্থানে খোদ ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহ তার উপর জারাহ করতে গিয়ে লিখেছেন, 'রবী বিন সুবাইহ একজন যঈফুল হাদীস রাবী'।[664]

* আশরাফী সাহেব লিখেছেন, 'ইবনু শাহীন বলেছেন, তিনি সিকাহ রাবী'।[665]

জবাব : আশরাফী সাহেব সম্পূর্ণ কথা উদ্ধৃত করেননি। উদ্ধৃত গ্রন্থে ইবনু শাহীন মূলত ইমাম ইবনু মাঈনের-ই কথা বর্ণনা করেছেন এবং পূর্ণভাবে সেটি এই যে, 'ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেছেন, তিনি একজন সিকাহ রাবী। তিনি অন্যত্র বলেছেন, যঈফ রাবী। আবার তার সম্পর্কে ইয়াহইয়া বলেছেন, তাকে নিয়ে কোন অসুবিধা নেই। তিনি সৎ মানুষ'।[666]

অর্থাৎ ইবনু শাহীন রহিমাহুল্লাহ ইবনু মাঈন হতে তাওসীক উদ্ধৃত করার পর তাৎক্ষণিকভাবে ইবনু মাঈন হতে-ই তাযঈফও বর্ণনা করেছেন। এরপর তিনি ইবনু মাঈন হতে সেই উক্তিটি উদ্ধৃত করেছেন যা সততার অর্থ বহন করছে। এর দ্বারা পরিষ্কার ইশারা পাওয়া যায় যে, ইবনু শাহীন ইবনু মাঈনের বলা সিকাহ শব্দটিকে পারিভাষিক অর্থে বলেন নি। বরং সততার অর্থে বুঝেছেন।

প্রতীয়মান হল, মুহাদ্দিসগণ হিফয ও যবতের ক্ষেত্রে তাকে যঈফ-ই বলেছেন। কিন্তু যেহেতু তিনি অত্যন্ত ইবাদতগুযার ও নেক মানুষ ছিলেন সেহেতু কতিপয় মুহাদ্দিস এই দৃষ্টিকোণ থেকে তার তাদীলও করেছেন। যার অর্থ কেবল এটাই যে, তিনি একজন শুধুই দীনদার ও নেককার মানুষ ছিলেন। যদিও হিফযের দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি দুর্বল রাবী ছিলেন।

তাহযীবুল কামাল গ্রন্থে টিকায় বাশশার আওয়াদ সাহেব লিখেছেন,

فخلاصة القول فيه أنه كان رجلا صالحا غزاء دينا ثقة في دينه وجهاده، ولكنه كان ضعيفا في الحديث كما قال يعقوب بن شَيْبَة، وابن حبان وغيرهما -

---

৬৬৩. নামায মে হাথ বাধনে কা মাসনূন তারীকা পৃ. ৫৫।
৬৬৪. ইবনু আবী হাতিম, আল-জারহু ওয়াত-তাদীল ৪/৪৬৫, সনদ সহীহ।
৬৬৫. নামায মে হাথ বাধনে কা মাসনূন তারীকা পৃ. ৫৫।
৬৬৬. নামায মে হাথ বাধনে কা মাসনূন তারীকা পৃ. ৫৫।

www.boimate.com

'সারকথা এই যে, তিনি নেক, মুজাহিদ ও দীনদার মানুষ ছিলেন। স্বীয় দীন ও জিহাদে সিকাহ ছিলেন। কিন্তু হাদীসে যঈফ ছিলেন। যেমনটা ইয়াকূব বিন শায়বাহ ও ইবনু হিব্বান প্রমুখেরা বলেছেন'।[৬৬৭]

আশরাফী সাহেবের পক্ষ হতে পেশকৃত তাদীলসমূহের পর্যালোচনার পর এখন তার উপর মুহাদ্দিসদের জারাহ লক্ষ্য করুন-

* আফফান বিন মুসলিম আস-সাফফার রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২১৯ হি.) বলেছেন, 'রবী বিন সুবাইর হাদীস সবই মাকলূব'।[৬৬৮]

* ইমাম ইবনু সাদ রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৩০ হি.) বলেছেন, 'তিনি হাদীসে যঈফ ছিলেন'।[৬৬৯]

* ইমাম নাসাঈ রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩০৩ হি.) বলেছেন, 'তিনি যঈফ রাবী'।[৬৭০]

* ইমাম যাকারিয়া বিন ইয়াহইয়া আস-সাজী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩০৭ হি.) বলেছেন, 'তিনি যঈফুল হাদীস রাবী'।[৬৭১]

* ইমাম ইবনু হিব্বান রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৫৪ হি.) মুফাস্সার জারাহ করতে গিয়ে বলেছেন, 'হাদীস তার ক্ষেত্র নয়। তিনি তার বর্ণিত হাদীসে খুব বেশী ভুলের শিকার হতেন'।[৬৭২]

* ইমাম জাওযাজানী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৫৯ হি.) বলেছেন, 'রবী বিন সুবাইহ-এর হাদীসকে যঈফ আখ্যা দিতে হবে। উভয়েই (মুবারক বিন ফাযালাহ ও সুবাইহ) সাবত রাবীদের অন্তর্ভুক্ত নন'।[৬৭৩]

* হাফেয ইয়াকূব বিন শায়বাহ (মৃ. ২৬২ হি.) বলেছেন, 'তিনি অত্যন্ত যঈফ'।[৬৭৪]

---

৬৬৭. মিযযী, হাশিয়া তাহযীবুল কামাল ৯/৯৪।
৬৬৮. ইবনু আবী হাতিম, আল-জারহু ওয়াত-তাদীল ৩/৪৬৪, সনদ সহীহ।
৬৬৯. আত-তাবাকাতুল কুবরা ৭/২৭৭।
৬৭০. আল-কামিল ৪/৩৮, সনদ সহীহ।
৬৭১. ইবনু হাজার, তাহযীবুত তাহযীব ৩/২৪৮।
৬৭২. ইবনু হিব্বান, আল-মাজরূহীন ১/২৯৬।
৬৭৩. আহওয়ালুর রিজাল পৃ. ২১০।
৬৭৪. মিযযী, তাহযীবুল কামাল ৯/৯৩। তিনি ইয়াকূব হতে বর্ণনা করেছেন।

www.boimate.com

প্রতীয়মান হল, এই রাবী যঈফ-ই। আর কিছু মুহাদ্দিস তার উপর মুফাসসার জারাহ করেছেন। সুতরাং যে সকল উক্তিতে তার তা'দীল বর্ণিত আছে সেগুলির দ্বারা তার সততা বুঝানো হয়েছে। অথবা সেগুলির দ্বারা তাকে মারজূহ রাবী বুঝানো হয়েছে।

** আশরাফী সাহেব লিখেছেন, 'আব্দুর রায্যাকের আমালী গ্রন্থে এ আসারটির মুতাবি বিদ্যমান'।[৬৭৫]

জবাব : আমালী গ্রন্থের সনদটি নিম্নরূপ-

قَالَ الثَّوْرِيُّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ فَرْقَدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَا دُونَ السُّرَّةِ، يَعْنِي تَحْتَهَا-

এ সনদে ফারকাদ নামক রাবী রয়েছেন। আর তিনি হলেন ফারকাদ বিন ইয়াকূব সাবাখী। যিনি অত্যন্ত যঈফ রাবী।[৬৭৬]

* ইমাম ইবনু সাদ রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৩০ হি.) বলেছেন, 'তিনি যঈফ রাবী ও মুনকারুল হাদীস'।[৬৭৭]

* ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'তিনি অত্যন্ত মুনকারুল হাদীস'।[৬৭৮]

* হাফেয ইয়াকূব বিন শায়বাহ (মৃ. ২৬২ হি.) বলেছেন, 'তিনি অত্যন্ত যঈফ রাবী'।

তারা ব্যতীত আরও একাধিক মুহাদ্দিস তার উপর জারাহ করেছেন। সুতরাং এ সনদটিও অতন্ত যঈফ ও প্রত্যাখাত।

উপরন্তু আবূ মাশারের-ই সূত্রে মুগীরা এ প্রসঙ্গে ইবরাহীম নাখাঈ রহিমাহুল্লাহ থেকে স্রেফ হাত বাঁধার কথা বর্ণনা করেছেন। আর নাভীর নিচে হাত বাঁধার উল্লেখ করেননি। যেমন লক্ষ্য করুন-

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ-

৬৭৫. নামায মে হাথ বাধনে কা মাসনূন তারীকা পৃ. ৫৫।
৬৭৬. আব্দুর রায্যাক আস-সানআনী, আল-আমালী ফী আসারিস সাহাবা পৃ. ৫২।
৬৭৭. তিরমিযী, আল-ইলালুল কাবীর পৃ. ৩৯১।
৬৭৮. মিযযী, তাহযীবুল কামাল ৩৩/১৬৭।

www.boimate.com

'ইবরাহীম নাখাঈ বলেছেন, এতে কোন অসুবিধা নেই যে, নামাযে ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখতে হবে'।[৬৭৯]

তাহকীক : এর রাবীগণ সিকাহ। অবশ্য মুগীরা মুদাল্লিস রাবী। আর তিনি আন দ্বারা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু রবী বিন সুবাইহ এ বাক্যগুলির মুতাবাত করেছেন। যদ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইবরাহীম নাখাঈর এই বাক্যগুলিই হল আসল মতনের অংশ। কিন্তু নাভীর নিচে-এর বর্ধিংতাংশটুকু রবী বিন সুবাইহ বর্ণনা করেছেন যার কোন মুতাবি নেই। সুতরাং তার দুর্বলতার কারণে তার সংযোজনকৃত বর্ণনাটি অগ্রহণযোগ্য।

এই বিস্তারিত আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হল যে, ইবরাহীম নাখাঈ রহিমাহুল্লাহ হতে 'নাভীর নিচে'-এর কথাটি প্রমাণিত নেই। এজন্য ইমাম ইবনু আব্দুল বার্র রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَالنَّخَعِيِّ وَلَا يَثْبُتُ ذَلِكَ عَنْهُمْ-

'নাভীর নিচে হাত বাঁধার কথা আলী, আবূ হুরায়রা এবং ইবরাহীম নাখাঈ হতে বর্ণিত আছে। কিন্তু এ কথাটি তাদের থেকে প্রমাণিত নেই।[৬৮০]

মনে রাখতে হবে, ইবরাহীম নাখাঈর হাত ছেড়ে নামায পড়াও বর্ণিত আছে। কিন্তু প্রমাণিত নেই। হাদীসটি নিম্নরূপ-

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُمَا كَانَا يُرْسِلَانِ أَيْدِيَهُمَا فِي الصَّلَاةِ-

'হাসান বসরী এবং ইবরাহীম নাখাঈ হতে বর্ণিত আছে যে, উভয়েই নামাযে হাত ছেড়ে দিয়ে সলাত আদায় করতেন'।[৬৮১]

তাহকীক : এই সনদে হুশাইম ও মুগীরার আনআনাহ রয়েছে। আর এ দুজনই মুদাল্লিস রাবী। সুতরাং এ বর্ণনাটিও প্রমাণিত নেই।

৬৭৯. মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ১/৩৪৩।
৬৮০. আত-তামহীদ ২০/৭৫।
৬৮১. মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ১/৩৪৪।

www.boimate.com

(২) তাবেঈ সাঈদ বিন জুবায়ের রহিমাহুল্লাহ্‌র-উক্তি

উপরোক্ত আসারের বিপরীতে তাবেঈ সাঈদ বিন জুবায়ের রহিমাহুল্লাহ হতে প্রমাণিত আছে যে, তিনি নাভীর উপরে হাত বাঁধার কথা বলেছেন। যেমন ইমাম আব্দুর রাযযাক রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২১১ হি.) বলেছেন,

أنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ : وَأنا أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ : سُئِلَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : أَيْنَ مَوْضِعُ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ : فَوْقَ السُّرَّةِ –

'সাঈদ বিন জুবাইরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, নামাযে কোথায় হাত বাঁধব? তিনি বললেন, নাভীর উপরে'।[৬৮২]

ইজায আশরাফী সাহেব লিখেছেন, 'সাঈদ বিন যুবাইরের সনদে ইবনু জুরাইজ রহিমাহুল্লাহ এবং আবুয যুবায়ের রহিমাহুল্লাহ নামক দুজন মুদাল্লিস রাবী রয়েছেন'।[৬৮৩]

আরয রইল, ইমাম ইবনু জুরাইজ এখানে সামার বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন। সুতরাং তাদলীসের অভিযোগটি বেকার। আর আবুয যুবায়ের বলেছেন, আতা আমাকে বলেছেন। অর্থাৎ আবুয যুবায়েরও সামার বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন। সুতরাং তার উপর কৃত তাদলীসের অভিযোগও অনর্থক। আশরাফী সাহেব! আপনি কি এতটুকুও জানেন না যে, মুদাল্লিস রাবী যখন সামার বিষয়টি পরিষ্কার করে বলে দেন তখন তার আনআনার উপর অভিযোগ করা যায় না?

সারকথা এই যে, তাবেঈদের কথা হুজ্জত নয়। বিশেষত যখন তা হাদীস ও আসারে সাহাবার বিপরীত হয়। এ ব্যতীত এ প্রসঙ্গে তাবেঈদের একাধিক উক্তি রয়েছে। তাবেঈ সাঈদ বিন জুবাইর হতে নাভীর উপর হাত বাঁধা বর্ণিত আছে। আর আবূ মিজলায হতে নাভীর নিচে হাত বাঁধা বর্ণিত আছে। কিন্তু তাদের থেকেই আবার এর উল্টোটাও বর্ণিত আছে। আর ইবরাহীম নাখঈ হতে বর্ণিত কোন উক্তির-ই সনদ সহীহ নয়।

৬৮২. আব্দুর রাযযাক সনআনী, আল-আমালী ফী আসারিস সাহাবা পৃ. ৫২; ফাওয়ায়েদ ইবনু মান্দাহ ২/২৩৪, সনদ সহীহ।
৬৮৩. নামায মেঁ হাথ বাঁধনে কা মাসনূন তারীকা পৃ. ২৫৮।

www.boimate.com

ইমাম চতুষ্টয়ের উক্তি

(১) ইমাম আবূ হানীফা রহিমাহুল্লাহ :

ইমাম চতুষ্টয়ের মধ্য হতে কেবল ইমাম আবূ হানীফা রহিমাহুল্লাহ হতেই একটি উক্তি বর্ণিত আছে। আর তা এই যে, নাভীর নিচে হাত বাঁধতে হবে। এর বিপরীতে অবশিষ্ট তিনজন ইমাম হতে এ সম্পর্কে একাধিক উক্তি বর্ণিত আছে। যার মধ্যে একটি উক্তির মধ্যে বুকে হাত বাঁধাও বর্ণিত আছে।

(২) ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহ :

ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহ হতে হাত ছাড়ার কথা উল্লেখ আছে। অর্থাৎ হাত ছেড়ে দিয়ে নামায আদায় করা। কিন্তু অন্য মালেকীগণ ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহ্‌র প্রতি এই নিসবতকে ভুল আখ্যা দিয়েছেন। আর ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহ্‌র সহীহ উক্তি হিসেবে এটাই তারা নির্দেশ করেছেন যে, তিনিও হাত বাঁধার পক্ষে মত দিয়েছেন।[৬৮৪]

এ প্রসঙ্গে একটি দলীল এটা দেয়া হয়েছে যে, তিনি মুওয়াত্তায় সাহল বিন সাদ আস-সায়িদীর হাদীস বর্ণনা করেছেন। যেখানে হাত বাঁধার উল্লেখ রয়েছে। এ হাদীসটি পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

আরয রইল যে, সাহল বিন সাদ আস-সায়িদী (রা)-এর এই হাদীস দ্বারা বুকের উপর হাত বাঁধা প্রমাণিত হয়। যেমনটা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সুতরাং যদি ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহ এই হাদীসকে গ্রহণ করেন তাহলে এই হাদীসের আলোকে ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহ্‌র উক্তিও বুকের উপর হাত বাঁধারই হবে। আর আহনাফরা বলেন যে, ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহ মুওয়াত্তা গ্রন্থে যে হাদীস আনতেন তা তার মাযহাব হয়ে থাকে এবং তিনি তার উপর আমল করেন। 'আল-হিদায়া' গ্রন্থের টিকায় রয়েছে, 'ইমাম মালেকের এই অভ্যাস ছিল যে, তিনি মুওয়াত্তা গ্রন্থে যে হাদীস বর্ণনা করতেন তা তার মাযহাব হত। আর তিনি এর উপর আমল করতেন'।[৬৮৫]

---

৬৮৪. দেখুন 'হাইয়াতুন নাসিক' গ্রন্থ।
৬৮৫. হাশিয়া হিদায়া পৃ. ৩১২।

www.boimate.com

এছাড়াও ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহ হতে 'বুকের নিচের' উক্তিও বর্ণিত আছে।[৬৮৬]

(৩) ইমাম শাফেঈ রহিমাহুল্লাহ :

ইমাম শাফেঈ রহিমাহুল্লাহ হতে স্পষ্টভাবে বুকে হাত বাঁধার উক্তি বর্ণিত আছে।-

'ইমাম শাফেঈর মাযহাব এটাই যে, ডান হাতকে বাম হাতের উপর রেখে বুকে রাখতে হবে। কেননা ইবনু খুযায়মাহ তার সহীহ গ্রন্থে ওয়ায়েল বিন হুজর (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আমি আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে নামায পড়তে দেখেছি। সেসময় তিনি স্বীয় ডান হাতকে বাম হাতের উপর বুকে রেখেছিলেন'।[৬৮৭]

আরও চিন্তা করুন! ইমাম শাফেঈ রহিমাহুল্লাহর উক্তির উপর দলীলস্বরূপ ওয়ায়েল বিন হুজর (রা)-এর যে হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে তাতেও বুকে হাত বাঁধার স্পষ্ট বিবরণ রয়েছে। এছাড়াও আহনাফের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাবলীতেও সম্পূর্ণ স্পষ্ট বিবরণের সাথে বুকের উপর হাত বাঁধার উক্তি ইমাম শাফেঈ রহিমাহুল্লাহর প্রতি মানসূব করা হয়েছে।[৬৮৮]

* আল্লামা আইনী রহিমাহুল্লাহ লিখেছেন, 'আর ইমাম শাফেঈর মতে, নামাযে বুকের উপর হাত বাঁধতে হবে'।[৬৮৯]

* আকমালুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন মাহমূদ বাবারতী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৮৬ হি.) লিখেছেন, 'শাফেঈদের কাছে উত্তম এটাই যে, নামাযী উভয় হাত বুকের উপর রাখবে। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেছেন, {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} 'তুমি তোমার রবের জন্য সলাত পড় ও নহর কর'। মুফাসসিরগণ বলেছেন, এর দ্বারা ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে বুকের উপর স্থাপন বুঝানো হয়েছে।[৬৯০]

৬৮৬. ফাতহুল গফূর পৃ. ৯১।
৬৮৭. শারহু মুখতাসার আত-তাবরীযী আলা মাযহাব ইমাম শাফেঈ পৃ. ৯২।
৬৮৮. হিদায়া শরহে বিদায়াতুল মুবতাদী ১/৪৯।
৬৮৯. উমদাতুল কারী ৫/২৭৯।
৬৯০. আল-ইনায়া হাশিয়া হিদায়া ১/২০১।

www.boimate.com

* আব্দুশ শাকুর লাখনোবী হানাফী লিখেছেন, 'এ মাসআলাতেও ইমাম শাফেঈ রহিমাহুল্লাহ বিরোধীতা করেছেন। তার মতে পুরুষেরাও বুকের উপর হাত বাঁধবে'।[৬৯১]

কিছু মানুষ ইমাম শাফেঈ হতে বুকের নিচে-এর উক্তি নকল করেছেন। আরয রইল যে, ইমাম শাফেঈ রহিমাহুল্লাহ হতে বুকের উপর কথাটি স্পষ্টভাবে আসার পর বুকের নিচে-এর মর্ম এটাই হবে যে, তাকে সীনার উপরিভাগের অংশ ধরে নিয়ে বলতে হবে যে, এর নিচে হাত রাখতে হবে। এ অবস্থায় নিচের অংশটিও বুক হিসেবেই গণ্য হবে। সুতরাং উভয়ে উক্তির মাঝে কোন তাআরুয নেই।

* শায়েখ হাশেম ঠাঠবী হানাফী রহিমাহুল্লাহ লিখেছেন, 'আর বুকের নিচে এবং বুকের উপর-এর ইখতিলাফ সম্পর্কে পরবর্তী কিছু শাফেঈ ইমাম যেমন -মুহাল্লা শারহুল মিনহাজ গ্রন্থে এবং ইবনু হাজার মাক্কী শারগুল আবাব গ্রন্থে এ জবাব প্রদান করেছেন যে, শাফেঈদের উক্তি বুকের নিচে-বাক্যে সদর দ্বারা বুকের উপর ও নিচের উভয় অংশ বুঝানো হয়। আর ওয়ায়েল (রা)-এর যে হাদীসে বুকের উপর শব্দাবলী রয়েছে। যদ্বারা বুকের নিচের অংশ বুঝানো হয়েছে'।[৬৯২]

আরয রইল, এর সমর্থন সাহল বিন সাদ (রা)-এর যিরা সংক্রান্ত এবং ওয়ায়েল বিন হুজর (রা)-এর তালু, কব্জি ও বাহু সংক্রান্ত হাদীস থেকেও হয়। কেননা এ সকল হাদীসের আমল দ্বারা হাত বুকের নিচের অংশেই থাকে।

প্রকাশ থাকে যে, আহনাফের মাসলাক এই যে, নারীরা সালাতে বুকে হাত বাঁধবে। কিন্তু তারা এটা বলার জন্য বুকের উপর শব্দাবলী ব্যবহার করেছেন। যেমন আহনাফের প্রসিদ্ধ 'আল-বাহরুর রায়েক' গ্রন্থে আছে, فانها تضع علي صدرها 'তারা বুকের উপর হাত বাঁধবে'।[৬৯৩]

অনুরূপভাবে আহনাফের আরেকটি গ্রন্থে আছে, 'পুরুষেরা তাকবীর বলার পর ডান হাত বাম হতের উপর রেখে নাভীর নিচে স্থাপন করবে। আর নারীরা বুকের উপর রাখবে'।[৬৯৪]

৬৯১. ইলমুল ফিকহ-এর টিকা পৃ. ২১০।

৬৯২. দিরহামুস সুর্রা পৃ. ৪৭।

৬৯৩. আল-বাহরুর রায়েক শরহে কানযুদ দাকায়েক ১/৩২০।

৬৯৪. তুহফাতুল মুলূক পৃ. ৬৯।

www.boimate.com

আবার কোথাও 'বুকের নিচে' শব্দাবলী রয়েছে। যেমন হানাফী ফিকহের মাজমাউল বিহার নামক গ্রন্থে রয়েছে যে, 'শাফেঈদের কাছে নামাযী বুকের নিচে হাত রাখবে। যেভাবে আমাদের নারীগণ রাখেন'।[৬৯৫]

এ কিতাবে হানাফী নারীদের জন্য নামাযে বুকের নিচে হাত বাঁধার আমল নির্দেশ করা হয়েছে। অন্যদিকে উপরোল্লিখিত গ্রন্থাবলীতে হানাফী নারীদের জন্য নামাযে বুকের উপর হাত বাঁধার আমল নির্দেশ করা হয়েছে। প্রশ্ন এই যে, এ দুটি কথা কি ভিন্ন ভিন্ন? যদি না হয় —বরং অর্থগত দিক দিয়ে এ দুটি কথা একই– তাহলে ঠিক অনুরূপভাবে ইমাম শাফেঈ হতে বর্ণিত বুকের উপর ও বুকের নিচে—শব্দাবলীর অর্থও একই। যেমনটা পূর্বে স্পষ্ট করা হয়েছে।

(৪) ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহিমাহুল্লাহ :

আল্লামা রুশদুল্লাহ রাশেদী রহিমাহুল্লাহ্র কথানুসারে শায়েখ আব্দুল হক দেহলবী রহিমাহুল্লাহ্ও 'শারহু সিফরিস সাআদাহ' গ্রন্থে ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ হতে বুকের উপর হাত বাধার উক্তি উদ্ধৃত করেছেন।[৬৯৬]

এছাড়াও এর সমর্থন এর দ্বারাও হয় যে, ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ স্বীয় মুসনাদ গ্রন্থে হুলব আত-তাঈ রাযিআল্লাহু আনহুর হাদীসটি লিপিবদ্ধ করেছেন। যেখানে বুকের উপর হাত বাধার স্পষ্ট বিবরণ রয়েছে।[৬৯৭]

++ইবনুল কাইয়েম (রাহি.) নাভীর নিচে হাত বাঁধার হাদীসকে সহীহ বলেছেন?

ইমাম ইবনুল কাইয়েম রহিমাহুল্লাহ হতে এর তাসহীহ বর্ণনা করার পর লিখেছেন, হযরত আলী রাযিআল্লাহু আনহুর হাদীসটি সম্পর্কে হাফেয ইবনুল কাইয়েম জাওযী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

হযরত আলী রাযিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা আছে যে,

{من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة}

৬৯৫. মাজমাউল আনহার ১/৯৩।
৬৯৬. দারজুল দুরার ফী ওয়াযিল আইদী আলাস সদর পৃ. ১৪।
৬৯৭. এ গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা গত হয়েছে।

www.boimate.com

নামাযে সুন্নাত হল কব্জির উপর কব্জি রেখে নাভীর নিচে রাখা। আমর বিন মালেক রহিমাহুল্লাহ আবুল জাওযা রহিমাহুল্লাহ হতে, তিনি হযরত ইবনু আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহু হতে হযরত আলী রাযিআল্লাহু আনহুর তাফসীরের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ বর্ণনাটি সহীহ নয়। আর সহীহ হল হযরত আলী রাযিআল্লাহু আনহুর হাদীসটি'।[৬৯৮]

আরয রইল যে, এই ইবারতের মধ্যে ইবনুল কাইয়েম রহিমাহুল্লাহ আলী রাযিআল্লাহু আনহুর যে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন সেটি 'নাভীর নিচে' সংক্রান্ত হাদীসটি নয়। বরং আলী রাযিআল্লাহু আনহুর তাফসীর সংক্রান্ত হাদীসটিকে তিনি সহীহ বলেছেন। কেননা 'নাভীর নিচে' বর্ণনাটির পর ইবনুল কাইয়েম রহিমাহুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহু হতে তাফসীরী বর্ণনা পেশ করেছেন। অতঃপর তার সমমনা অর্থ বিশিষ্ট আলী রাযিআল্লাহু আনহুর তাফসীরী বর্ণনাটির প্রতি তিনি ইশারা করেছেন। এরপর তিনি ইবনু আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহুর বর্ণনাকে গায়ের সহীহ বলেছেন।

অন্যদিকে আলী রাযিআল্লাহু আনহুর বর্ণনাকে তিনি সহীহ বলেছেন। এ বিষয়টি এর প্রতি ইশারা করছে যে, ইবনুল কাইয়েম রহিমাহুল্লাহ যে বর্ণনাকে সহীহ বলেছেন সেটি তাফসীরী বর্ণনা। আর এই তাফসীরী বর্ণনাকে ইবনুল কাইয়েম রহিমাহুল্লাহ অন্যত্র নিম্নোক্ত বাক্যে উল্লেখ করেছেন,

'আলী রাযিআল্লাহু আনহু আল্লাহ্‌র বাণী {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}-এর তাফসীরে বলেছেন, এর দ্বারা নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে বুকের নিচে রাখা উদ্দেশ্য'।[৬৯৯]

এর আরও সমর্থন এ কথাটি দ্বারা হয়ে থাকে যে, 'নাভীর নিচে' সংক্রান্ত আলী রাযিআল্লাহু আনহুর হাদীসের উপর ইবনুল কাইয়েম নির্ভর করেননি। বরং তিনি বুকের উপর হাত বাঁধার হাদীসটির উপর নির্ভর করেছেন। যেমন ইমাম ইবনু কাইয়েম রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

ثم كان يمسك شماله بيمينه فيضعها عليها فوق المفصل ثم يضعها على صدره-

---

৬৯৮. ঐ।

৬৯৯. ইলামুল মুওয়াক্কিঈন ২/২৯০।

www.boimate.com

'অতঃপর তিনি স্বীয় ডান হাত দ্বারা বাম হাত ধরলেন। আর ডান হাতকে এর উপর (বাম হাতের) জোড়ার উপর রাখলেন। এরপর উভয় হাত বুকের উপর রাখলেন'।[৭০০]

প্রতীয়মান হল, ইবনুল কাইয়েমের দৃষ্টিতে 'নাভীর নিচে' সম্বলিত কোন বর্ণনা নির্ভরযোগ্য নয়। যদি কথার কথা মেনে নেই যে, ইবনুল কাইয়েম 'নাভীর নিচে' হাদীসটিকে সহীহ বলে থাকেন তাহলে এটা ইবনুল কাইয়েমের তাফার্রুদ। যা মুহাদ্দিসদের ইজমাঈ ফায়সালার বিপরীত হবার কারণে গায়ের মাসমূ।

ইমাম আহমাদ (রাহি.) নামাযে বুকে হাত বাঁধাকে মাকরূহ মনে করতেন

ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ হতে এ প্রসঙ্গে ব্যাপকতার বিষয়টি উদ্ধৃত হয়েছে। অর্থাৎ যেখানেই হাত রাখা হোক না কেন সবই জায়েয। কিন্তু নাভীর উপর হাত বাঁধাই তার নিজস্ব আমল ছিল। যেমনটা তার পুত্র ইমাম আব্দুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেছেন যে,

رَأَيْت ابي اذا صلى وضع يَدَيْهِ احدهما على الاخرى فوق السُّرَّة-

'আমি আমার বাবাকে দেখেছি, যখন তিনি নামায পড়তেন তখন তিনি হাত দুটি একটি অপরের উপর রেখে নাভীর উপরে রাখতেন'।[৭০১]

কিন্তু ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ হতেই কিছু মানুষ এটা বর্ণনা করেন যে, তিনি নামাযে বুকে হাত বাঁধাকে মাকরূহ মনে করতেন। কেননা হাদীসে আছে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'তাকফীর' করতে নিষেধ করেছেন। যেমন ইমাম ইবনু কাইয়েম রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৫১ হি.) বলেছেন,

قال في رواية المزني : "أسفل السرة بقليل ويكره أن يجعلهما على الصدر" وذلك لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهي عن التكفير وهو وضع اليد على الصدر-

---

৭০০. ইবনুল কাইয়েম, কিতাবুস সলাত পৃ. ৩৯৯-৪০০।
৭০১. মাসায়েলে আহমাদ, আব্দুল্লাহর বর্ণনা পৃ. ৭২ তাহকীক : যুহাইর।

www.boimate.com

ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ মুযানীর বর্ণনা মোতাবেক বলেছেন যে, 'নাভীর কিছুটা নিচে হাত রাখতে হবে। আর ইমাম আহমাদ বুকে হাত বাঁধাকে অপছন্দ করতেন। কেননা আল্লাহ্‌র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত আছে যে তিনি তাকফীর করতে নিষেধ করেছেন। তাকফীর হল বুকের উপর হাত বাঁধা'।[৭০২]

অর্থাৎ ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অপছন্দ করার কারণ হিসেবে এটা বলা হয়েছে যে, 'হাদীসে তাকফীর করতে নিষেধ করা হয়েছে। আর তাকফীরের অর্থ হল, 'বুকের উপর হাত বাধা'।

এর জবাবে নিবেদন রইল যে-

প্রথমত : যে হাদীসের ভিত্তিতে এ কথাটি বলা হয়ে থাকে তা প্রমাণিত নয়। সুতরাং মূল হাদীসটি প্রমাণিত না হওয়ার কারণে এর দ্বারা গৃহীত দলীলও অগ্রহণযোগ্য।

দ্বিতীয়ত : যদি এ হাদীসটিকে প্রমাণিতও মেনে নেয়া হয়, তাহলেও এতে এ কথাটির স্পষ্ট বিবরণ নেই যে, এটা নামাযের অবস্থায় এবং আল্লাহ্‌র জন্যও নিষিদ্ধ। যেমন কিছু বিষয় নামাযের বাইরে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারোর জন্য নিষিদ্ধ হয়ে থাকে। কিন্তু নামাযের মধ্যে জায়েয। যেমন নামাযের বাইরে কাউকে তাযীমী কিয়াম (সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে থাকা) করা জায়েয নেই। কিন্তু নামাযের অভ্যন্তরে আল্লাহ্‌র জন্য তাযীমী কিয়াম করা জায়েয। বরং এটি নামাযের অন্যতম একটি ফরয বিধান।

তৃতীয়ত : তাকফীরের অর্থ শুধু বুকের উপর হাত বাঁধা নয়। বরং বুকের উপর হাত বেঁধে কোন কিছুর জন্য নত হওয়াকে তাকফীর বলা হয়। যেমন 'আল-মুজামুল ওয়াসীত' গ্রন্থে আছে, 'তিনি তার নেতার জন্য তাকফীর করলেন। অর্থাৎ তার সম্মানে স্বীয় হাতকে বুকের উপর রেখে নিজের মাথাকে রুকূর ন্যায় অবনত করলেন'।[৭০৩]

নামাযে বুকের উপর হাত বাধার সময় নামাযী ব্যক্তি এ অবস্থায় থাকেন না। উপরন্তু নামাযের মধ্যে এই আমলটি (বুকে হাত বাধার আমল) গাইরুল্লাহ্‌র জন্যও করা হয় না।

৭০২. ইবনুল কাইয়িম বাদায়েউল ফাওয়ায়েদ ৩/৬০১; আরো দেখুন : মাসায়েলে আহমাদ আবূ দাউদ সিজিস্তানীর বর্ণনা পৃ. ৪৮।
৭০৩. আল-মুজামুল ওয়াসীত ২/৭৯১ ৭৯২।

Salate hath badha-20

www.boimate.com

উক্ত বিস্তারিত আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হল যে, তাকফীরের নিষিদ্ধতা সংক্রান্ত হাদীসটি প্রথমত প্রমাণিত নেই। উপরন্তু নামাযের সাথেও এর কোনই সম্পর্ক নেই। সুতরাং এর ভিত্তিতে ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ্‌র নামাযে বুকের উপর হাত বাধাকে মাকরূহ আখ্যা দেয়া শ্রুত নয় (ইমাম আহমাদ হতে এমনটা শ্রবণ করা হয়নি)।

বরং সম্ভাবনা রয়েছে যে, ইমাম আহমাদও পরবর্তীতে এ থেকে প্রত্যাবর্তন করে নিয়েছিলেন এবং বুকের উপর হাত বাঁধার প্রবক্তা হয়ে গিয়েছিলেন। যেমনটা শায়েখ মুহাম্মাদ হায়াত হানাফী সিন্ধী ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ হতেও বুকের উপর হাত বাধার মতামত উদ্ধৃত করেছেন।[৭০৪]

অনুরূপভাবে আল্লামা রুশদুল্লাহ রাশেদী রহিমাহুল্লাহ্‌র কথানুসারে শায়েখ আব্দুল হক দেহলবী রহিমাহুল্লাহ্‌ও 'শারহু সিফরিস সাআদাহ' গ্রন্থে ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ হতে বুকের উপর হাত বাধার উক্তি উদ্ধৃত করেছেন।[৭০৫]

এছাড়াও এর সমর্থন এর দ্বারাও হয় যে, ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ স্বীয় মুসনাদ গ্রন্থে হুলব আত-তাঈ রাযিআল্লাহু আনহুর হাদীসটি লিপিবদ্ধ করেছেন। যেখানে বুকের উপর হাত বাধার স্পষ্ট বিবরণ রয়েছে।[৭০৬]

প্রকাশ থাকে যে, ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ হতে এ উক্তিটি বর্ণনা করে সহীহ ইবনু খুযায়ামার হাদীসটির মধ্যে থাকা মুআম্মালের এককভাবে বর্ণনা করার বিষয়ে সমালোচনা করেছেন।

এর জবাব আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি।[৭০৭] তাছাড়াও স্বয়ং ইবনুল কাইয়েম তার আরেকটি গ্রন্থে আল্লাহ্‌র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামাযের তরীকা নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন, 'অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় ডান হাত দ্বারা বাম হাতকে আঁকড়ে ধরে জোড়ার উপর রেখে বুকের উপর রাখতেন'।[৭০৮]

৭০৪. ফাতহুল গফূর পৃ. ১৪; নুসখায়ে মাকতাবা মিশকাত আল-ইসলামিয়া।
৭০৫. দারজুদ দুরার ফী ওয়াযিল আইদী আলাস সদর পৃ. ১৪।
৭০৬. এ গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা গত হয়েছে।
৭০৭. এ গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা গত হয়েছে।
৭০৮. আস-সলাতু ওয়া হুকমু তারিকিহা পৃ. ১৬০।

www.boimate.com

এর দ্বারাও প্রতীয়মান হল যে, ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রহিমাহুল্লাহ্র মতে এ কথাটি প্রমাণিত যে, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযে বুকের উপর হাত বাঁধতেন।

বুকের উপর হাত বাঁধার কোন আলেম হতে প্রমাণিত নেই।

কিছু মানুষ বলেন যে, বুকের উপর হাত বাঁধার উক্তি কোন আলেম হতে প্রমাণিত নেই। এজন্য এমন কথা বলার অর্থ হল নতুন বিষয়কে প্রতিষ্ঠা করা।

বিনয়ের সাথে বলতে চাই যে–

প্রথমত : আল্লাহ তাআলা ফকীহদের উক্তি ও ফতওয়াকে হেফাযত করার দায়িত্ব নেন নি। বরং আল্লাহ তাআলা কেবল কিতাব ও সুন্নাতের হেফাজতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। আল্লামা আলবানী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

لأن الله تعالى لم يتعهد لنا بحفظ أسماء كل من عمل بنص ما من كتاب أو سنة وانما تعهد بحفظهما فقط كما قال : {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} فوجب العمل بالنص سوءا علمنا من قال به أو لم نعلم–

'আল্লাহ তাআলা এ দায়িত্ব গ্রহণ করেননি যে, কিতাব ও সুন্নাতের উপর আমলকারী প্রতিটি আলেমের নামকে তিনি সংরক্ষণ করবেন। বরং তিনি কেবল কিতাব ও সুন্নতকে হেফাযত করার দায়িত্ব নিয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেন, আমি যিকর নাযিল করেছি এবং আমিই এর হেফাযত করব। সুতরাং যে কোন প্রমাণিত নসের উপর আমল করা ওয়াজিব। এই প্রমাণিত নসের প্রবক্তা কিংবা আমলকারীদেরকে জানা যাক বা না যাক'।[৭০৯]

সুতরাং এ দাবী করাই যেতে পারে না যে, পুরো দুনিয়াতে এ কথাটি কারো নয়। অর্থাৎ কোন ইমাম এমনটি বলেন নি।

দ্বিতীয়ত : কথার কথা যদি মেনে নেই যে, কেউই এর উপর আমল করে নি তাহলেও কোন ব্যক্তির আমল না থাকার কারণে রাসূলের প্রমাণিত সুন্নাতকে বর্জন করা যাবে না।

৭০৯. আদাবুয যিফাফ পৃ. ২৬৭।

www.boimate.com

ইমাম শাফেঈ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'হাদীস {যা প্রমাণিত} তার উপর তাৎক্ষিণকভাবে আমলা করা জরুরী। যদিও পূর্বের কোন ইমাম সে হাদীস মোতাবেক আমল না করে থাকে'।[৭১০]

ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'যখন সুন্নত প্রমাণিত হয়ে যায় তখন তা কিছু মানুষ কিংবা অধিকাংশ লোক বর্জন করার কারণে ছাড়া যাবে না'।[৭১১]

তৃতীয়ত : এ কথাটি ভুল যে, আলেমদের মধ্য হতে কেউ এর পক্ষে কথা বলেন নি। বরং এ উক্তি সাহাবী হতেও প্রমাণিত আছে। যেমন আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) ও আলী (রা)-এর তাফসীরে বুকের উপর হাত বাঁধার তাফসীর করেছেন। সুতরাং প্রকাশ থাকে যে, ঐ দুজন সাহাবীও বুকের উপর হাত বাঁধার কথা বলেছেন। মাওলানা আশরাফ আলী সাহেবও সাহাবা হতে এর পক্ষে প্রমাণ রয়েছে মর্মে স্বীকার করেছেন।

এছাড়াও পূর্বের পৃষ্ঠাগুলিতে আমরা নির্দেশ করে এসেছি যে, ইমাম শাফেঈ রহিমাহুল্লাহ হতেও এ উক্তিটি বর্ণিত আছে। কিছু বর্ণনা মোতাবেক ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ হতেও এটি বর্ণিত আছে। আর মর্মগতভাবে ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহ হতেও এ উক্তি বর্ণিত আছে। এ ব্যতীত ইমাম বায়হাকী রহিমাহুল্লাহ স্বীয় সুনান গ্রন্থে বুকে হাত বাঁধার অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন,

بَابُ وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الصَّدْرِ فِي الصَّلَاةِ مِنَ السُّنَّةِ

'নামাযে উভয় হাতকে বুকের উপর রাখা সুন্নাত-এর অনুচ্ছেদ'।

এজন্য এ বলা সঠিক নয় যে, আহলে ইলমদের মধ্য হতে কেউই বুকের উপর হাত বাঁধার কথা বলেন নি।[৭১২]

চতুর্থত : নতুন বিষয় আবিষ্কার করা নিষেধ মর্মে আলেমগণ যা বলেছেন তার দ্বারা তারা গায়ের মানসূস বিষয়ের ক্ষেত্রে ইজতিহাদ করতে গিয়ে নতুন মতকে প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। কিন্তু বুকের উপর হাত বাঁধা ইজতিহাদী বিষয় নয়। বরং এ সম্পর্কে সরীহ নস বিদ্যমান। যার সম্মুখে ইজতিহাদের কোনই

৭১০. শাফেঈ, আর-রিসালাহ পৃ. ৪২৩।
৭১১. শরহে নববী আলা সহীহ মুসলিম ৮/৫৬।
৭১২. বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা ২/৪৬।

www.boimate.com

অবকাশ নেই। সুতরাং বুকের উপর হাত বাঁধার পক্ষে বলা কোন ফতওয়াবাজী কিংবা ইজতিহাদী বিষয় নয়। বরং সরীহ নসের পরিপূর্ণ আনুগত্য। আর সরীহ নস এসে যাবার পর সেটি গ্রহণ করা ও তার উপর আমল করার জন্য এর অপেক্ষায় থাকা যাবে না যে, উম্মতের মধ্য হতে কেউ বিষয়টির উপর আমল করেছেন নাকি করেননি। কেননা নবী মুকার্রম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আনুগত্য প্রতিটি উম্মতের উপর আবশ্যক।

'আলী (রাযি.) বুকের উপর হাত বাঁধতেন'

আহলে ইলমগণ বুকের উপর হাত বাঁধার উক্তিকে সাইয়েদুনা আলী রাযিআল্লাহু আনহু-এর প্রতি সম্বন্ধ করেছেন। যেমন ইমাম ইবনুল মুনযির রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩১৯ হি.) বলেছেন,

وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ وَضَعَهُمَا عَلَى صَدْرِهِ-

'আলী রাযিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বুকের উপর হাত বাঁধতেন'।[৭১৩]

রাবী-১ : উকবাহ বিন যবিয়ান ইমাম ইবনু হিব্বান রহিমাহুল্লাহ তাকে সিকাত গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন,

عقبَة بن ظَبْيَان يروي عَن علی رَوَى عَنْهُ عَاصِم الجحدري-

'আলী রাযিআল্লাহু আনহু হতে উকবাহ বিন যবিয়ান বর্ণনা করেছেন। তার থেকে আসেম জাহদারী বর্ণনা করেছেন'।[৭১৪]

রাবী-২ : আব্দুল্লাহ বিন রুবাহ আল-আজ্জাজ আল-বসরী আল্লামা মুহাম্মাদ রঈস নদবী রহিমাহুল্লাহ লিখেছেন, 'আজ্জাজ-এর আসল নাম হল আব্দুল্লাহ বিন রুবাহ জাহদারী'।[৭১৫] ইমাম ইবনু হিব্বান রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৫৪ হি.) তাকে সিকাহ রাবী বলেছেন।[৭১৬]

---

৭১৩. ইবনুল মুনযির, আল-আওসাত ৩/৯৩।
৭১৪. ইবনু হিব্বান, আস-সিকাত ৫/২২৭।
৭১৫. নামায মেঁ হাথ বাঁধনে কা হুকুম আওর মাকাম (পাণ্ডুলিপি) পৃ. ২৬।
৭১৬. আস-সিকাত ৫/২৮৭।

www.boimate.com

রাবী -৩: আসেম আল-জাহদারী আল-বসরী, (১) ইমাম ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, তিনি সিকাহ রাবী।[৭১৭] (২) ইমাম ইবনু হিব্বান রহিমাহুল্লাহ তাকে সিকাত গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন, 'আসেম ইবনুল আজ্জাজ আল-জাহদারী বসরার অন্যতম একজন আবেদ ছিলেন'।[৭১৮]

রাবী-৪: হাম্মাদ বিন সালামা বিন দীনার আল-বসরীর, তিনি কুতুবে সিত্তার রাবী। অবশ্য বুখারীতে তার বর্ণিত হাদীসগুলি তালীক হিসেবে উদ্ধৃত আছে। তিনিও সিকাহ রাবী। ইমাম ইজলী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'তিনি বসরার সিকাহ রাবী'।[৭১৯] ইমাম ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'তিনি সিকাহ-সাবত রাবী'।[৭২০] ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ তার থেকে বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। ইমাম ইবনু মাঈন বলেছেন, 'ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ মৃত্যু পর্যন্ত হাম্মাদ বিন সালামা হতে বর্ণনা করতেন'। (দূরী, তারীখে ইবনু মাঈন ৪/৩৪৭)

রাবী-৫ মূসা বিন ইসমাঈল আল-বসরী, তিনি বুখারী ও মুসলিম সহ কুতুবে সিত্তার মারূফ ও মাশহূর এবং অত্যন্ত বড় মাপের সিকাহ রাবী। সকল মুহাদ্দিস ঐকমতানুসারে তাকে সিকাহ বলেছেন। ইমাম ইবনু সাদ রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৩০ হি.) আত-তাবাকাতুল কুবরা ৭/৩০৬ বলেছেন, 'তিনি সিকাহ ও অত্যধিক হাদীস বর্ণনাকারী ছিলেন'। ইমাম ইবনু মাঈন রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'তিনি সিকাহ মামূন'। (ইবনু আবী হাতিম, আল-জারহু ওয়াত-তাদীল ৮/১৩৬, সনদ সহীহ।)

ইমাম তিরমিযী (র)-যুগ পর্যন্ত বুকের উপরে হাত বাধার আমল ছিল না

দলিলসহ নামাজের মাসায়েল বইয়ে,মাওলানা আব্দুল মতিন সাহেব, ৯৩-৯৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত দাবি করেছেন।

ইমাম তিরমিযী (র.) হযরত হুলব (রা.) এর হাদীস উল্লেখ করে বলেছেন,

৭১৭. আল-জারহু ওয়াত-তাদীল ৬/৩৪৯, সনদ সহীহ।
৭১৮. আস-সিকাত ৫/২৪০।
৭১৯. ইজলী, তারীখুস সিকাত পৃ. ২৬১, ১৩১।
৭২০. সুওয়ালাত ইবনুল জুনাইদ পৃ. ৩১৬।

www.boimate.com

والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة ورأى بعضهم أن يضعهما فوق السرة ورأى بعضهم أن يضعهما تحت السرة وكل ذلك واسع عندهم

অর্থাৎ সাহাবী,তাবেয়ী ও পরবর্তী যুগের আলেমগণের আমল ছিল এ হাদীস অনুযায়ী। তাঁরা মনে করতেন,নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখবে। তাঁদের কেউ কেউ মনে করতেন নাভির উপরে রাখবে,আর কেউ কেউ মনে করতেন নাভির নিচে রাখবে। তাঁদের দৃষ্টিতে প্রত্যেকটিরই অবকাশ আছে।

লক্ষ করুন,ইমাম তিরমিযী রহ. সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈন থেকে তার নিজের যুগ পর্যন্ত আলেমগণকে দুভাগ করেছেন। এক ভাগের মত ছিল নাভির নিচে হাত বাঁধা, আরেক ভাগের মত ছিল নাভির উপরে হাত বাঁধা। বুকের উপর হাত বাঁধার আমল কোথায়? একইভাবে ইবনুল মুনযির (র.)ও তাঁর আল আওসাত গ্রন্থে উপরোক্ত দুই ধরনের আমল ও মতের কথাই উল্লেখ করেছেন।

জবাব : ইমাম তিরমিযী (র) কোনো কিছু বর্ণনা না করার অর্থ সেই আমল তার যুগে বিদ্যমান ছিলোনা তার প্রমান কি? জানতে চায়। এই ধারণা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং ভুল। তার প্রমান এই যে, ইমাম তিরমিজি রহ তার উক্তির মধ্যে হাত ছেড়ে দিয়ে নামাজ পড়ার কোথাও উল্লেখ করেননি। তার অর্থকি হাত ছেড়ে দেওয়ার কোনো মত ইমাম তিরমিজির যুগে ছিল না। অথচ মাওলানা আব্দুল মতিন সাহেব নিজেই তার বই দলিলসহ নামাযের মাসায়েল বইয়ের ৬৯ পৃষ্ঠা,লাইন নং-৭-এ ইমাম মালিক (জন্ম-৯৩- মৃত্যু -১৭৯) থেকে নকল করেছেন। ইমাম মালেক (র.) এর মত হলো,ফরজ নামাজে হাত ছেড়ে রাখাই সুন্নাত। আব্দুল মতিন সাহেবের কাছে জানতে চায় ইমাম মালিক(রহ) কি ইমাম তিরমিযীর পূর্বের ব্যক্তি নয় ? তাহলে ইমাম তিরমিজি কেন ইমাম মালেকের মত উল্লেখ করলেন না ? ইমাম তিরমিযী (র.)'র পূর্বে ইমাম শাফেঈ (র.) বুকের উপর হাত বাঁধার উপর হাদীস বর্ণনা ও আমল করেছেন। অনুরূপ বর্ণনা ইমাম আহমাদ (রহ) থেকেও বুকের উপর হাত বাঁধা প্রমাণিত।

এটি সুস্পষ্ট মিথ্যাচার। আসুন হানাফী আলেম তাক্বী উসমানী (হাফি) থেকে জেনে নিই চার ইমামের কে কী বলেন :

www.boimate.com

دوسرا مسئلہ یہ ہی کہ ہاتھوں کو کس جگہ باندھا جائے؟ حنفیہ اور سفیان ثوری [رح] اسحاق ابن راہویہ اور شافعیہ میں سے ابو اسحاق مروزی کے نزدیک ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھنا مسنون ہے؛ امام شافعی [رح] کے نزدیک ایک روایت میں تحت الصدر اور دوسری روایت میں علی الصدر ہاتھ باندھنا مسنون ہے؛ امام احمد [رح] سے تین روایتیں منقول ہیں؛ ایک امام ابو حنیفہ [رح] کے مطابق؛ ایک امام شافعی [رح] کے مطابق؛ اور ایک یہ کہ دونوں طریقوں میں اختیار ہے؛

"দ্বিতীয় মাসআলা হল,এই হাত কোথায় বাঁধতে হবে? ইমাম আবূ হানিফা ও সুফিয়ান সওরী (রহ),ইসহাক্ব ইবনে রাহওয়াইহ ও শাফেঈদের মধ্যে থেকে আবূ ইসহাক্ব মারুযীর (র.) কাছে হাত নাভির নীচে বাঁধাটা সুন্নাত। ইমাম শাফেঈর একটি বর্ণনানুযায়ী বুকের নিচে এবং অপর বর্ণনানুযায়ী বুকের উপর হাত বাঁধাটা সুন্নাত। ইমাম আহমাদ (র.) থেকে তিনটি উক্তি বর্ণিত হয়েছে। এর একটি ইমাম আবূ হানিফার মত,একটি ইমাম শাফেঈর মত এবং অপর একটি মতে উভয়টিকেই গ্রহণ করেছেন। (দারসে তিরমিজিতে ত্বকী উসমানী সাহেব ২/২৪)

হানাফী আলেমদের কাছেও বুকের উপর হাত বাঁধার হাদীস সঠিক। হানাফী আলেম তাক্বী উসমানী (হাফি.) নাভির নীচে ও বুকের উপর হাত রাখা সম্পর্কিত উভয় হাদীসের মধ্যে সমন্বয় করতে গিয়ে লিখেছেন :

شیخ ابن ہمام فتح القدیر میں فرماتے ہے کہ روایات کے تعارض کے وقت ہم نے قیاس کی طرف رجوع کیا تو وہ حنفیہ کی تائید کرتا ہے؛ کیونکہ ناف پر ہاتھ باندھنا تعظیم کے زیادہ لائق ہی؛ البتہ عورتوں کے لئے سینہ پر ہاتھ باندھنے کو اس لئے ترجیح دی گئی کہ اس میں ستر زیادہ ہے؛ واللہ اعلام؛

শায়েখ ইবনুল হুমাম 'ফতহুল ক্বাদীর'-এ বলেছেন : "বর্ণনাগুলো সংঘর্ষের ক্ষেত্রে আমরা ক্বিয়াসের প্রতি মনোনিবেশ করি। যা হানাফীদের পক্ষালম্বন করে। কেননা নাভীর পরে হাত বাঁধা তা'যিম (সম্মান) প্রদর্শনের ক্ষেত্রে বেশী পরিপূরক। অবশ্য মহিলাদের বুকের উপর হাত বাঁধা প্রাধান্য পায়। কেননা এতে বেশী সতর (ঢাকা) হয়। আল-াহই সর্বজ্ঞ।" [তাক্বী উসমানী,দারসে তিরমিযী (উর্দূ) ২য় খণ্ড পৃ: ২৪]

সুস্পষ্ট হল, হানাফীদের কাছেও বুকে হাত বাঁধার হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা আছে। তবে সেটা নিজেদের ক্বিয়াস অনুযায়ী। হাদীসের শব্দ ও দাবী অনুযায়ী তারা আমল করেন না। যা তাঁদের চিরাচরিত বৈশিষ্ট্য।

চার ইমাম থেকেই বুকের উপরে হাত বাধা প্রমাণিত হয়ে গেল।

www.boimate.com

তিরমিযীর মধ্যে বুকের উপর হাত বাঁধা বিদ্যমান

এ বর্ণনাটি তিরমিযীর মধ্যে সিমাকের-ই সনদে বর্ণিত আছে।[৭২১] উপরন্তু তিরমিযীর একটি নুসখাতেও মুসনাদে আহমাদের ন্যায় সীনার উপর হাত বাঁধার শব্দাবলী বিদ্যমান। যেমন শায়েখ আব্দুল হক সাইফুদ্দীন দেহলবী রহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১০৫২ হি.) লিখেছেন, 'অনুরূপভাবে ইমাম তিরমিযী কবীসাহ বিন হুলব হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, আমি আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দেখেছি যে, তিনি তাঁর হাত বুকের উপর রেখেছিলেন'।[৭২২]

এ ব্যাখ্যা দ্বারা এই আশঙ্কাটিও দূর হয় যে, ইমাম হায়সামী রহিমাহুল্লাহ মাজমাউয যাওয়ায়েদ কিংবা গায়াতুল মাকসাদ গ্রন্থে মুসনাদে আহমাদের এই বর্ণনাটিকে উল্লেখ কেন করেননি। সম্ভাবনা আছে যে, ইমাম হায়সামী রহিমাহুল্লাহ্‌র কাছে বিদ্যমান তিরমিযীর নুসখাতেও এই বর্ণনাটি 'বুকের উপর' বাক্য সহকারে ছিল। সুতরাং তার দৃষ্টিতে এই বর্ণনাটি যখন কুতুবে সিত্তার মধ্যে সুনানে তিরমিযীতে বিদ্যমান ছিল। তখন একে যাওয়ায়েদ গ্রন্থে উল্লেখ করার কোনই কারণ ছিল না।

কথার কথা যদি মেনে নেই যে, ইমাম হায়সামীর কাছে বিদ্যমান সুনানে তিরমিযীর নুসখায় এই বর্ণনাটি 'বুকের উপর' বাক্যের সাথে ছিল না। তারপরও ইমাম হায়সামীর যাওয়ায়েদ গ্রন্থে মুসনাদে আহমাদের এই হাদীসটি উল্লেখ না করা এর দলীল নয় যে, মুসনাদে আহমাদের মধ্যে এই হাদীসের অস্তিত্ব সংশয়পূর্ণ। কেননা ইমাম হায়সামী রহিমাহুল্লাহ মানুষ ছিলেন। এজন্য তিনি বিস্মৃতি বা ভুলে যাওয়া থেকে মুক্ত নন। তিনি এ হাদীস ব্যতীত মুসনাদে আহমাদের আরও কয়েকটি হাদীসের উল্লেখ যাওয়ায়েদ গ্রন্থে করেননি। মুসনাদে আহমাদে (৩/৩৪৫) সাইয়েদুনা জাবের রাযিআল্লাহু আনহু হতে মারফূ হিসেবে বর্ণিত

غلظ القلوب والجفاء في أهل المشرق، والإيمان في أهل الحجاز

হাদীসটি ইমাম হায়সামী উল্লেখ করেননি। তাহলে কি মুসনাদে আহমাদের মধ্যে থাকা এই হাদীসটির অস্তিত্ব অস্বীকার করতে হবে?

---

৭২১. তিরমিযী হা/২৫২।

৭২২. শারহু সিফরিস সাআদাহ পৃ. ৪৪।

www.boimate.com

নারীদের বুকে হাত বাঁধার দলীল

প্রকাশ থাকে যে, নারীরা নাভীর নিচে হাত বাঁধবে এবং পুরুষরা নাভীর নিচে হাত রাখবে মর্মে হানাফীরা যে পার্থক্য করেছেন তার পক্ষে কোন দলীল নেই। কিছু মানুষ মাজমাউয যাওয়ায়েদ গ্রন্থে তাবারানীর একটি হাদীসের বরাত দিয়ে প্রতারণা করেন যে, এখানে নারীদের বুকে হাত বাঁধার দলীল রয়েছে। আরয রইল যে, মাজমাউয যাওয়ায়েদ গ্রন্থের হাদীসটির ভাষ্য এই যে-

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ إِذَا صَلَّيْتَ فَاجْعَلْ يَدَيْكَ حِذَاءَ أُذُنَيْكَ، وَالْمَرْأَةُ تَجْعَلُ يَدَيْهَا حِذَاءَ ثَدْيَيْهَا.

قُلْتُ : لَهُ فِي الصَّحِيحِ وَغَيْرِهِ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ غَيْرُ هَذَا الْحَدِيثِ.

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ فِي مَنَاقِبِ وَائِلٍ مِنْ طَرِيقِ مَيْمُونَةَ بِنْتِ حُجْرٍ، عَنْ عَمَّتِهَا أُمِّ يَحْيَى بِنْتِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، وَلَمْ أَعْرِفْهَا، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

ওয়ায়েল বিন হুজর রাযিআল্লাহু আনহু বলেছেন, আমাকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'হে ওয়ায়েল বিন হুজর! যখন তুমি নামায শুরু করবে তখন স্বীয় হাত কান পর্যন্ত উত্তোলন করবে। আর নারীরা স্বীয় হাত বুক পর্যন্ত উঠাবে'।

আমি (ইমাম হায়সামী) বলছি, সহীহ ও অন্যান্য গ্রন্থেও রফউল ইদাইন সম্পর্কে এ হাদীসটি ব্যতীত তার হাদীস বর্ণিত রয়েছে। এটি ইমাম তাবারানী ওয়ায়েল বিন হুজরের মানাকিব-এ একটি দীর্ঘ হাদীসে মায়মুনা বিনতে হুজর, তিনি তার চাচা উম্মে ইয়াহইয়া বিন আব্দুল জাব্বার-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আর আমি উম্মে ইয়াহইয়া সম্পর্কে অবগত হতে পারি নি। সনদের বাকী রাবীগণ সিকাহ'।[৭২৩]

এ বর্ণনাকে ইমাম হায়সামী রহিমাহুল্লাহ রফউল ইদাইনের অনুচ্ছেদে পেশ করেছেন। আর শেষে তিনি বলেছেন, 'রফউল ইদাইনের ব্যাপারে এ হাদীস ব্যতীতও তার বর্ণিত হাদীস রয়েছে'।[৭২৪]

---

৭২৩. মাজমাউয যাওয়ায়েদ ২/১০৩।
৭২৪. আল-বাদরুল মুনীর ৩/৪৬৩।

www.boimate.com

প্রতীয়মান হল, রফউল ইদাইনের সাথে এ হাদীসের সম্পর্ক রয়েছে। হাত বাঁধার সাথে নয়। ইমাম হায়সামী ব্যতীত অন্য ইমামগণও একে রফউল ইদাইনের সাথে সম্পৃক্ত বলেছেন।

বরং সমগ্র বিশ্বের একজন আলেমও এ হাদীসকে হাত বাঁধা সম্পর্কে মনে করেননি।

যদি কথার কথা, এ হাদীসের সম্পর্ক নামাযে হাত বাঁধার সাথেই হয়ে থাকে; তাহলে এ হাদীসের শুরুর দিকের অংশটির উপর লক্ষ্য করা যাক। তা এই যে, 'যখন তুমি সলাত আদায় করবে তখন তোমার হাত কান বরাবর উত্তোলন করবে'। এ বাক্যটি যে ইবারতে রয়েছে ঠিক একই ইবারতের পরেই সামনের বাক্যটি রয়েছে। এখন যদি সামনের বাক্যটি হাত বাঁধা সম্পর্কে হয় তাহলে প্রথমটির সম্পর্কও হাত বাঁধার সম্পর্কেই হতে হবে। যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে হানাফী পুরুষদেরকে আহলে হাদীস ভাইদের চেয়েও দু কদম বেশী অগ্রসর হতে হবে। অর্থাৎ নামাযে বুক থেকে যথেষ্ট উপরে কান বরাবর উভয় হাত ঝুলিয়ে দিতে হবে!!

মজার বিষয় এই যে, একজন হানাফী আলেমও এ হাদীসকে রফউল ইদাইনের সাথে সম্পর্কে বলে মেনে নিয়েছেন। আর এরই ভিত্তিতে তিনি নারী-পুরুষের নামাযে এই পার্থক্য নির্দেশ করেছেন যে, রফউল ইদাইনের তরীকা উভয়ের ক্ষেত্রে ভিন্ন।[৭২৫]

প্রকাশ থাকে যে, এ বর্ণনাটি হাত বাঁধার সাথে অপ্রাসঙ্গিক হবার সাথে সাথে যঈফও। যেমনটা খোদ ইমাম হায়সামী ইশারা করেছেন।[৭২৬]

কিছু মানুষ নারীদের ব্যাপারে বলতে গিয়ে এই দলীল দেন যে, বুকে হাত বাঁধার ক্ষেত্রে ইজমা আছে। অথচ এটি একেবারেই ভুল দাবী। বরং অত্যন্ত অদ্ভুতও বটে। কেননা মালেকী মাযহাবের একটি জামাআত হাত ছেড়ে দিয়ে সলাত আদায় করার পক্ষে মত দিয়েছেন। অর্থাৎ তাদের মতে, তাদের নারীরাও হাত ছেড়ে দিয়ে নামায পড়বে। এই একটি কথা দ্বারা ইজমার দাবী বাতিল প্রমাণিত হয়ে যায়।

এ ছাড়াও আব্দুর রহমান বিন মুহাম্মাদ আওয আল-জাযীরী লিখেছেন,

৭২৫. মাওলানা আব্দুর রঊফ সাখরূবী, খাওয়াতীন কা তারীকায়ে নামায পৃ. ৩৭।
৭২৬. যঈফা হা/৫৫০০।

www.boimate.com

الحنابلة قالوا: السنة للرجل والمرأة أن يضع باطن يده اليمنى على ظهر يده اليسرى ويجعلها تحت سرته.

'হাম্বলীরা বলেন যে, পুরুষ-নারী উভয়ের জন্য সুন্নত এই যে, ডান হাতের তালু বাম হাতের (তালু বরাবর) পিঠের উপর স্থাপন করে নাভীর নিচে রাখবে'।[৭২৭]

প্রতীয়মান হল, নারীদের বুকে হাত বাঁধা প্রসঙ্গে ইজমার দাবীটি প্রত্যাখ্যাত। মূলত আহনাফদের কাছে নারী-পুরুষের সালাতের পার্থক্য বিষয়ক কোন দলীল-ই নেই। না সহীহ, না যঈফ আর না মাওযূ। এজন্য এ হযরতগণ নাম সর্বস্ব ইজমার বরাত দিয়ে লোকদেরকে সন্তুষ্ট রাখার ব্যর্থ চেষ্টা করছেন। মুকাল্লিদরা এ কথায় সন্তুষ্ট হতে পারেন। কিন্তু হকের অনুসন্ধানকারীদের কাছে এ জাতীয় অনর্থক কথার কোনই মূল্য নেই।

বুদ্ধিবৃত্তিক দলীল

নাভীর নিচে হাত বাঁধার ব্যাপারে হানাফীদের যুক্তি

যেমন নাভীর নিচে হাত বাঁধার ব্যাপারে হানাফীদের আকলী দলীলগুলি লক্ষ্য করুন।-

(যুক্তি-১) 'নাভীর নিচে হাত বাঁধা লজ্জাস্থান আবৃত করার ও লুঙ্গিকে হেফাযত রাখার অধিক উত্তম উপায়। এভাবে হাত বাঁধার সাথে সাথে সতরের সংরক্ষণও হয়ে যায়'।[৭২৮]

আরয রইল, সম্ভবত এমন কোন বিবেকবান মানুষ পাওয়া যাবে না যিনি এই যুক্তির সামনে নিজের বিবেকের উপর মাতম করবে না। পোষাকের মূল উদ্দেশ্যই হল লজ্জাস্থান ঢেকে রাখা। এমন কোন আহাম্মক রয়েছে কি? যে নামাযের মত পবিত্র ইবাদতের মধ্যে লজ্জাস্থান হেফাযতের পরোয়া না করে সালাতে এসে কাপড় খুলে যাওয়ার আশঙ্কা করে। সারাদিনের দৌড়-ঝাপ ও

৭২৭. আল-ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবাআ ১/২২৭।
৭২৮. দিরহামুস সুর্রাহ পৃ. ৪৮।

www.boimate.com

ভারী ভারী কাজে তো লুঙ্গি খোলার কোন ভয় থাকে না। তাহলে নামাযের মত অত্যন্ত শান্ত ইবাদতের মধ্যে লুঙ্গি খুলে যাবার আশঙ্কা কোন বিবেক ও যুক্তির আলোকে হচ্ছে তা প্রতীয়মান নয়।

মজার বিষয় এই যে, হানাফীরা নারীদের সতরকে এই অতীব উত্তম উপায় হতে মাহরূম করে রেখেছেন। তাদের জন্য এই বৈধতা রাখা হয়েছে যে, তারা বুকে হাত বাঁধবে। কি আশ্চর্য!!

প্রশ্ন এই যে, নারীদের কি সতর ও পোষাক সামলানোর দরকার নেই? বরং নারীদেরকে তো আরও বেশী এর উপর আমল করা জরুরী।

যুক্তি-২: কিছু হানাফী আলেম বলেন, 'পুরুষ নামাযে বুকের উপর হাত বাঁধলে নারীদের সাথে সাদৃশ্য স্থাপন আবশ্যক হয়ে যাবে'।

আরয রইল-

প্রথমত : বুকের উপর হাত বাঁধার প্রমাণ পুরুষদের সম্পর্কেই বলা হয়। আর নারীরা এ হুকুমের অনুগামী। এমতাবস্থায় যদি সাদৃশ্য দুর করা উদ্দেশ্য হত তাহলে হানাফীদের উচিত ছিল পুরুষদেরকে বুকের উপর হাত বাঁধতে বলা। এবং নারীদেরকে তাদের অনুসারী হওয়া থেকে দুরে রাখা। আর তাদেরকে এটা বলা উচিত ছিল যে, তারা যেন পুরুষদের বিপরীতে নাভীর নিচে হাত বাঁধে।

দ্বিতীয়ত : নারীদের সাথে সাদৃশ্য হওয়া থেকে বিরত থাকার মানে এই নয় যে, প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের বিরোধীতা করতে হবে। বরং উদ্দেশ্য এই যে, ঐসব বিষয়ে নারীদের সাদৃশ্য গ্রহণ করা যাবে না যেগুলি পুরুষদের সাথে খাস করা হয়েছে।

যুক্তি-৩: হানাফীরা আকলী দলীল হিসেবে এটাও দিয়ে থাকেন যে, নাভীর নিচে হাত বাঁধা নম্রতা ও সম্মানের আলামত।[৭২৯]

আরয রইল, পুরো দুনিয়াতে কোথাও এই অবস্থানকে সম্মানের আলামত বলা হয় নি। বরং একে বেআদবী মনে করা হয়। এর বিপরীতে বুকে হাত বাঁধাকে

---

৭২৯. দিরহামুস সুর্রা পৃ. ৪৫।

www.boimate.com

অবশ্যই সম্মানের একটি পদ্ধতি গণ্য করা হয়। যেমনটা অভিধানের গ্রন্থে রয়েছে। যেমন আল-মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থে রয়েছে যে,

(كفر) لسَيِّده انحنى وَوضع يَده على صَدره وطأطأ رَأسه كالركوع تَعْظِيمًا لَهُ-

'সে তার মনীবকে সম্মান করল। অর্থাৎ তার সম্মানে স্বীয় হাত বুকে রেখে মাথা অবনত করে ঝুঁকিয়েছে'।[৭৩০]

উপরন্তু এখানেও এ প্রশ্ন উঠে যে, যদি নাভীর নিচে হাত বাঁধাই সম্মানের প্রতীক হয় তাহলে হানাফী নারীরা বুকে হাত বেঁধে এই সম্মান করার পদ্ধতি বাতিল করছে কেন?

যুক্তি-৪ : কিছু মানুষ বলেন যে, বুঁকে হাত বাধা আহলে কিতাবের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

আরয রইল যে, আহলে কিতাব একে অপরের সম্মানে বুকে হাত রেখে মাথা নত করে। আর আমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে গিয়ে নামাযের ভিতরে বুকে হাত রেখে কিয়াম করে থাকি। এখানে উভয়ের মাঝে মিল কোথায়?

এছাড়াও যে বস্তু কিতাব ও সুন্নাহ হতে প্রমাণিত হবে সেটি আহলে কিতাবের লোকেরা করে থাকলেও তার বিরোধীতা করা যাবে না। যেমন আহলে কিতাবরাও ডান হাত দিয়ে খাবার গ্রহণ করে। তাহলে কি আমরা তাদের বিরোধীতায় বাম হাত দিয়ে খাওয়া শুরু করব?

উপরন্তু এখানেও ঐ একই প্রশ্ন আসে যে, যদি বুকে হাত বাধা আহলে কিতাবের সাথে সাদৃশ্য হয়ে থাকে তাহলে হানাফী নারীরা কেন নামাযে বুকের উপর হাত বেধে আহলে কিতাবদের তাকলীদ করে?

দুআ রইল যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সবাইকে আকলে সালীম তথা খাঁটি বিবেক দান করেন এবং কিতাব ও সুন্নতের আনুগত্য করার তওফীক দান করেন। আমীন।

৭৩০. আল-মুজামুল ওয়াসীত ২/৭৯১, ৭৯২।

www.boimate.com

আমাদের বইসমূহ

প্রকাশিত বইসমূহ

ক্রম	বইয়ের নাম	পৃষ্ঠা	মূল্য
১.	জান্নাতের নি'আমত ও তা লাভের উপায়	৯৬	৯০
২.	পাপ মার্জনার যত পথ	৫৬	৬০
৩.	বিনা ফাতিহায় জানাযা!	৩২	৪০
৪.	বিদআতী ইমামের পেছনে সলাত	৮০	৬০
৫.	বয়স বৃদ্ধির উপায়	১২৮	১৩০
৬.	তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত	৪৮	২৫
৭.	সলাতুন নাবী (সা.)	৬৫৬	৬০১
৮.	সলাত পরিত্যাগকারীর হুকুম	৭২	৭০
৯.	বিদআতের ভয়াবহতা	৭২	৭০
১০.	সুল্লামুল কুরআন (তাজবীদ শিক্ষা)	১৮	৩০
১১.	ইমাম মাহদীর আগমন	৭২	৭০
১২.	ফেরেশতার দোআয় ধন্য যারা	৪০	৩০
১৩.	বিনম্র সালাতের মূলমন্ত্র (খুশু-খুযূর ৩৩ উপায়)	৯৬	১৩০
১৪.	পাঠক শিশু গড়তে হলে	১২০	১৬০
১৫.	হতে চাই আল্লাহর প্রিয় বান্দা	৪৮	৬০
১৬.	যে দু'আ কবুল হবেই	৪৮	৬০
১৭.	ইতিহাসের কাঠগড়ায় আহলে হাদীস	২০৮	৩৫০
১৮.	সালফে সালেহীনের মানহাজ ও মুসলিম উম্মাহর জন্য এর প্রয়োজনীয়তা	৪০	৩৫

বিশিষ্ট তার্কিক ও দাঈ ব্রাদার রাহুল হুসাইন (রুহুল আমিন)-এর বইসমূহ

১৯.	ফিতরা : টাকা, নাকি খাদ্যদ্রব্য? বিভ্রান্তি নিরসন		
২০.	মহিলাদের মসজিদ গমন : বিভ্রান্তি নিরসন		
২১.	সলাতে হাত বাঁধার স্থান : বিভ্রান্তি নিরসন		
২২.	লিফলেট : সিয়াম ও রামাযান : করণীয় এবং বর্জনীয়	৬	৫

www.boimate.com

প্রকাশিতব্য বইসমূহ

১.	তাওহীদুল ইবাদাহ (একমাত্র আল্লাহর ইবাদত)
২.	তাওহীদ বনাম শিরক ও সুন্নাত বনাম বিদআত
৩.	দাড়ির বিধান ও মাসায়েল
৪.	আল্লাহর সুন্দর নামসমূহের ব্যাখ্যা
৫.	রাসূল ﷺ-এর বহুবিবাহ : অভিযোগ ও তার জবাব
৬.	শিয়াদের আসল চেহারা
৭.	কুরআন খানী ও ঈসালে সওয়াব
৮.	বিদআত চেনার মূলনীতি ও সূত্রাবলী
৯.	আহকামুল জানাযা- আলবানী
১০.	আসলু সিফাতু সলাতিন নাবী (১-৩ খণ্ড)- আলবানী

বিশিষ্ট তার্কিক ও দাঈ ব্রাদার রাহুল হুসাইন (রুহুল আমিন)-এর বইসমূহ

১১.	দেওবন্দীদের ৩০০ মিথ্যাচার- শাইখ যুবায়ের আলী যাঈ
১২.	তাওফীকুল বারী- শাইখ যুবায়ের আলী যাঈ

www.boimate.com

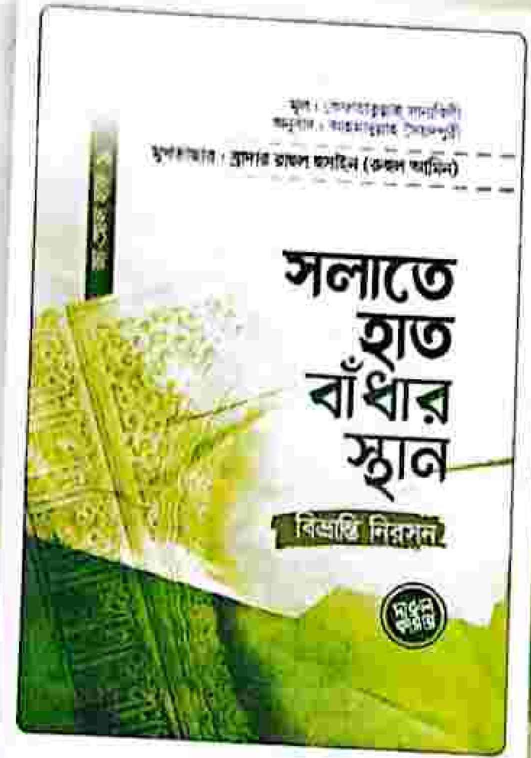

দারুল কারার
মাদরাসা মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা

www.boimate.com